

সূচী

আলেকজান্দারের অভিযান

অধ্যাপক ম্যাক্রিগল লিখিত ভূমিকা ... ৩—৫৭

আরিয়ান লিখিত আনাবেসিস্

চতুর্থ খণ্ড

ষাটবিংশ অধ্যায়—আলেকজান্দারের ভারতবর্ষ আক্রমণ কালে ককেসান্ পর্বতমালা উত্তার্ণ হইয়া কোফীন্ নদীর দিকে অগ্রসর হইবার বর্ণনা ...	৬৩
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়—আস্পেসিয়ানদের সহিত যুদ্ধ ...	৬৮
চতুর্বিংশ অধ্যায়— ঐ ঐ ...	৭১
পঞ্চবিংশ অধ্যায়—আস্পেসিয়ানদের পরাজয় ...	৭৪
ষড়্‌বিংশ অধ্যায়—মাসাগা অবরোধ ...	৭৬
সপ্তবিংশ অধ্যায়—মাসাগা অধিকার ...	৭৯
অষ্টাবিংশ অধ্যায়—বাজিরা অধিকার ...	৮২
ঊনত্রিংশ অধ্যায়—আরর্নস অবরোধ ...	৮৫
ত্রিংশ অধ্যায়—আরর্নস অধিকার ...	৮৭

পঞ্চম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়—নিসার আলেকজান্দার ...	৯৩
দ্বিতীয় অধ্যায়—নিসিয়ানদের স্বায়ত্তশাসন ...	৯৫

তৃতীয় অধ্যায়—হিরাক্লিস্ ও ডাইওনিসস্	...	৯৮
চতুর্থ অধ্যায়—সিক্কু ও ভারতীয় অধিবাসিগণ সম্বন্ধে বর্ণনা		১০১
পঞ্চম অধ্যায়—এসিয়ার পর্বত ও নদী	...	১০৩
ষষ্ঠ অধ্যায়—ভারতবর্ষের অবস্থান	...	১০৫
সপ্তম অধ্যায়—সেতু নিৰ্ম্মাণ	...	১০৮
অষ্টম অধ্যায়—তক্ষশিলায় আগমন	...	১১০
নবম অধ্যায়—হাইডাস্পিস্ তীরে পোরস্	...	১১২
দশম অধ্যায়—আলেকজান্দারের ছলনা	...	১১৪
একাদশ অধ্যায়—অলক্ষ্যে হাইডাস্পিস্ উত্তীর্ণ হইবার ব্যবস্থা		১১৫
দ্বাদশ অধ্যায়—হাইডাস্পিস্ উত্তীর্ণ হওন	...	১১৬
ত্রয়োদশ অধ্যায়—নদী উত্তীর্ণ হইবার কালে ঘটনা	...	১১৮
চতুর্দশ অধ্যায়—খণ্ড যুদ্ধ	...	১১৯
পঞ্চদশ অধ্যায়—পোরসের আয়োজন	...	১২১
ষোড়শ অধ্যায়—আলেকজান্দারের অভিসন্ধি	...	১২৩
সপ্তদশ অধ্যায়—হাইডাস্পিসের যুদ্ধ	...	১২৪
অষ্টাদশ অধ্যায়—পোরসের আত্মসমর্পণ	...	১২৬
উনবিংশ অধ্যায়—পোরসের সহিত বন্ধুত্ব	...	১৩০
বিংশ অধ্যায়—মৌসাই পরাজয়	...	১৩২
একবিংশ অধ্যায়—হাইড্রাওটাস্ উত্তীর্ণ হওন	...	১৩৫
দ্বাবিংশ অধ্যায়—কাথিয়ানদের বিরুদ্ধে যাত্রা	...	১৩৬
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়—কাথিয়াবাসীদিগের পরাজয়	...	১৩৮
চতুর্বিংশ অধ্যায়—সাক্রাল্ অধিকার	...	১৪০
পঞ্চবিংশ অধ্যায়—সৈন্যগণের হাইফাসিস্ উত্তীর্ণ হইতে অনিচ্ছা		১৪২
ষড়্ বিংশ অধ্যায়—আলেকজান্দারের বহুতা	...	১৪৪

ସପ୍ତବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ—କୈନସେର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର	...	୧୪୭
ଅଷ୍ଟାବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ—ଆଲେକଜାନ୍ଦାରେର ବିରକ୍ତି	...	୧୫୦
ଉନବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ—ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ	...	୧୫୨

ଷଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡ

ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ—ନୀଳନଦ ଭ୍ରମେ ସିନ୍ଧୁନଦୀ	...	୧୫୭
ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ—ଜଳସାତ୍ରାର ବିବରଣ	...	୧୫୯
ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ—ଐ ଐ	...	୧୬୧
ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ—ହାଇଡାମ୍ପିମ୍ ଓ ଆକିମାହିନେର ସଙ୍ଗମ	...	୧୬୩
ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ—ବିପଦ	...	୧୬୬
ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ—ମାଲୟଜାତି ଆକ୍ରମଣ	...	୧୬୯
ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ—ମାଲୟଗଣେର ଦୁର୍ଗାଧିକାର	...	୧୭୨
ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ—ହାଇଡ୍ରାଓଟୀମ୍ ତୀରେ	...	୧୭୫
ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ—ନଗରାକ୍ରମଣ	...	୧୭୭
ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ—ଆଲେକଜାନ୍ଦାରେର ଖୁରୁତର ଆଘାତ	...	୧୮୦
ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ—ଆଲେକଜାନ୍ଦାରେର କ୍ଷତେର ଗଭୀରତା	...	୧୮୨
ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ—ମୈଗ୍ରାବଲୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଭୈତି	...	୧୮୬
ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ—ମୈଗ୍ରାଗଣେର ଆହ୍ଲାଦ	...	୧୮୭
ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ—ମାଲୟ ପ୍ରଭୃତି ଜାତିର ପରାଭବ ସ୍ୱୀକାର ଓ ସିନ୍ଧୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳସାତ୍ରା	...	୧୮୯
ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ—କ୍ଷତ୍ରପ ନିୟୋଗ	...	୧୯୨
ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟ—ଅକ୍ସିକାନମ୍ ଓ ମାନ୍ସସେର ବିରୁଦ୍ଧେ ଅଭିଯାନ	...	୧୯୫
ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ—ମୌସିକାନମ୍ ହତ୍ୟା	...	୧୯୭
ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ—କୃପଧନନ ଓ ଅଗ୍ରସର	...	୨୦୦

উনবিংশ অধ্যায়—নৌবাহিনীর সমুদ্রে উপস্থিতি ...	২০২
বিংশ অধ্যায়—পাটলে প্রত্যাগমন ...	২০৪
একবিংশ অধ্যায়—আরাবিস্ নদী উত্তীর্ণ হওন ..	২০৬
দ্বাবিংশ অধ্যায়—গেদ্রোসিয়া মরুভূমির বর্ণনা ...	২০৮
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়—গেদ্রোসিয়া অভ্যন্তর হইয়া অগ্রসর	২১১
চতুর্বিংশ অধ্যায়—বিপজ্জাল ...	২১৪
পঞ্চবিংশ অধ্যায়—সৈন্যাবলীর ক্লেশ ...	২১৬
ষড়্ বিংশ অধ্যায়—ঘটনানিচয় ...	২১৮
সপ্তবিংশ অধ্যায়—ক্ষত্রপ নিয়োগ ...	২২০
অষ্টাবিংশ অধ্যায়—কার্মেনিয়ায় আমোদ প্রমোদ ...	২২২

কুইণ্টাস্ কার্টিয়াস্ রুফাস্ রচিত আলেকজান্দারের ইতিহাস

অষ্টম খণ্ড

নবম অধ্যায়—ভারতবর্ষের বিবরণ ...	২২৯
দশম অধ্যায়—সিন্ধুর পশ্চিম প্রান্তে অভিযান ...	২৩৬
একাদশ অধ্যায়—আয়র্নিস অবরোধ ও অধিকার ...	২৪৪
দ্বাদশ অধ্যায়—সিন্ধু উত্তরণ ...	২৪৯
ত্রয়োদশ অধ্যায়—আলেকজান্দার এবং পোরস্ ...	২৫৩
চতুর্দশ অধ্যায়—পোরসের সহিত যুদ্ধ ...	২৫৯

নবম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়—সৈন্যদিগের প্রতি সম্ভাষণ ...	২৭১
দ্বিতীয় অধ্যায়—সৈন্যগণের প্রতি সম্বোধন ...	২৭৯

তৃতীয় অধ্যায়—কৈনসের বক্তৃতা	...	২৮৭
চতুর্থ অধ্যায়—বিভিন্ন জাতির পরাভব	...	২৯২
পঞ্চম অধ্যায়—আলেকজান্দারের আঘাত	...	২৯৯
ষষ্ঠ অধ্যায়—আলেকজান্দারের আরোগ্য লাভ	...	৩০৫
সপ্তম অধ্যায়—বাইটন্ ও বক্সাস্	...	৩১২
অষ্টম অধ্যায়—মালয়জাতির পরাজয় স্বীকার	...	৩১৭
নবম অধ্যায়—আলেকজান্দারের পাটলে প্রত্যাগমন	...	৩২৩
দশম অধ্যায়—গৃহাভিমুখে যাত্রা	...	৩২৯

দায়দরস্ সিকুলাস্ লিখিত ইতিহাস

সপ্তদশ খণ্ড

চতুরশীতিতম অধ্যায়—মাসাগায় আলেকজান্দার	...	৩৪১
পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়—আয়র্গস অধিকার	...	৩৪৩
ষড়্শীতিতম অধ্যায়—সিন্ধু উত্তরণ	...	৩৪৫
সপ্তাশীতিতম অধ্যায়—পোরসের বিরুদ্ধে যাত্রা	...	৩৪৭
অষ্টাশীতিতম অধ্যায়—পোরসের পরাজয়	...	৩৪৮
নব্বাশীতিতম অধ্যায়—হাইডাসপিসের যুদ্ধ	...	৩৫০
নবতিতম অধ্যায়—সর্প, বানর, প্রভৃতি	...	৩৫২
একনবতিতম অধ্যায়—প্রথম পোরসের ভ্রাতৃপুত্রের পশ্চাৎগমন	...	৩৫৪
দ্বিনবতিতম অধ্যায়—সোপীথিসের রাজ্যের কুকুর	...	৩৫৬
ত্রিনবতিতম অধ্যায়—ফিজিয়াসের বশ্যতা স্বীকার	...	৩৫৭
চতুর্নবতিতম অধ্যায়—মাসিদনীয় সৈন্যের ছরবস্থা	...	৩৫৯
পঞ্চনবতিতম অধ্যায়—আলেকজান্দারের বেদী	...	৩৬০

ষষ্ঠবর্তিতম অধ্যায়—দক্ষিণসাগরে যাত্রারস্ত্র	...	৩৬২
সপ্তনবর্তিতম অধ্যায়—নদী-সঙ্গমে	...	৩৬৪
অষ্টনবর্তিতম অধ্যায়—সাইরাকোসাই ও মল্লজাতির সম্বায়		৩৬৫
একোনশততম অধ্যায়—ভূর্গমধ্যে লক্ষ্যপ্রদান	...	৩৬৭
শততম অধ্যায়—আলেকজান্দারের আরোগ্য লাভ	...	৩৬৯
একাদিকশততম অধ্যায়—মাসিদোনীয়গণের ষড়যন্ত্র	...	৩৭১
দ্বাদিকশততম অধ্যায়—সম্বষ্টাই প্রভৃতির বশতা স্বীকার		৩৭৩
ত্র্যাদিকশততম অধ্যায়—হার্ম্যাটেলিয়া নগরের আত্মরক্ষা		৩৭৫
চতুরদিকশততম অধ্যায়—নৌযাত্রা	...	৩৭৮
পঞ্চাদিকশততম অধ্যায়—ওরিটিয়ানদের সমাধির প্রথা		৩৮০
ষড়্ধিকশততম অধ্যায়—সৈন্যদলের আনন্দোৎসব	...	৩৮২
সপ্তাদিকশততম অধ্যায়—কালানসের অগ্নিকুণ্ডে প্রাণবিসর্জন		৩৮৪

প্লুটার্ক লিখিত আলেকজান্দার-জীবনী

অষ্টপঞ্চাশততম অধ্যায়—নিসায় আলেকজান্দার	...	৩৮৯
উনষষ্টিতম অধ্যায়—আলেকজান্দার ও তাক্সিলিসের শিষ্টাচার		
বিনিময়	৩৯০
ষষ্টিতম অধ্যায়—পোরসের সহিত যুদ্ধের বিবরণ	...	৩৯২
একষষ্টিতম অধ্যায়—বৌকেফেলাসের মৃত্যু	...	৩৯৫
দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়—গঙ্গাতীরে অগ্রসর হইতে সৈন্যগণের অস্বীকার		৩৯৬
ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়—আলেকজান্দারের নদীপথে যাত্রা		৩৯৮
চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়—ভারতীয় যোগীদের সহিত আলেকজান্দারের		
সাক্ষাৎ	৪০০

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়—ভারতীয় যোগী কালানস্ ও দান্দামিস	৪০৩
ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়—স্কিলোটিস্ দ্বীপে গমন ...	৪০৫
সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়—মরুভূমি হইতে নিষ্ক্রান্ত ...	৪০৬

যাষ্টিন্ লিখিত ইতিহাস

দ্বাদশ খণ্ড

সপ্তম অধ্যায়—আলেকজান্দারের নিশা ও মেরস্ পর্বত-দর্শন	৪১১
অষ্টম অধ্যায়—আলেকজান্দার কর্তৃক পোরসের পরাজয়	৪১৩
নবম অধ্যায়—নদীপথে সমুদ্রযাত্রা ...	৪১৫
দশম অধ্যায়—সাধসের নগরে আলেকজান্দারের আগমন	৪১৭

পঞ্চদশ খণ্ড

চতুর্থ অধ্যায়—সেলুকস্ নিকেটরের ভারতবর্ষে প্রবেশ	৪১৯
অতিরিক্ত পাদটীকা ...	৪২১
নির্ঘণ্ট ...	৪২৭
চিত্রসূচী ...	৪৪৫



1199

নিবেদন

'সমসাময়িক ভারত' গ্রন্থাবলীর প্রথম কল্প 'প্রাচীন ভারতে'র চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহার ছাপা বহুপূর্বে শেষ হইলেও কেবল ছবি প্রস্তুতের বিলম্বে এত দেরী হইল।

যে সকল মহোদয় আমাকে এই গ্রন্থাবলী প্রকাশে সাহায্য করিতেছেন তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। মাননীয় কাশীমবাজারাধিপতি, মাননীয় বর্ধমানাধিপতি, মাননীয় স্মার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মাননীয় ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্কাদিকারী, শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও মাননীয় রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ মহোদয়গণের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য মনে করি। শ্রীযুক্ত অধ্যাপক যত্ননাথ সরকার পূর্বাপরই উপদেশাদি দানে উপকৃত, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ভূমিকা লিখিয়া এবং শ্রীযুক্ত ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহোদয়গণ নানারূপে উৎসাহিত করিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি, এ, প্রফসংশোধনে ও আমার ছাত্র শ্রীমান্ নলিনাক্ষ ঘোষ বি, এ, নির্ঘণ্টপ্রণয়নে সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জগ্ৰ ইহাদিগকেও ধন্যবাদ দিতেছি।

গ্রন্থে ভ্রমপ্রমাদ যথেষ্ট রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই—

“—Sir, if I have made

A fault in ignorance, instruct my youth

I shall be willing, if not able to learn ;

Age and experience will adorn my mind
 With larger knowledge ; and if I have done
 A wilful fault, think me not past all hope
 For once."

(Philaster—Act 2, Sc. 1)

ভরসা করি সকলেই আমাকে উপদেশাদি দানে উৎসাহিত করিয়া
 যাহাতে আমার আবদ্ধ কার্য শেষ করিতে পারি তাহাই করিয়া
 আমাকে চির কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ রাখিবেন।

"সমসাময়িক ভারত" কার্যালয় }
 মোরাদপুর (পাটনা) }
 পৌষ, ১৩২৩ }

গ্রন্থকার

বঙ্গসাহিত্যানুরাগী
পূজনীয়
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ
এম্, এ, বি, এল্
মহোদয়কে
ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ
স্নেহান্বিত গ্রন্থকার কর্তৃক
উৎসর্গীকৃত লইল।

৯ই পৌষ, ১৩২৩
দশম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের
অধিবেশনের প্রথম দিবস।
পাটলিপুত্র।

ভূমিকা

(পূজনীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিত)

সমসাময়িক ভারত

চতুর্থখণ্ড

ভূমিকা

ইংরাজীশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিসাধনের আকাঙ্ক্ষা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহা যেমন স্বাভাবিক, সেইরূপ কল্যাণকর। তাহার ফলে বাঙ্গালা-সাহিত্যে ইতিহাসের আলোচনারও সূত্রপাত হইয়াছে ;— দেশের লোকের চেষ্টায়, দেশের ইতিহাসের তথ্যানুসন্ধানের পরিচয় বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইয়া, বাঙ্গালা-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতেছে।

আমাদের দেশের ইতিহাসের অনেক বিবরণ নানা ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহা ইংরাজী ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়া, আমাদের দেশের ইংরাজী-শিক্ষিত বক্তিবর্গের পক্ষে অনায়াসগম্য হইলেও, বাঙ্গালা ভাষাতেও ভাষান্তরিত হইবার উপযুক্ত। কিন্তু তাহার প্রয়োজন স্বতঃসিদ্ধ হইলেও, তাহার আয়োজন করা সহজ নহে। যে গ্রন্থ যে ভাষায় প্রথমে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, সেই ভাষায় প্রচুর পারদর্শিতা না থাকিলে, অনুবাদকার্য কখনই সর্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না। এই কার্য স্বভাবতই কঠিন কার্য। অনেক স্থলে মূলের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া, অনুবাদ-সাধনের অসামর্থ্যের অভাব পূরণ করিয়া লইতে হয়। এরূপ অবস্থায় গ্রীক লাটিন চীন পারসিক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লিখিত ভারত-বিবরণ কেবল ইংরাজী অনুবাদের সাহায্যে বাঙ্গালা ভাষায় ভাষান্তরিত করিবার চেষ্টা বিলক্ষণ অনুবিধাজনক। "সমসাময়িক ভারত"-গ্রন্থাবলীর

প্রকাশক কল্যাণাম্পদ অধ্যাপক সমাদার সেই অনুবিধাজনক কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে অনন্তকর্ম্ম হইয়া এই দুর্লভ কার্য সম্পাদন করিবার সুযোগ ঘটিতে পারে নাই। দুই চারিটি ভ্রম ক্রটি দেখাইয়া দিবার মত সমালোচকের অভাব না থাকিলেও, অভিজ্ঞ উপদেষ্টার অভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই সকল কারণে অধ্যাপক সমাদার সকলের নিকটেই সহায়তাপূর্ণ উৎসাহ লাভের যোগ্য।

প্রাচীন গ্রন্থাবলীর ভাষান্তর সম্পাদন করিতে হইলে, কোন্ প্রণালীকে মুখ্য প্রণালী বলিয়া অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া, কোন কোন প্রতীচ্য পণ্ডিত লিখিয়াছেন,— প্রথমে পাঠ বিচার করিয়া, প্রকৃত পাঠ নির্ণীত করিতে হইবে; তাহার পর নির্ণীত পাঠের প্রকৃত ব্যাখ্যা অবগত হইবার জন্ত চেষ্টা করিতে হইবে; এবং যে গ্রন্থ যে ভাষার যে যুগের গ্রন্থ, সেই ভাষার সেই যুগের নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া, রচনা-রীতির সহিত সুপরিচিত হইয়া, এই উত্তম কার্য সম্পাদন করিতে হইবে। ইহা যে যুক্তিযুক্ত প্রকৃষ্ট প্রণালী, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অতি অল্পদিন হইল এই প্রণালী অবলম্বনের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। এখনও ইহা অনেকের নিকট অপরিজ্ঞাত অথবা অনাদৃত। যে সকল ইংরাজী অনুবাদের সাহায্যে “সমসাময়িক ভারত”-গ্রন্থাবলী সংকলিত হইতেছে, তাহা এই প্রকৃষ্ট প্রণালী মতে সুসম্পাদিত ইংরাজী অনুবাদ বলিয়া কথিত হইতে পারে না। তথাপি তাহা যেমন একেবারে মূল্যহীন নহে, তাহার সাহায্যে সম্পাদিত বাঙ্গালা অনুবাদও সেইরূপ। ইহা দ্বারা মূলগ্রন্থ পাঠের প্রয়োজন নিরস্ত হইতে পারে না; কিন্তু যাহাদের পক্ষে বাঙ্গালা ভাষাই একমাত্র অবলম্বন, তাঁহাদের পক্ষে ইহাই

একমাত্র উপায়। ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বের পুরাতন গহ্বর যেরূপ সূচিভেদে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে অতি ক্ষীণ খণ্ডোতালোকও উপেক্ষণীয় নহে। অধ্যাপক সমাদার সেই অন্ধকার-নিহিত গহ্বরমুখে ধূনী জ্বালিবার জন্ত ইন্ধনসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। স্মতরাং তাঁহার চেষ্টা সাধু চেষ্টা বলিয়া প্রশংসা লাভের যোগ্য।

“সমসাময়িক ভারত”-গ্রন্থাবলীর আর একখণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের একটি পুরাতন প্রসিদ্ধ সংঘর্ষের মূলীভূত “আলেকজান্দারের অভিযান” বিবৃত হইয়াছে। এই অভিযানের প্রাচীনত্বের অনুপাতে অনেক অধিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আলেকজান্দারের সহিত যঁাহারা অভিযানে বাহির হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সুপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা অনেক সমসাময়িক বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন। তাহা আর এখন বর্তমান নাই। কিন্তু তাহা অবলম্বন করিয়া যঁাহারা উত্তরকালে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আরিয়ান, কুইণ্টাস্ কাটীয়াস্ ক্রুফাস্, প্লুটার্ক, দায়দরস, জাষ্টিনাস্ ফ্রন্টিনস্ প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত লেখকগণের গ্রন্থ অত্য়পি বর্তমান আছে। তাঁহারা কেহই আলেকজান্দারের সমসাময়িক ছিলেন না। তাঁহাদের গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বনে “আলেকজান্দারের অভিযান” সংকলিত হইয়াছে। স্মতরাং ইহাকে “সমসাময়িক ভারত”—বিবরণী বলিয়া সাক্ষাৎ সন্দেহে অভিহিত করা যায় না। অধ্যাপক সমাদার সে সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া, ইহাকেও “সমসাময়িক ভারত”-গ্রন্থাবলীভুক্ত করিয়াছেন। যঁাহারা সাক্ষাৎ সন্দেহে দেখিয়া শুনিয়া লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের রচনা পরবর্তী লেখকগণের রচনার অন্তর্ভুক্ত হইয়া, ইংরাজী অনুবাদের ভিতর দিয়া আমাদের সম্মুখীন হইয়াছে।

যাঁহারা আমাদের অবলম্বন, তাঁহারা যখন গ্রন্থ রচনার প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন আলেকজান্দারের বীরকীর্তি বিশ্ববিখ্যাত বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। সে যুগের গ্রন্থকারগণের বর্ণনামাত্র অবলম্বন করিয়া, ইতিহাস সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। সমসাময়িক লেখকগণ কোন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন না। তাঁহাদের গ্রন্থে যাহা পাইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা চিরদিনের মত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যাহা আছে, তাহা পরবর্তী কালের বীরস্তুতি। তাহা যে রচনা-লালিত্যে পল্লবিত হয় নাই, সে সংশয় সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হইবার নহে। তাহার উপর নির্ভর করিয়া, “আলেকজান্দারের অভিযান”-বিষয়ক বিবরণগুলিকে নির্ভয়ে “সমসাময়িক” বিবরণ বলিয়া ব্যক্ত করা যায় না।

খৃষ্টাব্দিভাবের ৩৫৬ বৎসর পূর্বে গ্রীসদেশের অন্তর্গত মাসিদনের অধিপতি দ্বিতীয় ফিলিপের পুত্র আলেকজান্দার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান শিক্ষক ভূবনবিদিত দার্শনিক আরিষ্টটলের শিক্ষা-প্রভাব তাঁহাকে দার্শনিক না করিয়া, বিজয়োন্মত্ত করিয়াছিল। তরুণ জীবনে বীরকীর্তির পরিচয় প্রদান করিয়া আলেকজান্দার পিতার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা পারশ্ব-বিজয়ের আয়োজন করিয়া, সহসা কালগ্রাসে পতিত হইলে, আলেকজান্দারের দিগ্‌বিজয়-যাত্রার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। তজ্জন্ম তাঁহার নাম ইতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছে, এবং তাঁহার বিজয়-কাহিনী বহুলেখকের রচনা-লালিত্যকে নৃত্যশীল করিয়া রাখিয়াছে। তথাপি সে কাহিনী যেমন বহু ঐতিহাসিক তথ্যের আধার, সেইরূপ বহু বিষয়ে আরব্যোপন্যাসের স্রাব বিস্ময়াবহ !

ভারতবর্ষের পুরাতন সাহিত্যে এই অভিযানের কোনরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তথাপি ইহা একটি সংশয়শূন্য ঐতিহাসিক ঘটনা। তাহা ভারতবর্ষের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে আলোচনার প্রবৃত্তি হইয়া, পাশ্চাত্য লেখকবর্গ তাহাকে যেরূপ অশেষ মর্যাদা দান করিতেন, অল্পদিন হইতে তাহার আতিশয্য কিয়ৎ পরিমাণে নিরস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি এখনও অনেকের বিশ্বাস,—সেই যে ঋণকালের জন্ত ভারতসীমায় প্রতীচ্যের বিজয়-লাভের ও প্রাচ্যের আত্মরক্ষার প্রতিযোগিতা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাই ভারত-সভ্যতার স্বাভাবিক গতি পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছিল। ইহা কতদূর বিচারসহ, তাহার পরীক্ষা করিবার জন্ত “আলেকজান্দারের অভিযান” সম্বন্ধে অধ্যয়ন করা কর্তব্য।

“আলেকজান্দারের অভিযানকে” প্রাচ্যের বিরুদ্ধে প্রতীচ্যের প্রথম অভিযান বলিয়া বর্ণনা করিতে পারিলেও, তাহাকে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের প্রথম সংঘর্ষ বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। তাহার পূর্বে প্রাচ্যই প্রতীচ্যের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিল। সে অভিযানের পারসিক সেনা-প্রবাহে গ্রীসদেশের পর্বত-প্রান্তর প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল;—তাহার সহিত ভারত-সেনা সম্মিলিত হইয়া, গ্রীসদেশের অনেক ইতিহাস বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্রে বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। “আলেকজান্দারের অভিযান” তাহারই প্রত্যুত্তর। তাহার মুখ্যফল দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই; গৌণফল ধীরেধীরে বিকশিত হইয়াছিল;—এসিয়াকে গ্রীক ভাবাপন্ন করিবার সুখস্বপ্ন সফল হইতে পারে নাই; যে সকল গ্রীকবীর এসিয়ার উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা কালক্রমে এসিয়ার ভাবে ভাবাপন্ন হইয়া, স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া “এসিয়াটিক গ্রীক” নামে পরিচিত হইয়াছিলেন; এবং কেহ কেহ ভারতীয়

বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া, সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় প্রভাবের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন!

ভারতবাসিগণ তাঁহাদের পুরাতন ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। যাহা সমসাময়িক প্রয়োজন সাধনের জন্ত লিখিত হইত, নানা রাষ্ট্রবিপ্লবে তাহাও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষের ইতিহাসে “আলেকজান্দারের অভিযান” উল্লিখিত হইলে, কি ভাবে উল্লিখিত হইত, তাহার কল্পনা করা অসম্ভব না হইলেও, পরিচয় প্রদান করা অসম্ভব। আলেকজান্দারের সমসাময়িক লেখকগণের গ্রন্থে একটি ভারতীয় যুদ্ধ বিশেষ বিস্তৃত ভাবে উল্লিখিত হইয়াছিল। যাহার সহিত সেই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, ভারতবর্ষের সাহিত্যে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইতে পারে নাই। কিন্তু গ্রীক লেখকগণ তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রকৃত নাম কি ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই; গ্রীক লেখকগণ তাঁহাকে পোরস নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভারত-সম্রাট ছিলেন না, দিগ্বিজয়ী ছিলেন না, একজন অসামান্য মহাবীর ছিলেন না, স্তুতিপরায়ণ ইতিহাসলেখকপরিবেষ্টিত প্রধান পুরুষ ছিলেন না। তিনি ভারতসীমায় অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র জনপদের অধীশ্বর ছিলেন। আলেকজান্দার তাঁহাকে করপ্রদান করিবার জন্ত ও রাজ্যের সীমান্তে আসিয়া দেখা করিবার জন্ত দূতমুখে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। পোরস উত্তর দিয়াছিলেন,—“তিনি দ্বিতীয় প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন, আলেকজান্দার যখন তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিবেন, তখন তিনি সশস্ত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।” পোরস তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন।

গ্রীক লেখকগণ লিখিয়া গিয়াছেন,—“মনুষ্য যেরূপ দীর্ঘ হইতে

পারে বলিয়া আমরা মনে করি, পোরস তদপেক্ষা অধিক দীর্ঘ ছিলেন; বিশেষতঃ তিনি যে হস্তিপৃষ্ঠে আরুঢ় ছিলেন, উহা অল্প হস্তী অপেক্ষা বৃহদাকারের হওয়াতে পোরসের আকৃতি বৃহত্তর দেখাইতেছিল। এই জন্ত আলেকজান্দার, পোরস ও ভারতীয় সৈন্য পর্যবেক্ষণ করিয়া নিকটবর্তী ব্যক্তিদিগকে বলিলেন,—অবশেষে আমার সাহসের উপযোগী বিপদের সম্মুখীন হইয়াছি; একাধারে বহুপশু ও অসমসাহসী ব্যক্তির সহিত এক্ষণে যুদ্ধ করিতে হইবে।” তিনি কিরূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, গ্রীক লেখকগণ তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রতিদ্বন্দী আত্মবাহিনীর সম্মুখভাগে সগর্বে হস্তিপৃষ্ঠে আরুঢ় হইয়া, আক্রমণের অপেক্ষা করিতেছিলেন। মহাবীর আলেকজান্দার তাঁহার সমবয়স্ক আটালস্ নামক সৈনিককে রাজপরিচ্ছদে সুসজ্জিত করিয়া, শত্রুকে ছলনা করিবার উপায় উদ্ভাবনে কৃতকাৰ্য্য হইয়া, কূটযুদ্ধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। “বৃহদাকারের পশুসমূহ এবং পোরসকে দেখিয়া মাসিদোনীয়গণ কিছুক্ষণের জন্ত আক্রমণে বিরত হইয়াছিল।” সমস্ত দিনব্যাপী জয়-পরাজয়, সমস্ত দিনব্যাপী আক্রমণ-পলায়ন, সমস্ত দিনব্যাপী আশা-নিরাশার পর, সসৈন্য-পরিত্যক্ত আহত পোরস সকলের লক্ষ্যীভূত হইয়াও, যতক্ষণ সংজ্ঞালুপ্ত না হইয়াছিলেন ততক্ষণ একাকী যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

এই যুদ্ধে কোন্ পক্ষ অধিক বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, গ্রীক লেখকগণের পক্ষে তাহা অসম্বোধে লিপিবদ্ধ করিবার উপায় ছিল না। সুতরাং তাঁহাদের রচনায় আলেকজান্দার মহাবীর বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছিলেন। তৎকালের ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ একরূপ কূটযুদ্ধের বা একরূপ বীরত্ব-প্রকাশের প্রশংসা করিতে পারিতেন না। আলেকজান্দার যখন মর্মান্বিত রণনির্জিত মুমূর্ষু পোরসকে

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—“বিজেতা তাঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন,”—তখন পোরস নির্ভয়ে উত্তর দিয়াছিলেন—“সমৃদ্ধি কি প্রকার সহজেই নষ্ট হয়, তাহার প্রমাণ অল্পই পাইয়াছেন।”

“আলেকজান্দারের অভিযান” ছঃস্বপ্নের গ্রাম ভারতবর্ষের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। একটি যুদ্ধের অবসানে দশজন যোগীকে ধরিয়া আনিয়া, আলেকজান্দার প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পূর্বে বলিয়াছিলেন,—“যে প্রথমে ঠিক উত্তর দিতে অসমর্থ হইবে, তাহার প্রাণনাশ করিয়া অপর সকলকে ক্রমে ক্রমে বধ করিব।” বিজয়ীবীরের এরূপ আশ্ফালনের পরেও,—“প্রথমে দিন ছিল না রাত্রি ছিল,”—এই প্রশ্নের উত্তরে একজন যোগীপুরুষ বলিয়াছিলেন,—“দিন একদিন আগে হইয়াছিল।” প্রশ্নের এইরূপ উত্তরলাভে আলেকজান্দার বিস্মিত হইবামাত্র যোগীপুরুষ কহিয়াছিলেন,—“অসম্ভব প্রশ্নের অসম্ভব উত্তর।”

গ্রীক লেখকগণের গ্রন্থনিহিত এই সকল বিবরণ পাঠ করিয়া বুঝিতে পারা যায়, ভারতবাসিগণ তাঁহাদের ইতিহাস লিখিয়া রাখিলে, তাহাতে “আলেকজান্দারের অভিযানকে” অধিক মর্যাদা দান করিতে পারিতেন না। তাঁহার বীরকীর্তি যেভাবে উল্লিখিত হইত, শ্রাম-বিচারও সেই ভাবেই উল্লিখিত হইত। পরাজিত পোরসের ও প্রাণদণ্ডের অপেক্ষায় বধ্যভূমিতে দণ্ডায়মান যোগীপুরুষগণের প্রত্যুত্তরে যে আত্মমর্যাদাপূর্ণ গর্ভমিশ্রিত অকুতোভয়তা প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে, ইতিহাসেও তাহাই প্রকাশিত হইত। হয়ত সে ইতিহাস ইহাকে একটি বর্করতার অভিযান ও তাহার অবশ্যস্তাবী পরাভব বলিয়াই বর্ণনা করিয়া রাখিত !

এখন ইতিহাসের আলোচনা ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে। তাহাতে বিজয়-সাধনের উপায় সমালোচিত হয় না; তাহার পরিণামই

সমালোচিত হইয়া থাকে। ঘটনাচক্রে যাহারা বিজিত হইতে বাধ্য হইয়া পড়ে, তাহাদের পক্ষে ইতিহাসের যথাযোগ্য আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিবার অপরিমিত স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হইয়া যায়। তথাপি কেবল পরিণামের আলোচনা করিয়াও “আলেকজান্দারের অভিযানকে” ভারতবাসীর পক্ষে চিরস্মরণীয় ব্যাপার বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। তাহা ইউরোপের পক্ষে একটি চিরস্মরণীয় ব্যাপার ;—ইহসর্বস্ব মানবসভ্যতার পক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য দিগ্বিজয় নিদর্শন ;— পররাজ্য লোলুপ আধুনিক অভ্যুদয়-লালসার পক্ষে অনুকরণযোগ্য অমর দৃষ্টান্ত।

ভারতবর্ষের পুরাতন ইতিহাসের আলোচনায় “আলেকজান্দারের অভিযান” ক্রমেই অধিক স্থান অধিকার করিতেছে। অনেক বিষয়ে তাহার সহিত ঐতিহাসিক মূল্যের যথার্থ অনুপাত রক্ষিত হইতেছে বলিয়া স্বীকার করিতে সাহস হয় না। এই অভিযানের যে সকল বিবরণ পরবর্তী কালের রচনালালিত্যের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার উপর নির্ভর না করিয়া, তাহার সাহায্যে তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়াই কর্তব্য। তাহাতে অগ্রসর হইলে, দুই শ্রেণীর ঐতিহাসিক বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন অনুভূত হয়। আলেকজান্দারের অভিযানের পথ ও প্রকৃতি কিরূপ ছিল, তৎকালের ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থাই বা কিরূপ ছিল,—এই দুইটি বিষয়ে এই সকল পুরাতন গ্রন্থ কিরূপ পরিচয় প্রদান করিতে পারে, তাহাই অধ্যয়নের প্রকৃত বিষয় বলিয়া প্রতিভাত হয়। “আলেকজান্দারের অভিযান” পাঠ করিলে, পাঠক দেখিবেন,—প্রথমটি ও দ্বিতীয়টি তুল্যরূপেই সংশয়পূর্ণ।

অনেক দিনের অনেক চেষ্টার অভিযান-পথটি এখনও স্পৃহিত হইতে পারে নাই। মানচিত্র ছিল না, দিগদর্শন যন্ত্র ছিল না,

ভৌগলিক পরিদর্শন কার্যের আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিধিব্যবস্থা সুপরিজ্ঞাত ছিল না;—এরূপ অবস্থায় গ্রীক লেখকগণ অভিযান-পথের যেরূপ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা অনেক স্থলেই স্বপ্ন-লোকের গায় অনির্দেশ্য ও অনির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে! ভারতবর্ষের গায় একটি বহুবিস্তৃত মহাদেশের সীমামাত্র স্পর্শ করিয়া গ্রীক লেখকগণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও অনেক স্থলে স্বপ্ন-লোকেরই পরিচয় প্রদান করিয়াছে! তাহার উপর একান্ত নির্ভরশীল পাশ্চাত্য লেখকগণ যে সকল সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত সাবধানতার সহিত গ্রহণ করা কর্তব্য। দুই একটি পাদটীকা সংযুক্ত করিয়া, অধ্যাপক সমাদ্দার নীরবে ইহার ইঙ্গিত ব্যক্ত করিয়া, আশীর্বাদভাজন হইয়াছেন।

এক দেশের লোক আর এক দেশে উপনীত হইয়া সহসা যথার্থ পরিচয় লাভ করিতে পারে না। অল্পকালস্থায়ী বিজয়োন্মত্ত বিদেশী অরাতির পক্ষে দূরে দাঁড়াইয়া যাহা কিছু দেখিবার সুযোগ ঘটিতে পারে, গ্রীকদিগের পক্ষে তাহার অধিক সুযোগ উপস্থিত হইতে পারে নাই। তাঁহারা এইরূপে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহার পরিচয় লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাহাই সমসাময়িক ভারতের প্রকৃত পরিচয় বলিয়া মর্যাদা লাভের যোগ্য। তাহার অধিকাংশই সামরিক পরিচয়,—ভারতবাসীর আত্মরক্ষার, বাহুবলের, আত্মবিসর্জনের পরিচয়। গ্রীক বীরগণ তাহার যেরূপ সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই ভারত-বিজয়ের প্রধান অন্তরায় হইয়াছিল। সমগ্র পশ্চিম এশিয়াখণ্ড যাহাদের পদতলে লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহারা সিন্ধুতীর হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেই বাধ্য হইয়াছিলেন।

“আলেকজান্দারের অভিযান” ভারতবর্ষের সম্বন্ধে “বহুবারম্ভে

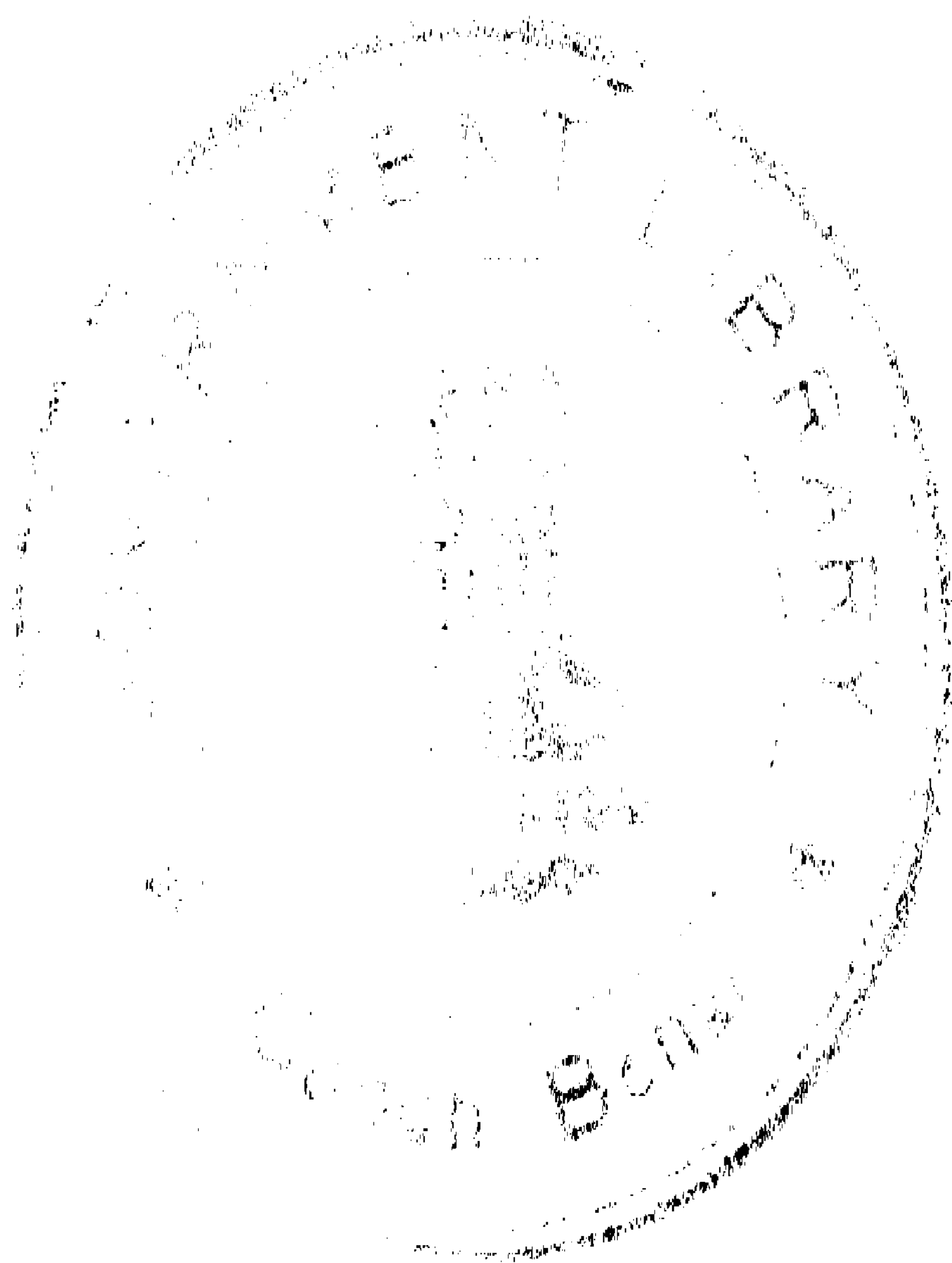
লবুক্ৰিয়ায়* পর্যাবসিত হইয়াছিল। তিনি ভারত-সীমায় যে সামান্য ভূখণ্ডে বিজয় লাভ করিতে কৃতকাৰ্য্য হইয়াছিলেন, তাহাও অল্পদিনের মধ্যেই চন্দ্রগুপ্তের প্রবল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। সমসাময়িক ভারতবাসীগণ এই অভিযানকে কিরূপ দৃষ্টিতে দর্শন করিয়াছিলেন, ইহাতেই তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথাপি এই অভিযান পৃথিবীর ইতিহাসের একটি চিরস্মরণীয় অভিযান। ভারতবর্ষের বিবিধ ভাষার মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় ইহার বিবরণ প্রথমে প্রকাশিত হইল, ইহাতে বাঙ্গালা সাহিত্য গৌরব লাভ করিবে। অলমতিবিস্তরেণ।

শ্ৰীঅক্ষয়কুমার মৈত্ৰেয়।

“Alexander stayed only nineteen months in India, and however far-reaching his plans may have been, it is manifestly impossible that during those few months of incessant conflict he should have founded Hellenic institutions on a permanent basis, or materially affected the structure of Hindu polity and society.”
(Vincent Smith’s “The Early History of India”.)

“It is impossible to deny that conquerors were often in early times pioneers of civilization, commerce following along their bloody track, and compensating for their devastation by the blessings which it diffused. Such was certainly the result of the Indian expedition of Alexander ; and therefore, while reproaching, the motives in which it originated, we cannot but rejoice that it was so overruled by Providence as to be productive of most important and valuable results.”

(Beveridge A Comprehensive History of India.)





আলেকজান্দারের অভিযান

আলেকজান্দারের অভিযান

অধ্যাপক ম্যাক্রিগল লিখিত ভূমিকা

কলম্বাসের জলযাত্রার শ্রায় মহাবীর আলেকজান্দারের ভারতীয় অভিযানও একটা নূতন পৃথিবীকে মনুষ্যের জ্ঞানের গোচরীভূত করিয়াছিল। আলেকজান্দারের অভিযানের পূর্বে ভারতবর্ষকে পৃথিবীর একপ্রান্তে অবস্থিত বলিয়া মনে করা হইত এবং হেরোডটস্ (১) কর্তৃক উল্লিখিত কয়েকটি অনিশ্চিত ঘটনা ও নিডস্ বাসী টিসিয়াস্ লিখিত কতকগুলি উপাখ্যান দ্বারা যে সামান্য পরিমাণ সত্য নিরূপণ করা যাইত, তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই এই সূদূরে অবস্থিত নির্জন দেশের সম্বন্ধে কেহ অবগত ছিলেন না। অভিযানের পরবর্ত্তীকালে লিখিত মেগস্থেনিসের ইণ্ডিকার (২) সহিত এই পুস্তকদ্বয়ের তুলনা করিলে উক্ত অভিযানের ফলে আমরা ভারতবর্ষের কতটুকু সত্য বিবরণ জানিতে পারি তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। বস্তুতঃ ইহাও দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে, ঐ অভিযান ব্যাপার সংঘটিত না হইলে টিসিয়াস্ যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ধারণা (উত্তমাশা অন্তঃরীপ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত) সেই পর্য্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকিত।

(১) 'সমসাময়িক ভারত'—প্রথম কল্প, প্রথম খণ্ড ১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) 'সমসাময়িক ভারত'—প্রথম কল্প, দ্বিতীয় খণ্ড।

৩২৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দের প্রারম্ভে আলেকজান্দার উত্তর আফগানিস্থানের দুর্ধর্ষ জাতিকে পরাজিত করিয়াই নৌ-সেতু (৩) দ্বারা সিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া ভারত উপত্যকায় উপস্থিত হইলেন। এতদেশে তিনি বিংশতিমাসের অধিক কাল (৪) অতিবাহিত করেন নাই; কিন্তু সেই স্বল্পকাল মধ্যে তিনি শতদ্রু পর্য্যন্ত পঞ্জাব এবং সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত সিন্ধুর নিম্নভূমি অধিকারে সমর্থ হইয়াছিলেন। সৈন্যবৃন্দ তাঁহার পদানুসরণে সন্মত হইলে তিনি গান্ধার প্রদেশেও প্রবেশ করিতেন এবং সাক্রাকোটসের (৫) মতে, গঙ্গানদীপ্রসাদিত ভূমিও নিজ রাজ্যভুক্ত করিতে সমর্থ হইতেন। অগ্রসর হইবার কালে পদে পদে তাঁহার যেরূপ গতিরোধ হইয়াছিল এবং তৎসত্ত্বেও যে প্রকার দ্রুতভাবে তিনি দেশসমূহ স্বাধিকারে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। তাঁহার প্রতিদ্বন্দী ভারতীয়

(৩) আলেকজান্দার সিন্ধুর ঠিক কোন্ স্থানে নৌ-সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। অনেকে বর্তমান আটক্কে এই স্থান বলিয়া নির্দেশ করেন। কিন্তু ভিন্সেন্ট স্মিথ্ ফাউচার নামক ফরাসী পণ্ডিতের পদানুসরণ করিয়া আটক্ হইতে ষোড়শ মাইল দূরবর্তী ওহিন্দ বা উন্দকে আলেকজান্দারের নৌ-সেতু নির্মাণের স্থান বলেন। (ভিন্সেন্ট স্মিথ—ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস—তৃতীয় সংস্করণ, ৬০ পৃষ্ঠা।) এই ঘটনা ৩২৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের জানুয়ারী মাসে ঘটে।

(৪) আলেকজান্দার ৩২৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের মে মাসে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করেন; ৩২৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহার সৈন্যগণ অগ্রসর হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে এবং ঐ বৎসরের অক্টোবর মাসে বীলাম হইতে প্রস্থানোচ্চোগ করেন। 'সমসাময়িক ভারত', তৃতীয় খণ্ড ৮১ পৃষ্ঠা ও ১৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৫) চল্লিশুপ্ত। প্লুটার্ক-লিখিত জীবনীতে এই ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। ভিন্সেন্ট স্মিথ—১১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অধিবাসীরা যে, কেবল সামরিক প্রকৃতিবিশিষ্ট ছিল তাহা নহে; তাহারা সমরে অভ্যস্তও ছিল এবং তাহারা একত্রীভূত অবস্থায় পোরসের গায় সুদক্ষ সেনাপতি কর্তৃক পরিচালিত হইলে গ্রীক সৈন্যের পরাভব ও ধ্বংস সুনিশ্চিত ছিল। আলেকজান্দারের অনিন্দনীয় যুদ্ধকৌশলেও যে একরূপ বিপত্তি হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিত না, তাহা তাঁহার ভারতীয় অভিযান পর্যালোচনা করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে। আমরা দেখিতে পাই যে, হাইডাসপিস্ নদীতীরে পোরসের সহিত তিনি যে যুদ্ধ করেন, তাহাই তাঁহার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ যুদ্ধ (৬); কাথিয়াবাসিদিগকে পরাভূত করিতে তাঁহাকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছিল, মালয়দের দুর্গ আক্রমণ করিবার কালে তিনি আহত হইয়া প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন এবং সিন্ধুর উপত্যকায় তিনি নৃশংসভাবে হত্যা ও প্রাণদণ্ড দ্বারা ব্রাহ্মণগণের গতি প্রতিহত করিয়াছিলেন (৭)। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, আলেকজান্দারকে যদি ভারতবর্ষের সকল অধিবাসিবৃন্দের সহিত একত্রাবস্থায় যুদ্ধ করিতে হইত, তবে তাঁহার বিজয়লক্ষী সিদ্ধুতীরেই অন্তর্হিত হইতেন। পক্ষান্তরে তাঁহার ভারতপ্রবেশকালে ভারতীয় রাজনৈতিক অবস্থা তাঁহার সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল (৮)। সিন্ধুপ্রদেশ তখন বিভিন্ন

(৬) হাইডাসপিসের যুদ্ধ—৩১৬ পূর্ব খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধের নিদর্শন স্বরূপ যে মুদ্রা আলেকজান্দার প্রচারিত করিয়াছিলেন তাহার প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল।

(৭) এই সকল ঘটনার বৃত্তান্ত পরে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া এস্থলে আর বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইল না।

(৮) উত্তরভারত তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যসমূহে বিভক্ত ছিল এবং এক নরপতি অল্প নরপতির সহিত সদাসর্বদাই কলহে ব্যাপ্ত থাকিতেন।

৩২৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের প্রারম্ভে আলেকজান্দার উত্তর আফগানিস্থানের দুর্ধর্ষ জাতিকে পরাজিত করিয়াই নৌ-সেতু (৩) দ্বারা সিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া ভারত উপত্যকায় উপস্থিত হইলেন। এতদেশে তিনি বিংশতিমাসের অধিক কাল (৪) অতিবাহিত করেন নাই; কিন্তু সেই স্বল্পকাল মধ্যে তিনি শতদ্রু পর্য্যন্ত পঞ্জাব এবং সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত সিন্ধুর নিম্নভূমি অধিকারে সমর্থ হইয়াছিলেন। সৈন্যবৃন্দ তাঁহার পদাশুসরণে সন্মত হইলে তিনি গাঙ্গেয় প্রদেশেও প্রবেশ করিতেন এবং সাক্রাকোটসের (৫) মতে, গঙ্গানদীপ্রসাদিত ভূমিও নিজ রাজ্যভুক্ত করিতে সমর্থ হইতেন। অগ্রসর হইবার কালে পদে পদে তাঁহার যেক্রপ গতিরোধ হইয়াছিল এবং তৎসত্ত্বেও যে প্রকার দ্রুতভাবে তিনি দেশসমূহ স্বাধিকারে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। তাঁহার প্রতিদ্বন্দী ভারতীয়

(৩) আলেকজান্দার সিন্ধুর ঠিক কোন্ স্থানে নৌ-সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। অনেকে বর্তমান আটক্কে এই স্থান বলিয়া নির্দেশ করেন। কিন্তু ভিন্সেন্ট স্মিথ্ ফাউচার নামক ফরাসী পণ্ডিতের পদাশুসরণ করিয়া আটক্ হইতে ষোড়শ মাইল দূরবর্তী ওহিন্দ বা উন্দকে আলেকজান্দারের নৌ-সেতু নির্মাণের স্থান বলেন। (ভিন্সেন্ট স্মিথ—ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস—তৃতীয় সংস্করণ, ৬০ পৃষ্ঠা।) এই ঘটনা ৩২৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের জানুয়ারী মাসে ঘটে।

(৪) আলেকজান্দার ৩২৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের মে মাসে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করেন; ৩২৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহার সৈন্যগণ অগ্রসর হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে এবং ঐ বৎসরের অক্টোবর মাসে কালাম হইতে প্রস্থানোচ্চোগ করেন। 'সমসাময়িক ভারত', তৃতীয় খণ্ড ৮১ পৃষ্ঠা ও ১৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৫) চল্লিশু। গুটার্ক-লিখিত জীবনীতে এই ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। ভিন্সেন্ট স্মিথ—১১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অধিবাসীরা যে, কেবল সামরিক প্রকৃতিবিশিষ্ট ছিল তাহা নহে; তাহারা সমরে অভ্যস্তও ছিল এবং তাহারা একত্রীভূত অবস্থায় পোরসের গায় সুদক্ষ সেনাপতি কর্তৃক পরিচালিত হইলে গ্রীক সৈন্তের পরাভব ও ধ্বংস সুনিশ্চিত ছিল। আলেকজান্দারের অনিন্দনীয় যুদ্ধকৌশলেও যে এরূপ বিপত্তি হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিত না, তাহা তাঁহার ভারতীয় অভিযান পর্যালোচনা করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে। আমরা দেখিতে পাই যে, হাইডাসপিস্ নদীতীরে পোরসের সহিত তিনি যে যুদ্ধ করেন, তাহাই তাঁহার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ যুদ্ধ (৬); কাথিয়াবাসিদিগকে পরাভূত করিতে তাঁহাকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছিল, মালয়দের দুর্গ আক্রমণ করিবার কালে তিনি আহত হইয়া প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন এবং সিন্ধুর উপত্যকায় তিনি নৃশংসভাবে হত্যা ও প্রাণদণ্ড দ্বারা ব্রাহ্মণগণের গতি প্রতিহত করিয়াছিলেন (৭)। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, আলেকজান্দারকে যদি ভারতবর্ষের সকল অধিবাসিবৃন্দের সহিত একত্রাবস্থায় যুদ্ধ করিতে হইত, তবে তাঁহার বিজয়লক্ষী সিদ্ধুতীরেই অন্তর্হিত হইতেন। পক্ষান্তরে তাঁহার ভারতপ্রবেশকালে ভারতীয় রাজনৈতিক অবস্থা তাঁহার সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল (৮)। সিন্ধুপ্রদেশ তখন বিভিন্ন

(৬) হাইডাসপিসের যুদ্ধ—৩১৬ পূর্ব খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধের নিদর্শন স্বরূপ যে মুদ্রা আলেকজান্দার প্রচারিত করিয়াছিলেন তাহার প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল।

(৭) এই সকল ঘটনার বৃত্তান্ত পরে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া এখানে আর বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইল না।

(৮) উত্তরভারত তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যসমূহে বিভক্ত ছিল এবং এক নরপতি অন্য নরপতির সহিত সদাসর্বদাই কলহে ব্যাপৃত থাকিতেন।

রাজ্যে বিভক্ত ছিল—কতকগুলিতে রাজতন্ত্র ও কতকগুলিতে সাধারণতন্ত্র প্রচলিত ছিল; কিন্তু নিজ স্বাথে অন্ধ হইয়া সাধারণ শত্রুর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইবার কাহারও সামর্থ্য ছিল না। আলেকজান্দার তাঁহার চিরন্তন নীতির বশবর্তী হইয়া নগর স্থাপন (৯) ও ঐগুলি সুরক্ষিত করিয়া এবং নিকটবর্তী জাতিসমূহকে দমনে রাখিবার জন্ত উহাতে প্রচুর সৈন্য স্থাপন পূর্বক তাঁহার ভারতীয় অভিযানের স্থায়িত্ব কামনা করিতেছিলেন। তিনি যে শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করেন, তাহা তাঁহার অন্যান্য বিজিত দেশে প্রবর্তিত শাসনতন্ত্রের সদৃশ; সামরিক ও শাসনকার্য্য সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা মাসিদোনিয়ান কর্মচারিবৃন্দের ও অন্যান্য ব্যবস্থা তদদেশীয় অভিজাতগণের উপরই গুস্ত হইয়াছিল।

সাধারণতঃ এশিয়াদেশীয় সকল জাতিই এই নূতন প্রবর্তিত প্রথা-বলধন করিয়া কিছুদিন পরেই পুরাতন প্রথা বিস্মৃত হইয়াছিল। তাহাদের গ্রীক প্রভুগণের অধীনে তাহারা পূর্বাশ্রয় অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করিতে লাগিল; বাণিজ্য, অর্থ-লাভ, ন্যায়বিচার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং পারস্যের অধীনে বাসকালে তাহারা যেরূপ নৈতিক ও মানসিক উন্নতি ভোগ করিত এখন তদপেক্ষা অধিকতর উন্নতি করিতে লাগিল।

ভারতবর্ষ এই সকল সুবিধা অধিক পরিমাণে ভোগ করিতে পারে নাই (১০)। তাহার অধিবাসিবৃন্দ বিদেশীর অধীনতা ও তজ্জনিত

(৯) প্লুটার্ক উল্লেখ করিয়াছেন যে আলেকজান্দার ৭০টি নগর এশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বর্তমানে ৪০টি নির্দেশ করা যায়। ঐতিহাসিক গ্রোট্ এই সকল নগর প্রতিষ্ঠা কৃতিত্বকর বলিয়া মনে করেন নাই।

(১০) কিন্তু এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক বেভারিজ সাহেবের উক্তি উল্লেখযোগ্য।
“It is impossible to deny that conquerors were often in early

নিদাভোগ অধিককাল বহন করিতে প্রস্তুত ছিল না, এবং আলেকজান্দারের মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহারা আলেকজান্দার কর্তৃক স্থাপিত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নিজ নিজ নরপতি দ্বারা শাসিত হইতে লাগিল। গ্রীক অধিকার এই প্রকারে ক্ষণস্থায়ী হওয়াতে ভারতের ভবিষ্যৎ গতি নির্দ্বারনে আলেকজান্দারের অভিযান বিশেষরূপে ফলপ্রসূ হয় নাই।

এবম্প্রকারে আলেকজান্দারবিজিত অগ্ৰাণ্য দেশ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়ায় ভারতবর্ষ তাহার পূর্বতন বিচ্ছিন্নাবস্থায় পতিত হইল এবং পরবর্তী পঞ্চদশ কি ষোড়শ শতাব্দিকাল পাশ্চাত্যজাতিগণ ভারতীয় আভ্যন্তরীণ ব্যাপার কিছুই অবগত ছিলেন না। তথাপি,

times pioneers of civilisation, commerce following peacefully along bloody track and compensating for their devastations by the blessings which it diffused." অর্থাৎ বিজেতৃগণই প্রাচীনকালে সভ্যতা ও বাণিজ্যের বৃদ্ধি করিতেন। রক্তাক্ত পথগুলিই পরে বাণিজ্য পথ হইত। ভিন্সেন্ট স্মিথের মতে আলেকজান্দারের অভিযান ভারতীয় সভ্যতায় কোন প্রভাব বিস্তার করে নাই। ভিন্সেন্ট স্মিথের ইতিহাস, তৃতীয় সংস্করণ ২৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত পংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে :—

“The East bowed low before the blast,
In patient deep disdain,
She let the legions thunder past,
And plunged in deep disdain.”

অধ্যাপক ম্যাক্রিওল এই স্থলে লিখিয়াছেন যে “প্রাচীন কালের স্বর্গগণ কর্তৃক ইংলণ্ডের উত্তরাংশ-আক্রমণ ইংলণ্ডের উপর যে রূপ ফলপ্রসূ হইত না, আলেকজান্দারের অভিযানও সেই প্রকার কোনরূপে ফলদায়ক হয় নাই।”

আলেকজান্ডারের অভিযান যে কোনরূপ সুফল প্রসব করে নাই ইহা বলা যাইতে পারে না। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই অভিযানের ফলেই এত কাল প্রচলিত অবগুণ্ঠন ভারতের মুখমণ্ডল হইতে উন্মোচিত হইয়াছিল এবং এক্ষণকারে জ্ঞানাকাশও বিস্তৃত হইয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, সে সময়ে যাহা মানবের গোচরীভূত হইয়াছিল, তাহা কেবল মৌখিক কিংবদন্তীতে না থাকিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। আলেকজান্ডারের অনেক কর্মচারী ও সঙ্গী (১১) সাহিত্য ও বিজ্ঞানে বিশেষরূপে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং ইহাদের মধ্যে অনেকে তাঁহার যুদ্ধ সমূহের এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় ও ভারতবর্ষের তৎকালীন অধিবাসিবৃন্দের বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল বর্ণনা সংক্ষিপ্তভাবে আমাদের হস্তগত হইয়াও, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের বহু উপকার সাধন করিয়াছে। ঠিকো এই সকল লেখকগণকে “একদল মিথ্যাবাদী” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহারা কদাচিৎ দুই একটি সত্য কথা বলিয়াছেন এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ সরাসরি মন্তব্য প্রকাশ ঘোরতর পরনিন্দা ব্যতীত আর কিছুই নহে। অবশ্য ইহা স্বীকার করা যায় না যে, এই সকল লেখকগণের বর্ণনা সম্পূর্ণরূপে সত্য বা

(১১) পাট্রোক্লিস ও তাঁহার পুত্র প্রথম এণ্টিওকস লিখিত একখানি গ্রন্থে উল্লিখিত ছিল যে, যদিও আলেকজান্ডারের সৈন্যবলী ভারতবর্ষের প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই, তথাপি আলেকজান্ডার স্বয়ং বিশেষজ্ঞ কর্মচারী দ্বারা ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বৃত্তান্তাদি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। আলেকজান্ডারের অভিযানকে হামবল্ড (Humboldt) প্রভৃতি লেখকগণ “বৈজ্ঞানিক অভিযান” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সর্বপ্রথমে এই অভিযানেই প্রাণিতত্ত্ববিদ্যার, জ্যামিতিকগণ, ঐতিহাসিকগণ, দার্শনিক ও চিত্রবিৎগণ বেষ্টিত বিজ্ঞতা অভিযানে লিপ্ত হইয়াছিলেন।

অত্যুক্তি দোষ বিবর্জিত অথবা ইহাতে কাল্পনিক উপাখ্যানের অংশ নাই; তথাপি ইহারা যে সত্য বিশ্বাস প্রণোদিত হইয়াই লিখিয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করা যায় না এবং ঠ্রাবো নিজ বিবরণের স্বপক্ষে এই সকল গ্রন্থকারগণের বর্ণনা অনেক সময় উদ্ধৃত করিয়াছেন। যদি ইহাদের দুই এক জন নিন্দনীয়ই হইয়া থাকেন, তবে এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, টলেমী, আরিষ্টেবোলস্, নিয়ার্কাস, মেগস্থেনিস এবং অন্যান্য আরও কেহ কেহ যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা অকাটা সত্য নহে।

আলেকজান্দারের সহিত বা তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যে সকল ব্যক্তি এতদ্দেশে আগমন করেন, অথবা যাহারা তাঁহার এক প্রকার সমসাময়িক ছিলেন, তাঁহাদের একটী তালিকা এই স্থানে প্রদত্ত হইল :—

- ১। লাগস্ পুত্র টলেমী—ইনি পরে মিশরের রাজা হইয়াছিলেন।
- ২। কাসান্দ্রিয়া নিবাসী আরিষ্টেবোলস্।
- ৩। আলেকজান্দারের নাবধ্যক্ষ নিয়ার্কাস্। (১২)
- ৪। রণতরীর পথপ্রদর্শক অনিসিক্রিটস্।
- ৫। আলেকজান্দারের সেক্রেটারী ইউমিনিস্—ইনি সরকারী বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিতেন।
- ৬। মাইটলীনবাসী চারেস্—ইনি আলেকজান্দারের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধীয় কতকগুলি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।
- ৭। অলিভস্ নিবাসী কালিস্থিনিস্—ইনি আরিষ্টটলের আত্মীয়

(১২) নিয়ার্কাসের নৌ-যাত্রার বিবরণ “সমসাময়িক ভারত” তৃতীয় খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে।

ছিলেন এবং আলেকজান্দারের এসিয়ামংক্রান্ত অভিযানের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

৮। ক্লিটার্কাস্—ইনিও আলেকজান্দারের এক জীবনী প্রণয়ন করিয়াছেন।

৯। আসস্ নিবাসী আনড্রুসথিনস্।

১০। লারিসাবাসী পলিক্লিটস্—আলেকজান্দারের জীবনী লেখক—ইহার লিখিত পুস্তকে ভৌগলিক বৃত্তান্ত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

১১। দার্সালস্বাসী কির্সিলস্—ইনি আলেকজান্দারের বীরত্বব্যঞ্জক কার্যের বর্ণনা করিয়াছেন।

১২। লাম্পসেকস্ নিবাসী আনাক্সিমিনিস্—ইনিও আলেকজান্দার সম্বন্ধীয় এক ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

১৩। ডাইওগনীস্—ইনি বেটনের সহিত আলেকজান্দারের অভিযানের স্কন্ধাবার সমূহের দূরত্বের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়াছিলেন।

১৪। ভৌগোলিক আর্কিলেয়স্—কথিত হয় যে, আলেকজান্দারের অভিযানকালে ইনি তাঁহার সহগামী হইয়াছিলেন।

১৫। আলেকজান্দারের “ষ্টাথ্‌মি” (১৩) নির্ণয়কার আমিনটাস্।

১৬। ভৌগোলিক প্যাট্রোক্লিস্।

১৭। সুপ্রসিদ্ধ মেগস্থেনিস্।

১৮। অন্ততম দূত ডিমাকস্। (১৪)

(১৩) ষ্টাথ্‌মি—“সমসাময়িক ভারত”, দ্বিতীয় খণ্ড ২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১৪) গ্রীক দূত—ইনি মেগস্থেনিসের পরে, বিন্দুসারের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। ইনিও মেগস্থেনিসের স্থায় তৎকালীন ভারতবর্ষের কিছু কিছু বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহার লিখিত মন্তব্যের সামান্যংশই বর্তমানে পাওয়া যায়।

১৯। ডাইওডটস্—ইনিও ইউমিনিসের ত্রায় আলেকজান্দার সম্বন্ধীয় সরকারী বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিতেন।

উল্লিখিত লেখকগণের (যাঁহারা আলেকজান্দারের সহগামী হইয়া ছিলেন অথবা তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন) লিপিবদ্ধ বর্ণনা হইতে আলেকজান্দারের ভারতীয় অভিযানের পাঁচটী বৃত্তান্ত প্রণীত হইয়া আমাদের হস্তগত হইয়াছে। সেগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। নিকোমিডিয়াবাসী আরিয়ান্ লিখিত আনাবেসিস্।

২। কুইণ্টাস্ কাটিয়াম্ রুফাস্ প্রণীত আলেকজান্দার সম্বন্ধীয় ইতিহাস।

৩। প্লুটার্ক লিখিত আলেকজান্দারের জীবনী।

৪। সিসিলিবাসী দায়দরস্ কর্তৃক লিপিবদ্ধ ইতিহাস।

৫। জাষ্টিনাম্ ফ্রন্টিনাম্ কর্তৃক সংকলিত মাসিদনের ইতিহাস।

আমরা সংক্ষেপে এই পাঁচজনের কথা আলোচনা করিব।

১—আরিয়ান্

ইহা একরূপ সর্কবাদীসম্মত যে, আলেকজান্দার সম্বন্ধীয় ইতিহাস-লেখকগণের মধ্যে আরিয়ান্কেই সর্বোচ্চ আসন প্রদান করা যাইতে পারে। তিনি একাধারে দার্শনিক, রাজনৈতিক, সেনাপতি ও সুদক্ষ লেখক ছিলেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে তিনি বিথীনিয়ার রাজধানী নিকোমিডিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দার্শনিক এপিক্টেটসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং স্থীয় শিক্ষকের উপদেশাবলীর একটী সার সংগ্রহ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ সূধী সমাজে বিশেষরূপে আদৃত হইয়াছিল। সম্রাট হাড্রিয়ানের অধীনে ১৩২ খ্রীষ্টাব্দে আরিয়ান্ কাপাডোসিয়ার শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ঠাহার কার্য্য গ্রহণের কিয়দ্বিবস পরে অসভ্য আলান্গণ ঠাহার শাসিত প্রদেশ আক্রমণ করে । ইতঃপূর্বে ইহারা আর কোন দিন পরাভূত হয় নাই ; কিন্তু আরিয়ানের সমর কৌশলে আলান্গণ সীমান্ত প্রদেশ অতিক্রম করিবার পূর্বেই পরাজিত হয় । অতঃপর, তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়া রোম নগরে প্রধান প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, অবশেষে সম্রাট এণ্টোনিয়াস্ পিয়াসের রাজত্বকালে কনসাল্-পদে বৃত্ত হন । শেষ জীবনে তিনি জন্মভূমিতে গমন করিয়া নানা গ্রন্থ রচনায় ব্রতী থাকিয়া সম্রাট মার্কাস্ ওরিলিয়াসের রাজত্বকালে দেহত্যাগ করেন ।

আলেকজান্দারের “এসিয়া অভিযান” লিপিবদ্ধ হইবার পরে তিনি ‘ইণ্ডিকা’ (১৫) নামে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক পুস্তক প্রণয়ন করেন । এই গ্রন্থের প্রথমাংশ—যাহাতে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে—মেগস্থেনিসের সুপ্রসিদ্ধ “ইণ্ডিকা” পুস্তকাবলম্বনে প্রণীত হইয়াছে । দ্বিতীয়াংশে সিন্ধুর মুখ হইতে পারশ্চোপ-সাগর পর্য্যন্ত নিয়ার্কাসের জলযাত্রার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে । ইহা নিয়ার্কাস কর্তৃক লিখিত দৈনন্দিন লিপি হইতে সংগৃহীত । শেষোক্ত পুস্তক আরিয়ানের ইতিহাসের ক্রোড়পত্র । আরিয়ান্ স্বয়ং এই গ্রন্থ বিশেষ গৌরবের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন । আরিয়ান্ লিখিয়াছেন “আমি ইহা দৃঢ়রূপে বলিতেছি যে, আলেকজান্দারের কার্য্যাবলী-সংক্রান্ত এই ইতিহাস আমি যৌবনকাল হইতে আমার জন্মভূমি, পরিবার ও বাজসম্মানেব তুল্য মনে করিয়া আসিতেছি এবং তজ্জন্য আলেকজান্দার যেরূপ শত্রুধারীদিগের অগ্রগণ্য, আমিও সেইরূপ

সর্বোৎকৃষ্ট গ্রীক লেখকগণের মধ্যে স্থান পাইবার অযোগ্য নহি।” তাঁহার সম্বন্ধে এক সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক লিখিয়াছেন “আরিয়ানের মহৎ পুস্তক পাঠ কালে জেনোফন্ লিখিত এই নামের পুস্তকের কথা স্মরণপথে উদিত হয়—কেবল নামে নহে, লিখিবার পদ্ধতিও এক প্রকার। ঐতিহাসিকরূপে তাঁহার যেরূপ গুণ, তাহাতে ঐতিহাসিক সমালোচকরূপে তিনি আরও উচ্চতর স্থান অধিকার করেন। আলেকজান্দারের সমসাময়িক বিশ্বাসযোগ্য লেখকগণের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি তাঁহার আনাবেসিস্ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সামরিক বৃত্তান্ত সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।”

২—কুইণ্টাস্ কার্টিয়াস্ রুফাস্

এই ঐতিহাসিকের জীবনী সম্বন্ধে বা ঠিক কোন্ সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন তাহা নির্ণয় করা যায় না। নিবুর ইহাকে সেপ্টিমিয়াস্ সিভিরাসের সমসাময়িক বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু অগ্ণাণ সমালোচকগণ ইহাকে ভেস্পেসিয়ানের সমসাময়িক বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে অগ্ন একজন তাঁহাকে অগষ্টাসের সমসাময়িক করিয়াছেন (১৬)। যে ভাবে তাঁহার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে অলঙ্কার শাস্ত্রে বিশেষরূপে ব্যুৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার বর্ণনা বক্তৃতাপূর্ণ এবং এগুলি একরূপ শক্তিশালী ও ফলপ্রদ যে এ শ্রেণীর অগ্ন কোন লেখাই ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। তবে ইহাও

(১৬) কেহ কেহ ইহাকে রুদিয়াসের সমসাময়িক করিয়াছেন। রুদিয়াস ৪১ হইতে ৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বলা যাইতে পারে যে তাঁহার লিখন প্রণালী বাগ্মীপ্রবর সিসিরো অপেক্ষা অধিক নিকৃষ্ট নহে। ইহা যে একেবারে দোষশূন্য নহে তাহাও অবশ্য উল্লেখ করা আবশ্যিক।

কুইন্টাস্ কাটিয়ুসের পুস্তকের উপাদান আলেকজান্দারের সহগামী টলেমী, সমসাময়িক ক্লিটার্কস্, অগষ্টাসের সমসাময়িক টীমার্গিনিসের বৃত্তান্তাদি হইতে গৃহীত। সুতরাং মোটের উপর তাঁহার উপাদান-গুলি বিশ্বাসযোগ্য হইলেও, তিনি স্বয়ং সামরিক কৌশল, ভূগোল, কালনির্ণয় বিদ্যা, খগোল বিজ্ঞানে, বিশেষতঃ ঐতিহাসিক সমালোচনায় সুদক্ষ ছিলেন না; তজ্জন্ম ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁহার স্থান আরিয়ানের বহু নিম্নে। কিন্তু, তাঁহার সুন্দর ও উজ্জ্বল বর্ণনা পাঠ কালে, আমরা গ্রন্থের ভ্রম ও অসম্পূর্ণতা বিস্মৃত হই এবং জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, নীতি সম্বন্ধীয় মন্তব্য, রীতিনীতির সমুজ্জ্বল আলেখ্য এবং চরিত্র বিষয়ক মতের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হই। এই সকল গুণ থাকার জন্মই যে কাটিয়াস্ প্রাচীন লেখকগণের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহের কোনই কারণ নাই। যদিও সমালোচকের দল তাঁহার দোষের জন্ম তাঁহার যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিয়াছেন, তথাপি অনেক প্রথিতনামা ইউরোপীয় ঐতিহাসিক বিশেষ আফ্লাদ ও প্রশংসার সহিত কাটিয়াস্ প্রণীত ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তক দশ ভাগে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে প্রথম দুই ভাগ হারাইয়া গিয়াছে এবং অষ্টাশ্রু খণ্ডেরও মধ্যে মধ্যে যে নষ্ট হইয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভোগেলাস্ নামক ফরাসী লেখক প্রায় ত্রিশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া কাটিয়াসের ইতিহাসের অনুবাদ করিয়াছেন।

৩—প্লুটার্ক

প্লুটার্ক লিখিত “জীবনী” এরূপ সুপ্রসিদ্ধ যে এ বিষয়ে অধিক আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োজন নাই। প্লুটার্কের পুস্তকে ৪৬ জন মহৎ ব্যক্তির জীবনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্লুটার্ক স্বীয় পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তির সুপ্রসিদ্ধ কার্যাবলীর দ্বারা তাঁহার দোষ গুণ নির্ণয় করা যায় না; সামান্য একটা কথা দ্বারা হয়ত তাঁহার স্বভাবের এরূপ প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় যে, বহু বৃহৎ বৃহৎ অবরোধ ব্যাপার অপেক্ষা ঐ কথাটাই তাঁহার প্রকৃত স্বভাব জ্ঞাপন করে। আলেকজান্দারের জীবনীতে ২১১টা স্বকপোল কল্পিত ঘটনা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে আলেকজান্দারের সৈন্তগণ গঙ্গাতীর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। (১৭) এই জন্ত ইতিহাসের দিক হইতে তাঁহার জীবনী খুব মূল্যবান্ নহে। পোরসের সহিত আলেকজান্দারের যুদ্ধ বৃত্তান্ত, তিনি আলেকজান্দার-লিখিত পত্রের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন এবং সে হিসাবে উহা অত্যন্ত মূল্যবান্।

প্লুটার্ক বোইসিয়ার অন্তর্গত কিরোনীয়ার অধিবাসী ছিলেন। তিনি কোন্ সালে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা নির্দেশ করা যায় না, তবে তিনি যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। তিনি ইতালীতে যাইয়া প্রধান

(১৭) প্লুটার্ক উল্লেখ করিয়াছেন যে, আলেকজান্দারের সৈন্তগণ গঙ্গাতীর পর্যন্ত অগ্রসর হইলে অপর পার হিন্দু সৈন্ত দ্বারা সুরক্ষিত দেখিয়া অগ্রসর হইতে অস্বীকার করে। “পেরিপ্লাস্ অব্ দী ইরিথিয়ান্ সাগর” এণেতাও আলেকজান্দারের গঙ্গা পর্যন্ত অগ্রসর হইবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রধান নগরে দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কথিত হয় যে তিনি কিয়দ্বিঘস রোমেও বাস করিয়াছিলেন এবং সম্রাট ট্রাজানের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জীবনের শেষ ভাগে তিনি কিরোনীয়ায় শাসন-কর্তারূপে বাস করেন। তাঁহার মৃত্যুর সময়ও সঠিক অবগত হওয়া যায় না। ‘জীবনী’ ব্যতীত তিনি আরও একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। কিন্তু তাঁহার রচনা পদ্ধতি সুন্দর নহে।

৪—দায়দরস্

সিসিলির অন্তঃপাতী আর্জিরিয়াম সহরে দায়দরস্ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জুলিয়াস্ সীজর ও সম্রাট অগষ্টসের সমসাময়িক ছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাস লিখিবার মানসে ও পুস্তক পাঠ অপেক্ষা দেশভ্রমণে সঠিক সংবাদ অবগত হওয়া যায় মনে করিয়া তিনি ইউরোপের ও এশিয়ার অনেক স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। রোমে প্রমাণাদি সম্বন্ধীয় অনেক প্রকার পত্র মজুদ থাকায়, তিনি দীর্ঘকাল রোমে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ত্রিশ বৎসর কাল তিনি এই গ্রন্থপ্রণয়নে নিযুক্ত ছিলেন। ইহা চল্লিশ খণ্ডে বিভক্ত এবং এই চল্লিশ খণ্ড পুনরায় তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ভাগে—ট্রোজান যুদ্ধের পূর্ববর্তী পৌরাণিককাল, দ্বিতীয়াংশে আলেকজান্দারের মৃত্যু পর্যন্ত সময় এবং তৃতীয় ভাগে জুলিয়াস্ সীজরের গ্যালিক যুদ্ধের প্রারম্ভ কাল পর্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। এই স্মৃহৎ পুস্তকের অংশ বিশেষ হারাইয়া গেলেও আমরা যে অংশের সহিত সংশ্লিষ্ট তাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

দায়দরসের পুস্তকের যথেষ্ট দোষ পরিলক্ষিত হয়; তাঁহার সমালোচনাশক্তি অল্প; তিনি ইতিহাস ও আধ্যাত্মিক মিশ্রিত

করিয়াছেন এবং কোন কোন সময় দুইটী বিরুদ্ধ ঘটনা একই সময়ে উল্লেখ করিয়াছেন। তবে, তাঁহার রচনা পদ্ধতি মনোরম। তাঁহার পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে তিনি মেগস্থেনিস হইতে সংগৃহীত ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন। আলেকজান্দারের ভারত-অভিযান সংক্রান্ত কয়েকটী ঘটনা—যাহা আমাদের অগ্রত পাইবার সম্ভাবনা ছিল না—এই গ্রন্থেই দেখিতে পাই। কাটিয়াস্ও যে সকল উপাদানের উপর নির্ভর করিয়াছেন, দায়দরস্ও অনেক সময় সেই সকল উপাদান হইতে মালমসলা গ্রহণ করিয়াছেন।

৫—জাষ্টিনাস্ ফুণ্টিনাস্

জাষ্টিন্ স্বীয় পুস্তকের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, তাঁহার পুস্তক পম্পিয়াস্ ট্রোগাস্ লিখিত মাসিদনদেশীয় ইতিহাসের সারসংগ্রহ বলা যাইতে পারে। মাসিদোনিয়াবাসী নরপতিগণ যে সমুদায় দেশের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই সকল দেশেরই ইতিহাস এই শেষোক্ত পুস্তকে লিপিবদ্ধ হওয়াতে পুস্তকখানিকে বিশ্বকোষের গ্ৰন্থ পরিগণিত করা হইত। জাষ্টিন্ মস্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে যখন অনেক গ্রন্থকার একটী মাত্র রাজার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করাই দুঃসাধ্য ব্যাপার বলিয়া মনে করেন, তখন ট্রোগাসের এই বিরাট ব্যাপার বাস্তবিকই অদ্ভুত। তৎপরে তিনি বলিয়াছেন যে, রোমে বাসকালে এই গ্রন্থের যে যে অংশ অধিকতর সুপরিচিত হওয়া আবশ্যিক মনে করিয়াছেন, তাহাই তিনি নির্বাচিত করিয়া অগ্রাণ্ড অংশ সাধারণতঃ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অংশ পরিত্যাগের জন্ত তিনি অনেকস্থলে নিন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে এরূপভাবে নিন্দা করা অগ্রাণ্ড, কারণ কতকগুলি অংশ উদ্ধৃত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল

এবং একপ্রকারে তিনি অনেক ঘটনা—যাহা অল্প প্রকারে নষ্ট হইত—বিশ্বুতির গহ্বর হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। অত্যাগ্ন গ্রন্থ অপেক্ষা এই গ্রন্থেই আমরা চন্দ্রগুপ্ত সংক্রান্ত অধিক বিবরণ প্রাপ্ত হই। ট্রোগাস্ অগষ্টাসের সমসাময়িক ছিলেন, কিন্তু জাষ্টিন্ কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হন তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহাবীর আলেকজান্দারের জীবনী

মাসিদনাধিপতি আলেকজান্দার ৩৫৬ পূঃ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দ্বিতীয় ফিলিপের পুত্র। প্রথম জীবনে তাঁহার শিক্ষার ভার লিসিমাকস্ ও লিওনাইডাস্ নামক দুই ব্যক্তির উপর অর্পিত হয়। শেষোক্ত ব্যক্তি অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতি বিশিষ্ট ছিলেন এবং তিনি তাঁহার শিষ্যকে স্পার্টাবাসীদের গায় কঠিন পরিশ্রম ও স্বল্প খাদ্যে অভ্যস্ত করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক আরিষ্টটলের উপর তাঁহার ভার গৃহ্য হইল এবং এই সময় হইতে মাসিদনাধিপতির জীবনান্ত পর্য্যন্ত আরিষ্টটল্ তাঁহার উপরে আধিপত্য বিস্তার করেন। ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, অত্যাগ্ন মহাবীর অপেক্ষা আলেকজান্দার যে নূতন দেশ জয় করিবার ইচ্ছায় অধিকতর প্রণোদিত হইয়াছিলেন তাঁহার শিক্ষকের শিক্ষাই তাহার মূলীভূত কারণ। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে, তাঁহার পিতার অনুপস্থিতিকালে তিনি মাসিদনের রাজপ্রতিনিধির পদে নিযুক্ত হন এবং দুই বৎসর পরে কিরোনিয়ার ভীষণযুদ্ধে অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া তিনি যুদ্ধ-জয়লাভে ফিলিপের সহায়তা করেন। এই জয়ে ফিলিপ্ গ্রীসে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠেন এবং ইহার কিয়দ্বিবস পরে

তাঁহার আস্থানে এক সভা আহূত হয় এবং ঐ সভায় এক স্পার্টা ব্যতীত গ্রীসের সকল রাজ্যের প্রতিনিধিবর্গ একত্রীভূত হইয়া তাঁহাকে জাতীয় সৈন্তের অধিনায়করূপে পারস্য-বিজয়ে বৃত্ত করেন। ফিলিপ পারস্যবিজয়ের জন্ত বিস্তৃত আয়োজন করিতেছিলেন কিন্তু তিনি আততায়ীর আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর পরেই ৩৩৬ পূঃ খ্রীঃ আলেকজান্দার পিতৃসিংহাসন এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রীসের অধিনায়কত্ব অধিকার করেন। সিংহাসনাধিরোধের অব্যবহিত পরেই তিনি নিজেকে বিপজ্জালজড়িত দেখেন। আটালস্ সিংহাসন লাভে উৎসুক হইলেন; গ্রীকগণ ডিমস্থিনিসের বাগ্মীতার প্ররোচিত হইয়া স্বাধীনতা-লাভে ইচ্ছুক হইলেন এবং মাসিদন রাজ্যের উত্তর পার্শ্বস্থ বর্করগণ রাজ্যাক্রমণে সচেষ্ট হইল। কিন্তু যুবক নরপতির ভীমবিক্রমে সবই ব্যর্থ হইল। আলেকজান্দার আটালস্কে বন্দী করিয়া অতি শীঘ্রই তাঁহাকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। পরে, অকস্মাৎ দক্ষিণাভিমুখী হইয়া গ্রীকদিগের বিদ্রোহ দমন করিলেন। তৎপরে উত্তরস্থ বর্করগণকে পরাভূত করিয়া, তাঁহার মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদে উৎসাহিত থিব্‌সের অধিবাসিগণকে পরাজিত করিয়া নগর-ধ্বংস এবং অধিবাসীদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করিলেন। এক বৎসরের মধ্যে সকল শত্রুকে দমন করিয়া, তিনি ফিলিপ অপেক্ষাও পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন এবং পারস্য-বিজয়ে উদ্যোগী হইলেন। মাত্র ৩০,০০০ হাজার পদাতিক ও ৪৫০০ অশ্বারোহী সহ তিনি বিপুল পারস্য-সাম্রাজ্যের অধিপতি মহাপরাক্রান্ত দারিয়াসের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

যে সাম্রাজ্য আক্রমণে এই স্বল্প সংখ্যক সৈন্তসহ আলেকজান্দার অগ্রসর হইলেন, পরিমাণে সেই তুসাম্রাজ্যের ল্য আয় দ্বিতীয়

সাম্রাজ্য ছিল না এবং দুই শত বৎসর ব্যাপিয়া উহা খ্যাতি প্রতিপত্তি বিস্তৃত করিতেছিল। সাইরাস্ দি গ্রেট্ ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং সাম্রাজ্য বৃদ্ধি পাইয়া ইজিয়ান্ সাগর ও লেভান্ট হইতে জাগ্জাটীস্ ও সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এই বিশাল সাম্রাজ্যের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত পর্বত ও মরুভূমিবাসী অধিবাসিবৃন্দ বর্ষের হইলেও স্বীয় স্বীয় স্বাধীন-প্রকৃতি, বীরত্ব ও কষ্টসহিষ্ণুতার জগু সুপ্রসিদ্ধ ছিল। পক্ষান্তরে পশ্চিমদিকস্থ এসিয়াবাসিগণের এই সকল সদৃশ্যের অভাব ছিল। সুখস্বচ্ছন্দ-ভোগী বিলাসপ্রিয়, এতদেশীয় সৈন্যগণ আলেকজান্দারকে সামান্যই বাধাপ্রদানে সমর্থ হইয়াছিল এবং সহজেই বশ্যতাস্বীকার করিল। কিন্তু মাসিদনাধিপতি অক্সাস্, জাগ্জাটীস্ ও সিন্ধুনদতীরবর্তী অধিবাসিবৃন্দকে এত সহজে পদানত করিতে সমর্থ হইলেন না। তাহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও বীর্যের সহিত তাঁহার গতিরোধে প্রবৃত্ত হইল এবং পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইলেও তাঁহার সহিত যুদ্ধে বিরত হইল না।

পারস্যসাম্রাজ্যে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। দারিয়াস্ হিস্টোনপীস্ সাম্রাজ্যকে কুড়িটা প্রদেশে বিভক্ত করিয়াছিলেন। পরে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। প্রত্যেক প্রদেশ একজন ক্ষত্রপের (১৮) অধীন ছিল। এই সকল ক্ষত্রপের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকিত না। তাঁহারা রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন এবং সংগৃহীত রাজস্ব হইতে প্রদেশ শাসনের ব্যয় নির্বাহ করিয়া বাৎসরিক নির্দ্ধারিত পরিমাণে মুদ্রা রাজকোষে প্রেরণ করিতেন। ভারতীয় প্রদেশ—যাহাতে সম্ভবতঃ বাকটিয়া অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং যাহা সিন্ধুর পশ্চিম তীরবর্তী প্রদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল,—

(১৮) “ক্ষত্রপ”—Satrap—পারস্যদেশীয় শাসনকর্তা।

সর্কাপেক্ষা অধিক পরিমাণে রাজস্ব প্রদান করিত। হেরোডটস্ বলিয়াছেন যে এই প্রদেশ ৩৬০ ট্যালেন্ট পরিমাণ স্তূর্ণ রাজকোষে প্রেরণ করিত।

আলেকজান্দারের অভিযানকালে দারিয়াস প্লারস্যের সিংহাসনে আরুঢ় ছিলেন। ইনি সাহসী এবং অগ্ৰাণু সদৃশগালঙ্কৃত ছিলেন। কিন্তু বিপদকালে কি প্রকারে সাম্রাজ্য-তরণী পারচালিত করিতে হয় তাহা তিনি অবগত ছিলেন না। তাঁহার অধিরোহণের পূর্বে হইতেই সাম্রাজ্যের ধ্বংস আরম্ভ হইয়াছিল। সদা সর্বদাই বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছিল। কতকগুলি প্রদেশ নামে অধীন থাকিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন হইয়াছিল এবং কতকগুলিতে ক্ষত্রপগণ বংশপরম্পরায় শাসন করিতেছিলেন। প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ একে অপরকে বিশ্বাস করিতেন না বলিয়াই সাম্রাজ্য এতদিনে একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই। সম্রাট বেতনভোগী গ্রীক সৈন্যগণের উপরেই অধিক আস্থা স্থাপন করিতেন—পারসীক সৈন্য ও তাহাদের অধিনায়কগণকে বিশ্বাস করিতেন না। ইহাতেও সাম্রাজ্যের ক্ষতি হইতেছিল, কারণ গ্রীক ও পারসীকগণ কেহই বিশ্বাস হইতে পারে নাই যে কুনাক্সার (১৯) যুদ্ধে বেতনভোগী গ্রীক সৈন্যগণের প্রভাবেই পারসীকগণ পরাজিত হইয়াছিল।

(১৯) কুনাক্সা—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আর্টাক্সারাক্সীসকে পারস্যের সিংহাসনচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে অনেকগুলি বেতনভোগী গ্রীসীয় সৈন্যসহ কনিষ্ঠ সাইরাস যুদ্ধযাত্রা করেন। কুনাক্সা ক্ষেত্রে সাইরাসের সৈন্যগণ যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও সাইরাস যুদ্ধে হত হন। যুদ্ধান্তে গ্রীসীয় সৈন্যগণ শত্রু বেষ্টিত হইলেও বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া স্বদেশ প্রত্যাগমনে সক্ষম হন। এই প্রত্যাগমন ইতিহাসে "Retreat of the Ten Thousand" "দশ সহস্রের প্রত্যাবর্তন" নামে খ্যাত।

আলেকজান্দার নিজ আয়োজন সম্পূর্ণ ও আর্টিপেটরকে মাসিদোনিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া ৩৩৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের বসন্ত ঋতুতে হেলসপন্ট্ উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি যে বৃহৎ ব্যাপারে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহার তুলনায় তাঁহার সৈন্যসংখ্যা অল্প ছিল কিন্তু সৈন্যগণের শারীরিক বল, সাহস এবং অসমসাহসিকতা ও সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদলের গঠনপ্রণালী ও শিক্ষা এবং তাহাদের অধিনায়কের সমর-কৌশল—এই সকল বিষয়ে বিবেচনা করিলে তাহারা তাহাদের শত্রুগণ অপেক্ষা অনেকগুণে সুদক্ষ ছিল। থিল'ওয়াল (২০) হইতে উদ্ধৃত নিম্নোক্ত বর্ণনা পাঠ করিলে আলেকজান্দারের সৈন্যগণের গঠন, শৃঙ্খলা এবং সজ্জার বিষয় অবগত হওয়া যাইতে পারিবে :—

“সৈন্যগণের প্রধান অংশে—যাহাকে গ্রীকভাষায়—ফ্যালাংক্স (phalanx) বলা হইত—অষ্টাদশ সহস্র সৈন্য থাকিত এবং তিন সহস্র সৈন্য সমন্বিত ছয়ভাগে বিভক্ত হইত। এই দলভুক্ত সৈন্যগণ শিরস্ত্রাণ, বক্ষস্ত্রাণ এবং পাদরক্ষাকারী বর্ম পরিধান করিত এবং “আস্পিস্” নামক সুদীর্ঘ ঢাল দ্বারা আপাদমস্তক আবৃত রাখিত। এই সৈন্যগণ দীর্ঘ অসি এবং চতুর্বিংশতি ফীট দীর্ঘ বর্শা (২০)

(২০) বিশপ থিল'ওয়াল—ঐতিহাসিক।

(২১) ফ্যালাংক্সভুক্ত সৈন্যগণ ঐতিহাসিক গ্রোটের মতে ষোড়শ শ্রেণীভুক্ত থাকিত—প্রত্যেক শ্রেণীমধ্যে তিন ফীট ব্যবধান থাকিত। প্রথম শ্রেণীতে নির্ধারিত ও সমধিক বলশালী সৈন্যগণ স্থাপিত হইত। ফ্যালাংক্সভুক্ত সৈন্যগণ সুদীর্ঘ বর্শা লইয়া যুদ্ধ করিত। এই বর্শাগুলি এরূপ সুদীর্ঘ ছিল যে প্রথম শ্রেণীর সৈন্যগণের বর্শা সম্মুখে পঞ্চদশ ফীট, দ্বিতীয় শ্রেণীর ষাট ফীট, তৃতীয়ের নয় ফীট, চতুর্থের ছয় ফীট এবং পঞ্চম শ্রেণীর বর্শা প্রথম শ্রেণীর তিন ফীট

ব্যবহার করিত। এই সকল ফ্যালাংক্সে ষোড়শ সৈন্যশ্রেণী থাকিত। সাধারণতঃ মাসিদোনিয়ান সৈন্যগণ এই ফ্যালাংক্সভুক্ত হইত, তবে বৈদেশিক সৈন্যও থাকিত। শেষোক্ত সৈন্যও অবশ্য গ্রীকজাতীয় হইত। ইলিরিয়া ও পিওনিয়াবাসী এবং থেসের অধিবাসিবৃন্দ ধনুর্ধারী সৈন্যরূপে ব্যবহৃত হইত। এতদ্ব্যতীত আর একশ্রেণীর সৈন্য থাকিত,— ইহাদিগকে “হিফাস্পিষ্টস্” বলা যাইত। ইহারা ফ্যালাংক্সভুক্ত সৈন্যগণের ন্যায় দীর্ঘ ঢাল ব্যবহার করিত কিন্তু উহাদের অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বর্শা, দীর্ঘতর অসি ও লঘু বর্ষ ব্যবহার করিত। ইহারা অপেক্ষাকৃত দ্রুতগামী এবং সংখ্যায় ছয় সহস্র ছিল। অশ্বারোহী সৈন্যগণও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত থাকিত। ইহারা সম্পূর্ণরূপে বর্ষাবৃত থাকিত এবং ফ্যালাংক্সভুক্ত সৈন্যদের ন্যায় অস্ত্রাদি ব্যবহার করিত। শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন ও রসদসংগ্রহাদি ব্যাপারে নিযুক্ত অশ্বারোহিগণ অপেক্ষাকৃত লঘু বর্ষ ব্যবহার করিত। হিফাস্পিষ্টস্ হইতেই রাজকীয় শরীর-রক্ষী নির্বাচিত হইত। এতদ্ব্যতীত “আর্জিরাস্পাইডীস্” নামক অণু এক প্রকার শরীররক্ষীও ছিল। ইহাদের দীর্ঘ ঢাল রৌপ্যখচিত থাকিত বলিয়া ইহাদিগকে উপর্যুক্ত নামে অভিহিত করা হইত। রাজকীয় শরীররক্ষী অশ্বারোহিসৈন্যবৃন্দ মাসিদনের উচ্চবংশ সমূহ হইতে নির্বাচিত হইত। ইহারা সম্ভবতঃ সংখ্যায় এক সহস্র ছিল।”

মাসিদোনিয়ান সৈন্যের উল্লিখিত বিবরণ হইতে উহাদের পরিচয়

পুরোভাগে অবস্থিত থাকিত। স্তত্রায় শত্রুকে এই ফ্যালাংক্সের সম্মুখীন হইতে হইলে এতগুলি বর্শা ভেদ করিয়া তবে প্রথম শ্রেণীস্থ সৈন্যকে আক্রমণ করিতে হইত।

পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক পলিবিয়স্ উল্লেখ করিয়াছেন যে, যে সকল রোমক সেনানী সাইনোসিফালীর (২২) যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা মাসিদন দেশীয় ফ্যালাংক্স দেখিয়া বলিয়াছিলেন ইহা অপেক্ষা ভয়াবহ আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু এই ফ্যালাংক্স কেবল সমতল ও উন্মুক্ত ভূমিতে কার্যকরী হইত। দ্রুতগতিতে বা অসমান ভূমিতে ইহারা কার্যোপযোগী হইত না। দ্রুতগামী শত্রুর সম্মুখে ইহা অশ্বারোহী বা লঘুবর্ন্যাবৃত সৈন্য দ্বারা রক্ষিত না হইলে অনাবশ্যক হইত। এই ক্ষণেই আলেকজান্দার অশ্বারোহী সৈন্যের প্রতিই অধিক নির্ভর করিতেন। প্রকৃত পক্ষে আলেকজান্দার তাঁহার ফ্যালাংক্স দ্বারা কোন যুদ্ধেই জয়লাভ করেন নাই। বিবর্তনে সুদক্ষ এবং প্রচণ্ড তেজে আক্রমণকারী অশ্বারোহী সৈন্যই তাঁহার সকল যুদ্ধে সাফল্য আনয়ন করিয়াছিল। পূর্বোক্ত সৈন্যাবলী ব্যতীত “ডিমাকাই” নামক এক শ্রেণীর সৈন্যকে আলেকজান্দার স্বয়ং শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। ইহারা অশ্বারোহী ও পদাতিকের মধ্যবর্তী ছিল এবং এই সকল সৈন্য আবশ্যক মত অশ্বারোহণে বা পদাতিকরূপে যুদ্ধে যোগদান করিত। এতদ্ব্যতীত “ব্যালিষ্টাই” ও “কাটাপেন্টাই” নামক দুই শ্রেণীর সৈন্য তিনশত গজ দূরে প্রস্তর ও বর্শা নিক্ষেপ করিতে পারিত এবং ইহারা অনেক সময় বিশেষরূপে কার্যকরী হইত।

আলেকজান্দার পূর্বেই বুদ্ধিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহাকে অনেক অজ্ঞাত দেশের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিতে হইবে এবং তজ্জন্যই তিনি নিজের সহকারীরূপে অনেক সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিককে সঙ্গে লইয়াছিলেন।

(২২) সাইনোসিফালী—এই যুদ্ধে রোমকগণ গ্রীকগণকে পরাভূত করেন।

সর্ব প্রথমে গ্রানিকস্ নামক ক্ষুদ্র নদীতীরে আলেকজান্দার পারসীক সৈন্তের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। পারসীকগণ বিংশতি সহস্র অশ্ব, এবং সমপরিমাণ বেতনভোগী গ্রীক সৈন্তসহ কয়েকজন প্রাদেশিক শাসন-কর্তা ও দারিয়াসের সর্বাপেক্ষা সুদক্ষ সেনাপতি রোড্‌স্বাসী মেমন্ কর্তৃক পরিচালিত হইতেছিল। নদীর দক্ষিণতটে পারসিক সৈন্তগণ এবং নদীর পশ্চাত্তাগে উচ্চ স্থানে গ্রীক সৈন্ত স্থাপিত হইয়াছিল। আলেকজান্দার নদীর অপর পারে তাঁহার অন্যান্য যুদ্ধকালীন সৈন্য-বিভাগের ত্রায় সৈন্ত স্থাপনা করিয়াছিলেন। মধ্যস্থলে ফ্যালাংক্স, সর্বদক্ষিণে স্বয়ং ও বামে বিশ্বস্ত কর্মচারীর অধীনে সৈন্ত বিভাগ হইয়াছিল। আবশ্যক মত উভয় দিকেই ফ্যালাংক্সের অন্তর্ভুক্ত সৈন্ত স্থাপিত হইয়াছিল। আলেকজান্দার নিজ সৈন্তবাহিনীর দক্ষিণে অবস্থান করাতে, পারসীকগণ সহজেই অনুমান করিয়াছিল যে মাসিদনাধিপতির প্রচণ্ড আক্রমণ ঐ দিক হইতেই আরম্ভ হইবে এবং তজ্জন্ত তাহারা তাহাদের বাম দিকেই সর্বাপেক্ষা সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্ত বহু পরিমাণে স্থাপিত করিয়াছিল। বস্তুতঃ পক্ষে তাহাদের অনুমান সত্যই হইয়াছিল। সর্বপ্রথমে একদল অশ্বারোহী-সৈন্ত নদীর অপর তীরে প্রেরণ করিয়াই অন্যান্য অশ্বারোহী সৈন্ত ও ফ্যালাংক্সের কতকাংশ সহ তিনি শত্রুগণকে আক্রমণ করিলেন। পারসীকগণ বিশেষ সাহস সহকারে মাসিদোনিয়ান্গণের গতিরোধ করিয়া শীঘ্রই পরাভূত হইল। তাহাদের ক্ষুদ্র বর্শা ও তরবারী আলেকজান্দারের সৈন্তগণের দীর্ঘ বর্শার নিকট কোনরূপেই কার্যকরী হইল না। মহাবীর মাসিদনাধিপতি স্বয়ং মহাপরাক্রমে শত্রুসৈন্ত বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। আলেকজান্দারের মস্তক লক্ষ্য করিয়া এক পারসীক তরবারী আঘাতে উত্তত হইলে

ক্রিটিয়াস্ (২৩) স্বীয় স্ত্রীকু অস্ত্র দ্বারা পারসীকের হস্ত দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন; নতুবা সে আঘাতে আলেকজান্দারের দেহান্ত হইত। মাসিদোনিয়ান্গণ সহজেই পারসীকগণকে পরাস্ত ও পলায়নে বাধ্য করিয়া বেতন-ভোগী গ্রীসীয়গণকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করিল। বিংশ সহস্র বেতনভোগীর মাত্র দুই সহস্র অবশিষ্ট রহিল—ইহারা বন্দীরূপে মাসিদোনিয়ায় প্রেরিত হইল। মাত্র একশত পনের জন মাসিদোনিয় সৈন্য এই যুদ্ধক্ষেত্রে হত হইল।

অত্যাণ্ড বিজেতার ঞ্চায় আলেকজান্দার নিকটবর্তী প্রদেশ সমূহ এই জয়লাভের পরেই লুণ্ঠন করিলেন না। পারশ্ব সাম্রাজ্য তাঁহারই করতলগত মনে করিয়া, তিনি অধিবাসিবৃন্দের প্রতি প্রজার ঞ্চায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু, তিনি যুদ্ধজয়ের পরে শত্রুর দেশাভিমুখে অধিকদূর অগ্রসর না হইয়া, সর্বপ্রথমে নিজ পশ্চাদ্-ভাগস্থ দেশ সুশাসিত ও সুরক্ষিত করিতে লাগিলেন। তজ্জন্ম, তিনি সর্বাগ্রে পারসীক সাম্রাজ্যের পশ্চিমভাগস্থ প্রদেশ সমূহ করায়ত্ত করিলেন। দারিয়াসের ক্ষত্রপগণের পরাজয়ের অব্যবহিত পরেই, পারশ্ব-সম্রাট এই প্রদেশগুলি মেমেনের কর্তৃত্বাধীনে স্থাপন করিয়াছিলেন। মেমন্ সুদক্ষ বীর ছিলেন, তিনি যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং তাঁহার অধীনস্থ রণতরী বাহিনীর সাহায্যে তিনি নিকটবর্তী সমুদ্রে আধিপত্য বিস্তারে এবং ইচ্ছানুসারে গ্রীস ও মাসিদোনিয়ার উপকূলভাগ আক্রমণে সক্ষম ছিলেন।

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আলেকজান্দার ইলিয়ানে উপনীত হইলেন এবং

(২৩) ক্রিটিয়াস্কে আলেকজান্দার পরে সহস্র হত্যা করিয়াছিলেন। যথাস্থানে ইহা বিবৃত হইবে।

তথা হইতে আইওনিয়া ও অন্যান্য সমৃদ্ধিশালী সমুদ্রতীরবর্তী রাজ্যাভ্যন্তর হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার বীরত্বগাঁথা তাঁহার বাহিনীর অগ্রগামী হইয়াছিল এবং তজ্জন্ত একের পরে অন্য নগর বিনা যুদ্ধে তাঁহার বশতা স্বীকার করিতে লাগিল। এমনকি পারশ্ব সাম্রাজ্যের পশ্চিম রাজধানী সুরক্ষিত সার্দিস্ নগরও অন্য উপায় অবলম্বন যুক্তিসঙ্গত মনে করিল না। কেবল মিলেটস্ ও হালিকারনসস্ পারসীক রণতরা-বাহিনীর নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া আত্মসমর্পণে অস্বীকার করিল, কিন্তু কিয়দিবস অবরুদ্ধ থাকিয়া তাঁহার হস্তে পতিত হইল। কারিয়া প্রদেশের রাজধানী হালিকারনসস্ হস্তগত হইলে উক্ত প্রদেশের অন্যান্য নগরাদিও সহজেই পরাজিত হইল এবং লাইকিয়া হস্তগত করিয়া গ্রীকবীর প্রথম বৎসরের অভিযান-ব্যাপার শেষকরতঃ সৈন্যগণকে বিশ্রাম গ্রহণে অনুমতি প্রদান করিলেন।

প্যাম্ফিলিয়া বিজয়ে পরবর্তী অভিযান আরম্ভ হইল। অতঃপর আলেকজান্দার ফ্রিজিয়াধিকারে অভিলাষী হইয়া তারস্ পর্বতমালার অপর পার্শ্বে গমন করিলেন। শীতঋতুর মধ্যভাগ—তুষার, বরফ, পার্শ্বত্যশ্রোত, শত্রুর আক্রমণ কিছুতেই তাঁহার গতিরোধে সক্ষম হইল না। হানিবলের (২৪) আল্লস্ উত্তীর্ণ হইবার সহিত অনায়াসে এই তারস্ পর্বতমালা উত্তীর্ণের তুলনা করা যাইতে পারে। পাঁচ দিনে তিনি বৃহৎ ফ্রিজিয়ার রাজধানী কিলিয়ানীতে উপনীত

(২৪) কার্থেজিয়ার সুপ্রসিদ্ধ বীর। ইনিই সর্বপ্রথমে আল্লস্ পর্বত উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহারই দৃষ্টান্তানুসরণ করিয়া নেপোলিয়ান্ উক্ত পর্বতমালা অতিক্রম করেন।

হইলেন। অত্রস্থ অধিবাসীদের সহিত সন্ধি স্থাপনা করিয়া, তিনি গর্ডিয়নাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সুবিখ্যাত মাইডাসের (২৫) পিতা গর্ডিয়সের নামানুসারে গর্ডিয়ন নামে এই নগর অভিহিত হইত। যে গ্রন্থী উন্মোচন করিলে এসিয়াখণ্ডের একেশ্বর হইতে পারা যাইবে বলিয়া কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল, তাহা এই নগরেই ছিল। মাইডাস্ নরপতিরূপে নির্বাচিত হইয়া শকটারোহণে যে দিবস নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই দিবসই বন্ধল-নির্মিত রজ্জু দ্বারা শকটের কাষ্ঠখণ্ড ও যুগ একত্র বন্ধন করা হইয়াছিল। আলেকজান্দার স্বীয় অস্ত্র দ্বারা এই বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন।

বসন্ত ঋতুর প্রারম্ভে আলেকজান্দার আঙ্কিরা (২৬) পৌঁছিলে তত্রস্থ পরাক্রান্ত পফালোগিয়ান্ জাতি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। অতঃপর তিনি কাপাডোসিয়া বিধ্বস্ত করিয়া ও পুনর্বার রাস্ পর্বতমালা অতিক্রম করতঃ পূর্ব-সাইলিসিয়ার উর্বর সমতল ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কিডনস্ নদীর উভয় পারে অবস্থিত এই প্রদেশের

(২৫) মাইডাস্—ফ্রিজিয়ারাজ—যাহা স্পর্শ করিতেন তাহাই সুবর্ণে পরিণত হইত।

(২৬) আলেকজান্দার এই যুদ্ধে অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যুদ্ধে বর্শা ভঙ্গ হওয়াতে তিনি তাঁহার এক সঙ্গীর নিকট হইতে দ্বিতীয় বর্শা গ্রহণ করিয়া দারিয়াস্-জামাতা মিথ্রিডেটীসকে হত্যা করিলেন। অশ্রুতম পারসীক নেতা রীসাকীসড্ও এই দশা প্রাপ্ত হইলেন। মিথ্রিডেটীস্ নামক তৃতীয় পারসীক আলেকজান্দারের পশ্চাদ্দেশ হইতে তরবারী দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে, ক্রিটিয়াস্ স্বীয় তরবারীর আঘাতে মিথ্রিডেটীসের হস্ত ছেদন করিয়া আলেকজান্দারের জীবন রক্ষা করেন। অন্যান্য পারসীক অভিজাতগণও তাঁহাকে ভীষণভাবে আক্রমণ করেন, এবং আলেকজান্দার আহতও হন, কিন্তু তাঁহার অদ্বুত বীরত্বে ও সঙ্গিগণের সহায়তায় রক্ষা পান।

রাজধানী তাস্‌ তৎকালে বাণিজ্য দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল ও শিক্ষা ও সুকুমার শিল্পে সাতিশয় খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। এই সুপ্রসিদ্ধ নগর বিনা যুদ্ধেই গ্রীক বীরের হস্তে পতিত হইল—শাসনকর্তা তাঁহার আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়াই পলায়ন করিয়াছিলেন। আলেকজান্দার কিডনস্‌ নদীতে স্নান করিয়া অরগ্রস্থ হইয়া একপ্রকার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, আরোগ্য লাভ করিয়া তাঁহার অগ্রতম সেনাপতি পার্সিনিয়ন্‌কে “সিরিয়ান্‌ গেট” নামক পার্শ্বপথ সকল অধিকারে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং পশ্চিম-সাইলিসিয়ার পার্শ্ব-জাতিকে পরাভূত করিবার জন্ত অগ্রসর হইলেন। ইতিমধ্যে, পারশ্বাধিপতি দারিয়াস্‌, ইউফ্রেটীস্‌ ও সিরিয়ার মরুভূমি অতিক্রম করিয়া পূর্বোক্ত “সিরিয়ান্‌ গেটের” দুই দিবসের দূরস্থ বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বিরাট বাহিনীসহ অবস্থান করিতে ছিলেন। এই স্থানে, তিনি মাসিদোনিয়ান্‌ সৈন্যগণকে গিরিসঙ্কট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র স্বীয় অসংখ্য সৈন্য দ্বারা দলিত করিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতোঁছিলেন। মাসিদোনিয়ান্‌গণ নিষ্ক্রামণে বিলম্ব করিতেছিল বলিয়া, তিনি, সাইলিসিয়া প্রদেশান্তরে গমন করিয়া পিনারস্‌ নদীতীরে স্কাবার স্থাপন করিলেন। এবংপ্রকারে দারিয়াস্‌ পর্বত ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী মাত্র স্বর্ক দেড় মাইল বিস্তৃত রন্ধুপথে পতিত হইলেন। ইতিমধ্যে আলেকজান্দার অগ্র পথ দিয়া সিরিয়া প্রান্তরে উপনীত হইয়া জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দী তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে রহিয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পশ্চাদ্গমন ও মধ্যরাত্রিতে পর্বতোপরি গমন করিয়া পর্বতশিখর হইতে পারসীকদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিলেন। প্রত্যুষে যাত্রা করিয়া তিনি সমতল ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া সৈন্য বিচলিত করিলেন। স্বয়ং সৈন্যের দক্ষিণাংশে ও বামে পার্সিনিয়ন্‌কে স্থাপন

করিলেন; মধ্যস্থলে ফ্যালাংক্ল রহিল। দারিয়াস্ এই ভীষণ ফ্যালাংক্লের সম্মুখে ত্রিংশ সহস্র বেতনভোগী গ্রীক সৈন্য স্থাপনা করিয়াছিলেন।

সর্বপ্রথমে আলেকজান্দার পর্বতোপরি অবস্থিত শত্রুসৈন্যকে বিতাড়িত করিলেন। ● পারসীকগণকে অগ্রগামী হইতে অনিচ্ছুক দেখিয়া তিনি নদী অতিক্রম করিয়া শত্রুর বামপার্শ্ব আক্রমণ করিয়া অত্যল্প সময়েই তাহাদিগকে পরাভূত করিলেন। ইতিমধ্যে বেতনভোগী গ্রীসীয়গণ তাঁহার ফ্যালাংক্লকে পরাজিত করিয়া পশ্চাদ্গমনে বাধ্য করিতেছিল। আলেকজান্দার তাঁহার ফ্যালাংক্লের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। কারণ, গ্রীসীয়ান্ সৈন্যগণ মাসিদোনীয়ান্গণ কর্তৃক গ্রীসে পুনঃপুনঃ পরাভূত হওয়াতে, তাহারা এই ক্ষেত্রে বিজয়লক্ষ্মীকে স্বীয় অঙ্কভুক্ত ও সঙ্গে সঙ্গে পরাজয় কলঙ্ক দূরীভূত করিবার জন্ত প্রাণপণ যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু, তথাপি তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে বিতাড়িত হইল এবং কাপুরুষ দারিয়াস্ নিজের বিপদাশঙ্কা করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সারথীকে পলায়নের আদেশ প্রদান করিলেন। এই অবিশ্রমকারিতার জন্তই বিজয়লক্ষ্মী দারিয়াস্কে পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ অম্বারোহীগণ আলেকজান্দারের সৈন্যকে পরাভূত করিলেও অগ্ৰাণ্ সৈন্যগণের গায় আকস্মিক ভয়ে ভীত হইল এবং পলায়নের সংখ্যা বৃদ্ধি করিল। সঙ্কীর্ণ উপত্যকাভূমি পলায়নের পক্ষে অপ্রশস্ত বলিয়া সহস্র সহস্র সৈন্য হত হইল। দারিয়াস্ ইউফ্রেটীস্ উত্তীর্ণ হইয়া পলায়নে সক্ষম হইলেন কিন্তু তাঁহার ধনরত্ন, পরিজনবর্গ, তাঁহার মাতা, সন্তান, স্ত্রী সকলই আলেকজান্দারের হস্তে পতিত হইলেন। আলেকজান্দার এই সকল মাননীয় বন্দীগণকে তাঁহাদের পদমর্যাদানুযায়ী বিশেষ সমাদর ও যত্নের সহিত পরিচর্যা করিলেন।

আলেকজান্দার দারিয়াসের পশ্চাৎদাবন করিলেন না—বস্তুতঃপক্ষে এই ঘটনার দুই বৎসর পরে তিনি আবার দারিয়াসের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে সিরিয়া ও মিশর তাঁহার করতলগত এবং এই প্রদেশকে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত ও সঙ্গে সঙ্গে পারসীক সম্রাটের নৌবাহিনী বিধ্বস্ত করিবার আবশ্যকতা হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্য সাধন মানসে তিনি দক্ষিণদিকে ফিনিসিয়ার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দারিয়াসের রণতরীসমূহ এই ফিনিসিয়ার সমুদ্রতীরবর্তী নগরগুলি হইতেই সরবরাহ হইত। আলেকজান্দার পার্সিনিয়ন্কে দামাস্কাসে প্রেরণ করিলেন; এই স্থানেই দারিয়াস ইসসের যুদ্ধের পূর্বে তাঁহার প্রচুর ধনরত্ন রক্ষা করিয়াছিলেন। দামাস্কাস বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করিল এবং দারিয়াসের অগাধ ধন মাসিদোনিয়ানগণের হস্তগত হইল। একমাত্র টায়ার ব্যতীত সিরিয়ার উপকূলের নগর সমূহও বিনাযুদ্ধে আলেকজান্দারের বশতা স্বীকার করিল। টায়ার মহাবীরকে স্তব্ধ-মুকুট উপহার প্রদান করিলেও, তাঁহাকে নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে অনুমতি প্রদান করিল না। এই অবিমূগ্ধকারিতার জগু টায়ারকে ভীষণ দণ্ড গ্রহণ করিতে হইল। সাতমাস অবরোধের পর আলেকজান্দার ইহা অধিকারকরতঃ ভস্মীভূত করিলেন এবং অধিবাসীদিগকে হত্যা বা বিক্রয় করিলেন। আলেকজান্দারের সামরিক কার্যাবলীর মধ্যে টায়ার অধিকারকেই অনেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত করেন। ইতিপূর্বে টায়ার অজেয় বলিয়া পরিগণিত হইত। টায়ার-দুর্গ সমুদ্র হইতে দূরবর্তী দ্বীপোপরি অবস্থিত ছিল; ইহার সুদৃঢ় প্রাচীর সমূহ সুউচ্চ ছিল এবং ইহার রণতরীবাহিনী সমুদ্রে আধিপত্য বিস্তার করিত। অধিবাসীরাও অস্ত্র ব্যবহারে সুদক্ষ ছিল এবং একরূপ সুকৌশলে আত্মরক্ষা করিতেছিল যে, অনন্তোপায়

হইয়া আলেকজান্দার সাইপ্রাস্ ও সিডন্ হইতে টায়ারের রণতরী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রণতরীসমূহ সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রস্তরাদি নিষ্ক্ষেপকারী “এঞ্জিন” সমূহকে নগরপ্রাচীরের সন্নিকটে আনয়নের জ্ঞাত হইলে মহাদেশ হইতে টায়ার পর্যন্ত বিস্তৃত একটা পথও প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, অধিবাসিবৃন্দের প্রতি তাঁহার কঠোর ও নির্দয় ব্যবহার এই সুপ্রসিদ্ধ কার্যের সুখশের যে হানি করিয়াছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

অতঃপর, প্যাালেষ্টাইন ও তন্নিকটবর্তী জনপদগুলি রণবিজয়ী বীরের বশ্যতা স্বীকার করিল। কেবল গাজা, টায়ারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ পূর্বক, স্বাধীনতা রক্ষণে বদ্ধপরিকর হইল। কিন্তু গাজা সুরক্ষিত হইলেও দুইমাস অবরোধের পর আয়ুসমর্পণে বাধ্য হইল। আলেকজান্দার গাজার সৈন্যবৃন্দকে হত্যা করিয়া, মিশরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মরুভূমি মধ্য দিয়া সাত দিবস যাত্রা করিয়া তিনি পেলুসিয়ামে উপনীত হইলেন। পারসীকদের অধীনতা বহনে অশক্ত মিশরবাসিগণ তাঁহাকে রক্ষাকর্তারূপে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল।

আলেকজান্দার মিশরের সুপ্রসিদ্ধ পিরামিড পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া নীল নদে নৌকারোহণ করিয়া মেরিওটাস্ হ্রদ হইয়া সমুদ্র ও হ্রদ-যোজককারী বালুকাপ্রাস্তরে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার স্মৃষ্টি সহজেই অনুভব করিতে পারিল যে, এই যোজক বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ সুপ্রশস্ত স্থান এবং তৎক্ষণাৎ এই স্থানে স্বায় নামানুসারে আলেকজান্দ্রিয়া নামক নগর স্থাপন করিলেন। তাঁহার অনুমান বাস্তবিকই সত্যে পরিণত হইয়াছিল—ভবিষ্যৎ কালে আলেকজান্দার



বন্দ্যপরিহিত পারশ্বের জনৈক রাজা

(নেপাল্‌সে রক্ষিত পাত্র হইতে)

প্রতিষ্ঠিত আলেকজান্দ্রিয়া পূর্ব ও পশ্চিম পৃথিবীর বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। অতঃপর, তিনি জুপিটার আমনের মন্দির দর্শনার্থে অভিলাষী হইয়াছিলেন ; তজ্জন্ত এই স্থান হইতে তিনি উপকূল ভাগ হইয়া ২০০ মাইল দূরস্থিত ও মিশরের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত প্যারেটোনিয়না-ভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে সাইরিনির প্রতিনিধিবর্গ বহুমূল্য উপহার প্রদানে তাঁহার সন্তোষসাধন করিল। প্যারেটোনিয়ন্ হইতে তিনি লিবিয়ান্ মরুভূমির মধ্য দিয়া উর্করভূমিতে উপনীত হইলেন (২৭)। এই উর্কর ভূমিখণ্ডে ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজি মধ্যে “আমনের” মন্দির ও তাঁহার পূজকগণের প্রাসাদ অবস্থিত ছিল। আলেকজান্দার মন্দির মধ্যস্থ দেবতাকে প্রশ্ন করিয়া কি উত্তর পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি কাহাকেও জ্ঞাত করেন নাই, তবে দেবতার উত্তর সন্তোষজনক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৎপরে, তিনি মরুভূমি পুনর্বার অতিক্রম করিয়া মেস্ফিসে উপনীত হইয়া মিশরের ভবিষ্যৎ শাসননীতি নির্ধারণ ও প্রাচীন আইন অনুযায়ী রাজধর্ম পরিচালিত হইবে বলিয়া আদেশ প্রদান করেন। মেস্ফিস্ হইতে টায়ার পৌঁছিয়া তথায় তিনি কিয়দ্বিবস অতিবাহিত করেন। মিশরে অবস্থানকালে তাঁহার নাবধ্যক্ষ হেগেলোকোস্ তাঁহাকে নিবেদন করেন যে, পারসীকগণ ইজিগ্যান্ সমুদ্রমধ্যস্থ দ্বীপপুঞ্জ হইতে বহিষ্কৃত

(২৭) কথিত আছে যে মরুভূমির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার কালে এক সময়ে আলেকজান্দারের সৈন্তগণ জলাভাবে মৃতপ্রায় হইয়াছিল। আলেকজান্দারের প্রার্থনার দেবতাগণ বৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। অল্প সময়ে পথপ্রদর্শকগণ পথ হারাইয়া গেলে বালুকা-মধ্য হইতে দুইটি সর্প উৎথিত হইয়া সৈন্তগণকে পথ প্রদর্শন করিয়া অন্তহিত হইয়াছিল।

হইয়াছে, তাহাদের রণতরী বাহিনী বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং ফার্নাবেজস্ ব্যতীত অণু সকল সেনাধ্যক্ষই বন্দী হইয়াছে।

আলেকজান্দার এক্ষণে ইউফ্রেটীস্ নদীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ সকল জনপদের একমাত্র অধীশ্বর হওয়াতে, পারস্যের সহিত শেষ যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইলেন। দারিয়াস্ ইতোমধ্যে তাঁহার পরিজনবর্গের মুক্তি এবং সাকির জন্ত দুইবার বিজৈতার নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন (২৮) কিন্তু, ব্যর্থমনোরথ হওয়াতে তাঁহার সকল সৈন্য একত্র করিতেছিলেন। ইসাস্-ক্ষেত্রে তিনি যে সংখ্যক সৈন্যসহ আলেকজান্দারের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, এবারে তিনি তদপেক্ষা আরও অধিক সৈন্য সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি এই বিপুল বাহিনীসহ বাবিলন হইতে অগ্রসর হইয়া ও টাইগ্রীস্ নদী উত্তীর্ণ হইয়া উত্তর আসিরিয়ার সমতলভূমিতে উপনীত হইলেন। গোগামেলা নামক

(২৮) আলেকজান্দারের নিকট দ্বিতীয়বার দূত প্রেরণ কালে দারিয়াস্ দশ সহস্র ট্যাঙ্কট, ইউফ্রেটীস্ নদীর পশ্চিমতীরবর্তী প্রদেশ সমূহ এবং স্বীয় কন্যার সহিত গ্রীকবীরের বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। আলেকজান্দারের অশ্রুতম সেনাপতি পার্সেনিও ইহাতে বলিয়াছিলেন “আমি আলেকজান্দার হইলে অশ্রু বিপদের সম্মুখীন না হইয়া নিশ্চয়ই এই সকল প্রস্তাবে সম্মতি দিতাম।” এতদুত্তরে আলেকজান্দার বলিয়াছিলেন “পার্সেনিও হইলে আমিও এরূপ করিতাম; কিন্তু আমি আলেকজান্দার; সুতরাং আমাকে অন্তরূপ করিতে হইবে।” দারিয়াস্কে আলেকজান্দার জ্ঞাত করেন যে “আমি আপনার অর্থ বা প্রদেশ সমূহ চাহি না। আপনার অর্থ ও রাজ্য উভয়ই আমার করতলগত—আপনি আমার অধিকৃত বিষয়ের অংশ মাত্র আমাকে প্রদান করিতে চাহিতেছেন। আপনি কন্যা সম্প্রদান করুন আর নাই করুন, আমার ইচ্ছা হইলে আমি তাঁহাকে বিবাহ করিতে পারিব।”

গ্রামের নিকটবর্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তরে স্ফন্ধাবার সন্নিবেশ করিয়া তিনি আলেকজান্দারের আক্রমণের জন্ত প্রস্তুত হইলেন।

আলেকজান্দার টায়ারে অবস্থানকালে সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া ৩৩১ খৃষ্ট পূর্বাব্দের গ্রীষ্মঋতুর মধ্যভাগে অগ্রসর হইলেন। ইউফ্রেটীস্ নদী উত্তীর্ণ হইবার কালে তিনি দারিয়াসের গতিবিধি অবগত হইলেন। তিনি বিনা বাধায় টাইগ্রীস্ নদী উত্তীর্ণ হইলেন এবং দক্ষিণ দিকে কয়েক দিবস অগ্রসর হইলে শ্রেণীবদ্ধ পারসীক সৈন্য তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। আলেকজান্দারের অন্ততম সেনাপতি পার্সেনিয়ন্ বিশাল শত্রুসৈন্য দর্শন করিয়া নৈশ আক্রমণের প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু আলেকজান্দার এরূপ প্রস্তাব ঘৃণিত বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। কেবল চল্লিশসহস্র পদাতিক ও সপ্তসহস্র অশ্বারোহীসহ তিনি বিরাট শত্রুসৈন্য পরাজয়ে দৃঢ়প্রত্যয়ান্বিত ছিলেন।

এ যুদ্ধও ইসাসের যুদ্ধের পুনরভিনয় মাত্র। আলেকজান্দার স্বয়ং স্বীয় বাহিনীর দক্ষিণ ও পার্সেনিয়ন্ বামদিকে নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। দারিয়াস্ পুনর্বার নিজ সৈন্যকে মধ্যস্থলে এবং বেতনভোগী গ্রীক সৈন্যদিগকে মাসিদোনিয়ান্ ফ্যালাংক্সের বিরুদ্ধে স্থাপন করিলেন। আলেকজান্দার স্বীয় অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা পারসীক সৈন্যকে পুনরায় বিধ্বস্ত করিলেন এবং ইসাসক্ষেত্রের ঞায় দারিয়াস্ এক্ষেত্রেও ভীত হইয়া কাপুরুষের ঞায় পলায়ন করিলেন। তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্য-বৃন্দ পার্সেনিয়ন্কে প্রায় পরাজিত করণে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার পলায়নে অশ্বারোহীগণও ছত্রভঙ্গ হইল। দারিয়াসের পশ্চাদ্ধাবনে নিযুক্ত আলেকজান্দার পার্সেনিয়নের বিপদ-বার্তা অবগত হইয়া পশ্চাদ্ধাবনে বিরত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে তিনি পলায়নপর দারিয়াসের অশ্বারোহীর সাক্ষাৎ পাইয়া

তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাহারাও বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া অধিকাংশই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। আলেকজান্দার যুদ্ধক্ষেত্রে পৌছিয়া দেখিতে পাইলেন পার্সেনিয়নের আর কোন বিপদাশঙ্কা নাই। তদর্শনে তিনি পুনর্বার দারিয়াসের পশ্চাদ্ধাবনে ব্রতী হইলেন। কিন্তু দারিয়াস্ পারস্যের পূর্বতন রাজধানী একবাটানায় পলায়নে সমর্থ হইলেন।

যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। আরিয়ান্ বলেন যে তিনলক্ষ পারসীক সৈন্য এই যুদ্ধে হত ও ইহা অপেক্ষা অধিক বন্দীকৃত হয়। এই সংবাদে আশ্বাস্থাপন করা যাইতে পারে না। দায়দরসের মতে ৯০,০০০ সহস্র, কাটিয়াসের বর্ণনায় ৪০,০০০ সহস্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। আলেকজান্দারের পক্ষে আরিয়ানের বর্ণনায় একশত, কাটিয়াসের মতে তিনশত ও দায়দরসের বৃত্তান্তে পাঁচশত হত হয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

আলেকজান্দার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ৬০ মাইল দূরবর্তী আরবেলা পর্যন্ত পলায়িত শত্রুসৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন। এই আরবেলা হইতেই পূর্বোক্ত যুদ্ধ “আরবেলার যুদ্ধ” নামে অভিহিত হইয়াছে। এইস্থানে পারসীক সৈন্যদিগের অস্ত্রাদি রক্ষিত ছিল। আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া তিনি দক্ষিণদিকে বাবিলনের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন। বাবিলনের তৎকালীন অধিবাসিবর্গও মিশরবাসিগণের গ্রাম পারসীকদের শাসনে অসন্তুষ্ট ছিল। সুতরাং তাহারা আলেকজান্দারকে উদ্ধারকর্তারূপে অভ্যর্থনা করিল। তিনি সর্বপ্রথমে বেলাসের মন্দির নিৰ্ম্মাণের আদেশ প্রদান করিয়া বাবিলনবাসীদিগের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিলেন এবং ইতঃপূর্বে পারসীক রাজগণ বাবিলনের পুরোহিতবর্গের যে লভ্যাংশ গ্রহণ করিতেন তাহা শেষোক্তদিগের ভোগে আনিবার ব্যবস্থা করিলেন।



ए. वि. वि. का छात्र संसदीय कार्यक्रम

1971-72

1971-72

আরবেলার যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভের ফলে আলেকজান্দার বহুবিধৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। ইতঃপূর্বে অত্র কোন নরপতি বা বীর ক্ষমতার একরূপ উচ্চশিখরে আরোহণ করেন নাই। অতি অল্পবয়সেই ও অল্প বয়সেই একরূপ স্থান অধিকার করায় এবং প্রতীহিত সাফল্যের জ্ঞান তাঁহার চরিত্রের অবনতি ঘটয়াছিল। এই সময় হইতে তিনি উদ্ধত ও স্বেচ্ছাচারী, এবং সন্ধিগ্ধচেতা ও তোষামোদপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। উপদেশ ও প্রতিবাদ তাঁহার নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল এবং তিনি আত্মসংযমেও অপারগ হইলেন। তিনি এতদিন যেক্রম সরলভাবে বাস করিতেছিলেন তাহা তাঁহার নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল এবং স্বেচ্ছাচারী নরপতিগণের গায় তিনি আড়ম্বর ও জাঁকজমকপ্রিয় হইলেন। ইহা মাসিদোনিয়ানগণের চক্ষে অপ্রীতিকর হইয়া উঠিল। অবশ্য তাঁহার স্বপক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে যে, তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া এই সকল আড়ম্বরের পক্ষপাতী হন নাই; সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার নূতন প্রজাবৃন্দের মনস্ত্বষ্টির জ্ঞানই এইরূপ আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছিলেন।

বাবিলন্ পরিত্যাগের পূর্বে তিনি আসিরিয়া ও তম্নিকটবর্তী জনপদ সমূহের শাসনের ব্যবস্থা করিলেন। এই সকল স্থানেই তিনি সৈন্যসামন্ত ও রাজস্বসংগ্রহের ভার মাসিদোনিয়ান কর্মচারিবৃন্দের উপর গুস্ত করিয়া অত্রাত্র ভার তদেশীয় ব্যক্তির উপর অর্পণ করিলেন। ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ করিয়া তিনি দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়া বিংশতি দিবসে পারসীক সম্রাটগণের প্রিয় রাজধানী সুসায় উপনীত হইলেন। এই স্থানে অগাধ ধনসম্পত্তি রক্ষিত ছিল। সকলই বিজয়ী বীরের হস্তে পতিত হইল। এতদ্ব্যতীত জারাস্মীন্ কর্তৃক গ্রীস হইতে আনীত এবং এই স্থানে রক্ষিত দ্রব্যসম্ভারও তাঁহার করায়ত্ত

হইল। বলা বাহুল্য পারসীক সম্রাটগণের অতুল ঐশ্বর্য্য অপেক্ষাও এই শেযোক্ত দ্রব্যসমূহ আলেকজান্দার ও তাঁহার সৈন্যগণের অধিকতর প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিল।

সুসা হইতে আলেকজান্দার পারসীকদিগের প্রাচীন রাজধানী পার্সিপোলিসে গমন করিলেন। পথিমধ্যে তিনি ওক্সিয়ানগণের পার্শ্বত্যাগপ্রদেশ অতিক্রম করিলেন। এই সকল দুর্কর্ষ পর্শ্বতীয়গণ নামে মাত্র পারসীকগণের অধীন ছিল; পারসীক-সম্রাট যখন ইহাদের দেশের মধ্যদিয়া গমনাগমন করিতেন, তখন ইহারা তাঁহার নিকট হইতেও কর গ্রহণে বিরত হইত না। আলেকজান্দারের নিকট হইতেও কর গ্রহণে অভিলাষী হইয়া ইহারা পার্শ্বত্যাগ অবরোধ করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। আলেকজান্দার ইহাদিগকে পরাভূত করিয়া ইহাদের গ্রামসমূহ লুণ্ঠন করিলে ইহারা বশুতা স্বীকার করিল। তৎপরে তিনি সিরাজের পঞ্চাশ মাইল দূরে অবস্থিত “পারসীক গেটের” অভ্যন্তর দিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলে শাসনকর্তা আর্বিওবাজার্নেজ চল্লিশ সহস্র সৈন্যসহ পার্শ্বত্যাগ অবরোধ করিলেন; কিন্তু বিজয়ী বীরের গতিরোধে সমর্থ হইলেন না। পার্সিপোলিস পৌঁছান পর্য্যন্ত তিনি আর কোন বাধা প্রাপ্ত হন নাই। এখানেও কেহ তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল না। তিনি যে কেবল তাঁহার সৈন্যগণকে এই সুন্দর ও সুপ্রাচীন নগর ধ্বংশে আদেশ প্রদান করিলেন, তাহা নহে তিনি স্বয়ং স্বহস্তে মদোন্মত্তাবস্থায় রাজপ্রাসাদে (২৯) অগ্নিসংযোগ

(২৯) কবি ড্রাইডেনের কবিতা (Dryden's Ode) “Alexander's Feast and the Power of Music” দ্রষ্টব্য।

করিলেন। তিনি যে পারসীকগণের “হর্তা-কর্তা-বিধাতা”, তাহাই প্রমাণিত করিবার উদ্দেশ্যে সম্ভবতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়াই তিনি এই গর্হিত কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। কিম্বা হয়ত, পারসীকগণ (৩০) গ্রীসের যে সকল মন্দিরাদি ভস্মীভূত করিয়াছিল, তাহারই প্রতিশোধ কামনায় এই কর্মে ব্রতী হইয়াছিলেন। রাজকোষে তিনি ১২০,০০০ ট্যালেন্ট (৩১) মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শীত ঋতুর মধ্যভাগ বলিয়া তিনি এই স্থানে সৈন্যগণকে বিশ্রামের অবকাশ প্রদান করেন। কিন্তু স্বয়ং তিলমাত্র বিশ্রামসুখ ভোগ না করিয়া একদল সৈন্যসহ পাসারগাদই আক্রমণ করিয়া তত্রস্থ কোষাগার লুণ্ঠন করিলেন। তৎপরে তিনি মার্দিয়ান্গণকে আক্রমণ করিয়া বরফ ও তুষারজনিত সমূহ ক্লেণ ভোগ করিয়া তাহাদের পার্শ্বস্থ দুর্গসমূহ অধিকার পূর্বক তাহাদিগকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করিলেন।

৩৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের বসন্ত ঋতুতে তিনি পুনরায় দারিয়াসের পশ্চাদ্ধাবনে ব্রতী হইলেন। তৎকালে দারিয়াস্ এক্‌বাটানায় অবস্থান করিয়া পুনর্বার সৈন্যসংগ্রহের বিফল প্রয়াস করিতেছিলেন। পরাজিত সম্রাট, আলেকজান্দারের অগ্রসর হইবার বার্তা অবগত হইয়া বাকট্রিয়ায় তাঁহার আত্মীয় বেসসের শরণাপন্ন হইবার উদ্দেশ্যে পুনরায় পলায়ন আরম্ভ করিলেন। এক্‌বাটানা পারশ্ব সাম্রাজ্যের গ্রীষ্ম-ঋতুর রাজধানী ছিল এবং ইহার সুদৃঢ় দুর্গের জগ্ন প্রসিদ্ধিলাভ

(৩০) পারসীকগণ দারিয়াস্ ও তৎপুত্র জারাক্সীসের অধীনে গ্রীস আক্রমণ করিয়াছিল। জারাক্সীস এথেন্স নগর দুইবার ভস্মীভূত করিয়াছিলেন।

(৩১) বর্তমান কালের প্রায় ত্রিশ কোটি পাউণ্ড। প্রত্যেক ট্যালেন্টের মূল্য আনু্য ২১৩ পাউণ্ড।

করিয়াছিল। শেষোক্ত কারণে আলেকজান্দার পার্শ্বনিয়ন্ত্রকে অন্ত্য রাজধানী হইতে সংগৃহীত ধনরত্ন এই স্থানে আনয়নের ও নাসিদোনিয়ান্ সৈন্য দ্বারা তাহা সুরক্ষিত করিবার জন্ত আদেশ প্রদান করিলেন। এই কার্যসমাপনান্তে তিনি লঘুবর্ষাবৃত সৈন্যসহ “কাম্পিয়ান্ গেটের” অভ্যন্তর হইয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাঘাই নামক স্থানে তিনি অবগত হইলেন যে দারিয়াস্ অনেক দূরে পলায়ন করিয়াছেন এবং তজ্জন্য তিনি তথায় পাঁচ দিবসের জন্য বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। আরও কিয়দূর অগ্রসর হইলে তিনি জানিতে পারিলেন যে দারিয়াসের সঙ্গীয় রক্ষিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে। পশ্চাৎ ষড়যন্ত্রকারীগণ আরও কোন গুরুতর পাপে লিপ্ত হয় এই আশঙ্কায় তিনি বিশেষ দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া চতুর্থ দিবসে তাহাদের নিকটে পৌঁছিলেন। কিন্তু, তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছিল। দারিয়াসের শাসনকর্তা ও পরমাত্মীয় বেসস্ ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারিগণ আলেকজান্দারের পৌঁছিবার পূর্বেই তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল (৩২)। আলেকজান্দার মৃতদেহ পারস্যে প্রেরণ ও রাজোচিত সৎকারের আদেশ প্রদান করিলেন। বেসস্ নিজ প্রদেশে পলায়ন করিয়া আর্টাজারাকসিস্ নাম ধারণপূর্বক স্বাধীন রাজার ন্যায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

আলেকজান্দার এক্ষণে হিকাটম্পাইলস্ নামক স্থানে গমন

(৩২) আর্নিয়ান লিখিয়াছেন যে দারিয়াসের সেনানায়কদের গুণের অভাব থাকিলেও, তাঁহার অন্ত্য গুণের অভাব ছিল না। মৃত্যুকালে দারিয়াসের পঞ্চাশৎ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল।

করিলে তাঁহার সৈন্যবৃন্দ তাঁহার সহিত যোগদান করিল এবং তিনি হিরকানিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানে প্রস্তুত হইলেন। হিরকানিয়া গমন করিতে হইলে অনেকগুলি পার্শ্বত্যাগপথ অতিক্রম করিবার আবশ্যিকতা হয় এবং এই সকল পার্শ্বত্যাগ পথ দৃশ্যসম্মূল ছিল। তজ্জন্য আলেকজান্দার তাঁহার সৈন্যবৃন্দকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। একদল তাঁহারই অধীনে সর্বাঙ্গীণ বিপজ্জনক পথে পার্শ্বত্যাগ অতিক্রমে অগ্রসর হইল। অন্যতম সেনাপতি ক্রাটেরস্ পার্শ্বত্যাগ প্রদক্ষিণ মানসে বাম দিক হইয়া ও তৃতীয়াংশ এরিজিয়সের অধীনে যাত্রা করিল। গিরিসঙ্কটগুলি উত্তীর্ণ হইয়া তিন দল একত্র হইয়া যাদ্রাকর্তায় সমবেত হইল। এইস্থানে বৃদ্ধ আর্টাবাজাস্ তাঁহার তিন পুত্র, টার্পিরিয়ার শাসনকর্তা ও বেতনভোগী গ্রীকসৈন্যগণের প্রতিনিধি-সহ, আলেকজান্দারের নিকট উপনীত হইলেন। আলেকজান্দার আর্টাবাজাস্কে তাঁহার প্রভুভক্তির জন্য বিশেষ সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। টার্পিরিয়ার শাসনকর্তা নিজপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন কিন্তু প্রতিনিধিবর্গ স্বদেশদ্রোহী বলিয়া কোনই অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলেন না। আলেকজান্দার অতঃপর কাঙ্গিয়ান গোটের উত্তর পশ্চিমস্থ মার্দিয়ান্জাতিকে আক্রমণ করিলে তাহারা সামান্য বাধা প্রদান করিয়া পরাজয় স্বীকার করিল ও তাহারা টার্পিরিয়ার শাসন-ভুক্ত হইল।

দুই বেসস্কে শিক্ষা প্রদান ও ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত পারস্য-সাম্রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশ বশীভূত করিবার উদ্দেশ্যে আলেকজান্দার বাক্টিয়া অভিমুখে অগ্রসর হইয়া সৌসিয়া (বর্তমান সৌস) নগরে উপনীত হইলেন। দারিয়াসের বিরুদ্ধে অগ্রতম ষড়যন্ত্রকারী ও আড়িয়া প্রদেশের শাসনকর্তা সাতিবার্জানেস্ এই স্থানে আলেকজান্দারের

বশুতা স্বীকার করায় স্বীয় পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অতঃপর, তিনি বাক্টিয়াভিমুখে পুনর্বার অগ্রগামী হইবার আয়োজন করিলে অবগত হইলেন যে সান্তিবার্জানেস বিদ্রোহী হইয়াছেন। এই সংবাদে তিনি সান্তিবার্জানেসের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে, সে পলায়ন করিল। শাসনকর্তার রাজধানী আর্ভাকোয়ানা জেতার হস্তে পতিত হইল। উচ্চতর সমতলক্ষেত্রের উপর এই নগর স্থাপিত ছিল দেখিয়া আলেকজান্দার ইহার নিকটে আলেকজান্দ্রিয়া নামক নূতন একটা নগর ও উহাতে মাসিদোনিয়ান্ উপনিবেশ স্থাপন করিলেন।

সান্তিবার্জানেসের বিদ্রোহ দমন করিয়া আলেকজান্দার প্রফ্-থেসিয়াভিমুখে (বর্তমান ফুরা) গমন করিয়া তত্রস্থ শাসনকর্তা বাসেন্টিস্কে ধৃত করিয়া হত্যা করিলেন। বাসেন্টিস্ও দারিয়াসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদিগের অন্যতম ছিল। এইস্থানে যে ঘটনা ঘটে তাহাতে আলেকজান্দারের চরিত্রে এক ছরপনয় কলঙ্ক রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার সন্দেহ হয় যে, তাঁহার প্রধান কন্সচারিবৃন্দ তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন। এই কন্সচারীর মধ্যে পাম্মেনিয়ন্ পুত্র ফিলোটাস্ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইনি উঁহাদের মধ্যে সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ পদের অধিকারী ছিলেন। ইহা নিশ্চিত যে তিনি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন না; কিন্তু তিনি ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হইয়াও আলেকজান্দারকে কোন সংবাদ প্রদান করেন নাই এবং তজ্জন্য সমগ্র মাসিদোনিয়ান্ সৈন্যের সম্মুখে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হইল ও তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁহাকে নানারূপ পীড়ন করা হইলে তিনি স্বীকার করিলেন যে তাঁহার পিতা পাম্মেনিয়ন্ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। ফিলোটাস্ পীড়ন ক্রম সহনে অসমর্থ হইয়া যাহা স্বীকার করিয়াছিলেন সেই স্বীকারোক্তির কোন প্রকার ভিত্তি ছিল না।

তথাপি পার্সেনিয়ন্ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন এবং এই চিরবিশ্বস্ত কর্মচারী যাহাতে পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ অবগত হইয়া প্রতিহিংসা সাধনের চেষ্টা না করেন, তজ্জন্য পুত্রের মৃত্যুর পূর্বেই তাঁহার মৃত্যুদণ্ড প্রদত্ত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত, আরও অনেক মাসিদোনিয়ান এই কারণে অভিযুক্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

প্রফ্‌থেসিয়া হইতে তিনি দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া শান্তিপ্রিয় আরিয়াস্পিয়ানগণের জনপদে উপনীত হইলেন। এক সময়ে এই জাতি বিশেষ বিপদকালে তাঁহার প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছিল বলিয়া সাইরাস কর্তৃক “উপকারক” উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিল। একবাটানা হইতে নূতন সৈন্য প্রাপ্তির আশায় তিনি এই স্থানে দুই মাস অপেক্ষা করিলেন। এই সময়ে ডেমেট্রিয়স্ নামক তাঁহার শরীররক্ষীভুক্ত এক সৈন্য পূর্কোক্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্তবোধে বন্দীকৃত ও তাঁহার পদে লাগস্পত্র টলেমী নিযুক্ত হন। পুনর্বার অগ্রসর হইবার পূর্বে আলেকজান্দার এই স্থানে এক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন কিন্তু আরিয়াস্পিয়ানগণের আতিথেয়তার জন্ত তাহাদের রাজ্যবৃদ্ধি ও রাজনৈতিক অধিকার সমূহ সূদৃঢ় করেন।

শীতঋতুর মধ্যভাগে এই জনপদ পরিত্যাগ করিয়া তিনি আরাথোসিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। এই প্রদেশ পূর্কদিকে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কান্দাহারের পথে অগ্রসর হইবার কালে তুম্বারে সৈন্যগণ বিশেষ ক্লেশভোগ করিয়াছিল। এই সময়ে তিনি সংবাদ পাঠলেন যে সান্তিবাজানেসের প্ররোচনায় আরিয়ানগণ পুনর্বার বিদ্রোহী হইয়াছে এবং তিনি তৎক্ষণাৎ এই বিদ্রোহ দমনের জন্ত ইরিজিয়সের অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। স্বয়ং ভারতবর্ষাভিমুখে অগ্রগামী হইয়া কাবুল ও বাক্‌টিয়ার মধ্যবর্তী

পারোপানিসেসে উপনীত হইলেন। চারিকার নামক গ্রামের নিকট তিনি আলেকজান্দ্রিয়া নামে একটা তৃতীয় নগর স্থাপন এবং তথায় মাসিদোনিয়ান্গণ দ্বারা উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ষ্ট্রাবো উল্লেখ করিয়াছেন যে, আলেকজান্দার এই স্থানেই শীতঋতু অতিবাহিত করেন কিন্তু আরিয়ান্ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে তিনি নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াই এই স্থান ত্যাগ করেন। সম্ভবতঃ তিনি বামিয়ান্-পথদ্বারাই পৰ্ব্বত অতিক্রম করেন। পথিমধ্যে সৈন্তাবলী পুনর্বার তুষারে ও খাড়াভাবে অশেষ ক্লেশ ভোগ করে। আরিষ্টবোলস্ বলিয়াছেন যে এই পৰ্ব্বতে সামান্য গুল্মাদি ব্যতীত অন্য কিছুই জন্মিত না। পঞ্চদশ দিবসে এই দুর্কহ অভিযান সম্পন্ন হইয়াছিল।

মাসিদোনিয়ানগণ আড্রাস্ পৌছিয়া দেখিতে পাইল যে, এই প্রদেশ উর্কর হইলেও বেসসের আদেশে জনপদটা পূর্ণমাত্রায় ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু, তথাপি বেসসের উদ্দেশ্য সাধিত হইল না। আলেকজান্দার দৃঢ়চিত্তে অগ্রগামী হইতে লাগিলেন। ফলে, বেসস্ ও তাঁহার সঙ্গিবৃন্দ ভীত হইয়া অক্সাস্ অতিক্রম করিয়া সগ্‌ডিয়ানায় পলায়ন করিলেন। বাক্ট্রিয়ার প্রধান দুইটা নগর আয়র্গস ও বাক্ট্রা বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করিল এবং শীঘ্রই সমগ্র প্রদেশ আলেকজান্দারের করায়ত্ত হইল। ইতিমধ্যে ইরিজিয়স্ আরীয়ান্গণের বিদ্রোহ দমনে সফল হইয়া বাক্ট্রায় আলেকজান্দারের সহিত যোগদান করিলেন। আলেকজান্দার আর্টাবেজস্কে এই নূতন বিজিত প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া বেসসের পশ্চাদ্ধাবনোদ্দেশ্যে অক্সাস্ নদী-তীরে উপনীত হইলেন। সৈন্তগণ বিশেষ ক্লেশ ভোগান্তে নদী উত্তীর্ণ হইল। অপর তীরে অবतरণ করিবার মাত্র বেসসের প্রধান দুইজন সঙ্গী—সগ্‌ডিয়ানার শাসনকর্তা স্পাইটামিনিস্ ও ডাটাফার্নিসের দূতগণ

তাঁহাকে নিবেদন করিলেন যে, বেসস তাঁহাদের দ্বারা বন্দী হইয়াছে এবং আলেকজান্দার তাঁহাদিগকে সাহায্য করিলে তাঁহারা বেসসকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিবেন। আলেকজান্দার সম্মত হইলে রজ্জুবদ্ধ বেসস তাঁহার নিকটে আনীত হইল। বেসসকে প্রথমতঃ প্রচুর বেত্রাঘাত করিয়া পরে তাঁহাকে শেষদণ্ড গ্রহণের জন্তু জারিআম্পায় প্রেরণ করা হইল।

সৈন্যাবলী অতঃপর মরকন্দে উপনীত হইল। মরকন্দ (৩৩) তখন সগদিয়া প্রদেশের রাজধানী ছিল। ভবিষ্যতে এই মরকন্দই সুপ্রসিদ্ধ তৈমুরের বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে পরিণত হইয়াছিল। আলেকজান্দার এই স্থানে কিছুদিন বিশ্রামসুখ ভোগ করিয়া, জাক্সার্টিস নদীর দিকে অগ্রসর হইলেন। পারশ্বসাম্রাজ্য ও অসভ্য সিথিয়ান্গণের রাজ্য এই নদীদ্বারাই বিভক্ত ছিল। সিথিয়ান্দের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্তু কতকগুলি সুরক্ষিত দুর্গ এই নদী তীরে নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। এই গুলির মধ্যে সাইরাস্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাইরোপোলিস্ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও বিশেষরূপে সুরক্ষিত ছিল। আলেকজান্দার এই সকল দুর্গ অধিকার করিয়া এই সকল দুর্গে মাসিদোনিয়ান্ সৈন্য স্থাপন করিলেন। সিথিয়ান্দিগকে আরও বিশেষরূপে দমন করিবার জন্তু জাক্সার্টিস্ তীরে আলেকজান্দ্রিয়া নামে চতুর্থ নগর প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই সকল কার্যের মধ্যে তিনি অবগত হইলেন যে স্পাইটামিনিস্ ও তাঁহার সঙ্গিগণ এক বিরাট বিদ্রোহে লিপ্ত হইয়াছে। আলেকজান্দার শীঘ্রই এই বিদ্রোহদমনে সমর্থ হইলেন। পরে, জাক্সার্টিস্ উত্তীর্ণ হইয়া সিথিয়ান্দিগকে পরাভূত

করিলেন। এই জয়লাভের পরে তিনি একটা পরাজয়ের বার্তা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি মরকন্দ অবরোধে নিযুক্ত স্পাইটামিনিসের বিরুদ্ধে অনেক সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সৈন্যদের অগ্রসর-বার্তা অবগত হইয়া স্পাইটামিনিস প্রথমে বোখারা ও তথা হইতে সোঙ্ক হইতে আরল হ্রদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত মরুভূমিতে পলায়ন করিলেন। একদল সিথিয়ান অশ্বারোহী এইস্থানে তাঁহার সহিত যোগদান করাতে তিনি পশ্চাদ্ধাবনকারী মাসিদোনিয়ান্ সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া সমূলে ধ্বংস করিলেন। এই জয়লাভে উৎসাহিত হইয়া স্পাইটামিনিস পুনর্বার মরকন্দ অবরোধ করিলেন; কিন্তু আলেকজান্দার দ্রুতবেগে জাক্সার্টিস্ হইতে অগ্রসর হইতেছেন শ্রবণ করিয়া পুনর্বার মরুভূমির দিকে পলায়ন আরম্ভ করিলেন এবং আলেকজান্দারের উপনীত হইবার পূর্বেই তথায় আশ্রয় গ্রহণে সমর্থ হইলেন। আলেকজান্দার মরকন্দে উপস্থিত হইয়া সর্বপ্রথমে, হত মাসিদোনিয়ান্ সৈন্যগণের সমাধির ব্যবস্থা ও পরে সেই সমগ্র উপত্যকা অগ্নি ও তরবারীদ্বারা ধ্বংস করিলেন। তিনি বিন্দুমাত্র কৃপা প্রকাশ না করিয়া সৈনিক বা নাগরিক সকলকেই হত্যা করিলেন। জনৈক ঐতিহাসিক মন্তব্য স্বরূপ লিখিয়াছেন যে, আলেকজান্দারের এরূপ নৃশংস ব্যবহারের উপযুক্ত কারণ দৃষ্ট হয় না।

৩২৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ শেষ হইতে চলিল। আলেকজান্দার পুনর্বার অক্সাস্ উত্তীর্ণ হইয়া জারিয়ান্সপায় প্রত্যাগমন করিয়া শীতঋতু অতিবাহিত করিলেন। এই স্থানেই বেসসের উপর দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করা হইল; বেসসের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া পরে তাঁহাকে প্রাণদণ্ডের জন্ত একবাটিনায় প্রেরণ করা হইল। আলেকজান্দারের ইউরোপীয় সৈন্যসংখ্যা নানারূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছিল বলিয়া তিনি গ্রীস ও

মাসিদানিগা হইতে নূতন সৈন্য মধ্যে মধ্যে আনয়ন করিতেছিলেন। বাক্ট্রায় অপেক্ষা কালে অনেক নূতন সৈন্য উপস্থিত হইল এবং আলেকজান্দার তাঁহার অভাব মোচনে সমর্থ হইলেন। সিথিয়ান-নরপতির নিকট হইতে উপহার এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবার অনুরোধ পত্র সহ দূত আলেকজান্দার-সকাশে উপস্থিত হইল। শেষোক্ত অনুরোধ উপেক্ষিত হইল। খোরাস্মিয়ানাধিপতি স্বয়ং মাসিদোনিয়াধিপতির নিকট উপনীত হইয়া কাঙ্গিয়ান সাগরের উত্তর ও পশ্চিম প্রদেশস্থ জনপদসমূহ অধিকার করণের জন্ত উপরোধ করিলেন। কিন্তু আলেকজান্দার ভারতবর্ষ-প্রবেশে অত্যধিক উৎসুক হওয়ায় বর্তমানে এ উপরোধ উপেক্ষা করিলেন।

পরবর্তী দুইটী অভিযানের বর্ণনা সঠিক অবগত হওয়া যায় না। কার্টিয়াসের মতে, আলেকজান্দার জারিয়াম্পা পরিত্যাগ পূর্বক তথস্ নদী উত্তীর্ণ হইয়া মার্জিয়ান্ (বর্তমান অক্শ) নামক নগরে উপনীত হইয়াছিলেন। আরিয়ান্ এই অভিযানের কোনই উল্লেখ করেন নাই। বাকট্রিয়ান্গণ এখনও সম্পূর্ণরূপে বশীকৃত হয় নাই এবং সগডিয়ান্গণ বিশেষরূপে দণ্ডিত হইলেও পুনর্বার বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল। প্রথমোক্তদের বিরুদ্ধে ক্রাটেরস্কে প্রেরণ করিয়া, আলেকজান্দার স্বয়ং মরকন্দাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। পথিমধ্যে পর্বতশিখরোপরি অবস্থিত উচ্চ পর্বতপ্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ও পরাক্রান্ত সৈন্যাবলীদ্বারা সুরক্ষিত একটা দুর্গ অধিকার করিলেন। এই দুর্গ মধ্যে অক্সিয়াটীন্ নামক একজন বাকট্রিয়ান্ সামন্ত নিজ স্ত্রী ও কন্যাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই কন্যাগণের অন্ততম-বোনানা সৌন্দর্যের জন্ত সুপ্রসিদ্ধা ছিলেন এবং আলেকজান্দার তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিলেন।

ইতোমধ্যে, ম্যাসাজেটাই নামক অগ্রতম সিথিয়ান জাতির সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া স্পাইটামিনিস্ বাকট্রিয়া আক্রমণ করিলেন। ক্রাটেরস্ তাঁহাকে পরাভূত করণে সমর্থ হইলেও, স্পাইটামিনিস্ পুনর্বার মরুভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পশ্চাৎ পুনর্বার এই সুচতুর শত্রু আক্রমণ করেন, এই আশঙ্কায় তিনি মরকন্দ প্রদেশ রক্ষা ও সুশাসনের ব্যবস্থার ত্রুতী হইলেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি অনেকগুলি নূতন নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া ঐ সকল নগরে মাসিদোনিয়ান ও গ্রীক উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। এই অভিযান-কালে তিনি বাজারিয়ায় (৩৩) অবস্থিত রাজ্যে স্থানে স্বহস্তে একটা প্রকাণ্ড সিংহকে নিহত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মরকন্দে প্রত্যাগমন করিলে একটা শোকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছিল— মদোন্মত্তাবস্থায় ক্রিটস্ হত্যা। ক্রিটস্ তাঁহার ধাত্রীমাতার সহোদর ও আলেকজান্দার তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। গ্রাণিকসের যুদ্ধে ক্রিটস্ই তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। এই আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্ত তিনি চিরজীবন অনুতাপ ও ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন। (৩৫)

(৩৪) বর্তমান বোখারা বলিয়া কেহ কেহ নির্দেশ করিয়াছেন।

(৩৫) আলেকজান্দার ও তাঁহার কর্মচারিবৃন্দ তাঁহাকে দেবপুত্র বলিয়া ও অন্যান্য নানা প্রকারে তোষামোদ করিতেন। ক্রিটস্ এগুলি অনুমোদন করিতেন না। মরকন্দে অবস্থান কালে একদা আলেকজান্দার ও ক্রিটস্ উভয়েই অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়াছিলেন। যে সকল কর্মচারী আলেকজান্দারের অতিরিক্ত তোষামোদ করিতেন, ক্রিটস্ তাঁহাদিগকে এই অবস্থায় আলেকজান্দারের সম্মুখেই নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন; সঙ্গে সঙ্গে তিনি আলেকজান্দারের পিতা ফিলিপের প্রশংসা আরম্ভ করিলেন। ফিলিপশিক্ষিত সৈন্যগণই আলেকজান্দারের জয়ের প্রধান কারণ, আলেকজান্দারের বিনুমাত্র কৃতিত্ব নাই, এসকল কথা বলিতেও তিনি কুণ্ঠিত

পরবর্তী অভিযানে তিনি বোথারার দশমাইল উত্তরে অবস্থিত নোরা পর্বতমালার পশ্চিমস্থিত জেনিপা জনপদ স্বীয় বশে আনয়ন করিলেন। স্পাইটামিনিস্ মরুভূমি মধ্যে অত্যধিক দূরে অবস্থান না করায়, তিনি তাঁহাকে বন্দী করিবার নিমিত্ত অশ্রুতম সেনানী কৈনস্কে সেই স্থানে রাখিয়া শীতঋতু যাপনের উদ্দেশ্যে নোটাকায় গমন করিলেন। এই স্থান মরকন্দ ও অক্সাসের মধ্যবর্তী উর্বর সমতলভূমিতে অবস্থিত ছিল। স্পাইটামিনিস্ কৈনস্কে আক্রমণ করিলে পরাভূত হইয়া পুনর্বার

হইলেন না। অশ্রুত মাসিদোনিয়ান্ কর্মচারিগণ ইহাতে আপত্তি করিলেও মসোন্ড্র ক্রিটস্ আশ্রয়স্বরূপে সমর্থ হইলেন না। পরক্ষণেই তিনি স্বীয় হস্তোত্তোলন করিয়া আলেকজান্দারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “আলেকজান্দার, স্বরণ রাখিও, এই হস্তই তোমাকে গ্রানিকসের যুদ্ধে রক্ষা করিয়াছে।” আলেকজান্দারও প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করিয়াছিলেন। তিনি হিতাহিত বিম্বৃত হইয়া স্বায় ক্ষুদ্র তরবারীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু এই তরবারী পূর্বেই তাঁহার অশ্রুতম কর্মচারী কর্তৃক অশ্রুত নীত হইয়াছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরীর-রক্ষী সৈন্যগণকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু অবস্থা দর্শনে কেহই এ আদেশ প্রতিপালন করিল না। টলেমী, পার্দিকাস্ ও তাঁহার অন্যান্য প্রধান কর্মচারিবৃন্দ তাঁহার হস্তধারণ করিয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সকলে ক্রিটস্কে তথা হইতে অন্যত্র লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রিটস্ পশ্চাৎপদ হইতে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং তাঁহার কর্মচারিগণ বলপূর্বক আলেকজান্দারেরও গতিরোধ করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। আলেকজান্দার মুক্ত হইয়া একটী বর্শাসংগ্রহ করিয়া “এক্ষণে ফিলিপের নিকট গমন কর”, বলিয়া ক্রিটস্কে আঘাত করিলেন। ক্রিটস্ রক্তাক্ত দেহে সেইস্থানেই পতিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তখন ক্রিটস্কে এই অবস্থার দেখিয়া তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। তিনি তিন দিবস আহার বা পানীয়গ্রহণে বিরত রহিলেন। অতিকষ্টে তিনি নাস্তানালাভ করিয়া পুনর্বার কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

মরুভূমিতে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তাঁহার সিথিয়ান-সঙ্গিগণ ভীত হইয়া তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া উহা আলেকজান্দারের নিকট প্রেরণ করিল। এবম্প্রকারে আলেকজান্দারের সর্বাপেক্ষা সুচতুর প্রতিদ্বন্দী দেহত্যাগ করিলেন।

৩২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বসন্তারম্ভে তিনি প্যারিটাকাইগণকে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন এবং খোরিইনেস্ নামক একজন নায়ককে পার্শ্বত্যাগে দুর্গে অবরুদ্ধ করিলেন। এই দুর্গও অজেয় বলিয়া কথিত হইত; কিন্তু দুর্গাধিপতি মাসিদোনিয়ানদের অসহ প্রতাপ সহ করিতে না পারিয়া আত্মসমর্পণ করায় স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। যে সকল জাতি এতদিনেও বশ্যতা স্বীকার করে নাই তাহাদিগকে দমনের জন্ত ক্রাটেরস্কে রাখিয়া তিনি ভারতভিষ্মুখে অভিযানোদ্দেশ্যে বাকট্রায় গমন করিলেন। বাকট্রায় অন্য একটী বিরোগান্ত নাটক অভিনীত হইল। রাজভূতাগণ, তাহাদেরই অন্ততম হার্মোলাওসের প্ররোচনায় এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। এই সকল সম্রাটবংশজাত ভূতাগণকে অপরাধ স্বীকারের জন্ত নানারূপে পীড়ন করা হইতে লাগিল। পরে মাসিদোনিয়ানগণ তাহাদিগকে লোষ্ট্রাঘাতে নিহত করিল। ইহাদের স্বীকারোক্তিতে অবগত হওয়া যায় যে, কালিস্থিনিস নামক সাহিত্যিক, (যিনি আরিষ্টটলের অনুরোধক্রমে আলেকজান্দারের সহযাত্রী হইয়াছিলেন) এই ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত ছিলেন ও ভূতাগণকে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। আলেকজান্দার যে পারসীক আচার ব্যবহার অবলম্বন করিতেছিলেন, উহা কালিস্থিনিসের একেবারেই মনঃপূত হয় নাই এবং তিনি ইহার জন্ত প্রকাশ্যে আলেকজান্দারের নিন্দাবাদ করিতেন; সুতরাং কালিস্থিনিসের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। কোন্ সময়ে এবং কি প্রকারে তাঁহার মৃত্যু

সংঘটিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয় (৩৬)। টলেমী উল্লেখ করিয়াছেন যে প্রথমতঃ তাঁহাকে পীড়ন করিয়া পরে ক্রম-বিদ্ধ করা হয়। কিন্তু আরিষ্টোবোলস্ ও চারেস্ বলিয়াছেন যে, তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় ভারতবর্ষে লইয়া বাওয়া হইয়াছিল এবং ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তিনি সেই স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

বাক্ট্রা হইতে ভারতভিমুখে অগ্রসর হইবার কালে গ্রীষ্ম ঋতুর প্রারম্ভ দেখা দিয়াছিল। আলেকজান্দার দশদিবসে পারোপামিসস্ অতিক্রম করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত আলেকজান্দ্রিয়ার উপনীত হইলেন। এই স্থানত্যাগের কাল হইতে কারমেনিয়া-প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অভিযান সংক্রান্ত ব্যাপার এই গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে।

আলেকজান্দার কাম্বেনিয়ার অবগত হইলেন যে, সিন্ধুর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ভারতীয় জনপদ সমূহের শাসনকর্ত্তা গ্রীক সৈন্যদিগের দ্বারা নিহত হইয়াছেন; কিন্তু মাসিদোনিয়ান্ সৈন্য গ্রীক সৈন্যদিগকে পরাভূত করিয়া বিদ্রোহদমনে সমর্থ হইয়াছে। এই সংবাদ অবগত হইয়া তিনি ফিলিপের স্থলে অত্র কোন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত না করিয়া

(৩৬) ঐতিহাসিক গ্রোট্, আরিয়ান্ প্রভৃতি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে অন্যান্য দার্শনিকগণ আলেকজান্দারকে যেরূপ অযথা তোয়ামোদ করিতেন, কালিস্‌থিনিস্ সেরূপ করিতেন না। তিনি সরল প্রকৃতিবিশিষ্ট ছিলেন এবং আলেকজান্দার ও তাঁহার সৈন্যগণের মদ্যপানের বিরোধী ছিলেন। অন্যতম দার্শনিক আনাক্সারাস্ আলেকজান্দারকে দেবতা বলিয়া প্রচার করিতেন এবং কালিস্‌থিনিস্‌কে এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে অনুরোধ করিতেন। কিন্তু তিনি এরূপ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। এই সকল কারণে তিনি আলেকজান্দারের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ষড়যন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইয়াছিল। গ্রোট্ বলিয়াছেন যে তাঁহাকে ক'সী দেওয়া হয়।

ইউডিমস্ ও তক্ষশিলাধিপতিকে ফিলিপের শাসিত প্রদেশের ভার গ্রহণে অনুমতি প্রদান করিলেন। কার্মেনিয়া পরিত্যাগের পূর্বে ক্রাটেরস্ আরাথোসিয়া, ড্রান্জিয়ানা ও কার্মেনিয়ান্ মরুভূমির মধ্য হইয়া আলেকজান্দারের সহিত যোগদান করেন। নিয়ার্কাসও এই স্থানে তাঁহার সন্দর্শনলাভ করেন এবং তাঁহার রণতরী যে নির্ঝিল্পে পারশ্চোপমাগরে উপনীত হইয়াছে, সে সংবাদ প্রদান করেন। নিয়ার্কাস পারশ্চোপমাগর হইয়া টাইগ্রীস নদীর মোহনা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবার ও হিফেষ্টীয়ন অধিক সৈন্য সহ পার্সিস্ ও সৌগায়ানা হইয়া সুসা পর্য্যন্ত যাইবার আদেশ প্রাপ্ত হন। আলেকজান্দার ষৎসামান্য সৈন্যসহ পাসারগাদাই ও পার্সিপোলিস্ হইয়া সুসা গমনের জন্ত যাত্রা করেন (৩৭)। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে পার্সিসে সকল বিষয় নির্ঝিল্পে সম্পাদিত হয় নাই। তিনি যে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল এবং অস্কিনিস্ নামক একজন সম্ভ্রান্ত ও ধনী পারসীক ঐ পদে স্বচেষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রজাবৃন্দের উপর বিশেষ অত্যাচার করিতেছিলেন। সাইরাসের সমাধি অপবিত্র করাতে আলেকজান্দার অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। যাহারা এই গর্হিত কর্ম সাধন করিয়াছিল, আলেকজান্দার বিশেষ চেষ্ঠায় তাহাদিগকে ধৃত করিতে সমর্থ হন নাই; কিন্তু তিনি উক্ত সমাধির পুনর্নির্মাণের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। পার্সিপোলিসে উপনীত হইয়া তিনি অস্কিনিসের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন।

পার্সিসে ভারতীয় দার্শনিক কালানস্ পীড়িত হইয়া

(৩৭) এই সকল বিষয়ই 'সমসাময়িক ভারত' তৃতীয় খণ্ডে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

আপনাকে ভক্ষীভূত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, আলেকজান্দার তাঁহাকে এরূপ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্ত বৃথা চেষ্টা পাইলেন। নির্দ্ধারিত দিবসে কালানস্ দৃঢ়তা ও ধৈর্য্যসহকারে চিতারোহণে দেহত্যাগ করিলেন। এ ব্যাপারে মাসিদোনিয়ান্ সৈনিকবৃন্দ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল (৩৮)।

৩২৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের প্রারম্ভে আলেকজান্দার সুসায় পৌছিয়া ও তথায় কিছুকাল অবস্থান করিয়া নূতন সাম্রাজ্যের শাসন কার্য্যের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ইউরোপ ও এশিয়ার প্রজাবৃন্দের একত্র সম্মিলন তাঁহার বিশেষ বাঞ্ছনীয় ছিল এবং এই উদ্দেশ্য সাধন মানসে তিনি তাঁহার অনীতিজন সেনাপতির সহিত এশিয়াবাসী-স্ত্রীলোকের উদ্ধাহ ক্রিয়া-সম্পাদন ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে প্রচুর যৌতুক প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং দ্বিতীয়বার দারিয়াসের জ্যেষ্ঠা কন্যা বাসিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে তিনি এক তৃতীয়া স্ত্রীরও পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রায় দশ সহস্র মাসিদোনিয়ান্ এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আলেকজান্দারের প্রিয়পাত্র ও তাঁহার নিকট হইতে মূল্যবান উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই উদ্দেশের বশবর্তী হইয়াই তিনি অনেক এশিয়াবাসী-সৈন্যকে স্বীয় ইউরোপীয় সৈন্যদলভুক্ত করিয়াছিলেন। এই সকল নিয়ম প্রবর্তনে তাঁহার বৃদ্ধ মাসিদোনিয়ান্ সৈনিকগণ ক্ষুব্ধ হইয়া বিদ্রোহী হইয়াছিল কিন্তু আলেকজান্দারকে এই বিদ্রোহদমনে বিন্দুমাত্রও বেগ পাইতে হয় নাই। প্রায় দশ সহস্র মাসিদোনিয়ান্ সৈন্যকে তিনি বিদায় দান করাতে, তাঁহারা ক্রাটেরসের অধীনে মাসিদোনিয়ান্ প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। বৎসরের

শেষভাগে তিনি একবাটানায় গমন করিলে তথায় তাঁহার প্রিয়তম সেনাপতি হিফেষ্টিয়ন্ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। একবাটানা হইতে বাবিলন গমন কালে সমস্ত সভ্যজগৎ হইতে তাঁহার নিকট প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়াছিলেন। ৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের প্রারম্ভে তিনি বাবিলনে প্রবেশ করেন। বাবিলনকে তিনি তাঁহার সুবিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে পরিণত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং বাবিলনে উপনীত হইয়াই তিনি উহার সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার যশোলিপ্সা এক্ষণেও অপ্রতিহত ছিল এবং তজ্জন্তই তিনি অগ্ৰাণু অভিধানের জন্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছিল। বাবিলনের জল হাওয়া সুন্দর ছিল না। তিনি জ্বরাক্রান্ত হইলেন। অত্যাচারে রোগ বৃদ্ধি পাইল এবং তিনি ৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের জুন মাসে ত্রয়স্বিংশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে দেহপাত করিলেন। বিশপ থির্লওয়াল এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন “এই প্রকারে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুত্রগণের অগ্ৰতমের মৃত্যু হইল। কেবল যে তিনি স্বীয় যশোলিপ্সা ও কার্যের বিশালতায় মহৎ ছিলেন তাহা নহে ; তাঁহার যশোলিপ্সা তাঁহাকে যে পথে পরিচালিত করিয়াছিল তাহা অপেক্ষা নমুস্যের মহত্ব আর কিছুই নাই—উহা জ্ঞানবৃদ্ধি ও মানবের হিতসাধন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের মূলে ক্রমোন্নতি নিহিত ছিল। ইতঃপূর্বে এসিয়ার আর কোন সাম্রাজ্য এরূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। নৈতিক ও মানসিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া সর্বপ্রথমে এই রাজ্যই স্থাপিত হইয়াছিল।” থির্লওয়ালের এই উক্তি বথার্থ।

আলেকজান্ডারের বহিঃসৌন্দর্য ও ব্যবহার উত্তম ছিল।

আরিয়ান্ উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি দেখিতে অতি সুশ্রী ছিলেন; অসমসাহসিক, সম্মানপ্রিয়, সদাসর্বদাই বিপদসম্মুখীন হইতে ইচ্ছুক, ধাঙ্গিক এবং ক্লেমসহিষ্ণু ছিলেন। প্লটার্ক বলিয়াছেন যে, আলেকজান্দারের বর্ণ সুন্দর ছিল এবং তাঁহার নাসিকা ও দেহ হইতে একরূপ সুগন্ধি বায়ু নির্গত হইত যে উহাতে তাঁহার বসনাদি সুগন্ধি হইত। অত্যা তিনি লিখিয়াছেন যে, আলেকজান্দার স্বপ্নাহারা ছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি অতিরিক্ত মত্তপায়ী ছিলেন না। তিনি ভোজন কক্ষে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন বলিয়াই একরূপ অপবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি এই সময়ে নানারূপ কথোপকথনে নিযুক্ত থাকিতেন। বিশেষতঃ, অবসর না থাকিলে তিনি কদাপি ভোজন কক্ষে অধিকক্ষণ যাপন করিতেন না। তবে আহাৰ্যাদ্রব্যে প্রচুর খরচ ছিল, এমন কি শেষকালে প্রত্যেক বারে দশসহস্র ডাকমা ব্যয় হইত। তাঁহার মৃত্যুশয্যার আদেশানুযায়ী তাঁহার শব অত্যধিক জাঁকজমকের সহিত মিশরের অন্তর্গত মেম্ফিসে লইয়া সমাহিত করা হয় ও পরে মিশরাধিপতি টলেমীর আদেশে আলেকজান্দার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আলেকজান্দ্রিয়ায় সমাহিত করা হয়।

অসময়ে মৃত্যু হওয়ার এবং মৃত্যুকালে নূতন নূতন অভিযানের সঙ্কল্পে ব্যাপৃত থাকাতে তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত বিভিন্ন জাতিকে সম্মিলিত করিবার ইচ্ছা কার্যে পরিণত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ভগবানের রূপায় দীর্ঘজীবী হইলে তিনি নিশ্চয়ই একরূপ ব্যবস্থা করিতেন, যাহাতে কেবল সাম্রাজ্যভুক্ত বিভিন্ন জাতি নহে, বিভিন্ন প্রদেশগুলিও একত্রীভূত করিতে পারিতেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার সেনাপতিগণের মধ্যে

সাম্রাজ্যলিপ্সার জন্ম যে অন্তর্বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়, তাহাতে আলেক-জান্দারের বিশাল সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রাজবংশের পক্ষ হইতে পার্দিকাস্ রাজ্য-পরিচালনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রদেশগুলি অগ্ৰাণ্ড শাসনকর্তার মধ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্ম পার্দিকাস্ ক্রমে ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করিয়া ও অগ্ৰতম সেনাপতি ইউমিনিসের সাহায্য লাভ করিয়া, তাঁহার অগ্ৰাণ্ড সঙ্গীদিগকে বিনাশ পূর্বক রাজ্য মধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে মিশরের টলেমীর বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন কিন্তু নীলনদ তীরে ৩২১ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে পরাজিত ও নিহত হইলেন। টলেমীর সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবার কালে ক্রাটেরস্ ইউমিনিসের সহিত যুদ্ধে পরাভূত ও নিহত হইলেন। টলেমীকে রাজপ্রতিনিধির ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইলে তিনি প্রত্যাখ্যান করিলেন। সৈন্যগণ তখন আন্টিপেটরকে ঐ পদে অভিষিক্ত করিল। আলেকজান্দারের বিশাল সাম্রাজ্য পুনর্বার তাঁহার সেনাপতিদের মধ্যে বিভক্ত হইল। টলেমী নিজপদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন; লিসিমাকস্ থ্রেস, আন্টিগোনস্ ফ্রিজিয়া, সেলুকাস্ বাবিলন, আন্টিজিনিস্ সোসিয়ানা, পিউকেস্টাস্ পারস্ত, পিথন্ মিডিয়া, নিয়ার্কাস্ প্যামফিলিয়া ও লিসিয়া, আর্হিডেয়স হেলস্পন্ট, আন্টিপেটর ও পলিম্পার্কন মাসিদোনিয়া ও গ্রীসের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। ইউমিনিস্ কাপাডোসিয়া, প্যাকালগোনিয়া এবং পন্টসের শাসনকর্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন এবং পূর্বে যাহারা পার্দিকস্কে অধিনায়ক করিয়া গণ্য করিতেন, তাঁহারা এক্ষণে ইউমিনিস্কেই সেইরূপ মনে করিতে লাগিলেন।

আন্টিপেটর কর্তৃক নিয়োজিত আন্টিগোনস্ ইউমিনিসের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়া ৩১৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের প্রারম্ভে ইউমিনিসকে ধৃত করিয়া হত্যা করিলেন। লিসিমাচস্, টলেমী, সেলুকাস্ এবং আন্টিপেটর-পুত্র ক্যাসাণ্ডার আন্টিগোনসের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে একত্রীভূত হইলেন এবং ৩০১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ইপ্সেসের যুদ্ধে আন্টিগোনস্ ও তৎপুত্র ডেমেট্রিসকে পরাজিত করিলেন। আন্টিগোনস্ বুদ্ধক্ষেত্রে হত হইলেন এবং তাঁহার অধীন প্রদেশ সমূহের অধিকাংশ সেলুকাসের হস্তগত হইল। পরবর্তীকালে সেলুকস্ ও লিসিমাচসে যুদ্ধ ঘটিলে লিসিমাচস্ ২৮১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নিহত হন। চল্লিশ বৎসরের যুদ্ধান্তে আলেকজান্দারের বাহুবলে অর্জিত বিরাট সাম্রাজ্য মাসিদোনিয়া, মিশর ও সিরিয়ার রাজগণের অন্তর্ভুক্ত হইল।

আরিয়ান লিখিত

আনাবেসিস

(চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

দ্বাবিংশ অধ্যায়

আলেকজান্দারের ভারতবর্ষ আক্রমণ কালে
ককেশাস্ পর্বতমালা উত্তীর্ণ হইয়া কোফীন্
নদীর দিকে অগ্রসর হইবার বর্ণনা

কোরিয়িনিস্ পর্বত অধিকার করিয়া আলেকজান্দার স্বয়ং বাক্ট্রায় গমন করিলেন, কিন্তু ক্রাটেরস্কে ছয় সহস্র রাজকীয় অশ্বারোহী-রক্ষাদৈনিক (১) ও একদল পদাতিক সহ পারাইটাকেনাই (২) প্রদেশীয় কাটানীস্ ও ওষ্টানিস্ নানক দুই জন নায়কের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। এই প্রদেশে কেবল এই দুই জনই তখনও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। ইহাদিগকে পরাজিত করিতে যে ভীষণ যুদ্ধ হয়, তাহাতে ক্রাটেরস্ অতি কষ্টে জয়লাভ করেন। কাটানীস্ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন এবং ওষ্টানিস্ বন্দী হইয়া আলেকজান্দারের নিকট নীত হন। অসভ্যদের প্রায় ১২০ জন অশ্বারোহী ও স্বর্দ্ধ

(১) "Companion Cavalry"—রাজকীয় অশ্বারোহী রক্ষা। সর্বপ্রথমে মাসিদোনিয়া ও থেসালির সম্রাটবংশসম্বৃত পঞ্চদশ শত যুবক লইয়া এই শরীররক্ষী সৈন্য সংগঠিত হয়। পরে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া পঞ্চসহস্রে পরিণত হইয়াছিল।

(২) "Paraitakenai"—ইহারা অক্সাস্ ও জাক্সার্টিস নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করিয়াছিল। ম্যাক্রিওল অনুমান করেন যে, সম্ভবতঃ এই জাতি ও তক্ষশিলা-স্থিত তক্ষজাতি একই ছিল। "পারাই" শব্দ তিনি সংস্কৃতভাষার পর্বত বলিয়া মনে করেন। মিডিয়াপ্রদেশের পার্বত্যজনপদেও এই নামের এক জাতি বাস করিত। আরিয়ান্ অন্ততঃ এবং ষ্ট্রাবো এই জাতিকে পারাইটাকাই নামে উল্লেখ করিয়াছেন

একসহস্র পদাতিক যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়াছিল। ক্রাটেরস্ যুদ্ধ-জয়ান্তে বাক্ট্রায় গমন করিলেন। এই স্থানে থাকিবার সময়েই কালিস্থিনিস্ ও রাজভৃত্য সংক্রান্ত শোচনীয় ঘটনা ঘটে।

বসন্ত (৩) অতিবাহিত করিয়া, আলেকজান্দার ভারতবাসীদিগকে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে, আমিন্টাস্কে ৩৫০০ অশ্বারোহী ও ১০,০০০ পদাতিকসহ বাক্ট্রিয়ায় রাখিয়া অগ্রসর হইলেন। দশ দিবসে তিনি ককেসাস্ (৪) উত্তীর্ণ হইয়া আলেকজান্দ্রিয়ার (৫)

(৩) ৩২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের বসন্ত।

(৪) বর্তমান নাম হিন্দুকুশ—কাবুলের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত পর্বত। গ্রীকলেখকগণ অনেক সময় ইহাকে পারাপানিসস্ বলিয়াছেন। টলেমী ইহাকে পারোপানিসস্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আলেকজান্দারের অভিযানের পূর্বে গ্রীক-লেখকগণ ইহার বিষয় অবগত ছিলেন না। তাহার কর্মচারীদের কেহ কেহ এই পর্বতমালাকে তরাসপর্বত, কেহ ককেসাস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আরিয়ান্ ইহাকে তরাস বলিয়া নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন যে, মাসিদোনিয়ান্ সৈন্যগণ আলেকজান্দারকে প্রীত করিবার জন্ত ইহাকে ককেসাস বলিত, কারণ তাহা হইলে তিনি বাক্ট্রিয়া প্রবেশের জন্ত ককেসাস্ উত্তীর্ণ হইয়াছেন এইরূপ জনশ্রুতি থাকিবে। প্রকৃতপক্ষে তৎকালে গ্রীকদের এসম্বন্ধে কোন্ নির্দিষ্ট জ্ঞান ছিল না; তাহারা অনির্দিষ্ট ভাবে মনে করিত যে, পৃথিবীর পূর্বাংশে ইহা অপেক্ষা আর উচ্চতর পর্বত ছিল না। সম্ভবতঃ, আলেকজান্দার কুসান্ হইয়া পারোপানিসস্ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

(৫) আলেকজান্দ্রিয়া (Alexandria)—আলেকজান্দার বাক্ট্রিয়া প্রবেশের পূর্বে ৩২৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পারোপানিসস্ পর্বতমালার সানুদেশে এই নগর স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই নগর সঠিক নির্ধারিত হয় নাই। স্থান আলেকজান্দার বার্গেস ও সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ লাসেন বামিয়ান্ নামক স্থানকে এই আলেকজান্দ্রিয়া বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ম্যাক্রিওল এবং ভিনসেন্ট স্মিথ কাবুল হইতে ত্রিশ মাইল দূরবর্তী ওপিয়ান্ বা হুপিয়ান্কে (Opian or Houpian) এবং তন্ সোয়ার্জ

উপনীত হইলেন। প্রথম বাকট্রিয়া আক্রমণকালে, আলেকজান্দার পারাপামিসাদাইগণের দেশে এই নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই নগরে তিনি যে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাকে কার্যে অনুপযুক্ত মনে করিয়া কস্মচ্যুত করিলেন। নিকটবর্তী জনপদ সমূহ হইতে ঔপনিবেশিক ও নিজ সৈন্যগণের অকস্মণ্যগুলিকে আলেকজান্দ্রিয়ায় বাস কারবার আদেশ প্রদান করিলেন (৬)। এই সময় তিনি অশ্বারোহীসৈন্যের অগ্রতম সৈন্যাধ্যক্ষ নিকেনরকে আলেকজান্দ্রিয়ার ভার প্রদান করিলেন ও তিরিয়াস্পিস্কে পারাপামিসাদাই ও কোফীন্ (৭) নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের শাসনকর্তৃত্ব অর্পণ করিলেন। নিকাইয়া (৮) নগর পৌছিয়া ও তথায় আথেনা

কাবুলকে এইস্থান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। টলেমীর গ্রন্থে বা “পেরিপ্লাস অব দা ইরিথ্রিয়ান্ সী”তে (Periplus of the Erythrian Sea) এই আলেকজান্দ্রিয়ার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সিয়াং হোপিয়ান নামক এক স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। কানিংহাম—“ভারতবর্ষের প্রাচীন ভূগোল” ১৯—২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৬) আলেকজান্দার যে সকল উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেগুলি সামরিক উপনিবেশ ছিল। আলেকজান্দার এইগুলি দ্বারা দূরবর্তী বিজিত প্রদেশ গুলিকে একসূত্রে আবদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। যুদ্ধক্লিষ্ট সৈন্যগণকে এই সকল উপনিবেশে বাস করিতে বাধ্য করিয়া প্রকৃতপক্ষে আলেকজান্দার তাহাদিগের চিরন্তন নিবাসনেরই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যাহারা বিনা অনুমতিতে উপনিবেশ ত্যাগ করিত, আলেকজান্দার তাহাদিগকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিতেন।

(৭) বর্তমান কাবুল নদী। টলেমী ইহাকে কোয়া এবং অশ্বাশ্র গ্রীকলেখকগণ কোফীন্ নামে অভিহিত করিয়াছেন। সংস্কৃতে কুতা নদীর উল্লেখ আছে।

(৮) নিকাইয়া অর্থাৎ জয়ী। সেনাপতি আবটের পদাশ্রয়পূর্বক তিনসেন্ট স্মিথ ইহাকে জেলালাবাদের পশ্চিমে অবস্থিত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। উইলসন

দেবীকে পূজা করিয়া, তিনি তাক্সিলীস্ (৯) ও সিন্ধুর পশ্চিমতীরবর্তী অধিনায়কগণকে স্ব স্ব সুবিধানুযায়ী স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদেশ করিলেন। এই আদেশের অনুবর্তী হইয়া তাক্সিলীস্ ও অন্যান্য অধিনায়কগণ মূল্যবান উপহারসহ তাঁহার সন্দর্শন লাভ করিলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গের পঁচিশটী হস্তীও আলেকজান্দারকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন।

এই স্থানে তাঁহার সৈন্যাবলী বিভক্ত করিয়া, তিনি হিফেষ্টীয়ন্ এবং পার্দিকাসের অধীনে গর্জিয়াস্, ক্লিটস্ (১০), মেলিয়ায়রের

ইহাকে ছপিয়ান হইতে প্রায় অষ্টাদশ মাইল দূরস্থিত বেগ্রাম-সমতলক্ষেত্র বলিয়াছেন। ম্যাক্রিগল মনে করেন যে স্থানীয় কোন নাম হইতেই গ্রীকগণ ঐরূপ নামকরণ করিয়াছিল এবং তদনুযায়ী তিনি ইহার পূর্বতন নাম জয়পুর বা এই প্রকার কিছু বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। লাসেন উল্লেখ করিয়াছেন যে, আলেকজান্দার ভারত-বর্ষে নানা যুদ্ধে জয়লাভ করিবেন, এই আশায় তিনি ঐ নামে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেনাপতি আবট ইহাকে জেলালাবাদের ৪৫ মাইল পশ্চিমস্থ নাংনিহার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কানিংহাম ও ড্রয়সেন ইহাকে কাবুল বলিয়াছেন। উইলসন নিকাইয়াকে বাগ্রাম বলিয়াছেন এবং ম্যাক্রিগলও এই মতে মত দিয়াছেন। বর্তমানে সেনাপতি আবটের মতই সমধিক গ্রহণীয়।

(৯) কাটিয়াস বলিয়াছেন যে ইহার প্রকৃত নাম ছিল অক্ষিস (অশ্বি)। দায়দরস বলিয়াছেন যে আলেকজান্দারই ইহাকে তাক্সিলিস নামে অভিহিত করেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। ইনি যে ভূভাগের অধিপতি ছিলেন, সেই তক্ষশিলা হইতে উহার নরপতিগণ এই উপাধি ধারণ করিতেন।

(১০) ক্লিটস্ নামক সেনাপতি ইতঃপূর্বেই নিহত হইয়াছিলেন (৪৯ পৃষ্ঠা পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। তথাপি তাঁহার দলভুক্ত সৈন্যাবলী তাঁহার মৃত্যুর পরেও ঐ নামে অভিহিত হইত।

সৈন্যাবলী, নির্বাচিত অশ্বারোহী সৈন্যের অর্দ্ধাংশ ও বেতনভোগী সকল অশ্বারোহী সৈন্য পিউকেলওটীস (১১) ও সিন্ধু-নদাভিমুখে প্রেরণ করিলেন (১২)। পশ্চিমধ্যে সকল স্থান অধিকার করিয়া সৈন্যগণের সিন্ধু উত্তীর্ণ হইবার সকল ব্যবস্থা করিবার জন্ত তাঁহাদিগকে আদেশ দিলেন। তাক্সিলিস ও অন্যান্য অধিনায়কগণ এই সৈন্যের সহগামী হইলেন। সিন্ধুতীরে উপনীত হইয়া হিফেষ্টীয়ন্ ও পার্দিকাস আলেকজান্দারের আদেশ প্রতিপালনে ব্রতী হইলেন। পিউকেলাওটীস প্রদেশের একজন রাজপুত্র আস্টিস্ (১৩) এই সময়ে বিদ্রোহী হওয়াতে প্রাণ হারাইলেন এবং যে নগরে তিনি আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন হিফেষ্টীয়ন্ তাহাও ধ্বংস করিলেন। সঙ্কয়স্ (১৪) নামক অগ্রতম রাজপুত্র, (যিনি আস্টিসের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া তাক্সিলিসের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন) পিউকেলাওটীসের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন।

(১১) সংস্কৃত পুঙ্কলাবতী—গান্ধারের প্রাচীন নাম। কানিংহাম পারাং ও চার্শাদা নামক দুইটি নগরের মধ্যবর্তী স্থানকে এই নামে নির্দেশ করিয়াছেন। এই স্থান পেশোয়ারের উত্তর-পশ্চিমে সপ্তদশ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রাচীনকালে এই স্থান বাণিজ্যপ্রধান ছিল। টলেমী ও পেরিপ্লাসের গ্রন্থকার ইহাকে প্রোক্লেস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই ইহাকে সোয়াট নদীর পূর্বতীরবর্তী বলিয়াছেন।

(১২) এই সৈন্যদল কাবুল নদীর উপত্যকা হইয়া অগ্রসর হইয়াছিল, ভিনসেন্ট স্মিথ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ম্যাক্রিওল বলিয়াছেন যে ইঁহারা খাইবার গিরিসঙ্কটের অভ্যন্তর হইয়া অগ্রগামী হইয়াছিল। (ভিনসেন্ট স্মিথের ইতিহাস, ৫০ পৃষ্ঠা)।

(১৩) হস্তি (Astes or Hasti)।

(১৪) ম্যাক্রিওল এই রাজপুত্রের নাম সঞ্জয় বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

আস্পেসিয়ানদের সহিত আলেকজান্দারের যুদ্ধ

আলেকজান্দার স্বয়ং সৈন্যাবলীর অগ্রাংশের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিলেন। ‘হাইপাস্পিষ্ট’ দলভুক্ত (১) সকল সৈন্য, রাজকীয় অশ্বারোহীরক্ষীর অপর অর্ধাংশ, নির্বাচিত পদাতিক সৈন্য, তীরন্দাজ, বর্শাধারী-অশ্বারোহী সৈন্য এই অংশের অন্তর্ভুক্ত হইল। এই সকল সৈন্যসহ তিনি আস্পেসিয়ান (২), গোড়েয়ান ও আসাকেনিয়ানদের

(১) ‘Hypaspists’— ইহারা আসপিস্ (aspis) নামক গোলাকার ঢাল ব্যবহার করিত বলিয়া এই নামে কথিত হইত।

(২) কোফীস্ ও সিন্দু এই উভয় নদীর মধ্যবর্তী জনপদবাসীকে হিবাসিয়ই (Hippasioi) নামে অভিহিত করিয়াছেন। মহাভারতোক্ত অশ্বক জাতিকে এই জাতি বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। অশ্বক শব্দ অশ্ব হইতে উদ্ভূত এবং ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত এই জাতি অশ্বারোহণে সুদক্ষ। ম্যাক্রিওল বলিয়াছেন যে, গ্রীকগণ ইহাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অবগত ছিল বলিয়াই উহাদিগকে হিপাসিয়ই (হিপস=অশ্ব) নামে অভিহিত করিয়াছিল। কেহ কেহ প্রাচীন আস্পেসিয়ানকে বর্তমান ইউক্ষ-জাই জাতি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

আসাকেনই ও সংস্কৃত অশ্বক জাতি এক বলিয়া ম্যাক্রিওল নির্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ এই জাতিকে চিত্রলের আসপিন্ বলিয়াছেন।

দেশাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার যাইবার পথ (৩) দুর্গম ও পর্বতসঙ্কুল পথিমধ্যে খোইস্ নদী উত্তীর্ণ হইবার কালে তাঁহার সৈন্যগণকে বিশেষ ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছিল। খোইস্

(৩) ষ্ট্রাবো আলেকজান্দারের দক্ষিণের পথ পরিত্যাগ করিয়া উত্তরের পথ হইয়া অগ্রসর হইবার কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন আলেকজান্দার অবগত হইয়াছিলেন যে, উত্তর দিকে অবস্থিত পার্বত্য প্রদেশগুলি লোক পরিপূর্ণ ও অধিকতর উর্বর ছিল; কিন্তু, দক্ষিণাংশে জলের অভাব ছিল অথচ কোন কোন সময় উহা বন্যায় প্লাবিত হইত। এই জন্য তিনি প্রথমে উত্তরাংশ অধিকার করিয়া পরে দক্ষিণাংশ অধিকারে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।

ভিনসেন্ট স্মিথ আলেকজান্দারের অভিযান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "Although it is absolutely impossible to trace his movements with precision, or to identify with even approximate certainty the tribes which he encountered, or the strongholds which he captured and destroyed in the course of 5 months' laborious marching, it is certain that he ascended the valley of the Kunar or Chitral river for a considerable distance." অর্থাৎ যদিও আলেকজান্দারের পথ নির্দেশ করা অথবা যে সকল জাতি তিনি বিধ্বস্ত বা যে সকল দুর্গ তিনি অধিকার বা বিনষ্ট করিয়াছিলেন তাহা সঠিক নির্ধারণ করা অসম্ভব, তথাপি ইহা নিশ্চিত যে তিনি কুনার বা চিত্রলনদীর উর্দ্ধগামী পথ হইয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। ম্যাক্রিগল বলিয়াছেন যে, তিনি কাফিরিস্থান, চিত্রল, সোয়াট্ ও ইউফুজাই প্রদেশ হইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি যে সকল দেশের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন সে সকল দেশ সম্বন্ধে বর্তমানেও অধিক অবগত হওয়া যায় না। অন্য গ্রন্থকার বলিয়াছেন "A glance at the labyrinth of mountains and valleys, which occupy the whole space in question in the best modern maps, will sufficiently show how

নদীর (৪) অপর পারে গমন করিয়া তিনি পদাতিক সৈন্যকে অবসর মত অগ্রসর হইবার আদেশ দিয়া, স্বয়ং অশ্বারোহী সৈন্য ও আট শত পদাতিক সৈন্যকে অশ্বোপরি আরোহণ করাইয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন। ইতোমধ্যে তিনি অবগত হইয়াছিলেন যে, বর্করগণ পর্বতে বা সুরক্ষিত দুর্গ সমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তিনি সর্ব প্রথমে যে নগরের সম্মুখে উপনীত হইলেন, তাহার সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ বিপক্ষ দেখিয়া তিনি আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে নগর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য করিলেন। এই যুদ্ধে একটি তীর বক্ষস্ত্রাণ ভেদ করিয়া তাহার স্কন্ধদেশে বিদ্ধ হইল; তবে আঘাত তত গুরুতর হয় নাই। লাগস-পুত্র টলেমী ও লিওনাটস্ও আহত হইয়াছিলেন।

অতঃপর নগরের যে পার্শ্বের প্রাচীর দুর্বল আলেকজান্দার সেই দিকে যাইয়া স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন। পরদিবস অতি প্রত্যুষে মাসিদোনিয়ান্ সৈন্যগণ নগর-প্রাচীরদ্বয়ের বহির্ভাগেরটী আক্রমণ করিয়া শীঘ্রই উহা অধিকার করিতে সমর্থ হইল। আভ্যন্তরীণ প্রাচীর অধিকারে বর্করগণ যৎসামান্য বাধা দিতে লাগিল; কিন্তু প্রাচীর-গাত্রে অধি-রোহণী সংলগ্ন করা হইলে নগররক্ষাকারিগণ মাসিদোনিয়ান্-

utterly bewildering they must have been to the officers of Alexander, who neither used maps nor the compass, and were incapable of the simplest geographical observation" (Bunbury). আলেকজান্দারের কর্মচারিগণ মানচিত্র বা দিক্‌দর্শনযন্ত্র ব্যবহারের প্রণালী অবগত ছিল না, এই সকল বিষয় মনে করিলে তাহাদের নিকট এই পর্বতমালা ও উপত্যকা সমূহ যে নিতান্তই প্রহেলিকাবৎ বোধ হইয়াছিল তাহা প্রতীয়মান হইবে।

(৪) খোইস্ নদী নির্দেশেও যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়।

বীরের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া আশ্রয় গ্রহণাভিলাষে নগর হইতে বহির্গত হইল। পলায়নকালে অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইল ; যাহারা বন্দী হইল, আলেকজান্দারের আঘাতের কথা মনে করিয়া মাসিদোনিয়ানগণ তাহাদিগকে হত্যা করিতে লাগিল। অধিকাংশ, নগর-সন্নিকটস্থ পর্বতে আশ্রয় গ্রহণে সমর্থ হইল। আলেকজান্দার নগরটী ধ্বংস করিয়া আন্দাক নামক অন্যতম নগরাক্রমণে অগ্রসর হইলে ইহা আত্মসমর্পণ করিল। এই প্রকারে এই প্রদেশস্থ অধিবাসীদিগকে পরাভূত করিয়া, আলেকজান্দার ক্রাটেরস্ ও অগ্ৰাণ্ড সেনাপতিকে নিকটবর্তী জনপদ সমূহ অধিকার করিতে আদেশ প্রদান করিয়া, স্বয়ং আস্পেসিয়ানদের অধিপতির বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। উক্ত অধিপতি তখন ইউয়াস্প্লা (৫) নদী তীরে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

আস্পেসিয়ানদের সহিত যুদ্ধ

এই অভিযানে আলেকজান্দার “হাইপাসপিষ্ট্” ও তীরন্দাজ সৈন্য ব্যতীত কৈনস্ ও আটালসের অধীন সৈন্যবৃন্দ, স্বীয় শরীররক্ষী অশ্বারোহী, রাজকীয় অশ্বারোহীর অর্দ্ধাংশ এবং অশ্বারোহী তীরন্দাজেরও অর্দ্ধেক সঙ্গে লইয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিবসে তিনি আস্পেসিয়ানদের প্রধান নগরে (১) উপনীত হইলেন। বর্ষরগণ তাঁহার আগমন-বার্তা অবগত হইয়া নগরে অগ্নি প্রদান করিয়া পর্বতে পলায়ন

(৫) এই নদীরও সঠিক নির্দেশ হয় নাই। কেহ কেহ ইহাকে কুনার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

(১) এই রাজধানী সম্ভবতঃ চোয়াস্পীস্ নদীতীরস্থ গোরিস্ নগরে অবস্থিত ছিল।

করিল। কিন্তু আলেকজান্দারের সৈন্যগণ পলাতকদিগের পশ্চাৎকাবন করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিল।

পশ্চাৎকাবনকালে লাগস্-পুত্র টলেমী আস্‌পেসিয়ানদের অধিপতিকে স্বীয় শরীররক্ষী সৈন্য দ্বারা পরিবৃত্তাবস্থায় কিঞ্চিদূরে একটি ক্ষুদ্র পর্বতোপরি দেখিতে পাইলেন। যদিও তখন টলেমীর সঙ্গে অধিক সৈন্য ছিল না, তথাপি তিনি অশ্বারোহণে উক্ত অধিপতির পশ্চাৎকাবন করিতে লাগিলেন। পর্বত-নিম্নে উপনীত হইলে তিনি অশ্বারোহণ-বস্থায় পর্বতোপরি গমনে অপারগ হওয়ায় একজন সৈন্যের হস্তে অশ্ব ন্যস্ত করিয়া পর্বতোপরি আরোহণ করিলেন। আস্‌পেসিয়ানাধিপতি টলেমীকে নিকটবর্তী দেখিয়া স্বীয় দীর্ঘ বর্শা দ্বারা তাঁহার বক্ষে আঘাত করিয়া বক্ষস্থান বিদ্ধ করিলেন। পক্ষান্তরে, টলেমী ভারতীয় যোদ্ধার উরুতে আঘাত করিয়া ভূপাতিত করিয়া তাঁহার অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তাঁহার শরীররক্ষীগণ তাঁহাকে নিহত দেখিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিল, কিন্তু অন্যান্য ভারতীয় সৈন্য যখন দেখিতে পাইল যে মাসিদোনীয়গণ তাহাদের অধিপতির শব বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে তখন তাহারা ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা-সহকারে শব উদ্ধারার্থ যুদ্ধে ব্রতী হইল। ইতোমধ্যে আলেকজান্দার পদাতিক সৈন্যসহ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভারতীয়গণ বিশেষ দৃঢ়তা সহকারে যুদ্ধ করিলেও পরাভূত হইয়া পর্বতে পলায়ন করিল।

এই যুদ্ধের অবসান হইলে আলেকজান্দার পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া আরিগেয়ন্ (২) নামক নগরে উপনীত হইলেন। তথায় তিনি

(২) "It may have stood at or near the position of Nawagai, present chief town of Bajaur." (Vincent Smith) অর্থাৎ সম্ভবতঃ ইহা,

দেখিতে পাইলেন যে অধিবাসিবর্গ নগর ভস্মীভূত করিয়া স্থান ত্যাগ করিয়াছে। এই স্থানে ক্রাটেরস্ ও তাঁহার অধীন সেনানী ও সৈন্যবৃন্দ তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। ক্রাটেরস্ মাসিদনাধিপতির সকল আদেশ পরিপালনে সমর্থ হইয়াছিলেন। নগরটী উত্তম স্থানে অবস্থিত ছিল বলিয়া তিনি ক্রাটেরস্কে উহা সুরক্ষিত করিতে এবং নিকটবর্তী জনপদের লোক ও অকস্মণ্য সৈন্য দ্বারা উহা পূর্ণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। অতঃপর, যে স্থানে বর্করগণ আশ্রয়লাভ করিয়াছিল, তিনি সেই স্থানে উপনীত হইয়া পর্বতেয় সানুদেশে স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন।

ইতোমধ্যে রসদ সংগ্রহে ব্যাপৃত, লাগস্-পুত্র টলেমী আলেকজান্দারকে সংবাদ দিলেন যে, আলেকজান্দারের স্কন্ধাবারে যত দীপ প্রজ্বলিত আছে তদপেক্ষা অধিক আলোক বর্করদের শিবিরে দেখা যাইতেছে। আলেকজান্দার টলেমীর সংবাদে আস্থা স্থাপন না করিলেও মনে করিলেন যে নিকটবর্তী জনপদের বর্করগণ একত্র হইয়াছে এবং তদনুসারে সৈন্যাবলীর কতকাংশ পর্বতের সানুদেশে অবস্থিত স্কন্ধাবারে রাখিয়া, অন্য সৈন্য সহ অগ্রসর হইলেন। বর্করগণের শিবির সন্নিকটে উপনীত হইয়া তিনি স্বীয় সৈন্যাবলীকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া, এক ভাগ লিওনেটস্, দ্বিতীয় ভাগ লাগস্-পুত্র টলেমী ও তৃতীয় ভাগ নিজের কর্তৃত্বাধীনে রাখিয়া বর্করদিগের শিবির আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

বাজোরের বর্তমান প্রধান নগর নওয়াগায়েরই নিকটে অবস্থিত ছিল। অন্য কোম গ্রন্থে এই নাম দৃষ্ট হয় না। সেন্ট মার্টিন্ বলিয়াছেন সম্ভবতঃ দাদালী পর্বতেই অধিবাসিগণ পলায়ন করিয়াছিল।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

আম্পেসিয়ানদের পরাজয়—আমাকে নিয়দিগকে

আক্রমণ

আম্পেসিয়ানগণ যখন মাসিদোনিয়ান সৈন্যগণকে তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে দেখিল, তখন তাহারা উচ্চস্থানে অবস্থিত শিবির হইতে নিম্নস্থ প্রান্তরে অবতরণ করিল। মাসিদোনিয়ান সৈন্যের অল্পতা দেখিয়া তাহারা যুদ্ধজয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছিল। কিন্তু খণ্ড যুদ্ধেই তাহারা পরাভূত হইল। টলেমী সমতলক্ষেত্রে সৈন্য বিতাস করেন নাই; কিন্তু, অসভ্যগণকে ক্ষুদ্র পর্বতোপরি অবস্থিত দেখিয়া, তিনি নিজ সৈন্য বিতাস করিয়া আক্রমণে রত হইলেন। অসভ্যগণ ইচ্ছা করিলে পলায়নে সমর্থ হইবে, এই উদ্দেশ্যে তিনি ঐ ক্ষুদ্র পর্বত সম্পূর্ণরূপে বেষ্টিত করিলেন না। পর্বতোপরি যুদ্ধজয় কিঞ্চিৎ কষ্টসাধ্য হইল। এই স্থানে অবস্থিত ভারতীয় সৈন্যগণ অধিকতর সাহসী ছিল এবং ভূমির অসমানতা হেতু মাসিদোনিয়ানগণ সহজে ভারতীয় যোদ্ধৃবৃন্দকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইল না। লিওনেটসের অধীন সৈন্যগণও জয়লাভ করিল। টলেমী উল্লেখ করিয়াছেন যে, চত্বারিংশৎসহস্রাধিক ভারতীয় সৈন্য বন্দী হইয়াছিল এবং ২,০০,০০০ বৃষও আলেকজান্দারের হস্তগত হইয়াছিল। ইহার মধ্য হইতে আলেকজান্দার কৃষিকার্যে নিযুক্ত করিবার জন্ত, উৎকৃষ্ট বৃষগুলিকে নির্বাচিত করিয়া মাসিদোনিয়ায় প্রেরণ করিয়াছিলেন (১)।

(১) এই প্রসঙ্গে ভিনসেন্ট স্মিথ বলিয়াছেন যে, আলেকজান্দার যে এই

এই স্থান হইতে আলেকজান্দার আসাকেনিয়দিগকে আক্রমণার্থ অগ্রসর হইলেন। তিনি অবগত হইয়াছিলেন যে, তাহারা বিংশতিসহস্র অশ্বারোহী, ত্রিংশৎসহস্রাধিক পদাতিক ও ত্রিশটী হস্তীসহ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছিল। এই সময়ে ক্রাটেরস্ নগর অবরোধার্থ “এঞ্জিন” সহ আলেকজান্দারের সহিত যোগদান করিলেন (২)। তখন আলেকজান্দার স্বয়ং আসাকেনিয়ানদের আক্রমণার্থ অশ্বারোহী তীরন্দাজ, শরীররক্ষী অশ্বারোহী ও অগ্নাণু তীরন্দাজ সহ অগ্রসর হইলেন। তিনি ঘোরিয়গণের দেশের মধ্য দিয়া হইয়া অগ্রসর হইবার কালে ঘোরেয়স (৩) নদী অতিক্রম করিলেন। এই নদীর নামানুসারেই এই দেশ ঘোরেয়ন দেশ নামে অভিহিত হইত। এই নদী অতিক্রম করিতে তাঁহার সৈন্যগণের অত্যধিক ক্লেশ হইয়াছিল। নদীটী গভীর ও খরস্রোতা এবং নদীগর্ভ প্রস্তুত ছিল। বর্ষরগণ তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সম্মুখ-যুদ্ধে সাহসী না হইয়া তাহাদের নিজ নিজ নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নগর রক্ষায় ব্রতী হইল।

পশুগুলিকে মাসিদোনিয়ায় প্রেরণে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে তিনি বহুদূরস্থিত মাসিদোনিয়ায় গমনাগমনের পথ উন্মুক্ত রাখিয়াছিলেন।

(২) পূর্ববর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য। আলেকজান্দার ক্রাটেরস্কে আরিগেয়ন্ সুরক্ষিত করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।

(৩) বর্তমান পাঁজকোরা নদী—এই নদীই সোয়াট্ নদীর সহিত সম্মিলিত হইয়া লাণ্ডাই নদীতে পরিণত হইয়াছে। মহাভারতে ইহা গৌরি নামে আখ্যাত হইয়াছে। পাঁজকোরা নদীতীরস্থ ঘোরা জাতি হইতে এই নদীর নাম হইয়াছে। এই নদীই ঘোরেয়ন্ ও আসাকেনিয়া রাজ্য বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছিল।

ষড়্বিংশ অধ্যায়

মাসাগা অবরোধ (১)

আলেকজান্দার সৰ্ব্বপ্রথমে মাসাগা অধিকার করিতে মনঃস্থ করিলেন—
ঐ প্রদেশে মাসাগাই সৰ্ব্বপ্রধান নগর ছিল। যখন তিনি নগর-
প্রাচীরের সন্নিকটে উপস্থিত হইতেছিলেন, তখন সপ্ত সহস্র বর্ষ-
বেতনভোগী ভারতীয় সৈন্যবৃন্দসহ, শিবির-স্থাপনে নিযুক্ত মাসিদোনীয়ান-
গণকে আক্রমণার্থ নগর হইতে বহির্গত হইল। আলেকজান্দার
দেখিতে পাইলেন যে, এক্ষণে অবস্থায় নগর সন্নিকটেই যুদ্ধ ঘটিবে
এবং সেরূপ ক্ষেত্রে বর্ষগণ পরাভূত হইলে নগরমধ্যে সহজেই
আশ্রয় গ্রহণ করিবে। তজ্জন্ত তিনি তাঁহার সৈন্যবৃন্দকে ঐস্থান
হইতে সাত ষ্টাডিয়া দূরবর্তী একটা ক্ষুদ্র পর্বতের নিকটে পশ্চাদামন
করিতে আদেশ দিলেন। ইহাতে শত্রু আরও উৎসাহিত হইল,

(১) যদিও এইস্থান সঠিক নির্দ্ধারিত হয় নাই, তথাপি ভিনসেট স্মিথ
অনুমান করেন যে, এই দুর্গ মালখন্দ হইতে উত্তরদিকে অনতিদূরে অবস্থিত ছিল।
ইহা স্বভাবতঃ সুরক্ষিত ছিল এবং তদুপরি অধিবাসীরাও ইহাকে নানারূপে স্ফূট
করিয়াছিল। পূর্বদিকে খরশ্রোতা নদী, দক্ষিণে ও পশ্চিমে পর্বতমালা বেষ্টিত এই
নগরী অধিবাসিবৃন্দ কর্তৃক ইষ্টক, প্রস্তর ও কাঠ নির্মিত প্রাচীর ও গভীর পরিখা
দ্বারা সুরক্ষিত হইয়াছিল।

গ্রীক ও রোমক লেখকগণ এই স্থানকে বিভিন্ন নামে উল্লেখ করিয়াছেন।
কেহ মাজাগা, কেহ মসাকা, কেহ বা মাসোগা করিয়াছেন। হোল্ডীচ (“Gates of
India” পুস্তকে) এই দুর্গকে মাটাকানাইয়ের সন্নিকটে এবং ষাউচার কয়েক মাইল
দূরস্থিত কাঠগলা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

কারণ তাহারা মনে করিল যে, গ্রীকগণ ভীত হইয়া পলায়নপর হইয়াছে। এজন্য তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু বর্করগণের বাণ আলেকজান্দারের সৈন্যগণের গাত্রে বিদ্ধ হইবামাত্র, তিনি বর্করগণকে আক্রমণার্থ তাহাদিগকে আদেশ

ম্যাক্রিওল মাসাগা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ পাদটীকা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন “সংস্কৃতে যে ‘মশক’ প্রদেশের উল্লেখ পাওয়া যায় ইহা সেই দেশ। ‘ইণ্ডিকা’ ইহাকে মাসক, কার্টিয়াস ইহাকে মজাগা, এবং ষ্ট্রাবো মাসোগা বলিয়াছেন। ইহা সঠিক নির্দিষ্ট না হইলেও, ইহা যে অতি প্রাচীন স্থান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বাদশাহ বাবর উল্লেখ করিয়াছেন যে বাজোর হইতে কিঞ্চিদূরে পঁজকোর নদীর পশ্চিমে, সোয়াট্ নদীকূলে মসানগর নামে একটি নগর আছে। ভৌগোলিক রেনেল ইহাকেই গ্রীকবর্ণিত মাসাগা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কোর্ট লিখিয়াছেন যে তিনি ইউশুফজায়িদের নিকট অবগত হইয়াছেন যে বাজোর হইতে চতুর্বিংশতি মাইল দূরে মাসখাইন বা মসানগর নামে একটি নগর আছে। পাণিনি মশকাবতী নামে নদী ও স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ইহা একরূপ অনুমিত হইতে পারে যে এই মাসাগাই মশকাবতীর রাজধানী ছিল এবং কার্টিয়াস-উল্লিখিত নদী পাণিনির মশকাবতী নদী। কার্টিয়াস এই অবরোধের বিবরণ আরিয়ান অপেক্ষা অধিক যথাযথরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে মাসাগাধিপতি আসাকানাস্ আলেকজান্দারের আগমনের পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, নগরাক্রমণের পরে নহে। তিনি আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে আসাকানাসের পরে তাঁহার মাতা (বা স্ত্রী) ক্লিওফিস্ সিংহাসনারোহণ করেন এবং যাষ্টিনের মতে ইহারই গর্ভে, আলেকজান্দারের ঔরসে এক পুত্র জন্মে। ডাক্তার বিলো (Below) বলিয়াছেন যে চিত্রল ও নিকটবর্তী কয়েকটি জনপদের অধিনায়ক ও অভিজনগণ আলেকজান্দারেরই বংশভূত বলিয়া নিজেদের পরিচয় প্রদান করেন।”

কার্টিয়াস্ এই প্রসঙ্গে আরও বলিয়াছেন যে রাজ্যী স্বীয় বালক-পুত্রকে আলেকজান্দারের পদতলে রক্ষা করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করেন। ভিনসেণ্ট স্মিথ অনুমান করেন যে, ক্লিওফিস্ মাসাগার অধিনায়কেরই বিধবা স্ত্রী।

প্রদান করিলেন। “ফ্যালাংক্” পৌছিবার পূর্বেই বর্ষাধারী অশ্বারোহী ও তীরন্দাজগণ বর্ষরগণের সম্মুখীন হইল এবং আলেকজান্দারও “ফ্যালাংক্” সহ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইলেন। ভারতীয়গণ এই আকস্মিক আক্রমণে হতবুদ্ধি হইয়া নগরাভিমুখে পলায়নপর হইল। তাহাদের দুইশত জন হত হইল এবং অবশিষ্টাংশ নগরমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। আলেকজান্দার নগর-প্রাচীর আক্রমণার্থ “ফ্যালাংক্” আনয়ন করিলেন কিন্তু বপ্র হইতে নিষ্ফিষ্ট তীর দ্বারা গুল্ফে সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। পরদিবস তিনি প্রাচীর-ধ্বংসকারী এঞ্জিনসহ নগর আক্রমণ করিয়া সহজেই নগর প্রাচীরের একাংশ নষ্ট করিলেন। কিন্তু ঐ স্থান দিয়া নগর প্রবেশে উদ্ভত হইলে ভারতীয়গণ একরূপ প্রচণ্ডবেগে বাধা দিতে লাগিল যে ঐ দিবস আলেকজান্দার আর নগর-প্রবেশে সমর্থ হইলেন না। পর দিবস প্রাতে মাসিদোনীয়গণ অধিকতর উৎসাহের সহিত নগর আক্রমণ করিল এবং কাষ্ঠগৃহ হইতে তীর, ও এঞ্জিন হইতে ক্ষেপনীয় অস্ত্রাদি নিষ্ক্ষেপ করিয়া ভারতীয়গণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেও, তাহারা নগর প্রবেশে অক্ষম হইল।

আলেকজান্দার তৃতীয় দিবসে পুনর্বার ফ্যালাংক্ সহ আক্রমণে ব্রতী হইলেন এবং প্রাচীরের যেস্থান তিনি পূর্বে ভগ্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই স্থানে এক সেতু নিষ্ক্ষেপ করিলেন। কিন্তু মাসিদোনীয়গণের অত্যধিক উৎসাহ-হেতু, সেতুর উপর বহুসংখ্যক সৈন্য আরোহণ করায় উহা শীঘ্রই ভগ্ন হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক মাসিদোনীয় সৈন্য নগর-মধ্যে পতিত হইয়া শত্রু-হস্তে প্রাণত্যাগ করিল। প্রাচীরোপরি অবস্থিত বর্ষরগণ এই সুযোগে আলেকজান্দারের সৈন্যগণকে নগরসন্নিহিত হইতে দূরীভূত করিল।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

মাসাগা-অধিকার—ওরা ও বাজিরা অবরোধ

এই দুর্ঘটনায় আলেকজান্দার আল্কিটাস্কে আহত সৈন্যবৃন্দ রক্ষার্থ ও অন্যান্য সকলকে শিবিরে প্রত্যাগমনের আদেশ প্রদানের জ্ঞপ্তি প্রেরণ করিলেন। চতুর্থ দিবসে অত্র একটা সেতু স্বতন্ত্র এঞ্জিন সাহায্যে নগর-প্রাচীর ধ্বংসার্থ প্রেরিত হইল।

যতদিন পর্য্যন্ত তাহাদের আধনায়ক জীবিত ছিলেন, ততদিন ভারতীয়গণ বিশেষ বীরত্বের সহিত নগর রক্ষা করিতেছিল; কিন্তু, তিনি হত হওয়াতে ও অনেক সৈন্য আহত হওয়াতে বর্করগণ আলেকজান্দারের নিকট দূত প্রেরণ করিল। সাহসী বাীরের প্রাণরক্ষা আলেকজান্দারের নিকট সর্বদাই আনন্দের বিষয় ছিল এবং তিনি ভারতীয় বেতনভোগী সৈন্যদের সহিত এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন যে তাহারা পক্ষপরিবর্তন করিয়া তাঁহার সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইবে। অতঃপর তাহারা নগর পরিত্যাগ করিয়া মাসিদোনিয়া-শিবিরের সম্মুখে অবস্থিত একটা ক্ষুদ্র পর্বতে শিবির স্থাপন করিল। কিন্তু স্বদেশীয়দের সহিত যুদ্ধ করিবার তাহাদের আদৌ ইচ্ছা ছিল না তজ্জন্ম তাহারা রাত্রিতে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্বগৃহে যাইবার পরামর্শ করিল। আলেকজান্দার ইহা অবগত হইয়া ঐ রাত্রিতেই পর্বতোপরি অবস্থিত উক্ত বেতনভোগী সৈন্যবৃন্দকে বেঁধেন করিলেন এবং তাহারা পলায়নপর হইলে তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিলেন (১)।

(১) দায়দরস্ ও কাটিয়াস্ও এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। প্লুটার্ক এই

রক্ষকশূন্যাবস্থায় তিনি নগর অধিকারে সমর্থ হইলেন এবং আমাকিনসের মাতা ও কন্যাকে বন্দী করিলেন। এই মাসাগা অবরোধ ও অধিকার ব্যাপারে আলেকজান্দারের মাত্র পঞ্চবিংশতি সৈন্য হত হইয়াছিল।

মাসাগা অধিকার করিয়া আলেকজান্দার কৈনস্কে বাজিরাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল যে মাসাগা অধিকারের সংবাদে বাজিরাবাসিগণ আত্মসমর্পণ করিবে। তিনি অগ্রতম সেনাপতি আর্টালস্, আল্কেটাস্ এবং ডেমেট্রিয়সকে ওরানগর অবরোধের কণ্ঠ প্রেরণ করিলেন। এই শেষোক্ত নগরের অধিবাসিবৃন্দ আল্কেটাসের অধীন সৈন্যকে আক্রমণার্থ নগর বহির্ভাগে আগমন করিল কিন্তু মাসিদোনীয়গণ সহজেই তাহাদিগকে পুনর্বার নগর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য করিল। এদিকে কৈনস্ বাজিরায় কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ঐ নগর উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত ও চতুর্দিকে সুরক্ষিত থাকায়, অধিবাসীরা আত্মসমর্পণে আদৌ ইচ্ছুক ছিল না।

.....

প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে. এই ঘটনা আলেকজান্দারের জীবনের দুঃপন্থেয় কলঙ্ক। কোন প্রকারেই এই ঘটনাকে অনুমোদন করা যায় না। কিম্ব ভিনসেন্ট স্মিথ বলিয়াছেন যে “এই ঘটনাকে যদিও প্রাচীন ও নবীন, অনেক গ্রন্থকারই নিন্দা করিয়াছেন, তথাপি ইহা বলা যাইতে পারে যে, বেতনভোগী সৈন্যদের প্রতি অসহনীয় শত্রুতাবশে আলেকজান্দার ইহা করেন নাই। ভারতীয় বেতনভোগী সৈন্যগণের বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি স্বরূপই আলেকজান্দার এইরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। সপ্তসহস্র সাহসী এবং সুশিক্ষিত সৈন্য আলেকজান্দারের সহিত যোগদান করিলে, তাঁহার বিশেষ বলবৃদ্ধি হইত; কিন্তু পক্ষান্তরে এই সৈন্য শত্রুর সহিত মিলিত হইলে আলেকজান্দারের অগ্রসর হইবার সমূহ অন্তরায় হইত। একপক্ষেত্রে আলেকজান্দারের কার্য অনুমোদন করা যাইতে পারে।” (ভিনসেন্ট স্মিথের ইতিহাস, তৃতীয় সংস্করণ. ৫৬ পৃষ্ঠা)।

আলেকজান্দার এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বাজিরাভিমুখে (২) যাত্রা করিলেন কিন্তু ইতোমধ্যে নিকটবর্তী অনেক সৈন্ত অভিসার (৩) কর্তৃক প্রেরিত হইয়া অলক্ষ্যে ওরায় প্রবেশে সচেষ্ট হইয়াছে জানিতে পারিয়া তিনি প্রথমে ওরা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পরে তিনি বাজিরার নিকটবর্তী স্থান সুরক্ষিত করিতে ও তত্রস্থ অধিবাসীরা বাহাতে রসদ সংগ্রহের জন্ত নির্ভয়ে নগর বহির্ভাগে আগমন করিতে না পারে তজ্জন্ত যথোপযুক্ত সৈন্ত রাখিয়া আলেকজান্দারের সহিত যোগদান করিবার জন্ত কৈনস্কে আদেশ প্রেরণ করিলেন। বাজিরাবাসিগণ কৈনস্কে অধিকাংশ সৈন্তসহ অবরোধ পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া উৎফুল্ল হৃদয়ে অবশিষ্ট মাসিদোনিয় সৈন্তকে সমতলভূমিতে আক্রমণ করিল। খণ্ডযুদ্ধে সাতশত বর্ষের নিহত ও ৭০ জন বন্দী হইল। বর্ষেরদের অবশিষ্টাংশ পুনর্বার নগরে পলায়ন করিল। ওরা-অধিকারে আলেকজান্দারকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় নাই; প্রথম আক্রমণেই তিনি উহা করতলগত করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই নগরের হস্তিসমূহও তাঁহার হস্তগত হইল।

(২) হোল্ডইচ্ এই স্থানকে মর্দান্ ও আশ্বালার মধ্যবর্তী স্থান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বাজিরাকে বাজোর বলিয়াছেন। বাজোর কুনার ও লাণ্ডাই নদী মধ্যবর্তী স্থান। বাজিরাবাসী পরাজিত হইয়া আয়র্নসাভিমুখে পলায়ন করিয়াছিল—আয়র্নস সিন্ধুতীরবর্তী স্থান সুতরাং বাজোর হইতে অত দূরবর্তী স্থান তাহাদের বাসস্থান হওয়া সম্ভবপর নহে। কানিংহাম বাজার নামক স্থানকে বাজিরা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

(৩) অভিসার—আরিমান্ অন্যত্র ইঁহাকে পার্শ্বতীয় ভারতবাসিগণের অধিনায়ক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ষ্টীন্ বিতস্তা ও চল্লভাগার মধ্যবর্তী স্থানকে অভিসারের রাজ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

বাজিরা অধিকার—আলেকজান্দারের আয়র্গস

অধিকারে যাত্রা (১)

বাজিরাবাসিগণ ওরার পতনের সংবাদে নিজেদের পতন অবশ্যস্তাবী মনে করিয়া গভীর রাত্রিতে নগর পরিত্যাগ করিয়া পর্বতে পলায়ন করিল। অত্যাণ্ড বর্ষরগণও নিজ নিজ নগর পরিত্যাগ করিয়া আয়র্গস পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিল। এই সুবৃহৎ পর্বত সম্বন্ধে কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল যে, জিয়াস-পুত্র হিরাক্লিস্‌ও ইহা অজেয় মনে করিয়া-ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে থিব্‌স্বাসী বা টিরিয়ান্ বা মিশরের হিরাক্লিস্‌

(১) এই স্থান নির্দ্ধারিত হয় নাই। নানা মূনি নানা মত দিয়াছেন। কর্ণেল আর্বট ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে নিকটবর্তী স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মহাবন পর্বতকেই আলেক-জান্দারের আয়র্গস বলিয়া স্থির করেন। কানিংহাম রাণী-ঘাট নামক পার্বত্য দুর্গকে আয়র্গস বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। স্মার বিগন্‌ ব্লড ও ভিনসেন্ট স্মিথের মতে উল্লিখিত কোন স্থানই আয়র্গস বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ইঁহার বেরোর নিকটবর্তী স্থানকে আয়র্গস বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

প্রাচীন লেখকগণের বর্ণনায় কিছু কিছু বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। ম্যাক্রিওল বলিতেছেন “আরিয়ানের বর্ণনা পাঠে প্রতীয়মান হয় যে এই পর্বত অত্যন্ত উচ্চ ছিল এবং ইহার উর্দ্ধদেশে সমস্তলভূমি ছিল। আরিয়ান এইস্থলে টলেমীর বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়াছেন। টলেমী আয়র্গস অধিকারে আলেকজান্দারের সহযোগী ছিলেন এবং সেই হিসাবে টলেমীর উপরে নির্ভর করিয়া আরিয়ান যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই গ্রহণীয়।”

ভিনসেন্ট স্মিথ বলিয়াছেন দায়দরস চক্রাকারে পর্বতকে একশত ষ্টাডিয়া অর্থাৎ ষাট একাদশ মাইল বলিয়াছেন; আরিয়ান বর্ণিত দুইশত ষ্টাডিয়া অপেক্ষা



কুমসের যুদ্ধ
(গৌক চিত্র হস্তিতে)

(২) ভারতবাসিগণের দেশপ্রবেশে সমর্থ হইয়াছিলেন কিনা, তাহা আমি স্বীকার বা অস্বীকার করিতে পারি না, তবে আমি বিবেচনা করি যে তিনি এতদূর প্রবেশ করেন নাই। আমরা জানি যে, সুকঠিন কার্য সম্পাদন কালে মনুষ্য মাত্রেই বলিয়া থাকে যে ইহা হিরাক্লিসেরও অসাধ্যকর। এই পর্বত সম্বন্ধেও আমার এই মত যে ইহার অধিকার আশ্চর্যজনক করিবার জন্মই এই প্রসঙ্গে হিরাক্লিসের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। কথিত আছে যে এই পর্বত দুইশত ষ্টাডিয়া বিস্তৃত এবং যে স্থানে ইহা সর্বাপেক্ষা নিম্ন, সে স্থানেও ইহা একাদশ ষ্টাডিয়া উচ্চ। পর্বতে আরোহণ করিবার একটা মাত্র পথ ছিল—ইহা মনুষ্যকৃত ও দূরারোহ ছিল। ইহাও কথিত আছে যে পর্বতোপরি উৎস হইতে প্রচুর সুপের বারি নির্গত হইত। উপরে কাষ্ঠেরও অভাব ছিল না এবং সহস্রলোকের কর্ষণ ও বপনোপযোগী স্থানও পর্বতোপরি ছিল।

দায়দরাসের বর্ণনাই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে আরিয়ান আরগনস পর্বতকে একাদশ ষ্টাডিয়া বা ৬৭০০ ফীট উচ্চ এবং দায়দরস ষোড়শ ষ্টাডিয়া বলিয়াছেন; এ ক্ষেত্রে আরিয়ানের বর্ণনাই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য।”

(২) হেরডটস বলিয়াছেন “হিরাক্লিস্ মিশরের প্রাচীন দেবতা। আমেসিসের রাজত্বের সপ্তদশ সহস্র বৎসর পূর্বে যখন মিশরবাসিগণ তাহাদের দেবতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া আট হইতে দ্বাদশে পরিণত করে, তখনই হিরাক্লিস্ দেবগণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন।” মিশর দেশীয় হিরাক্লিস্ সোনা (Dsona) এবং টিরিয়ান্ হিরাক্লিস্ মেলকার্ট নামে অভিহিত হইতেন। থিবস্ নগরের হিরাক্লিস্ বা পরবর্তীকালের ভারতীয় হিরাক্লিস্কে শিব বলিয়া নির্ধারিত করা হয়। দায়দরস ভারতীয় হিরাক্লিস্কেই পালিবোধু (পাটলিপুত্র) নির্মাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সমসাময়িক ভারত, প্রথম খণ্ড, ৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আলেকজান্দার এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া এই পর্বত অধিকারে আরও সমুৎসুক হইলেন এবং হিরাক্লিস্ যে ইহা অধিকারে বিফলকাম হইয়াছিলেন, সেই সংবাদ তাঁহাকে অধিক প্রোৎসাহিত করিয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি ওরা ও মাসাগায় দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করিয়া বাজিরা সূদৃঢ় করিলেন। হিফেষ্টীয়ন্ ও পার্দিকাসের অধীন সৈন্তগণ ওরোবাটীস্ নামক অত্র একটা নগর সূদৃঢ় করিয়া তাহাতে সৈন্ত সংস্থাপনপূর্বক সিন্ধু অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সিন্ধুতীরে পৌছিয়া তাঁহারা আলেকজান্দারের আদেশানুযায়ী উহার উপরে সেতু নিৰ্ম্মাণে ব্রতী হইলেন।

আলেকজান্দার এক্ষণে তাঁহার অত্রতম প্রিয়পাত্র নিকেনরকে সিন্ধুর পশ্চিম পার্শ্ববর্তী ভূভাগ সমূহের ক্ষত্রপ নিযুক্ত করিয়া সিন্ধু-তীরবর্তী পিউকেলাওটীস্ (৩) নগরের বশ্যতা গ্রহণ করিলেন। তিনি এই নগরে ফিলিপসের অধীনে সৈন্ত রাখিয়া, স্বয়ং সিন্ধুতীরবর্তী অত্রান্ত ক্ষুদ্র নগর অধিকারে ব্যাপৃত হইলেন। এই সময়ে তিনি স্থানীয় কোফেস্ (৪) এবং আসাগেটীস্ (৫) নামক অধিনায়ক-দ্বয়ের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আয়র্গস নগরের সন্নিকটস্থ এম্বোলিমায় উপনীত হইয়া তিনি ক্রাটেরসকে তথায় শস্ত্র ও অত্রান্ত রসদ সংগ্রহের জন্ত নিযুক্ত করিলেন—উদ্দেশ্য ছিল প্রথম আক্রমণে আয়র্গস অধিকৃত না হইলে উহা অবরোধ করিয়া করায়ত্ত করিবেন। এইরূপ ব্যবস্থা সমাপনান্তে তিনি তীরন্দাজ সৈন্ত, ফালাংক্স হইতে

(৩) সংস্কৃত পুন্ড্রাবর্তী।

(৪) সম্ভবতঃ কোফীন (কাবুল) নদী তীরবর্তী জনপদ সমূহের অধীশ্বর।

(৫) অশ্বজীৎ নামের অপভ্রংশ।

সর্কাপেক্ষা সুদক্ষ সৈন্ত, সঙ্গীয় অখারোহীর দুইশত ও একশত অখারোহী-তীরন্দাজ সহ স্বয়ং আয়র্গসভিমুখে অগ্রসর হইলেন। একদিবস পরে তিনি একটী সুবিধামত স্থানে স্কাবার স্থাপন এবং পরদিবস আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তিনি পুনর্বার শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

উনত্রিংশ অধ্যায়

আয়র্গস অবরোধ

এই সময়ে নিকটবর্তী কয়েক ব্যক্তি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বশুতা স্বীকার ও পরিত আক্রমণের সর্কাপেক্ষা সুবিধাজনক স্থান প্রদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তিনি লাগস্পুত্র টলেমীকে এই লোকগুলির সঙ্গে সৈন্ত সহ প্রেরণ করিয়া আদেশ করিলেন যে, তিনি যেন ঐ স্থান অধিকার করিয়া তাঁহাকে সঙ্কেত করেন। টলেমী বর্ষরগণের অলক্ষিতে ঐ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি এই স্থান পরিখা ও কাঠগড়া দ্বারা বেষ্টনপূর্বক পরিতের শীর্ষদেশে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া আলেকজান্দারকে পূর্ব-নির্দেশানুসারে সঙ্কেত করিলেন। আলেকজান্দার এই অগ্নি দেখিয়া, পরদিবস স্বীয় সৈন্তাবলী সহ অগ্রসর হইলেন কিন্তু বর্ষরগণ তাঁহার গতিরোধ করিলে তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। আলেকজান্দারকে

অগ্রসরে অক্ষয় দেখিয়া বর্ষরগণ টলেমীকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার প্রস্তুত কাঠগড়া ধ্বংসে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। ভীষণ যুদ্ধ হইলেও বর্ষরগণ কার্যসিদ্ধি করিতে পারিল না এবং রাত্রি হইলে তাহারা প্রত্যাগমন করিল।

ভারতীয় পলায়নকারীদের মধ্য হইতে আলেকজান্দার একজন বিশ্বাসী লোকদ্বারা টলেমীকে এক পত্র প্রেরণ করিয়া আদেশ দিলেন যে যখন আলেকজান্দার পর্বত আক্রমণ করিবেন, তখন টলেমীও যেন ভারতীয়গণকে আক্রমণ করেন। তাহা হইলে সম্মুখে ও পশ্চাতে আক্রান্ত বর্ষরগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইবে। টলেমী পূর্বে যে পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন প্রত্যবে আলেকজান্দার শিবির হইতে সেই পথে অগ্রসর হইয়া টলেমীর সহিত যোগদানে সমর্থ হইলেন। উভয় সৈন্য একত্রীভূত হইলে আলেকজান্দার পুনর্বার পর্বত আক্রমণ করিলেন কিন্তু পর্বতের সম্মুখীন হওয়া সম্ভবপর হইল না। এই প্রকারে সেই দিনের যুদ্ধের অবসান হইল।

পর দিবস প্রাতঃকালে তিনি প্রত্যেক সৈন্যকে এক শত করিয়া গৌজ কাটিবার আদেশ প্রদান করিলেন। গৌজ কাটা হইলে তিনি উহা পুঞ্জীকৃত করিয়া একটি স্তূপ নির্মাণ করিলেন—উদ্দেশ্য ঐ স্তূপের উপর হইতে নিষ্ক্রিপ্ত তীর প্রভৃতি বর্ষরগণের ব্যাভেদে সমর্থ হইবে। প্রত্যেকেই এই কার্যে বিশেষ তৎপরতার সহিত ব্রতী হইল। আলেকজান্দার স্বয়ং এই কার্যের তত্ত্বাবধান করিয়া উৎসাহীদিগকে প্রশংসা ও অলসপ্রকৃতিবিশিষ্ট সৈন্যদিগকে শাসন করিতে লাগিলেন।

ত্রিংশ অধ্যায়

আয়র্গস অধিকার—সিন্ধু অভিমুখে অগ্রসর

সৈন্যগণ প্রথম দিবসে পূর্বোল্লিখিত স্তূপটিকে এক ঠাডিয়া উচ্চ করিতে সমর্থ হইল, এবং পরবর্তী দিবসে ভারতীয়গণ নগর-বহির্ভাগে আগমন করিলেই লোষ্ট্র-নিষ্ক্ষেপকারিগণ তাহাদিগকে পশ্চাদ্গমনে বাধ্য করিতে লাগিল। এদিকে স্তূপ ক্রমেই উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতেছিল। চতুর্থ দিবসে কয়েকজন মাসিদোনিয় সৈন্য আয়র্গসের সমান উচ্চ অগ্ৰ একটা পর্বতের শীর্ষদেশে গমনে সমর্থ হইল। অক্লান্তকর্ম্মা আলেকজান্দার কাষ্ঠ-স্তূপকে নিজ সৈন্যদের অধিকৃত পর্বতশীর্ষের দিকে প্রসারিত করিতে লাগিলেন।

কিন্তু, ভারতীয়গণ মাসিদোনিয় সৈন্যদের অভূতপূর্ব সাহসে ও কৃত্রিম স্তূপ ও পূর্বোক্ত পর্বতশীর্ষ একত্রীভূত হওয়ায় ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া আলেকজান্দারের নিকট দূত প্রেরণ করিল। কিন্তু তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল যে, দিবাভাগ সন্ধির শর্ত নিরূপণে যাপন করিয়া রাত্ৰিতে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিবে। আলেকজান্দার ইহা বুঝিতে পারিয়া ঐ প্রান্তস্থিত দুর্গাদি হইতে সৈন্য স্থানান্তরিত করিলেন। ভারতীয়গণ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে তিনি সাত শত শরীররক্ষী সৈন্য ও তীরন্দাজসহ শত্রুকর্তৃক পরিত্যক্ত পর্বতশিখরে আরোহণ করিলেন। সর্বাগ্রে তিনিই শিখর আরোহণে সমর্থ হইলেন এবং তাঁহার সৈন্যগণ তাঁহার অনুসরণ করিল। তখন নির্ধারিত সঙ্কেতানুসারে মাসিদোনিয়গণ পলায়নপর বর্ষর-

সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া অনেককে নিহত করিল। অনেকে ভীত হইয়া পর্বতগাত্র হইতে ঝম্পপ্রদানে চূর্ণীকৃত হইল। হিরাক্লিস্ যে পর্বতাধিকারে অক্ষম হইয়াছিলেন, আলেকজান্দার, এবম্প্রকারে তাহাও অধিকার করিলেন। তিনি এই পর্বতোপরি দেবতাগণের পূজা করিয়া শীর্ষদেশে একটা দুর্গ নিৰ্ম্মাণপূর্বক, সিসিকোটস্কে (১) তাহার কর্তৃত্বে স্থাপন করিলেন।

অতঃপর, তিনি পর্বত পরিত্যাগ করিয়া আসাকেনিয়দের রাজ্য আক্রমণ করিলেন (২)। তিনি অবগত হইয়াছিলেন যে, আসাকেনসের ভ্রাতা অনেক হস্তী ও সৈন্যসহ এ প্রদেশের পর্বতসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ডিটা (৩) পৌঁছিয়া তিনি দেখিলেন যে নগর বা নিকটবর্তী জনপদ জনশূন্য। সুতরাং, পর দিবস তিনি ঐ স্থান পর্যবেক্ষণ ও সম্ভব হইলে কয়েকটা বর্ষরকে ধৃত করিয়া শত্রু সৈন্যের অনুসন্ধান নিয়াকাস ও আন্টিওকসের অধীনে সৈন্য প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন।

তিনি স্বয়ং এক্ষণে সিন্ধু অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ ইতোমধ্যেই দেশমধ্য দিয়া সৈন্য গমনাগমনের সুবিধার্থ পথ প্রস্তুত করিয়াছিল। পশ্চিমধ্যে তিনি কয়েকটা বর্ষরগণের নিকট অবগত হইলেন যে, তৎপ্রদেশীয় অধিবাসিবর্গ হস্তিশুলিকে সিন্ধু তীরে রাখিয়া অভিসারিসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তিনি এই সকল

(১) ম্যাক্রিডল বলিয়াছেন যে এই নাম শশীওপেরই অপভ্রংশ মাত্র।

(২) ইতঃপূর্বে তিনি ইহাদের রাজ্যের পশ্চিমাংশ ও রাজধানী আসাগা অধিকার করিয়াছিলেন।

৩) ডিটা নির্দিষ্ট হয় নাই।

বর্করকে হস্তিগুলির স্থান নির্দেশের আদেশ প্রদান করিলেন। অনেক ভারতবাসীই হস্তী শীকারে পটু এবং আলেকজান্দার এই শ্রেণীর লোককে সমাদর করিতেন এবং তিনি ইহাদের সঙ্গে হস্তীর অনুসন্ধানে গমন করিলেন। এই সকল হস্তীর দুইটী ব্যতীত অবশিষ্টগুলি তাঁহার হস্তগত হইল। তিনি নদীতীরে আবশ্যকীয় কাষ্ঠ প্রাপ্ত হইয়া তদ্বারা নোকা প্রস্তুতের আদেশ প্রদান করিলেন। এই সকল নোকা সিঞ্চু তীরবর্তী সেতুর নিকট লইয়া যাওয়া হইল। হিফেষ্টায়ন্ ও পার্দিকাস্ ইতঃপূর্বে সেতু নিৰ্ম্মাণে সমর্থ হইয়াছিলেন (৪)।

(৪) এই সেতু কোন্ স্থানে নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে পূর্বে যথেষ্ট মতভেদ থাকিলেও বর্তমানে আটক হইতে বোডশ মাইল দূরবর্তী ওহিন্দ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

2018年

প্রথম অধ্যায়

নিসায় (১) আলেকজান্দার

কথিত আছে যে, কোফীন্ ও সিন্ধুর মধ্যবর্তী যে ভূভাগ আলেকজান্দার পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তথায়, উল্লিখিত নগরগুলি ব্যতীত, নিসা নামক অন্য একটা নগর ছিল। ডাইওনিসস্ ভারতীয়গণকে পরাজিত করিবার কালে এই নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই ডাইওনিসস্ প্রকৃত পক্ষে কে এবং তিনি কোন্ সময়ে এবং কি

(১) অন্যান্য স্থানের ন্যায় নিসা নির্দেশেও যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। অধ্যাপক ম্যাক্রিগল এই এসঙ্গে তিনপৃষ্ঠাব্যাপী এক অতিরিক্ত টীকা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন “আরিয়ানের আখ্যান পাঠ করিয়া কোফীন্ ও সিন্ধুর দোয়াব এই মধ্যবর্তী জনপদের কোন্ স্থানে নিসা অবস্থিত ছিল তাহা নির্ধারণ করা যায় না। কিন্তু, কাটিয়ান্ (৮।১০), ষ্ট্রাবো (১৫।৬২৭) এবং যাস্টিন্ (১২।৭) পাঠে আমরা অবগত হই যে, চোয়াসপেস্ উত্তীর্ণ হইবার ও মাসাগা-অধিকারের পূর্বে, আলেকজান্দার নিসায় উপনীত হইয়াছিলেন এবং আরিয়ান্ও এরূপ কিছু লিপিবদ্ধ করেন নাই, যাহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে তিনি এই বিষয়ে ভিন্ন মতাবলম্বী ছিলেন। এই জন্য টলেমী-উল্লিখিত নাগর (অথবা ‘ডাইওনিসোপোলিস্’, যাহা সংস্কৃত নগরহারা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে), খুব সম্ভব নিসা। এই স্থান জেলালাবাদের চারি কি পাঁচ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থানকে ‘উদ্যানপুর’ও বলা হইত এবং গ্রীকগণ সেই হিসাবে ইহাকে ডাইওনিসোপোলিস্ বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিল। এই স্থান হইতে কিঞ্চিদূরে, কিন্তু নদীর অপরতীরে, মার-কো নামক একটা পর্বত আছে। নিসা নাগর হইলে এই পর্বতকে মেরস পর্বত বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ আরিয়ানের বর্ণনা পাঠ করিয়া এরূপ অনুমান

কারণে ভারতীয়গণের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং থিব্‌সের ডাইওনিসস্ থিব্‌স্ হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন অথবা লিডিয়াৰ মোলস্ (২) তৎকালীন গ্রীকদের অজ্ঞাত অনেক সামরিক জাতির অভ্যস্তর হইয়া সৈন্যসহ ভারতীয়দের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া-

করেন যে, নিসা অভিযান আয়র্গস অধিকারের পরেই সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু এতদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, আরিয়ান আলেকজান্দারের অভিযান ঘটত বর্ণনাদি বিশ্লেষণ করিয়া নিসা ও মেরস ঘটত বর্ণনা অসত্যপূর্ণ বিবেচনা করিয়া, ইতিহাস হইতে কল্পনা পৃথক করিবার জন্য আয়র্গস অধিকারের পরে নিসা আক্রমণ বর্ণনা করিয়াছেন।

ঐতিহাসিক এলকিন্‌ষ্টোন বলিয়াছেন যে, “ককেসস্ হইতে সিঙ্কু গমন কালে আলেকজান্দার যে জনপদের মধ্য হইয়া গমন করিয়াছিলেন তাহা বর্তমানে কাফিরদের দ্বারা অধিকৃত এবং কাফির স্ত্রীপুরুষ সকলেই মদ্যমানে অত্যন্ত অভ্যস্ত। ইহারা নানারূপ অঙ্গভঙ্গি সহকারে একরূপ তাণ্ডব নৃত্য করে যে মাসিদোনীয়গণ ইহাদের ভাব দেখিয়া ইহাদিগকেই ব্যাকাসের অনুচর বলিয়া অনুমান করিয়াছিল।”

এই প্রসঙ্গে সমসাময়িক ভারত, প্রথম খণ্ড ৩০ পৃষ্ঠা, দ্রষ্টব্য।

ভিনসেণ্টস্মিথ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে নিসা সম্বন্ধে ম্যাক্রিওলের অনুমান সন্তোষজনক নহে। হোল্ডইচ লিখিয়াছেন যে কাফিরগণই নিসিয়াবাসিদিগের বংশধর। নিসিয়াবাসিগণ কো—হি—মর পর্বতের সামুদেশস্থ সুরাট প্রদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে বাস করিয়া আসিতেছিল এবং বৌদ্ধযুগেও তাহারা এই স্থানে বাস করিতেছিল। কোহিমর পর্বতের সামুদেশেই প্রাচীন নিসা অবস্থিতি ছিল।

ফিলোসট্রেটস্ বলিয়াছেন যে, আলেকজান্দার যে পর্বতোপরি আরোহণ করিয়াছিলেন নিসাবাসিগণ ইহা স্বীকার করে নাই এবং আলেকজান্দারের সহযাত্রিগণ এ সম্বন্ধে সত্য কথা লিপিবদ্ধ করেন নাই।

(২) মোলস্ পর্বত ত্রাঙ্কার জন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। এই জন্ত ইহা মদ্য-দেবতার প্রিয়স্থান বলিয়া ভার্জিল প্রভৃতি উল্লেখ করিয়াছেন।

ছিলেন এবং তিনি কেবল ভারতীয়দিগকেই পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা আমি অবগত নহি। আমি এইমাত্র অবগত আছি যে, দেবতা সম্বন্ধীয় প্রাচীন কিংবদন্তী বিচার করা যুক্তিযুক্ত নহে। ইহার কারণ এই যে, অন্যের পক্ষে যে কার্য্য অসম্ভব, দেবতাগণের পক্ষে তাহা কোন প্রকারেই অসম্ভব নহে।

আলেকজান্দার নিসায় আগমন করিলে, নিসাবাসিগণ তাহাদের সভাপতি আকোফিস্কে ত্রিশজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিসহ তাঁহার নিকট দৌত্যবাহিনী প্রেরণ করিয়া এই অনুরোধ করিল যে, ডাইওনিসসের খাতিরে তিনি যেন নিসা রক্ষা করেন। কথিত আছে যে, দৌত্যবাহিনীর অন্তর্গত দূতগণ আলেকজান্দারের শিবিরে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাইল যে তিনি ধূলিধূসরিতাবস্থায় মস্তকে শিরস্ত্রাণ পরিয়া ও বর্ষা হস্তে বর্ম্মাবৃত হইয়া উপবিষ্ট আছেন। এই দৃশ্যে তাহারা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত ও ভূমিতে পতিত হইয়া বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া অনেকক্ষণ অতিবাহিত করিল। আলেকজান্দার তাহাদিগকে ভরসা প্রদান করিয়া দণ্ডায়মান হইতে আদেশ প্রদান করিলে আকোফিস্ নিম্নোক্ত প্রকারে তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন :—

“হে রাজন্! নিসি়াবাসিগণ আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছে যে, ডাইওনিসসের প্রতি ভক্তিবশতঃ আপনি তাহাদিগকে স্বাধীন রাখুন ও তাহাদিগকে তাহাদের আইনদ্বারা শাসিত হইতে দিউন; কারণ, ডাইওনিসস্ ভারতবাসীদিগকে পরাভূত করিয়া তাঁহার সমর-ক্লিষ্ট সৈন্তসহ এই নগর তাঁহার পরিভ্রমণ, জয়ের চিহ্ন ও ভবিষ্যতের নিদর্শনসহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; আপনি সেইরূপ ককেশাসের সন্নিকটস্থ আলেকজান্দ্রিয়া, মিশরদেশে অগ্ন্য আলেকজান্দ্রিয়া ও অগ্ন্যা নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং করিবেন (এ বিষয়ে ডাইওনিসসের

অপেক্ষা আপনার কার্যাবলীও যেরূপ অধিক, প্রতিষ্ঠিত নগরের সংখ্যাও তদ্রূপ সমধিক হইবে)। ডাইওনিসস্ তাঁহার ধাত্রী নিসার নামানুসারে এই নগরকে নিসা, ও জনপদকে নিসিয়া নামাস্তরিত করিয়াছিলেন, এবং জিয়াসের উরু হইতে উদ্ধৃত বলিয়া নিকটবর্তী পর্বতকে মেরস নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। তাঁহারই সময় হইতে আমরা নিসায় বাস করিতেছি এবং স্বকীয় ব্যবস্থাদ্বারা পরিচালিত হইতেছি। ডাইওনিসস্ যে এই নগরের প্রতিষ্ঠাতা তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমরা বলিতেছি যে দ্রাক্কালতা ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল আমাদের এই স্থানেই জন্মে—অন্যস্থানে জন্মে না (৩)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিসিয়ান্দেব স্বায়ত্তশাসন—আলেকজান্দারের

মেরসপর্বতে গমন

আলেকজান্দার এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। ডাইওনিসস্ সংক্রান্ত বিবরণে যাহাতে সকলে আস্থা স্থাপন করে, তজ্জন্ত তিনি ইচ্ছুক ছিলেন; তিনি স্বয়ং সেই দেবতা-প্রতিষ্ঠিত স্থানে আগমন করিয়াছেন এবং তাঁহা অপেক্ষাও অধিক দূর অগ্রসর হইবার অভিলাষী ছিলেন। তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, ডাইওনিসসের কার্যাবলীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি ইচ্ছুক, এ সংবাদে

(৩) প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষের অন্য দুই এক স্থানেও দ্রাক্কালতা জন্মে।

মাসিদোনিয়ানগণ তাঁহার সহিত অগ্রসর হইতে অনিচ্ছুক হইবে না। এই জন্তই তিনি নিসিয়াবাসীদেরকে স্বাধীন ও তাহাদিগের স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখিলেন এবং তিনি তাহাদিগের শাসনতন্ত্র অবগত হইয়া উহার প্রশংসা করিলেন। অধিকন্তু, তিনি তাঁহার সহিত তাহাদের তিনশত অশ্বারোহী (১) ও শাসন-সমিতি হইতে একশত নির্বাচিত ব্যক্তি প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি আকোফিস্কে নিসিয়া প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকেই এই নির্বাচন করিতে আদেশ করিলেন। কথিত আছে যে, আকোফিস্ হইয়া শ্রবণ করিয়া হাস্য করিলে, আলেকজান্দার তাঁহার হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে আকোফিস্ নিবেদন করিলেন—

“হে রাজন্! একটা নগর হইতে তাহার একশত নাগরিক নির্বাচিত হইলে তাহা কি প্রকারে সুশাসিত হইতে পারে? যদি নিসিয়াবাসীদের মঙ্গল আপনার বাঞ্ছনীয় হয়, তাহা হইলে আপনি তিনশত অশ্বারোহী অথবা আরও অধিক অশ্বারোহী গ্রহণ করুন। একশত উপযুক্ত অধিবাসী অপেক্ষা আপনি দুইশত অনুপযুক্ত নাগরিক গ্রহণ করুন; তাহা হইলে আপনি নগরকে এক্ষণে যেরূপ সুশাসিত দেখিতেছেন প্রত্যাগমন কালেও সেইরূপ সুশাসিত দেখিবেন।” এই প্রকারে তিনি আলেকজান্দারকে সন্তুষ্ট করিলেন এবং তিনি কেবল একশত অশ্বারোহী চাহিলেন—একশত নাগরিক বা তাহাদের স্থলাভিষিক্ত অস্ত্র কাহাকেও লইলেন না। কিন্তু, তিনি আকোফিস্কে নিজ পুত্র ও ভাগিনেয়সহ তাঁহার অনুগমন করিতে অনুরোধ করিলেন।

(১) এই অশ্বারোহী সৈন্য এই সময় হইতে ৩২৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের অক্টোবর মাস পর্যন্ত আলেকজান্দারের সহগামী হইয়াছিল।

নিসিয়াবাসিগণ-কথিত, ডাইওনিসসের স্মৃতিচিহ্নগুলি দেখিবার জ্ঞাত আলেকজান্দার অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন। কথিত আছে, যে তিনি শরীররক্ষী অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যসহ মেরোস্ পর্বতে গমন করিয়া তথায় আইভি, লরেল ও ছায়াপ্রদানকারী বৃক্ষ ও শিকারপূর্ণ যুগয়াভূমি দেখিতে পাইলেন। মাসিদোনিয়ান্গণ আইভি দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইল এবং আইভির মালা গাঁথিয়া ও ডাইওনিসসের স্মৃতিপূর্ণ গীত গাহিয়া ঐ দেবতার সাহায্য প্রার্থনা করিল (২)। কথিত আছে যে, আলেকজান্দার তথায় ডাইওনিসসের পূজা করিয়া বন্ধুবর্গের সহিত ভোজন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ ইহাও বলে যে তাঁহার অনেক উচ্চপদস্থ মাসিদোনিয় কর্মচারী ডাইওনিসসের নিকট প্রার্থনাকালে আইভির মুকুট পরিধান করিয়া উক্ত দেবতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে গীত গাহিয়া প্রমোদে মত্ত হইয়াছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

হিরাক্লিস্ ও ডাইওনিসস্ সম্বন্ধে ইরাটস্‌থিনিসের মত

—আলেকজান্দারের সিন্ধুউত্তীর্ণ হওন

যিনি এই গল্পগুলি শ্রবণ করেন, তিনি স্বেচ্ছানুসারে ইহা গ্রহণ বা অগ্রাহ্য করিতে পারেন। আমি স্বয়ং ইরাটস্‌থিনিসের সহিত একমত হইতে পারি না। তিনি বলেন যে, মাসিদোনিয়ান্গণ আলেকজান্দারের কার্যাবলী সংক্রান্ত এই ঘটনাগুলি আলেকজান্দারের

(২) ডাইওনিসসের বিভিন্ন নাম—ব্যাকাস্, লিয়েস্, লেনেস্, ইন্ডিয়স্, ব্রোসিয়স্। রোমকগণ ইঁহাকে লাইবার নামেও অভিহিত করিত।

অহঙ্কার বৃদ্ধির জগৎ দেবতাসম্বন্ধীয় রূপে পরিবর্তিত গল্প ও অতিরঞ্জিত করিয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইরাটস্থিনিম্ বলিয়াছেন যে, মাসিদোনিয়ানগণ পারোপামিসাদাইদের মধ্যে একটি গুহা দেখিয়া এবং ঐ সংক্রান্ত স্থানীয় কোন কিংবদন্তী অবগত হইয়া অথবা নিজেরাই কোন কিংবদন্তী সৃষ্টি করিয়া এরূপ প্রচার করিল যে, এই গুহায় প্রমিথিয়াস্ নিশ্চয়ই বন্দীভূত (১) হইয়াছিলেন এবং যতদিন হিরাক্লিস্ ঈগলকে বিনষ্ট করিবা প্রমিথিয়াস্কে বন্ধনমুক্ত না করেন ততদিন ঈগল পক্ষী তাঁহার দেহের সারাংশ নষ্ট করিতে এইস্থানে আসিত। পুনশ্চ তিনি বলেন যে, মাসিদোনিয়ানগণ পণ্টাস্ হইতে পৃথিবীর পূর্বসীমা পর্যন্ত ককেসস্ পর্বতের এবং ভারতবর্ষের সন্নিকটস্থ পারোপামিসাদাইয়ের নাম পরিবর্তন করেন—উদ্দেশ্য এই যে আলেকজান্দার ককেসাস্ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং এই প্রকারে তাঁহার গৌরববৃদ্ধি হইবে। তিনি আরও বলেন যে, ভারতবর্ষের ষণ্ডগুলিতে গদাচিহ্ন অঙ্কিত দেখিয়া হিরাক্লিস্ ভারতবর্ষ পর্যন্ত

(১) সমসাময়িক ভারত, প্রথম খণ্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। আরিয়ান ইণ্ডিকার লিখিয়াছেন “গ্রীকগণ পারোপামিসাদাইদের রাজ্যে একটি গুহা দেখিতে পাইয়া, এই গুহাতেই প্রমিথিয়াস্ বন্দী হইয়াছিলেন স্থির করিল।” এন্ট্ বলিয়াছেন সোয়াট নদীতীরস্থ চিরিকট হইতে ৩৪ মাইল দূরবর্তী দৈত্যকালী নামক একটি স্থান আছে। প্রবাদ এই যে, এই স্থান দৈত্য দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছিল। নিকটবর্তী পর্বতে একটি বৃহৎ গুহা দৃষ্ট হয় এবং সম্ভবতঃ, আলেকজান্দারের সৈন্যগণ এই গুহাকেই প্রমিথিয়াস্ সংক্রান্ত গুহা বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিল।

আলেকজান্দারের সময়ে ককেসাস্ পর্বতকেই পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত বলিয়া পরিগণিত করা হইত এবং তজ্জন্ম এই পর্বত উত্তীর্ণ হওয়া বিশেষ গৌরবজনক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

অগ্রসর হইয়াছিলেন, মাসিদোনিয়ান্গণ এইরূপ মনে করিয়াছিল। ডাইওনিসস্ সঙ্কীয় বৃত্তান্তে ইরাটস্থিনিস্ আস্থাস্থাপন করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃপক্ষে এইগুলি বিশ্বাসযোগ্য কি না তাহা আমি বলিতে পারি না এবং সেই জন্ত এগুলি সঙ্ক্ষে কোন মতামত আমি প্রকাশ করিব না।

আলেকজান্দার সিন্ধুতীরে উপনীত হইয়া হিফেষ্টিয়ন্ কর্তৃক নির্মিত সেতু ও দ্বাত্রিংশৎ ক্ষেপণী সংযুক্ত দুইখানি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক গুলি নৌকা দেখিতে পাইলেন। তিনি তাক্সিলীস (২) প্রেরিত উপহার—দুইশত ট্যালেন্ট রোপ্য, তিনসহস্র ষণ্ড, দশসহস্র বা ততোধিক মেষ ও ত্রিশটি হস্তী—দেখিতে পাইলেন। উক্ত অধিনায়ক তাঁহার সাহায্যার্থ সাতশত অশ্বারোহীও প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সকল অশ্বারোহীই সংবাদ আনয়ন করিয়াছিল যে সিন্ধু ও হাইডাস্পিস্ মধ্যবর্তী সর্কাপেক্সা বৃহৎ নগর-স্বামী তাক্সিলীস তাঁহার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন। আলেকজান্দার নিজ প্রিয় দেবতাগণের পূজা করিলেন এবং নদীতীরে বলপরীক্ষা ও অগ্ন্যাগ্ন ক্রীড়াদ্বারা সৈন্যগণকে পরিতৃপ্ত করিলেন। পূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়াতে আলেকজান্দার বুঝিতে পারিলেন যে নদী উত্তরণ কার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে।

(২) তক্ষশিলার তৎকালীন নরপতির প্রকৃত নাম অস্তি। তক্ষশিলাধিপতি এই সময়ে নিকটবর্তী জনপদ সমূহের সহিত বিরোধে ব্যাপৃত থাকায় গ্রীকদের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি অভিসার-নরপতি এবং পোরস উভয়ের সঙ্গেই যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

সিন্ধু ও ভারতীয় অধিবাসিগণ সম্বন্ধে বর্ণনা

ভারতীয় অত্র নদী গঙ্গা ব্যতীত সিন্ধুই ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা বৃহত্তী নদী ; পারোপামিসস্ বা ককেসাস্ পর্বতের অপর পার্শ্ব হইতে (১) এই নদী উদ্ভূত হইয়াছে ; ইহা ভারতবর্ষের দক্ষিণস্থ মহাসমুদ্রের সহিত সম্মিলিতা হইয়াছে ; ইষ্টার নদীর ন্যায় ইহার দুইটী মুখ আছে এবং এই উভয় মুখেই নিম্ন ভূমিপূর্ণ অনেক ধারা আছে ; মিশরের বদ্বীপের ন্যায় ইহারও একটী বদ্বীপ আছে এবং ভারতীয় ভাষায় এই বদ্বীপকে পাতাল (২) বলা হয় । সিন্ধু সম্বন্ধে আমার ইহাই বক্তব্য, কারণ এই সকল কথা প্রতিবাদ করা যায় না । হাইডাসপিস্, আকিসাইন্ ও হাইড্রাওটীস্ এবং হাইফাসিস্ এইগুলিও ভারতীয় নদী এবং এইগুলি এসিয়ার অন্যান্য নদী অপেক্ষা বৃহৎ হইলেও সিন্ধু যেরূপ গঙ্গা অপেক্ষা ক্ষুদ্র, সেইরূপ এইগুলিও সিন্ধু অপেক্ষা ক্ষুদ্র । বস্তুতঃপক্ষে কেহ যদি টীসীয়াসের কথা প্রত্যয়-যোগ্য বলিয়া মনে করেন, তবে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সিন্ধু যে স্থানে সর্বাপেক্ষা অল্প প্রশস্তা, তথায় ইহা ৪০ ষ্টাডিয়া এবং

(১) অন্যান্য প্রাচীন লেখকের স্থায় আরিয়ান্ সিন্ধুকে ককেসাস্ হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করিতেন । বর্তমানে সকলেই অবগত আছেন যে ইহা হিমালয় হইতে উদ্ভূত ।

(২) হাইড্রাবাদ ।

যে স্থানে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশস্তা তথায় ইহা একশত ষ্টাডিয়া (৩) এবং এই উভয় পরিমাণের মধ্যবর্তী পরিমাণকে সিন্ধুর সাধারণ বিস্তৃতি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

ভারতীয়দের দেশে প্রবেশ করিবার জন্ত আলেকজান্দার সৈন্যে প্রাতঃকালে সিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে আরম্ভ করিলেন। এই পুস্তকে ভারতীয়দের শাসনতন্ত্র, অথবা সেই দেশে কি কি আশ্চর্যজনক জন্তু বা মৎস্য অথবা সিন্ধু, হাইডাস্পিন্দু, গঙ্গা এবং অগ্নাণ্ড নদীতে কি কি জলজন্তু জন্মে তাহা আমি বর্ণনা করি নাই। স্বর্ণপ্রসূ পিপীলিকা, বা তাহাদের রক্ষক গ্রিফিন্ (৪) বা অগ্নাণ্ড আখ্যানও আমি বর্ণনা করি নাই। যাহা হউক, আলেকজান্দার ও তাঁহার সৈন্যগণ এই সকল আখ্যানের অলীকতা অনেকাংশে প্রমাণ করিয়াছেন। তবে এই সৈন্যগণের অনেকেই অনেক গল্প উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহারা প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে, অনেক ভারতীয় জাতির সুবর্ণ নাই এবং তাহারা বিলাসপ্রিয় ছিল না। ইহারা একরূপ দীর্ঘাকৃতি ছিল যে এসিয়ান একরূপ দীর্ঘাকৃতি ব্যক্তি আর ছিল না—দৈর্ঘ্যে ভারতবাসীরা পাঁচহস্ত বা প্রায় এইরূপ উচ্চ ছিল। ইথিওপিয়ান্গণ ব্যতীত তাহারা ভারতীয় অগ্নাণ্ড জাতি অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণের ছিল এবং তৎকালে এসিয়ান যে সকল জাতি বাস করিত তাহাদের অপেক্ষা ভারতীয়গণ অধিকতর যুদ্ধপটু ছিল। ভারতীয়গণ এবং প্রাচীন পারসীকগণের (যাহারা

(৩) আরিয়ানের এই উক্তি অতিরঞ্জিত।

(৪) সমসাময়িক ভারত, প্রথম খণ্ড, ২০ পৃষ্ঠা (হেরডটসের উক্তি), ৬২ পৃষ্ঠা (ষ্ট্রাবোর বর্ণনা), এবং দ্বিতীয় খণ্ড (মেগস্থেনিসের উক্তি) ১৩১ পৃষ্ঠা স্রষ্টব্য।

কামবাইসীস্-পুত্র সাইরাসের অধীনে মীডস্গণকে পরাভূত করিয়া এসিয়ার প্রাধাণ্যলাভ করিয়াছিল এবং পরাজয় ও অগ্রাণ্য প্রকারে অগ্রাণ্যদেশ স্বাধিকারভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল) মধ্যে আমি কোনরূপ তুলনা করিতে পারি না; কারণ, প্রাচীন পারসীকগণ দরিদ্র ও অসমান জনপদের অধীশ্বর ছিল এবং তাহাদের শাসনতন্ত্র ও ব্যবহার স্পার্টাবাসীদের গ্রায় ছিল। পারসীকগণ কি প্রকারে সিথিয়ানদের দেশে পরাভূত হইয়াছিল তাহাও আমি অনুমান করিতে পারি না; যে দেশে তাহারা চালিত হইয়াছিল সেই দেশের জগু, অথবা সাইরাসের কোন দোষের জগু অথবা সিথিয়ান্গণ অপেক্ষা পারসীকগণ হীনবীর্য ছিল বলিয়া কিনা, তাহাও আমি বলিতে পারি না। (৫)

পঞ্চম অধ্যায়

এসিয়ার পর্বত ও নদী

অগ্র পুস্তকে (১) আমি ভারতবাসী সম্বন্ধে আলোচনা করিব এবং সেই পুস্তকে আলেকজান্দারের সহযাত্রী নিয়ার্কাস লিখিত

(৫) পারসীকগণ সর্বত্রই পারসীস্ নামক ক্ষুদ্র প্রদেশের অধিবাসী ছিল। পরবর্তী কালে তাহারা ভূমধ্যসাগর হইতে জাক্জারটীস্ ও সিন্ধু পর্যন্ত ভূভাগের অধীশ্বর হইয়াছিল।

কথিত আছে যে পারসীক নৃপতি সাইরাস্ সিথিয়া অভিযানে পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন। কিন্তু সকল ঐতিহাসিক এই মত গ্রহণ করেন না।

(১) “ইণ্ডিকা”—সমসাময়িক ভারত, তৃতীয় খণ্ডই আরিয়ানের অন্যতম পুস্তক।

বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করিব। মেগস্থেনিস ও ইরাটস্থিনিস এই দুইজন বিশ্বাসযোগ্য লেখকের বৃত্তান্তও ঐ সঙ্গে যোগ করিব। আমি ভারতবাসীদের আচার ব্যবহার, তাহাদের দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদি এবং নিয়ার্কাসের জলযাত্রার বিবরণও প্রদান করিব। ইতোমধ্যে, আলেকজান্দারের অভিযান সংক্রান্ত বিবরণ যাহাতে সহজে প্রণিধান করা যাইতে পারে তাহাই বর্ণনা করিলে যথেষ্ট হইবে। তরাস পর্বতই ইউরোপ হইতে এসিয়াকে বিভিন্ন করিয়াছে; সামস্ দ্বীপের অপর পার্শ্ববর্তী মাইকেলী (২) হইতে এসিয়া আরম্ভ হইয়াছে। পরে, প্যামফিলিয়া ও সাইলিসিয়াবাসীদের দেশের সীমা নির্দেশ করিয়া ইহা আর্মেনিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। আর্মেনিয়া হইতে মিডিয়া এবং তথা হইতে পার্থিয়ান্ ও খোরাসসিমানদের দেশ হইয়া ইহা বাকট্রিয়ার সহিত পারোপামিসম্কে একত্র করিয়াছে। এই পারোপামিসম্কেই আলেকজান্দারের সৈন্যগণ তাঁহার কীর্তিকথা অতিরঞ্জিত করিবার জন্ত ককেসাম্ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে—উদ্দেশ্য তাহা হইলে তিনি তাঁহার প্রতাপ ককেসাম্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, লোকে এইরূপ মনে করিবে। ইহাও সম্ভবপর যে, এই পর্বত সিথিয়ার ককেসাম্ পর্বতেরই অংশবিশেষ। এই জন্তই আমি ইতঃপূর্বে কয়েকস্থলে ইহাকে ককেসাম্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি এবং ভবিষ্যতেও ঐরূপ করিব। এই ককেসাম্ পর্বত পূর্বদিকে ভারতসমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এইজন্তই এসিয়ার বৃহৎ নদীগুলি তরাস বা ককেসাম্ পর্বত হইতে উদ্ভূত হইয়া কতকগুলি

(২) এই স্থানে ৪৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে গ্রীকগণ পারসীকদিগকে নৌযুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিল।

উত্তর দিকে ও অণ্ডুলি দক্ষিণাভিমুখিনী হইয়াছে। উত্তরাভিমুখিনী গুলি মাইওটীক হ্রদে (৩) বা পূর্বমহাসাগরের অন্তর্গত হিরকেনিয়ান সাগরে পতিতা হইয়াছে। অণ্ডুলি, যথা ইউফ্রেটীস্, টাইগ্রীস্, সিন্ধু, হাইডাস্পিস্, আকিসাইন্, হাইড্রাওটীস, ও হাইফাসিস্ এবং এই সকল নদী ও গঙ্গার মধ্যবর্তী নদীগুলি দক্ষিণাভিমুখিনী হইয়াছে। এই সকল হয় সমুদ্রের সহিত বা জলাভূমির সহিত সম্মিলিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতবর্ষের অবস্থান ও সীমা এবং ইহার

সমতলক্ষেত্রের আকৃতি

কেহ যদি এরূপ মনে করেন যে, এসিয়া পূর্ব-পশ্চিমে তরাস এবং ককেশাস্ পর্বত দ্বারা বিভক্ত, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে এসিয়া তরাস পর্বত দ্বারা ই দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে—এক ভাগ দক্ষিণদিকে ও অণ্ড ভাগ উত্তর দিকে বিস্তৃত। দক্ষিণাংশ চারিভাগে বিভক্ত। ইরাটস্‌থিনিসের মতে এই চারিভাগের মধ্যে ভারতবর্ষই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। যে মেগস্থেনিস্ (১) আরাথোসিয়ার

(৩) বর্তমান আরলহুদ নামে কথিত। প্রাচীনগণের এই সম্বন্ধে সঠিক ধারণা ছিল না। হিরকেনিয়ান অর্থাৎ কান্দিয়ান সাগর।

(১) সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক দূত। সমসাময়িক ভারত, দ্বিতীয় খণ্ডে ইহারই বর্ণনা স্থান পাইয়াছে।

ক্ষত্রপ গিবুরটিয়সের সহিত বাস করিতেন ও সর্বদা ভারতীয়দিগের নরপতি সাক্রাকোটসের নিকটও গমন (২) করিতেন, তাঁহারও এই মত। তাঁহারা বলেন যে ইউফ্রেটীস্ নদীকর্তৃক সীমাবদ্ধ অংশই সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র—এই অংশ ইউফ্রেটীস্ দ্বারা বিস্তৃত। এই নদী ও সিন্ধুর মধ্যবর্তী দুইভাগ একত্রীভূত করিলেও ভারতবর্ষের সহিত তুলিত হইতে পারে না। তাঁহারা আরও বলেন যে, ভারতবর্ষ পূর্বে এবং দক্ষিণে মহাসাগর দ্বারা বেষ্টিত; ইহার উত্তরে ককেশাস্ পর্বত (যাহা তরাস পর্বতের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে) এবং পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধুনদ ইহাকে অন্তর্দেশ হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভাগ সমতলক্ষেত্র এবং তাঁহারা অনুমান করেন যে অন্তর্দেশে যেরূপ সমুদ্র হইতে অনতিদূরে অবস্থিত সমতলক্ষেত্র গুলি তাহাদের নদী দ্বারা গঠিত হইয়াছে এই সমতলক্ষেত্রও সেইরূপ নদীসমূহের পলিদ্বারা গঠিত হইয়াছে। এইজন্যই পূর্বে নদীর নামানুসারে এই সকল দেশের নামকরণ হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ এমিয়া মহাদেশে হার্মস্ নদী দ্বারা সংগঠিত সমতলক্ষেত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে। লিডিয়া প্রদেশস্থ কাইসট্রস্ নদীর নামানুসারে কৈইসট্রস্ সমতলক্ষেত্র, কিসিয়ার কৈকস্, কারিয়ার মৈয়ান্দ্রস্ও উল্লিখিত হইতে পারে। মিশর দেশ সম্বন্ধেও দুইজন ঐতিহাসিক—হেরডটস্ এবং মিশরের ইতিহাস প্রণেতা হেকেটেয়স্—(অথবা যিনি এই পুস্তক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন) উভয়েই লিখিয়াছেন যে নীলনদ হইতেই মিশর উদ্ভূত হইয়াছে এবং হেরডটস্ এই সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রদান করিয়াছেন। সম্ভবতঃ নদের নাম হইতে দেশেরও নাম হইয়াছে।

(২) সমসাময়িক ভারত, দ্বিতীয় খণ্ড, ২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কারণ অধুনা মিশরবাসী ও অগ্ৰাণ্ড সকলে যে নদকে নীলনদ বলিয়া অভিহিত করে, তাহা পূর্বে “এইজিপটস্” (৩) নামে অভিহিত হইত। প্রমাণ স্বরূপ হোমর (৪) লিখিয়াছেন যে মেনেলস্ এই-জিপটস্ নদমুখে তাঁহার রণতরী নোঙর করিয়াছিলেন। আমরা যে সকল নদীর উল্লেখ করিয়াছি এবং যাহা আকারে অনতিবৃহৎ তাহাদের প্রত্যেকটাই যদি সমুদ্রের সহিত সম্মিলিত হইবার পথে এক একটী সমতলক্ষেত্র নির্মাণ করিতে পারে, তাহা হইলে ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই যে ভারতীয় নদীসমূহের পলিদ্বারাই ভারতবর্ষ সংঘটিত হইয়াছে (৫)। পূর্বোল্লিখিত হান্সস, কৈয়স্‌থ্রুস, কৈকস, মৈয়ানদ্রস্ এবং এসিয়ার অগ্ৰাণ্ড নদী একত্রীভূত হইলেও ভারতীয় যে কোন নদীর সহিত তুল্য হইতে পারে না—সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী গঙ্গার ত কথাই নাই; কারণ মিশরের নীল বা ইউরোপের দানিয়ুবকে ও মুহূর্তের জগ্ৰ গঙ্গার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে না।

(৩) “Aigyptos” হইতে বর্তমান ইংরাজী নাম “Egypt” ইজিপ্ট।

(৪) অদিসি, ৪।৪৭৭, ৫৮১ দ্রষ্টব্য। মেনেলস্—ট্রোজান্ যুদ্ধে গ্রীকদিগের নেতা।

(৫) বিজ্ঞানও এইই সাক্ষ্য দিয়া থাকে। স্মার উইলিয়াম হাণ্টার তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন “In order to understand the Indian plains we must have a clear idea of the part played by these great rivers ; for the rivers first create the land, then fertilize it, and finally distribute its produce.” (Brief History of the Indian People.) অর্থাৎ ভারতীয় সমতলক্ষেত্রগুলির বিষয় বিবেচনা করিতে হইলে ভারতীয় নদনদীর ক্রিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। নদ নদীই ভূমি নির্মাণ করিয়াছে, উর্বর করিয়াছে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের পরিচালনা করিতেছে।

অধিক কি এই সকল নদীর জল একত্রীভূত করিলেও সিন্ধুর তুল্য হইতে পারে না। এই সিন্ধু উৎসমুখেই প্রচুর জলপূর্ণ এবং এসিয়ার প্রত্যেক নদী হইতে বৃহৎ পঞ্চদশটি (৬) শাখার সহিত সম্মিলিত হইয়া নিজ নাম সংরক্ষণ করিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমি যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতে হইবে। অন্যান্য বিষয় আমি ভারতবর্ষ বর্ণনা কালে লিপিবদ্ধ করিব।

সপ্তম অধ্যায়

সেতুনির্মাণ

আলেকজান্দার কি প্রকারে সিন্ধুর উপরে সেতুনির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা অরিষ্টবোলস্ বা টলেমৌ (আমি যাঁহাদের বর্ণনার উপরেই অধিক নির্ভর করিতেছি) কেহই উল্লেখ করেন নাই; আমি ইহাও নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না যে, জারাক্সিস্ যেরূপ হেলসপণ্টে, বা দারিয়াম্ যেরূপ বস্ফরসে নোসেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন, আলেকজান্দারও সেইরূপ নোসেতু বা সাধারণ সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন। তবে আমি অনুমান করি যে আলেকজান্দার নোসেতুই নির্মাণ করিয়াছিলেন। নদীর গভীরতার জন্য সাধারণ প্রকারের সেতুনির্মাণ এবং ঐরূপ বিরাট ও কঠিন কার্য্য অত স্বল্প সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভবপর ছিল না। যদি নোসেতুই নির্মিত হইয়া থাকে তবে রজ্জু-

(৬) আরিয়ান ইণ্ডিকার চতুর্থ অধ্যায়ে ইহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। সমসাময়িক ভারত তৃতীয় খণ্ড, ১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ঘারা নৌকাগুলি বন্ধন করিয়া ও তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া নোঙর করিয়া রাখা (হেলসপণ্টের বা রোমকগণ কর্তৃক ইষ্ট্রিস বা কেণ্টিক রাইনের নৌসেতুগুলি (১) যে ভাবে নির্মিত হইয়াছিল) হইয়াছিল কিনা তাহাও আমি স্থির করিতে পারি না। আমি যতদূর অবগত আছি তাহাতে রোমকগণ নৌসেতু নির্মাণই অধিকতর সুবিধাজনক মনে করিত এবং তজ্জন্ম আমি এই স্থানে এই নৌসেতু কি প্রকারে প্রস্তুত হয় তাহার বর্ণনা প্রদান করিতেছি।

পূর্ব নির্দ্ধারিত সঙ্কেতানুসারে নৌকাগুলিকে নোঙর হইতে মুক্ত করিয়া ও উহাদিগের পশ্চাদ্ভাগ সম্মুখে রাখিয়া নদীর স্রোতের দিকে লইয়া যাওয়া হয়। নদীর স্রোতই উহাদিগকে অগ্রগামী করিয়া লয় কিন্তু একখানি ক্ষুদ্র নৌকা ঐ সকল নৌকার পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া উহাদের গতি সম্বরণ করিয়া নির্দ্ধারিত স্থানে পৌছাইয়া দেয়। অতঃপর প্রস্তুত পূর্ণ পেটিকা সকল নৌকার মুখ হইতে জলগর্ভে নামাইয়া দেওয়া হয়। একখানি নৌকা ঠিক করা হইলেই অগ্র একখানি নৌকা ঐ প্রকারে ঠিক করা হয়। উহার উপর তখন কাষ্ঠখণ্ড স্থাপন করা হয় এবং অগ্র কাষ্ঠখণ্ড আড়ভাবে স্থাপন করিয়া উহাদিগকে বন্ধন করা হয়। এই প্রকারে প্রয়োজনীয় নৌকাগুলি স্থাপন করিয়া একত্রে বন্ধন করা হয়। অশ্ব ও ভারবাহী পশুর গমনাগমনের জন্ম উভয় কুল ব্যাপী রেলিং স্থাপন করা হয়। এই রেলিংগুলি উভয়কূলের সহিত নৌকাগুলিকে সুদৃঢ়ভাবে রাখে। স্বল্প সময়েই এই কার্য সমাধা হয়। কার্যকালে গোলমাল হইলেও নিয়মানুবর্তিতা সঙ্ঘন্ধে কোনই গোলযোগ হয় না।

(১) জুলিয়াস সীজার এই সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন।

প্রত্যেক নৌকাতেই পরিদর্শকগণের উৎসাহসূচক বাক্য ও নিন্দার শব্দে আদেশ প্রতিপালনের বা কার্য শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন হইবার কোনই অন্তরায় হয় নাই।

অষ্টম অধ্যায়

আলেকজান্দারের তক্ষশিলায় (১) আগমন

—হাইড্রাস্পিসাভিমুখে অগ্রসর (২)

রোমকগণ প্রাচীনকাল হইতে পূর্বোক্ত প্রথা অবলম্বন করিয়া আসিতেছে, কিন্তু আলেকজান্দার কি প্রকারে সিন্ধুর উপরে সেতু-

(১) রাউলপিণ্ডির উত্তর-পশ্চিমে এবং হাসান আলের দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত ষাটশ বর্গমাইল পরিমিত স্থান লইয়া যে ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহাই প্রাচীন তক্ষশিলা। তক্ষশিলা এককালে খ্যাতি প্রতিপত্তিতে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। সহস্র সহস্র বিদ্যার্থী এই স্থানে সমবেত হইয়া অধ্যয়ন করিতেন। কিছুদিন পূর্বে, প্রভুত্ব বিভাগের সুযোগ্য অধ্যক্ষ স্তার জন মার্শাল তক্ষশিলা সম্বন্ধে এক জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন। তক্ষশিলা খনন করা হইতেছে এবং খননে প্রাচীন ভারত সম্বন্ধীয় অনেক তথ্য প্রকাশিত হইবে আশা করা যায়। সমসাময়িক ভারত, নবম খণ্ডে ইহা আলোচিত হইবে।

আলেকজান্দারের অভিযানকালে তক্ষশিলা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। তক্ষশিলারাজ্য অস্তি আলেকজান্দারকে প্রচুর উপহার এবং আলেকজান্দার ও তাঁহার সেনাপতিবর্গকে সুবর্ণ-মুকুট প্রদান করেন। আলেকজান্দারও প্রত্যাগমনের স্বরূপ সহস্র ট্যালেন্ট রৌপ্য, সুবর্ণ ও রৌপ্য পাত্র এবং ত্রিশটি বহুমূল্য ও সুসজ্জিত অশ্ব প্রদান করেন। বিদেশীকে এই প্রকার উপহার প্রদানে আলেকজান্দারের কর্মচারিবর্গ অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন।

(২) বর্তমান কিলাম বা বিতস্তা। টলেমী ইহাকে বিদাসপিস্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বেদে বিতস্তার উল্লেখ আছে।

নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা আমি বলিতে অক্ষম; তাঁহার সৈন্তা-
ধ্যক্ষগণও এবিষয়ে নীরব। কিন্তু, আমি বিবেচনা করি যে
পূর্বোক্ত উপায়েই ঐ সেতু নির্মিত হইয়াছিল, অথবা ইহা যদি
অন্যভাবেই নির্মিত হইয়া থাকে, তাহাতেও কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি
নাই।

আলেকজান্দার সিন্ধুর অপর পারে উপনীত হইয়া পুনর্বার
দেবতর্চনা করিলেন। পরে তিনি অগ্রসর হইয়া তক্ষশিলা নামক
বৃহৎ ও সমৃদ্ধিশালী নগরে উপনীত হইলেন। সিন্ধু ও হাইডাস্পিসের
মধ্যবর্তী প্রদেশের মধ্যে এই নগরই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। নগরের
শাসনকর্তা তাক্সিলীস এবং নগরবাসী ভারতীয়গণ তাঁহাকে বন্ধুভাবে
অভ্যর্থনা করিল; তজ্জন্তু আলেকজান্দার তাঁহাদের অনুরোধানু-
যায়ী নিকটবর্তী জনপদ তাঁহাদের রাজ্যভুক্ত করিলেন। তক্ষশিলায়
অবস্থানকালে পার্শ্ববর্তী প্রদেশের নরপতি অভিসারিস্ তাঁহার নিকট
এক দৌত্যবাহিনী প্রেরণ করিলেন। রাজভ্রাতা ও অগ্রাণ্ড সন্তান
ব্যক্তি এই দৌত্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ঐ প্রদেশের অধিনায়ক
দোক্সারিস্ও দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং এই দূতও অগ্রাণ্ডের
শ্রায় উপহার আনয়ন করিয়াছিলেন। তক্ষশিলাতেও আলেকজান্দার
দেবতর্চনা ও ব্যায়ামাদির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি ফিলিপ্কে
ঐ জেলার ক্ষত্রপ পদে নিযুক্ত করিয়া ও তক্ষশিলায় কিছু সৈন্ত ও
অসমর্থ সৈন্তদিগকে রাখিয়া তিনি হাইডাস্পিসের দিকে অগ্রসর
হইলেন। তিনি অবগত হইয়াছিলেন যে, পোরস্ সসৈন্তে ঐ নদীর
অপরপার্শ্বে তাঁহার গতিরোধার্থ অথবা নদীপার হইবার কালে তাঁহাকে
আক্রমণার্থ প্রস্তুত রহিয়াছেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া সিন্ধু
উত্তীর্ণ হইবার কালে যে সকল নৌকা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা

খণ্ডাকারে হাইডাস্‌পিস্‌ তীরে আনয়নের জন্তু আলেকজান্দার পোলেমোক্রেটীস্‌-পুত্র কৈনস্‌কে প্রেরণ করিলেন।

এই আদেশানুযায়ী ক্ষুদ্রাকারের তরীগুলি দ্বিখণ্ডিত এবং দীর্ঘাকারের নৌকাগুলি ত্রিখণ্ডিত করিয়া শকটোপরি হাইডাস্‌পিস্‌ তীরে আনীত হইল। ঐস্থানে নৌকাগুলি পুনর্নির্মিত হইল এবং নদীর উপরে ঐ গুলি স্থাপিত হইল। আলেকজান্দার তখন স্বীয় সৈন্যাবলী এবং তাক্সিলীস ও ঐ দেশীয় অধিনায়ক পরিচালিত পঞ্চসহস্র সৈন্যসহ হাইডাস্‌পিসাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। (৩)

নবম অধ্যায়

হাইডাস্‌পিস্‌ তীরে পোরস্‌

আলেকজান্দার নদীতীরে (১) শিবিরসন্নিবেশ করিলেন। পোরস্‌ অপর তীরে সসৈন্তে এবং হস্তিসমূহে পরিবেষ্টিত ছিলেন। আলেকজান্দার ঠিক যেস্থানে শিবির-সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, পোরস্‌ স্বয়ং তাহার বিপরীত দিকে থাকিয়া, নদীর অপর সকল স্থান রক্ষা করিবার জন্তু সেনানীদের অধীনে সৈন্যসংস্থাপন করিলেন। তিনি মাসিদোনিয়ানদের নদী উত্তরণে বাধাপ্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। আলেকজান্দার ইহা দেখিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে

(৩) এশিয়া, ৩২৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আলেকজান্দার বিতস্তাতীরে উপনীত হইয়াছিলেন।

(১) মে, ৩২৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

নিজ সৈন্য চালিত করিতে লাগিলেন—উদ্দেশ্য এই যে তাহা হইলে পোরস্ তাঁহার অভিসন্ধি অবগত হইতে পারিবেন না। এই উদ্দেশ্যে তিনি স্বীয় সৈন্যকে অনেকাংশে বিভক্ত করিলেন এবং স্বয়ং বিভিন্ন দিকে সৈন্য পরিচালনা করিয়া শত্রুর দেশ ধ্বংস বা কোন্ স্থানে মহা নদী উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন তাহা স্থির করিতে লাগিলেন। শীতঋতুতে নদীর জল হ্রাস পাইলে তিনি নদী উত্তীর্ণ হইবেন, সঙ্গে সঙ্গে পোরসের এই বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য নানাস্থান হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া শিবিরে রক্ষা করিতে লাগিলেন। নৌকাগুলি নদীর একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনাগমন করিতেছিল, চন্দ্রপেটিকাগুলি শস্তপূর্ণ হইতেছিল এবং হাইডাস্পিস্‌তীর অশ্বারোহী ও পদাতিকসৈন্যে পূর্ণ হইয়াছিল। এই সকল কারণে পোরস্ একস্থানে সৈন্য একত্রীভূত করিতে পারিতেছিলেন না। বিশেষতঃ, এই সময়ে ভারতীয় নদীগুলি আবিল জলপূর্ণ ও দ্রুতবেগে প্রবাহিত হইতেছিল। এই সময়ে প্রচুর বারিবর্ষণে ভারতবর্ষ প্লাবিত হয় এবং ককেশাস্ পর্বতের তুষার দ্রবীভূত হইয়া নদীগুলির জলবৃদ্ধি করে। শীতঋতুতে নদীর জল হ্রাস হইয়া জল পরিষ্কার হয় এবং সিন্ধু, গঙ্গা ও হ্রত দুই একটী নদী ব্যতীত অপরগুলি উত্তরণ-যোগ্য হয়। অন্ততঃপক্ষে শীতঋতুতে হাইডাস্পিস্ উত্তীর্ণ হওয়া যায় (২)।

(২) হাইডাস্পিসের যুদ্ধ সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাদটীকা না দিয়া একসঙ্গে এক টীকায় আবশ্যকীয় বিষয়গুলি পর্যালোচনার প্রয়াস পাইয়াছি।

দশম অধ্যায়

পোরস্কে প্রতারণা করিবার জন্য

আলেকজান্দারের ছলনা

উল্লিখিত কারণে আলেকজান্দার প্রকাশে ঘোষণা করিলেন যে গতিরোধ হইলে তিনি সেইস্থানেই অবস্থান করিবেন ; কিন্তু, তিনি গোপনে পূর্বের ঠায় অনুসন্ধানে ব্রতী থাকিলেন যে অলক্ষ্যে তিনি অপরপারে গমন করিতে পারেন কিনা। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে পোরস্ স্বয়ং যেস্থানে শিবিরসন্নিবেশ করিয়াছেন, সেই স্থানে নদী উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব। প্রথম কারণ এই যে পোরসের সহিত অনেক হস্তী ছিল এবং দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার সুসজ্জিত ও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত সৈন্য, মাসিদোনীয়গণকে অপরপারে পৌঁছিবামাত্র আক্রমণ করিত। তিনি আরও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার অশ্বগণ অপরপারে উপস্থিত হইলেই হস্তিদ্বারা আক্রান্ত হইবে এবং হস্তীর চীৎকারে ও দৃশ্যে অশ্ব সহজেই ভীত হইবে ; তিনি ইহাও বিবেচনা করিতে বিস্মৃত হন নাই যে উপকূলে পৌঁছিবারপূর্বেই হস্তী দেখিয়া বায়ুপূর্ণ চর্মপেটিকার উপরিস্থ অশ্বগুলি ভয়ে জলমধ্যে লক্ষ্যপ্রদান করিবে। এই সকল কারণে তিনি নিম্নোক্ত প্রকারে অলক্ষ্যে নদীপার হইতে মনঃস্থ করিলেন। রাত্রিকালে তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্যকে বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করিয়া তিনি তাহাদিগকে চীৎকার করিতে এবং তাহারা প্রকৃতপক্ষে নদীপারে উদ্ভূত হইয়াছে, এইরূপ ভান করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। পোরস্, হস্তিসহ এই শব্দ লক্ষ্য করিয়া

অগ্রসর হইতেন। আলেকজান্দার ক্রমে ক্রমে পোরস্কে তাঁহার সৈন্যাবলীসহ এইপ্রকার অগ্রসর হইতে অভ্যস্ত করিলেন। পুনঃপুনঃ এইরূপ করিবার পর পোরস্ আর তাঁহার সৈন্যসহ শিবির পরিত্যাগ করিতেন না কিন্তু নদীতীরে বিভিন্নস্থানে গুপ্তচর নিযুক্ত রাখিতেন। আলেকজান্দার এইপ্রকারে পোরসের সন্দেহ দমন করিয়া নিম্নোক্ত যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করিলেন।

একাদশ অধ্যায়

অলক্ষ্যে হাইডাস্‌পিস্ উত্তীর্ণ হইবার ব্যবস্থা

যেস্থানে হাইডাস্‌পিস্ বক্র হইয়াছিল, সেইস্থানে ঘনবৃক্ষসন্নিবিষ্ট একটা ভূখণ্ড ছিল। ইহারই সন্নিকটে নদীমধ্যে নির্জন দ্বীপ ছিল। এই দ্বীপ পূর্বোক্ত ভূখণ্ডের ঠিক সম্মুখীন এবং উভয়স্থানই বৃক্ষ সন্নিবিষ্ট দেখিয়া এবং তাঁহার নদীউত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা শত্রুর দৃষ্টিভূত হইবার সম্ভাবনা নাই জানিয়া আলেকজান্দার এই পথেই নদী উত্তীর্ণ হইতে মনস্থ করিলেন। শিবির হইতে এই উচ্চভূখণ্ড ও দ্বীপ দেড়শত ষ্টাডিয়া দূরবর্তী ছিল। কিন্তু, সমস্ত নদীকূলে তিনি নির্দ্ধারিত দূরত্বের ব্যবধানে প্রহরী রাখিয়াছিলেন; এই সকল প্রহরী একে অপরের দৃষ্টিগোচরীভূত ছিল এবং অনায়াসে সংবাদ প্রেরণ করিতে পারিত। অধিকন্তু, প্রত্যেক দিকেই কয়েকরাত্রিকাল আলোক প্রজ্বলিত থাকিত ও সৈন্যেরা চীৎকার করিত। কিন্তু, আলেকজান্দার যখন নদী উত্তীর্ণ হইতে মনস্থ করিলেন, তখন এই সংক্রান্ত আয়োজন প্রকাশ্যেই হইতে লাগিল। শিবিরে ক্রাটেরসের অধীনে, ক্রাটেরসের

অধীনস্থ অশ্বারোহী ও অন্যান্য অশ্বারোহীসৈন্য ব্যতীত আল্‌খেটাসের অধীন মাসিদোদিয়ান্-ফ্যালাংক্স ও ভারতীয় অধিনায়কগণের অধীন সৈন্যগণ ছিল। পোরস্ তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর না হইলে অথবা পোরস্ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতেছেন এই সংবাদ না পাইলে ক্রাটেরস্ যেন অগ্রসর হইবার উদ্যোগ না করেন, আলেকজান্দার ক্রাটেরস্কে এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। “কিন্তু, যদি পোরস্ তাঁহার সৈন্যের এক অংশ লইয়া আমার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন এবং অপর অংশ ও সাদীসৈন্য শিবিরে রাখিয়া দেন, তাহা হইলে তুমি এইস্থানেই থাকিও ; কিন্তু, পোরস্ যদি তাঁহার হস্তিসৈন্যসহ অগ্রসর হন, এবং তাঁহার সৈন্যের একাংশ শিবিরে থাকে, তবে তুমি যথাসম্ভব সত্বর নদী পার হইবে ; হস্তীর জন্তই অশ্ব অপরপারে পৌঁছিতে পারিবে না। অবশিষ্ট সৈন্য অনায়াসেই অপরপারে গমন করিতে পারিবে।”

দ্বাদশ অধ্যায়

আলেকজান্দারের হাইডাস্পিস্ উত্তীর্ণ হওন

ক্রাটেরস্কে আলেকজান্দার উল্লিখিত আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ; কিন্তু পরিত্যক্ত শিবির ও দ্বীপमध्ये মিলিয়াগর্, আটালস্ ও গর্জিয়াস্ বেতনভোগী অশ্বারোহী ও পদাতিকসহ অপর পারে গমন করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিজ কর্তৃত্বাধীনে লইবার জন্ত তিনি

শরীররক্ষী সৈন্ত, হিফেষ্টীয়ন্, পার্দিকাস্ এবং ডেমেট্রিয়সের অধীন অশ্বারোহী, বাকট্রিয়া, সগডিয়া ও সিথিয়া দেশীয় অশ্বারোহী, অশ্বারোহী তীরন্দাজ, পদাতিক সৈন্তের মধ্য হইতে তীরন্দাজ সৈন্ত, ক্লিটস্ ও কৈনসের অধীন সৈন্ত নির্বাচিত করিলেন এবং ইহাদের লইয়া অলক্ষ্যে নদীতীর হইতে কিছু দূরে থাকিয়া দ্বীপ ও ভূখণ্ডের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই দ্বীপ ও ভূখণ্ড হইতে তিনি নদী উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষ করিয়াছিলেন। তথায় রাত্ৰিতে চন্দ্রপেটিকাগুলি তৃণ দ্বারা পূর্ণ করিয়া দৃঢ়রূপে বন্ধন করা হইল। রাত্ৰিকালে প্রবলবেগে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল এবং অশনিনির্নাদে ও বৃষ্টিপতন শব্দে শত্রুপক্ষ তাহার আয়োজন অবগত হইতে পারিল না। তিনি যে সকল নৌকা খণ্ডাকারে এইস্থানে আনিতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই আনীত হইয়াছিল এবং খণ্ডগুলি পুনর্বার যুক্ত করিয়া তাহাদিগকে ও বৃহৎ নৌকাগুলি বনমধ্যে লুকায়িত রাখা হইয়াছিল। প্রত্যুষে ঝটিকা প্রশমিত ও বৃষ্টিপতন বন্ধ হইল। সৈন্তের অবশিষ্টাংশ এই সময়ে দ্বীপের দিকে অগ্রসর হইল। অশ্বারোহী সৈন্ত মশকের ভেলায় ও সৈন্তগণ নৌকায় নদী উত্তীর্ণ হইতে লাগিল। একরূপ ভাবে তাহারা অগ্রসর হইল যে, পোরস্ নিয়োজিত প্রহরীসমূহ দ্বীপ অতিক্রম করিয়া কুলসন্নিকটে উপস্থিত হইবার পূর্বে মাসিদোনিয় সৈন্তদিগকে দেখিতেও পাইল না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নদী উত্তীর্ণ হইবার কালে ঘটনা

আলেকজান্দার স্বয়ং ত্রিংশদাঁড় সমন্বিত একখানি নৌকায় টলেমী, পার্দিকাস্, লিসিমেকস্, শরীররক্ষী সৈন্ত, সেলুকাস্ এবং হাইফাস্-ফিষ্টস্দের অর্দ্ধাংশ সহ অগ্রসর হইলেন। শেষোক্ত সৈন্তের অর্দ্ধাংশ অন্য একখানি নৌকায় তাঁহার সহযাত্রী হইল। সৈন্তগণ দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া কিয়দূর অগ্রসর হইয়া অপর তীরে পৌঁছিবার জন্য নৌকা চালনা করিতে লাগিল। মাসিদোনিয় সৈন্ত দৃষ্টিভূত হওয়া মাত্র শত্রু সৈন্তের প্রহরীগণ পোরস্কে সংবাদ প্রেরণের জন্য দ্রুতবেগে অশ্ব প্রধাবিত করিল। ইতোমধ্যে আলেকজান্দার সর্বাঙ্গে অপরতীরে অবতীর্ণ হইলেন এবং যে সকল অশ্বারোহী তাঁহার নিজ নৌকা ও অন্যান্য নৌকাযোগে অবতরণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ও ইহাদের সর্বাঙ্গে স্বয়ং স্থান গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইলেন। কিন্তু, তাঁহারা ঐস্থান সম্পূর্ণরূপে অবগত না হওয়ায়, তিনি অতর্কিতভাবে একটা দ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই দ্বীপের বৃহদাকারের জন্য তাঁহারা ইহা দ্বীপ বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। এই দ্বীপ নদীতীরস্থ ভূখণ্ড হইতে হাইডাস্‌পিসের একটা শাখা দ্বারা বিভক্ত ছিল। সাধারণতঃ এই শাখা স্বল্প জল বিশিষ্ট থাকিত; কিন্তু রাত্ৰিতে যে ভীষণ বৃষ্টিপাত হইয়াছিল তাহাতে উহা একরূপ পরিপূর্ণ হইয়াছিল যে অশ্বারোহীগণ ইহা উত্তীর্ণ হইবার পথ পাইতেছিল না এবং আলেকজান্দার আশঙ্কা করিতেছিলেন যে নদীর প্রথম পথ উত্তীর্ণ হইতে তাঁহাকে

ধেৰুপ ক্লেসস্বীকার কৰিতে হইয়াছিল, হয়ত এই শেষটুকু উত্তীৰ্ণ হইতেও সেইৰূপ ক্লেস কৰিতে হইবে। অবশেষে, উত্তীৰ্ণ হইবার যোগ্য পথ পাইয়া তিনি অতিকষ্টে নিজ সৈন্য সহ ঐ স্থান হইয়া অগ্রসৰ হইলেন। যে স্থানে জল গভীৰ ছিল, সে স্থানে উহা পদাতিক সৈন্যের বন্ধঃস্থল পর্যন্ত উঠিয়াছিল এবং অশ্বেৰা অতিকষ্টে তাহাদের মস্তক জলের উপরে রাখিতে সমৰ্থ হইয়াছিল। অতঃপৰ, তিনি শৰীৰৰক্ষী অশ্বারোহী এবং অন্যান্য অশ্বারোহী হইতে সৈন্য নিৰ্বাচিত কৰিয়া শ্ৰেণীবদ্ধ কৰিলেন। অশ্বারোহী সৈন্যের পুরোভাগে অশ্বারোহী তীৰন্দাজ সৈন্য ও তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে ও পদাতিক সৈন্যের অগ্ৰে সেলুকসের অধানে হাইপাস্ফিষ্টস্ স্থাপন কৰিলেন। ইহাদের পশ্চাদ্ভাগে পদাতিক শৰীৰৰক্ষী ও সৰ্বশেষে অন্যান্য হাইপাস্ফিষ্টস্ বন্ধা কৰিলেন। ক্যালাংক্সের প্ৰত্যেক অস্তঃসীমায় তীৰন্দাজ ও বৰ্ষাধারী সৈন্য প্ৰভৃতি বিন্যাস কৰিলেন।

চতুৰ্দশ অধ্যায়

পোরসের পুত্রের সহিত খণ্ড যুদ্ধ

আলেকজান্দার পূৰ্বোক্ত প্ৰকাৰে নিজ সৈন্য বিন্যাস কৰিয়া তাঁহার ছয়সহস্ৰ পদাতিক সৈন্যকে শ্ৰেণীবদ্ধ ভাবে ও ধীৰপদে অগ্রসৰ হইবার আদেশ প্ৰদান কৰিলেন। অশ্বারোহী সৈন্যে তিনি আপনাকে প্ৰতিপক্ষ অপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠ বিবেচনা কৰিয়া প্ৰায় পঞ্চ সহস্ৰ অশ্বারোহী সহ দ্ৰুতবেগে অগ্রসৰ হইলেন। তীৰন্দাজ সৈন্যাধ্যক্ষ তোরনকে তিনি

অশ্বারোহীর সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবার আদেশ প্রদান করিলেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে যদি পোরস্ তাঁহার সমগ্র সৈন্যাবলী সহ তাঁহাকে আক্রমণ করেন তবে তিনি স্বল্পায়াসে তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা পোরস্কে পরাভূত করিবেন, অথবা তাঁহার পদাতিক সৈন্যের আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন অথবা যদি ভারতীয়গণ তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য দুঃসাহসিকতা দেখিয়া পলায়ন করে, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবনে সক্ষম হইবেন এবং ইহাতে এত অধিক পরিমাণে শত্রুনিপাত হইবে, যে তাঁহাকে আর অন্য কিছুই করিতে হইবে না।

আরিষ্টবোলস্ বলেন যে, পোরস্-পুত্র প্রায় ৬০ খানি রথ সহ আলেকজান্দারের নদীতীরে পৌঁছবার পূর্বে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হন এবং যদি এই রথিগণ নিজ নিজ রথ হইতে অবতরণ করিয়া আলেকজান্দারের সৈন্যগণকে বাধা প্রদান করিত, তবে পোরস্-পুত্র সহজেই এইকাণ্ডে সফলতা লাভ করিতেন। কিন্তু রাজপুত্র ইহা না করাতে, আলেকজান্দার তাঁহার বিরুদ্ধে অশ্বারোহী তীরন্দাজ প্রেরণ করিলে, এই তীরন্দাজেরা সহজেই পোরস্-পুত্রকে পরাভূত করিয়া পলায়নপর করিল। ইহা বিনা রক্তপাতে হয় নাই। অন্যান্য লেখকেরা বলেন যে, মাসিদোনিয়ান্গণের অবতরণকালে পোরস্-পুত্র কর্তৃক পরিচালিত ভারতীয়গণ ও আলেকজান্দার-পরিচালিত মাসিদোনিয়ান্গণের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং আলেকজান্দার অপেক্ষা পোরসপুত্রের সৈন্যবল অধিক থাকাতে আলেকজান্দার ভারতীয় রাজপুত্র কর্তৃক আহত হন এবং তাঁহার প্রিয় অশ্ব বৌকেফালাস্ও উক্ত রাজপুত্র কর্তৃক নিহত হয়। কিন্তু, লাগস্-পুত্র টলেমী ভিন্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং আমিও ইহাই বিশ্বাসযোগ্য বিবেচনা করি। টলেমী বলিয়াছেন যে পোরস্

তঁাহার পুত্রকে প্রেরণ করেন বটে, কিন্তু ৬০খানি রথের অধিনায়ক করিয়া নহে। বস্তুতঃ, ইহাও প্রত্যয়যোগ্য বোধ হয় না যে, চরমুখে আলেকজান্দারের অবতরণের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পোরস নিজ পুত্রকে মাত্র ৬০খানি রথ সহ প্রেরণ করিবেন। কারণ, পর্য্যবেক্ষণের জন্য ৬০খানি রথ নিশ্চয়ই অতিরিক্ত হইত এবং রথগুলি পলায়নের পক্ষেও প্রশস্ত হইত না। পক্ষান্তরে, মাসিদোনিয়ান্ সৈন্যদের অবতরণে বাধা প্রদান করিতে ও যাহারা অবতরণ করিয়াছিল তাহাদিগকে বাধাপ্রদানের পক্ষে এই সৈন্য যথোপযুক্ত ছিল না। টলেমী বলেন যে পোরস-পুত্র দুই সহস্র সৈন্য ও একশত কুড়িখানি রথ সহ অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং উক্ত রাজপুত্রের পৌছিবার পূর্বেই— আলেকজান্দার হাইডাস্পিস্ উত্তীর্ণ হইয়া অপর তীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পোরসের আয়োজন

টলেমী আরও লিখিয়াছেন যে, আলেকজান্দার পোরস পুত্রের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথমে অশ্বারোহী তীরন্দাজ প্রেরণ করিলেন। তঁাহার বোধ হইল যে, পোরস্ প্রথমে অশ্বারোহীসৈন্য প্রেরণ করিয়া পরে সসৈন্যে আলেকজান্দারের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছেন। কিন্তু, পরে রাজপুত্রের সৈন্যবল বুঝিয়া তঁাহার আত্মীয় অশ্বারোহী-সৈন্য সহ তঁাহাকে আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে চারিশত ভারতীয় অশ্বারোহী

নিহত হইল এবং স্বয়ং পোরসপুত্রও যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। অধিকন্তু রথগুলিও অশ্বসহিত আলেকজান্দারের করতলগত হইল। তাহারা পলায়নে অক্ষম হইল এবং যুদ্ধকালে কর্দমের জন্য তাহারা বিন্দুমাত্রও কার্যকরী হইল না। পলায়িত অশ্বারোহীসৈন্য ষখন সসৈন্যে আলেকজান্দারের নদী উত্তীর্ণ হইবার ও রাজপুত্রের নিধন-সংবাদ পোরসকে নিবেদন করিল, পোরস তখনও স্বীয় কর্তব্য অবধারণে সমর্থ হন নাই; কারণ, ক্রাটেরসের অধীন সৈন্যবৃন্দ তখন হাইডাস্পিস্ উত্তীর্ণ হইবার উপক্রম করিতেছিল। অবশেষে ক্রাটেরসকে বাধা প্রদানের জন্য শিবিরে কয়েকটি হস্তী ও সামান্য সৈন্য রাখিয়া পোরস সসৈন্যে আলেকজান্দারকে আক্রমণ করিতে মনঃস্থ করিলেন। তাঁহার সকল অশ্বারোহী সৈন্য, তিনশত রথ, দুইশত হস্তী ও ত্রিশসহস্র উপযুক্ত পদাতিকসহ তিনি আলেকজান্দারের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। আলেকজান্দারের অশ্বগণের ভীতি উৎপাদনার্থ পুরোভাগে শতফীট অস্তুর হস্তী রক্ষা করিয়া, শুষ্কস্থানে তিনি স্বীয় সৈন্য বিন্যাস করিলেন। তিনি ইহা স্থিরনিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, শত্রুসৈন্যের কেহই হুঃসাহসিকতা সহকারে হস্তীগুলির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। অশ্বগুলি হস্তী দেখিয়া ভীত হইবে এবং পদাতিক সৈন্য গুরুবর্ষ্যাবৃত সৈন্য ও হস্তী কর্তৃক সহজেই পদদলিত হইবে। হস্তীর পশ্চাট্টাগে তিনি দ্বিতীয় রেখায় স্বীয় পদাতিক সৈন্য সমাবেশ করিলেন। সাদীসৈন্যের দুই সীমান্তে তিনি পদাতিক ও পদাতিক সৈন্যের উভয় দিকে অশ্বারোহী সৈন্য বিন্যস্ত করিলেন। অশ্বারোহী সৈন্যের পুরোভাগে তিনি রথীসৈন্য স্থাপনা করিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়

আলেকজান্ডারের অভিসন্ধি

এইপ্রকারে পোরস্ স্বীয় সৈন্য বিন্যস্ত করিলেন। ভারতীয় সৈন্যের সমাবেশ দেখিয়া এবং প্রত্যেক পদাতিকদল অগ্রসর হইলেই তাঁহার নিকটবর্তী হইবে এই আশায় আলেকজান্ডার অশ্বারোহী সৈন্যের বেগ প্রতিহত করিলেন। এমন কি ফ্যালাংক্স ও অশ্বারোহীর সংযোগ ঘটিলেও তিনি সৈন্যসমাবেশ পূর্বক যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। এবম্প্রকারে তিনি ক্লান্ত সৈন্যদিগকে বিশ্রামের অবসর প্রদান করিয়া সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ভারতীয় সৈন্যের সমাবেশ দেখিয়া তিনি হস্তিসৈন্য রক্ষিত শত্রুবাহের মধ্যস্থল আক্রমণ করা সমীচীন মনে করিয়া, ও নিজ অশ্বারোহী সৈন্য অপর পক্ষ অপেক্ষা প্রবল দেখিয়া, অধিকাংশ অশ্বারোহীসহ পোরসের সৈন্যের বামভাগ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন এবং কৈনস্কে অন্ত্রাণ্ড অশ্বারোহী সেনাসহ শত্রুর দক্ষিণদিক হইয়া পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণের আদেশ প্রদান করিলেন। সেলুকস্, আন্টিগোনস্ এবং তৌরনের অধীনে তিনি ফ্যালাংক্স সংস্থাপিত করিয়া ইহাদিগকে আদেশ দিলেন যে শত্রুর পদাতিক ও অশ্বারোহী পরাভূত না হইলে তাঁহারা যেন শত্রুকে আক্রমণ না করেন।

শত্রুসৈন্য তীরন্দাজদিগের সম্মুখীন হইলে তিনি তাহাদিগের বামপার্শ্ব আক্রমণার্থ একসহস্র অশ্বারোহী-তীরন্দাজকে প্রেরণ করিলেন। শরীররক্ষী অশ্বারোহীসহ স্বয়ং ভারতীয় সৈন্যের বামপার্শ্ব তাহাদিগের অশ্বারোহীসৈন্য শ্রেণীবদ্ধ হইবার পূর্বেই আক্রমণ করিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

হাইডাস্পিসের যুদ্ধ—পোরসের পরাজয়

ইতোমধ্যে ভারতীয়গণ আলেকজান্দারের অশ্বারোহী আক্রমণার্থে সকলদিক হইতে তাহাদের অশ্বারোহাসৈন্য একত্র করিতেছিল; এমন সময়ে আলেকজান্দারের পূর্বনির্দ্ধারিত আদেশানুসারে কৈনস স্বীয় অশ্বারোহীসৈন্য লইয়া ভারতীয় অশ্বারোহীর পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিলেন। এই অবস্থায় ভারতীয়গণ অশ্বারোহীসৈন্যের অধিকাংশকে আলেকজান্দারের সম্মুখীন ও অল্পাংশকে কৈনসের সম্মুখীন করিল। ইহাতে তাহাদের শ্রেণীবদ্ধতা বিনষ্ট হইল এবং আলেকজান্দারের ভীষণ আক্রমণে তাহারা হস্তীসৈন্যের আশ্রয়গ্রহণ করিল। ইহাতে হস্তিপরিচালকগণ হস্তিগুলিকে মাসিদোনীয় অশ্বারোহীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিল; মাসিদোনীয় ফ্যালাংক্সের সৈন্যগণ বর্শাঘারা হস্তীদিগকে আঘাত করিতে লাগিল কিন্তু সৈন্যগণ একরূপ যুদ্ধে অভ্যস্ত ছিল না; হস্তীদলের নিষ্পেষণে তাহারা নিহত হইতে লাগিল এবং ভারতীয় অশ্বারোহীগণও পরিক্রমণ করিয়া মাসিদোনীয় অশ্বারোহীসৈন্যকে আক্রমণ করিল। ইত্যবসরে আলেকজান্দারের অশ্বারোহীসৈন্য একত্র হইয়া প্রচুর ভারতীয় সৈন্যকে বিনষ্ট করিতে লাগিল। হস্তীগণ এই সময়ে স্বল্পপরিসর স্থানে আবদ্ধ হইয়া শক্রমিত্র উভয়েরই প্রাণহানি করিতে লাগিল। হস্তীসৈন্যের চতুর্পার্শ্বস্থ ভারতীয় অশ্বারোহীসৈন্যেরও অধিকাংশ এই প্রকারে বিনষ্ট হইল। অনেক হস্তিচালক নিহত এবং অনেক হস্তী আহত হইয়াছিল এবং চালক বিহীন হস্তিগুলি

শক্রমিত্র উভয়েরই প্রাণধ্বংস করিতে লাগিল। হস্তিগুলি অবশেষে ক্রান্ত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। এই সময় আলেকজান্দার স্বীয় অশ্বারোহী দ্বারা শক্রসৈন্য বেষ্টন করিয়া, পদাতিক সৈন্যদেরও অগ্রসর হইবার আদেশ করিলেন। এবম্বূপকারে প্রায় সমগ্র ভারতীয় অশ্বারোহী ধ্বংস হইল। ভারতীয় পদাতিকগণও উক্তদশা প্রাপ্ত হইল। স্বল্পাবশিষ্ট পলায়নপর হইল।*

* হাইডাস্পিসের যুদ্ধ

আরিয়ান ব্যতীত কুইটাস্ কাটিয়ান, দারদরস, প্লটাক ও বাষ্টিন্ এই যুদ্ধের বৃত্তান্ত প্রদান করিয়াছেন। এই চারিজন লেখকের বর্ণনাই এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। ৭তম্বাতীত পলিয়েনস্ এই যুদ্ধ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

“আলেকজান্দার তাঁহার ভারতীয় অভিযানে হাইডাস্পিস্ উত্তীর্ণ হইবার উদ্দেশ্যে ইহার কূলে উপনীত হইলে, পোরস্ অপর তীরে সসৈন্যে তাঁহার গতিরোধে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আলেকজান্দার ইহাতে নদীর মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া নদী উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা করিলে, পোরস্ সেখানেও বাধা প্রদানে উদ্যত হইলেন। তখন গ্রীকবীর অন্য দিকে চেষ্টা করিলেও পোরস্ কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইলেন। নদী উত্তীর্ণ হইবার এই সকল বৃথা প্রয়াসে ভারতীয়গণ মাসিদোনিয় সৈন্যদের বিদ্রূপ করিতে লাগিল এবং স্থির করিল যে আলেকজান্দারের প্রকৃত পক্ষে নদী পার হইবার ইচ্ছা নাই এবং তদনুসারে ভারতীয়গণ শিথিলপ্রবৃত্ত হইল। এই অবসরে আলেকজান্দার দ্রুতগতি অগ্রসর হইয়া নৌকা ও তৃণপূর্ণ চর্ম্মপেটিকা সাহায্যে নদী উত্তীর্ণ হইবেন। পোরসের সহিত যুদ্ধে আলেকজান্দার স্বীয় সৈন্যাবলীর দক্ষিণে অশ্বারোহী সৈন্যের অধিকাংশ সমাবেশ করিয়া অপর্যাংশ কিঞ্চিদূরে স্থাপন করিলেন। বামে ক্যালাংক্স ও হস্তী রক্ষা করিলেন। পোরস্ স্বীয় সৈন্যের বামপার্শ্বে সাদী সৈন্য স্থাপন করিয়া হস্তিপৃষ্ঠে আসীন হইয়া এই সৈন্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এক হস্তী হইতে অপর হস্তীর পঞ্চাশ গজ ব্যবধান ছিল এবং এই ব্যবধান মধ্যে পোরস্ পদাতিক সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিলেন। ইহাতে পদাতিক সৈন্যদিগকে প্রাচীর ও হস্তিদিগকে চূড়া বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আলেকজান্দার তাঁহার পদাতিকগণকে শত্রুর পুরোভাগ আক্রমণ করিতে বলিয়া স্বয়ং

অষ্টাদশ অধ্যায়

পোরসের আত্মসমর্পণ

ইতোমধ্যে ক্রাটেরস্ ও আলেকজান্দারের অন্যান্য যে সকল কর্মচারী নদীর অপরতীরে ছিলেন, তাঁহারা আলেকজান্দারকে যুদ্ধে জয়ী দেখিয়া নদী উত্তীর্ণ হইলেন। ক্লান্ত সৈন্যদিগকে শত্রুর পশ্চাৎকাবনে প্রেরণ

অথারোহী সৈন্যসহ শত্রুর অথারোহী আক্রমণ করিলেন। পোরস্ বিশেষ দক্ষতার সহিত আলেকজান্দারের গতিরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার হস্তিগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ রাখিতে সমর্থ হইলেন না এবং হস্তিগণ দলভঙ্গ হইলেই মাসিদোনির সৈন্যগণ ভারতীয়সৈন্যদিগকে পরাজিত করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে অল্প সৈন্য পোরসের সৈন্য প্রদক্ষিণ করিয়া তাহাদিগকে পশ্চাতে আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় সৈন্যগণকে বিধ্বস্ত করিল।”

প্রোট্ এই যুদ্ধপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

“যুদ্ধে জয়লাভ ও শত্রুর প্রতি মহত্ এই উভয় দিক হইতেই আলেকজান্দারের জীবনে ইহাই সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় দিবস।”

সামরিক অভিজ্ঞেরা বলিয়াছেন যে, এই যুদ্ধে আলেকজান্দারের সামান্য ত্রুটিও পরিলক্ষিত হয় না। পক্ষান্তরে, যে সাহস ও কৌশলের সহিত ভারতীয় বীর, প্রাচীন জগতের সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত যোদ্ধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহারও উচ্চ প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না এবং বিশাল পারশ্ব সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্ দারিয়াসের কাপুরুষতার নিকট ইহা বহুতঃই বিস্ময় উদ্ভেক না করিয়া পারে না।

সেনাপতি চেস্নী উল্লেখ করিয়াছেন যে—

“গ্রীকগণ ভারতীয় সৈন্যদের উচ্চৈঃস্বরে প্রশংসা করিতেছিল। তাহাদের আট বৎসরব্যাপী অবিরত যুদ্ধের অভিজ্ঞতার এইরূপ সুদক্ষ ও সাহসী সৈন্য তাহারা দেখে নাই; এসিয়ার অন্য কোন দেশীয় সৈন্যই ইহাদিগের অপেক্ষা অধিক সাহসী ছিল না।”

আলেকজান্দার যে বর্তমান ঝিলামের অথবা ঝিলামের নিকটবর্তী কোন স্থানের

না করিয়া আলেকজান্দার এই নবাগত সৈন্যদিগকে এই কার্যে প্রেরণ করিলেন এবং যুদ্ধে শত্রুপক্ষীয় সৈন্য যেরূপ হতাহত হইয়াছিল, ইহাতেও সেইরূপ হইল।

নিকট হাইডাস্পিস্ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা একরূপ সর্ববাদী সম্মত। ইহাও একরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে যে বর্তমান কাররীক্ষেত্রেই এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। ৩২৬ খৃষ্টপূর্বাব্দে জুন মাসের শেষভাগে বা জুলাইয়ের প্রারম্ভে আলেকজান্দার ও পোরস্ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মে মাসে তিনি বিলামে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

কুইন্টাস্ কাটিয়াস পাঠে আমরা অবগত হই যে, পোরসের ত্রিশসহস্র পদাতিক, চারিসহস্র অশ্বারোহী ও দুইশত হস্তী ছিল। ভারতীয় পদাতিক সৈন্য তরবারী ও ঢাল, এবং ধনুর্বাণ ব্যবহার করিত। অশ্বারোহী সৈন্য দুইটি করিয়া বর্শা ও ঢাল লইয়া যুদ্ধ করিত।

হাইডাস্পিসের যুদ্ধকে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

প্রথম পর্যায়—মাসিদোনিয় অশ্বারোহী-তীরন্দাজ কর্তৃক ও সঙ্গে সঙ্গে স্বল্প আলেকজান্দার কর্তৃক পরিচালিত শরীররক্ষী কর্তৃক ভারতীয় সৈন্যের বামপার্শ্ব আক্রমণ—ভারতীয় সৈন্যের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ অশ্বারোহী সৈন্যের বামপার্শ্বস্থ সৈন্যের সাহায্যার্থ গমন—কৈনসের অধীন অশ্বারোহী কর্তৃক ভারতীয় সৈন্যের পশ্চাত্তাগ আক্রমণ—ভারতীয় সৈন্যের উত্তর পার্শ্বস্থ সৈন্যের পশ্চাৎগমন ও হস্তীসৈন্যের নিকট আশ্রয় গ্রহণ।

দ্বিতীয়—মাসিদোনিয় অশ্বের বিরুদ্ধে ভারতীয় সাদীসৈন্যের অগ্রসর ও ক্যালান্ডর সৈন্যের বিপর্যয়—ভারতীয় অশ্বারোহীর মাসিদোনিয় অশ্বারোহীকে আক্রমণ ও পরাজয়।

তৃতীয়—মাসিদোনিয় অশ্বারোহী কর্তৃক পুনরাক্রমণ ও ভারতীয় সৈন্যের পরাজয় ও পলায়ন।

ভারতীয় সৈন্যের প্রায় বিশসহস্র (১) পদাতিক ও তিন সহস্র অশ্বারোহী নিহত হইয়াছিল এবং তাহাদের সকল রথই ধ্বংস হইয়াছিল। পোরসের দুই পুত্র এই যুদ্ধে হত হইয়াছিলেন এবং ঐ জনপদের অধিনায়ক স্পাইটাকীসও (২) রণক্ষেত্রে পতিত হইয়াছিলেন। হস্তি ও রথের পরিচালক, অশ্বারোহী সেনানী ও পোরসের সকল সেনাপতিই হত হইয়াছিলেন। পলায়িত সকল হস্তিগুলিই আলেকজান্দারের করতলগত হইয়াছিল। আলেকজান্দারের অধীনস্থ যে ছয় সহস্র পদাতিক যুদ্ধে ব্রতী হইয়াছিল তন্মধ্যে মাত্র ৮০ জন সৈন্য হত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত দশজন অশ্বারোহী তীরন্দাজ, শরীররক্ষী অশ্বারোহীর কুড়িজন ও দুই শত অগ্ন্যাগ্ন অশ্বারোহী সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

যুদ্ধক্ষেত্রে পোরস পূর্কপার বীরের ন্যায় স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করিতেছিলেন। তিনি কেবল সেনাপতির কর্তব্য সম্পাদন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না; সাহসী সৈনিকের ন্যায় যুদ্ধ করিতে ছিলেন। যখন তিনি স্বীয় অশ্বারোহী সৈন্যের ধ্বংস ও হস্তিসমূহের পরিচালকগণের মৃত্যু ও অধিকাংশ হস্তি নিহত এবং পদাতিক সৈন্য বিধ্বস্ত দেখিলেন, তখন তিনি পারশ্ব সম্রাট্ দারিয়াসের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়নের সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত দেখাইলেন না; পক্ষান্তরে যতক্ষণ পর্য্যন্ত

(১) দায়দরস্ লিখিয়াছেন এই যুদ্ধে যে দ্বাদশ সহস্র ভারতীয় সৈন্য নিহত ও নয়সহস্র বন্দী হইয়াছিল এবং একসহস্রের অধিক মাসিদোনিয় হত হয় নাই।

(২) বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন যে, আলেকজান্দারের তক্ষশিলা হইতে হাইডাস্পিস্ যাত্রাকালে এই স্থানে উল্লিখিত স্পাইটাকীস্, আলেকজান্দারের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।



(ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡ)

ଭୂମିଶିଳା — ସମ୍ପ୍ରଦାୟଶିଳା

তিনি ভারতীয় সৈন্যবৃন্দকে একত্র হইয়া যুদ্ধ করিতে দেখিলেন, ততক্ষণ তিনিও ভীমবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে দক্ষিণ দিকে (যে স্থান বর্ষাবৃত ছিল না) আহত হইয়া তিনি পশ্চাদ্ভর্তী হইলেন। আলেকজান্দার তাঁহাকে বীর ও যুদ্ধপটু দেখিয়া তাঁহার জীবনরক্ষার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছুক হইয়া সর্বপ্রথমে তাঁহার নিকট তাক্সিলীস্কে প্রেরণ করিলেন। তাক্সিলীস্ অশ্বপৃষ্ঠে অগ্রসর হইয়া গজারূঢ় পোরসের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পোরস্ তাঁহার চির-শত্রুকে দেখিয়া পশ্চাদ্ভর্তী হইয়া তাক্সিলীসের প্রতি বর্শা নিক্ষেপের চেষ্টা করিলে, তিনি পলায়ন করিলেন। কিন্তু আলেকজান্দার ইহাতেও পোরসের প্রতি বিরক্ত না হইয়া দূতের পর দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি মেরোস্ নামক একজন ভারতীয়কে (আলেকজান্দার অবগত হইয়াছিলেন যে, এই মেরোস্ পোরসের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন) পোরসের নিকট প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে পোরস্ অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর হইয়াছিলেন এবং মেরোসের প্রমুখাৎ আলেকজান্দারপ্রেরিত প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া তিনি হস্তীর বেগে প্রতিহত করিয়া ভূমিতে অবতরণ করিলেন (৩)। পরে, জলপানে তৃষ্ণাদূর করিয়া, তিনি আলেকজান্দারের নিকট অবিলম্বে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্ত মেরোস্কে অনুরোধ করিলেন।

(৩) কাটিয়ান্ ও দায়দরস্ ভিন্নচিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। উহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে।

উনবিংশ অধ্যায়

পোরসের সহিত আলেকজান্দারের বন্ধুত্বস্থাপন—

আলেকজান্দার কর্তৃক দুইটি নগর স্থাপন—

তাঁহার প্রিয় অশ্ব বৌকেফালাসের মৃত্যু

মেরোসের সহিত পোরস্ অগ্রসর হইতেছেন অবগত হইয়া আলেকজান্দার কয়েকজন শরীররক্ষীসহ তাঁহার সহিত সাক্ষাতাভিলাষে অগ্রগামী হইলেন। পরে তিনি স্বীয় অশ্বের গতি সংযত করিয়া বিস্মিত নয়নে পোরসের পঞ্চহস্তাধিক দীর্ঘ সুন্দর অবয়ব ও সম্ভ্রমাকর্ষক মূর্ত্তি অবলোকন করিতে লাগিলেন। তিনি আশ্চর্যান্বিত হইয়া ইহাও লক্ষ্য করিলেন যে, পোরস্ বিন্দুমাত্রও অবসন্ন বা ভগ্নোৎসাহ হন নাই। পক্ষান্তরে একজন সাহসী বীর যেরূপ অপর সাহসী বীরের সম্মুখীন হন, তিনিও সেইরূপ ভাবে অগ্রসর হইতেছিলেন। আলেকজান্দার পোরস্কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি কিরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা করেন? এরূপ কিংবদন্তী আছে যে পোরস্ প্রত্যুত্তর করিয়াছিলেন “হে আলেকজান্দার! আমার প্রতি রাজার প্রতি ব্যবহার কর।” আলেকজান্দার রাজার এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন “হে পোরস্! আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তোমার সহিত ঐরূপ ব্যবহার করিব; কিন্তু বাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হও, এরূপ অণু কিছু প্রার্থনা কর।” পোরস্ প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতেই সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। আলেকজান্দার এই প্রত্যুত্তরে পূর্বাপেক্ষা আরও প্রীত

হইয়া পোরসকে তাঁহার নিজ রাজ্য প্রদান ব্যতীত আরও অনেক জনপদের কর্তৃত্ব প্রদান করিলেন। এবম্প্রকারে আলেকজান্দার এই বীরপুরুষের সহিত রাজার গ্ৰায় ব্যবহার করিলেন এবং তজ্জগ্ৰ ভবিষ্যতে ইহার নিকট হইতে বিশ্বস্ত ও অনুরক্তের গ্ৰায় ব্যবহার পাইয়াছিলেন। পোরসের সহিত আলেকজান্দারের যুদ্ধে এই ফল হইয়াছিল। যখন হিগিমন এথেন্সের আর্কন্ (১) ছিলেন তখনই এই যুদ্ধ ঘটে।

আলেকজান্দার যুদ্ধক্ষেত্রে এবং যে স্থানে তিনি হাইডাস্পিস্ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তথায় দুইটী নগর প্রতিষ্ঠা করিলেন। ভারতীয়-দিগের সহিত যুদ্ধ-জয়ের চিহ্ন স্বরূপ তিনি প্রথমোক্তটীকে নিকাইয়া (২) ও তাঁহার প্রিয় অশ্ব বৌকেফালাসের স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ শেষোক্তটীকে বৌকেফালা (৩) নামে অভিহিত করিলেন। এই অশ্ব যুদ্ধে আহত হয় নাই, বার্কিক্য ও পরিশ্রমে ইহার মৃত্যু ঘটয়াছিল। এই অশ্ব অগ্ৰ সকল আরোহীকে ঘৃণা করিত বলিয়া আলেকজান্দার ব্যতীত অগ্ৰ কেহই এই অশ্বপৃষ্ঠে আরুঢ় হন নাই। ইহা আকারে অসাধারণ ছিল এবং ইহার স্বভাবও অত্যন্ত উত্তম ছিল। ইহার শরীরে ষণ্ডের মস্তক অঙ্কিত ছিল এবং কেহ কেহ বলেন যে এই জগ্ৰই ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল। অপর সকলে বলেন যে, এই অশ্ব কৃষ্ণবর্ণের হইলেও ইহার কপোল দেশে ষণ্ডের গ্ৰায় চিহ্ন ছিল। এই অশ্ব ওস্কিয়ান্দের দেশে হারাইয়া গেলে আলেকজান্দার ঘোষণা করেন যে, অশ্ব তাঁহার নিকট আনীত না হইলে, তিনি

(১) সর্বপ্রধান শাসনকর্তা।

(২) সম্ভবতঃ কারীক্ষেত্রের দক্ষিণস্থ মুখচৈনপুর গ্রাম।

(৩) সম্ভবতঃ বর্তমান ঝিলায়।

সকল ওস্কিয়ানদিগকে হত্যা করিবেন ; তখন ঐ অশ্ব তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। ইহা হইতে অশ্বের প্রতি আলেকজান্দারের স্নেহ ও বর্ষরদিগের মধ্যে আলেকজান্দারের নাম কিরূপ ভীতি উৎপাদন করিত তাহাও বোধগম্য হইবে। আলেকজান্দারের খাতিরেই বৌকেফালাসের প্রতি আমি এই সম্মান প্রদর্শন করিলাম।

বিংশ অধ্যায়

আলেকজান্দার কর্তৃক গ্লোসাই পরাজয়

আলেকজান্দার হাইডাম্পিস্ তীরে, মহাসমারোহে যুদ্ধে হত ব্যক্তিদিগের পারত্রিক কার্য ও যুদ্ধে জয় লাভের জগু দেবার্চনা এবং ব্যায়ামাদি সম্পন্ন করিলেন। পরে তিনি নব-প্রতিষ্ঠিত নগরগুলি নির্মাণ ও সুদৃঢ় করিবার জগু ক্রাটেরস্কে আদেশ প্রদান করিয়া পোরসের রাজ্যের সন্নিকটস্থ জনপদ আক্রমণ করিলেন। আরিষ্টবোলস্ বলেন যে এই জনপদবাসী গ্লোকানিকই নামে অভিহিত হইত, কিন্তু টলেমী ইহাদিগকে গ্লোসাই (১) আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ইহারা যে নামেই অভিহিত হউক, তাহাতে কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। শরীররক্ষী-অশ্বারোহীর অধিকাংশ, পদাতিক সৈন্যের নির্বাচিত যোদ্ধা, এবং

(১) দায়দরস্ উল্লেখ করিয়াছেন যে, আলেকজান্দার পোরসের রাজ্যে ত্রিশদিন বিশ্রাম করিয়াছিলেন। তৎপরে, তিনি কাশ্মীরের দক্ষিণস্থ বহুজনাকীর্ণ জনপদ আক্রমণ করেন।

সেন্ট মার্টিন্ গ্লোসাইকে বরাহ সংহিতার উল্লিখিত কলক জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভারতে কলক জাতির উল্লেখ আছে।

সমস্ত অশ্বারোহী-তীরন্দাজ সহ আলেকজান্দার ইহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। অধিবাসীরা সর্বত্র আত্মসমর্পণ করিল। তিনি এবম্প্রকারে ৩৭টা (২) নগর অধিকার করিলেন। এই সকল নগরে পাঁচ সহস্র হইতে দশ সহস্র অধিবাসী বাস করিত। তিনি বহুসংখ্যক গ্রামও করায়ত্ত করিলেন—এই সকল গ্রামের অধিবাসী সংখ্যা নগর গুলি অপেক্ষা কম ছিল না। তিনি পোরস্কে এই সকল প্রদেশই প্রদান করিয়া পোরস্ ও তাফিলীসের মধ্যে মৈত্রতা স্থাপন করিলেন। অতঃপর তিনি তাফিলীসকে তাঁহার রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন।

এই সময়ে অভিসারিসের দূতগণ (৩) তথায় আগমনপূর্বক অভিসারিস্ ও তাঁহার রাজ্য আলেকজান্দারের হস্তে সমর্পণ করিলেন। পোরসের সহিত যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বেই অভিসারিস্ পোরসের পক্ষ হইয়া আলেকজান্দারের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তিনি এক্ষণে স্বীয় ভ্রাতা ও অগ্রাণ্ড অমাত্যের সহিত অর্থ ও চল্লিশটা হস্তী প্রেরণ করিলেন। স্বাধীন ভারতবাসিগণের নিকট হইতে এবং অন্য এক পোরসের (৪) নিকট হইতেও নূতন দূত আগমন করিল। আলেকজান্দার, অভিসারিস্কে যত সম্ভব হত তাঁহার নিকটে উপনীত হইবার আদেশ প্রেরণ করিলেন এবং আদেশ প্রতিপালন না করিলে তিনি সসৈন্যে অভিসারিসের রাজ্য আক্রমণ করিবেন এইরূপ ভয় প্রদর্শন করিলেন।

(২) ষ্ট্রাবো উল্লেখ করিয়াছেন যে মাসিদোনিয়গণ পঁচাত্তর নগর অধিকার করে। 'সমসাময়িক ভারত', প্রথম খণ্ড ষ্ট্রাবোর বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

(৩) ইতঃপূর্বে অভিসারিস্ এক দৌত্যবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই খণ্ডের অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৪) ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন যে এই শেষোক্ত পোরস্ প্রথম পোরসের ভ্রাতুষ্পুত্র।

এই সময়ে পার্থিয়া ও হির্কানিয়ার শাসনকর্তা ফ্রেটোফার্নিস্ যে সকল খ্রিস্টিয়বাসীদিগকে তাঁহার নিকটে রাখা হইয়াছিল, তাহাদিগের সমভিব্যাহারে আলেকজান্দারের নিকটে উপনীত হইলেন। আসাকেনিয়ানদের ক্ষত্রপ সিসিকটেসের নিকট হইতে সমাগত দূতগণ সংবাদ আনয়ন করিল যে অধিবাসীরা তাহাদের শাসনকর্তাকে নিহত করিয়া বিদ্রোহী হইয়াছে। এই সকল বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে তিনি ফিলিপ্প্‌স্ এবং তিরিয়াম্পিস্কে বিদ্রোহ দমন করিয়া শান্তি সংস্থাপন করিতে প্রেরণ করিলেন।

আলেকজান্দার স্বয়ং আকিসাইনাভিমুখে (৫) অগ্রসর হইলেন। লাগস্ পুত্র টলেমী ভারতীয় নদী সমূহের কেবল এই নদীরই আয়তনের আকার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে আলেকজান্দার নৌকা ও বায়ুপূর্ণ চর্মপেটিকা সাহায্যে যে স্থানে এই নদী উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই স্থান পর্বতময় ছিল। তিনি ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই নদী পঞ্চদশ ষ্টাডিয়া বিস্তৃত ছিল এবং যাহারা চর্মপেটিকা সাহায্যে নদী উত্তীর্ণ হইতেছিল, তাহাদের পক্ষে একাধা নিরাপদ হইয়াছিল, কিন্তু অনেকগুলি নৌকা পর্বতের গাত্রে ধাক্কা লাগিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই বর্ণনা হইতে আমরা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে যাহারা সিন্ধুর বিস্তৃতি পনের হইতে চল্লিশ ষ্টাডিয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহারা সত্য কথাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমার মনে হয় যে, যে স্থানে আকিসাইন্ সর্কাপেক্কা প্রশস্ত ছিল এবং যথায় ইহার প্রশস্ততার জন্য ইহা তত বেগবতী ছিল না, আলেকজান্দার সেই স্থানেই ইহা উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

(৫) বেদে অক্ষিণী নদীর উল্লেখ আছে।

একবিংশ অধ্যায়

হাইড্রাওটীস্ উত্তীর্ণ হওন

নদী উত্তীর্ণ হইলে যে সকল সৈন্য রসদ সংগ্রহে নিযুক্ত ছিল, তাহাদিগের নদী উত্তীর্ণ হইবার ব্যবস্থার জন্ত আলেকজান্দার কৈনস্কে ঐস্থানে অপেক্ষা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। তিনি পোরস্কে সুদক্ষ ভারতীয় সৈন্য নির্বাচিত ও তাঁহার সমস্ত হস্তি-সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সহিত পুনর্নির্মিত হইবার জন্ত রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। তিনি লঘুবর্ষাবৃত সৈন্যসহ অত্র পোরস্কে আক্রমণার্থ অভিলাষ করিলেন। ইতোমধ্যে তিনি অবগত হইলেন যে, এই শেষোক্ত পোরস্ নিজরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। যতদিন প্রথমোক্ত পোরস্ ও আলেকজান্দারের সহিত বিবাদ চলিতেছিল, ততদিন এই দুই পোরস্, অপর পোরসের প্রতি বিদ্বेषবশতঃ আলেকজান্দারকে সাহায্য করিতে উদ্বৃত ছিলেন। সুতরাং, আলেকজান্দার পোরস্কে স্বাধীনতা ও সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যপ্রদান করিয়াছেন জানিয়া এই দুই পোরস্ ভীত হইয়া স্বরাজ্য হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন।

আলেকজান্দার এই দুই পোরসের পশ্চাৎকাল কালে আকিসাইনের তুল্য প্রশস্ত কিন্তু তদপেক্ষা স্বল্পবেগবতী হাইড্রাওটীস্ নদীও উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। যাহাতে ক্রাটেরস্ ও কৈনস্ রসদ সংগ্রহকালে সহজেই তাঁহার সহিত যোগদান করিতে পারেন, সেইজন্ত যেসকল জনপদ তিনি করায়ত্ত করিয়াছিলেন, সেই সকল জনপদেই উপযুক্তস্থানে তিনি সৈন্যস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি হিফেষ্টায়নের অধীনে দুইদল পদাতিক,

দুইদল অশ্বারোহী এবং তীরন্দাজ সৈন্যের অর্ধাংশ বিদ্রোহী পোরসের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। হিফেষ্টিয়ন্স বিদ্রোহী পোরসের রাজ্য অধিকার করিয়া এবং হাইড্রাওটীস্ তীরবর্তী ভারতীয় স্বাধীন জাতিদিগকে পরাভূত করিয়া এই রাজ্যও পোরসের হস্তে সমর্পণ করিতে আদিষ্ট হইলেন। তিনি স্বয়ং বিনা আয়াসে হাইড্রাওটীস্ উত্তীর্ণ হইলেন। হাইড্রাওটীস্ উত্তীর্ণ হইয়া জনপদ-মধ্যে তাঁহার প্রবেশ কালে অনেক অধিবাসী আত্মসমর্পণ করিল। অবশিষ্ট লোকে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত ও বন্দীভূত হইয়া দাসত্ব স্বীকার করিল।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

কাথিয়ান্দের বিরুদ্ধে যাত্রা—পিম্প্রামা

ও সাঙ্গাল্ অধিকার

ইতোমধ্যে আলেকজান্দার অবগত হইলেন যে, কাথিয়াবাসী ও অগ্ৰাণ্ড স্বাধীন ভারতীয় জাতিগণ তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়া নিকটবর্তী অগ্ৰাণ্ড স্বাধীন জাতিদিগের সাহায্যাভিলাষী হইয়াছে। তিনি ইহাও অবগত হইলেন যে তাহারা সুরক্ষিত সাঙ্গাল্ নগরের নিকটে তাঁহাকে আক্রমণ করিবে। কাথিয়াবাসীগণ বীরত্ব ও যুদ্ধকুশলতার জগু সুপ্রসিদ্ধ ছিল। অক্সিড্রাকাই ও মাল্লই নামক অপর দুই জাতিও এইরূপ যুদ্ধপ্রিয় ছিল। ইহার কিছু পূর্বেই পোরস্ ও অভিসারিস্ এই দুই জাতির বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়া ও অন্যান্য স্বাধীন ভারতীয় জাতিকে এই দুইজাতির বিরুদ্ধে প্রোৎসাহিত করিলেও, ইহাদিগের বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র সফলকাম হইতে পারেন নাই।

আলেকজান্দার এই শেষোক্ত সংবাদ অবগত হইয়া দ্রুতবেগে কাথিয়াবাসীদের বিৰুদ্ধে অগ্রসর হইয়া হাইড্রাওটীস্ পরিত্যাগের দুই দিবসের মধ্যে আদ্রেস্তাই নামক ভারতীয় জাতির অধিকৃত পিম্‌প্রামা নগরে উপনীত হইলে, এই নগর আত্ম-সমর্পণ করিল। পরদিবস সৈন্তদিগকে বিশ্রাম প্রদান করিয়া তৃতীয় দিবসে তিনি সাঙ্গালে উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে নগর-পুরোভাগে কাথিয়াবাসী ও অন্যান্য নিকটবর্তী নগরবাসীগণ, একটা ক্ষুদ্র পর্বতের শিরোদেশে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত ছিল। এই ক্ষুদ্র পর্বতটী সকলদিকে খাড়া ছিল না। তাহারা শিবিরের চতুর্দিকে তাহাদের শকটসমূহ তিন শ্রেণীতে সজ্জিত করিয়া উহা সুরক্ষিত করিয়াছিল। আলেকজান্দার বর্ষরদিগকে সংখ্যায় অত্যধিক এবং তাহাদের সৈন্তসমাবেশ দেখিয়া নিজ সৈন্ত অবস্থানুযায়ী দ্বিখণ্ড করিয়া, সর্বপ্রথমে অশ্বারোহী তীরন্দাজগণকে শত্রুর বিৰুদ্ধে প্রেরণপূর্বক দূর হইতে তাহাদিগকে তীর নিক্ষেপে আদেশ করিলেন। এবংপ্রকারে যুদ্ধারম্ভের পূর্বেই ভারতীয়গণ আহত হইতে লাগিল। তিনি নিজ সৈন্তের দক্ষিণাংশে শরীররক্ষী অশ্বারোহী, ক্লিটসের অধীনস্থ অশ্বারোহী ও হাইফাস্‌পিষ্টস্‌গণকে এবং বামপার্শ্বে পার্দিকাসের অধীনে অশ্বারোহী ও পদাতিক শরীররক্ষী স্থাপন করিলেন। তীরন্দাজ সৈন্তকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া সৈন্তগণের উভয়পার্শ্ব রক্ষা করিলেন। এইভাবে সৈন্তবিগ্রাস কালে তাঁহার অন্যান্য অশ্বারোহী ও পদাতিকগণও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। শেষোক্ত অশ্বারোহীকে তিনি দুই অংশে বিভক্ত করিয়া সৈন্তশ্রেণীর দুইদিকে স্থাপন করিলেন। পদাতিকগণ দ্বারা ফ্যালাংক্স আরও দৃঢ়তর করিলেন। অতঃপর তিনি অশ্বারোহী সৈন্তসহ শত্রুর বামপার্শ্ব আক্রমণ করিলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

কাথিয়াবাসীদিগের পরাজয়—সাম্রাজ্য অবরোধ

কিন্তু যখন ভারতীয় সৈন্যগণ তাহাদের শকটগুলির পশ্চাদ্দেশ হইতে আক্রমণার্থ অগ্রসর না হইয়া উহাদের উর্দ্ধদেশে আরোহণ করিয়া অশ্বারোহীর প্রতি তাঁর নিষ্ফেপ করিতে লাগিল, তখন আলেকজান্দার বুঝিতে পারিলেন যে অশ্বারোহী দ্বারা কোন সুরবিধা হইবে না এবং তিনি তজ্জন্তু অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া পদাতিক সহ আক্রমণার্থ প্রস্তুত হইলেন। প্রথম শ্রেণীস্থ ভারতীয় সৈন্যকে দুরীভূত করিতে মাসিদোনীয়গণ বিন্দুমাত্র অসুরবিধা বোধ করিল না, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ ভারতীয় সৈন্য তাহাদিগের আততায়ীগণকে অপেক্ষাকৃত সহজে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইল। এই সময়ে তাহারা ধীরভাবে প্রথম শ্রেণীস্থ শকটগুলি অপসারিত করিয়া, যে যে ভাবে পারিল মাসিদোনীয়দিগকে আক্রমণ করিল। কিন্তু এই স্থান হইতেও তাহারা ফ্যালাংক্স কর্তৃক বিতাড়িত হইল এবং তৃতীয় শ্রেণী হইতেও দুরীভূত হইয়া পলায়নপূর্বক নগরमध्ये আশ্রয় গ্রহণ করিল। আলেকজান্দার ঐ দিবসই ঐ পদাতিক সৈন্য দ্বারা যতদূর সম্ভব নগর অবরোধ করিলেন। নগর প্রাচীর অত্যন্ত দীর্ঘ থাকায় তিনি উহা সম্পূর্ণরূপে অবরোধ করিত সমর্থ হইলেন না। তিনি যে স্থান অবরোধে সমর্থ হইলেন, সেই স্থানে একটা হ্রদ ছিল। তিনি ঐ হ্রদের চতুর্পার্শ্বে নিজ অশ্বারোহী সৈন্য স্থাপন করিলেন। তিনি মনে করিলেন যে ভারতীয়গণ পূর্বপরাজয়ে ভীত হইয়া রাত্রিতে নগর ত্যাগ করিবে। তাঁহার অনুমান সত্য হইল ;

দ্বিপ্রহর রাত্রিতে অনেকেই নগর প্রাচীর হইতে লক্ষ প্রদান করিয়া অশ্বারোহী সৈন্তের “ঘাঁটি”তে উপনীত হইলে, সম্মুখবর্তিগণ হত হইল ও পশ্চাৎস্থিত ভারতীয়গণ হৃদটাকে প্রহরীবেষ্টিত দেখিয়া পুনর্বার নগর-মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। আলেকজান্দার তজ্জন্ত হৃদ ব্যতীত অগ্ন্যন্ত স্থান দ্বিগুণ বেষ্টিত দ্বারা বেষ্টিত করিলেন এবং হৃদের নিকটেও প্রহরী সন্নিবেশ করিলেন। নগর-প্রাচীর ধ্বংস করণার্থ তিনি সামরিক এঞ্জিন সমূহও সেই স্থানে আনিতে ইচ্ছুক হইলেন। নগর হইতে কয়েকজন পলাতক তাঁহার নিকট সংবাদ আনয়ন করিল যে ভারতীয়গণ সেই রাত্রিতেই হৃদের পার্শ্ব দিয়া পলায়ন করিবে। আলেকজান্দার সেই স্থানে লাগস্-পুত্র টলেমীর অধীনে তিনদল হাইপাস্ফিষ্টস্ ও তীরন্দাজ স্থাপন করিয়া টলেমীকে নিয়োক্ত মর্মে সন্মোদন করিলেন “বর্করগণকে অগ্রসর হইতে দেখিলেই তুমি সৈন্তসহ অগ্রসর হইবে ও তুরীবাদকদিগকে সঙ্কেত করিতে আদেশ প্রদান করিবে।” কর্মচারীদিগকে সন্মোদন করিয়া বলিলেন “সঙ্কেত প্রদান করা মাত্র তোমরা নিজ সৈন্ত শ্রেণীবদ্ধ করিয়া আদিষ্ট স্থান উপনীত হইবে। আমিও যুদ্ধস্থল হইতে দূরে দণ্ডমান থাকিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিব না (১)।”

(১) এই স্থানে আলেকজান্দারের সহস্রাধিক সৈন্ত আহত হয়।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

সাম্রাজ্য অধিকার

আলেকজান্দার উল্লিখিত আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। টলেমী সেই স্থানে ভারতীয়গণ কর্তৃক পরিত্যক্ত শকটগুলি সংগ্রহ করিয়া আড়াআড়ী করিয়া এমন ভাবে স্থাপন করিলেন যাহাতে শত্রুগণ মনে করে যে তাহাদের পলায়নকালে অনেক প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হইতে হইবে। যে সকল খোঁটা সংগৃহীত হইয়াছিল, তিনি সেগুলি হ্রদ ও পূর্বনির্মিত প্রাচীর মধ্যে মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্তম্ভপংক্তি নির্মিত করিলেন। এই সকল ব্যাপারই সৈন্যগণ কর্তৃক রাত্রিকালে সম্পাদিত হইয়াছিল। রাত্রির চতুর্থ প্রহরে, আলেকজান্দারের পূর্ব-সংগৃহীত সংবাদানুসারে, বর্ষরগণ হ্রদের সম্মুখস্থ দ্বারগুলি উন্মোচন করিয়া পূর্ণবেগে ঐ হ্রদের দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহারা আলেকজান্দার-নিয়োজিত প্রহরী বা টলেমীর সতর্ক দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। সেই সময় তুরীবাদকগণও সঙ্কেতধ্বনি করাতে, টলেমী স্বীয় সৈন্যসহ অগ্রসর হইলেন। শকট ও স্তম্ভপংক্তি-গুলিও ভারতীয়গণের পলায়নে বাধা প্রদান করিতে লাগিল এবং তুরীবাদকগণের শব্দ শ্রবণে টলেমী ও তাহার সৈন্যগণ, ভারতীয়গণ যেমন শকট হইতে নির্গত হইতে লাগিল তেমনি তাহাদের হত্যা করিতে লাগিলেন। ইহাতে ভারতীয়গণ পুনর্বার নগর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণার্থ পলায়ন করিল। এই পলায়ন ব্যাপারে তাহাদের পাঁচশত সৈন্য বিনষ্ট হইল।

ইতোমধ্যে পোরস্ তাঁহার অবশিষ্ট হস্তী, পাঁচসহস্র ভারতীয় সৈন্য ও সামরিক এঞ্জিনসহ যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইলেন এবং শেষোক্ত-গুলিকে নগর প্রাচীর-সন্নিকটে লইয়া যাওয়া হইল। কিন্তু নগরপ্রাচীর ভগ্ন করিবার পূর্বেই মাসিদোনীয়গণ আক্রমণ করিয়া নগর অধিকার করিল এবং ইতোমধ্যে তাহারা ইষ্টক-নির্মিত প্রাচীরের তলদেশ খনন করিয়া ও উহার চতুর্দিকে অধিরোহণী সংলগ্ন করিয়াছিল। নগরাধিকারে সপ্তদশ সহস্র ভারতীয় হত এবং সপ্ততি সহস্রাধিক বন্দী হইল। এতদ্ব্যতীত তিনশত শকট ও পাঁচশত অশ্বারোহীও আলেকজান্দারের করতলগত হইল। অবরোধ ব্যাপারে আলেকজান্দারের এক শতের কম হত হইলেও কয়েকটী কর্মচারী ও প্রায় দ্বাদশ শত সৈন্য আহত হইল। শরীর-রক্ষী সৈন্যের লিসিমাকস্ও ইহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

প্রচলিত রীত্যনুযায়ী আলেকজান্দার নিহত সৈন্যদিগকে সমাহিত করিয়া নিজ সেক্রেটারী ইউমিনিসের অধীনে তিনশত সৈন্য দিয়া অপর যে দুইটি নগর সাম্রাজ্যের সহিত একযোগে বিদ্রোহী হইয়াছিল, তাহাদিগের নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে সাম্রাজ্য অধিকৃত হইয়াছে ও অধিবাসিবৃন্দ নগর পরিত্যাগ না করিয়া আলেকজান্দারকে বন্ধু ভাবে গ্রহণ করিলে, তিনি ক্রুড় ব্যবহার করিবেন না। বস্তুতঃ পক্ষে এযাবৎ যে সকল স্বাধীন ভারতীয় জাতি স্বেচ্ছাক্রমে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, — তাহাদের প্রতি তিনি কোন ক্রুড় ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু, ইতোমধ্যে উক্ত নগরদ্বয়ের অধিবাসিগণ সাম্রাজ্য-পতন সংবাদ অবগত ও তাহাতে ভীত হইয়া স্বীয় স্বীয় নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। আলেকজান্দার উহাদের পলায়ন সংবাদ অবগত হইয়া উহাদের পশ্চাদ্ধাবনে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু তাহারা বহু পূর্বেই

পলায়ন করাতে তিনি তাহাদিগের নিকটবর্তী হইতে সমর্থ হইলেন না। কিন্তু পলায়নে অসক্ত পাঁচশত ব্যক্তিকে নৃশংসরূপে হত্যা করা হইয়াছিল। পলায়িতগণের পশ্চাদ্ধাবন অনাবশ্যক বিবেচনায় তিনি সাজালে প্রত্যাবর্তন করিয়া নগর ভূমিসাৎ করিলেন। স্বেচ্ছায় যে সকল ভারতবাসী তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকেই ঐ ভূমি প্রদান করিলেন। তৎপরে তিনি পোরস্কে ভারতীয় সৈন্য সহ অধিকৃত নগর সমূহে সৈন্য স্থাপন করিতে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং হাইফাসিসের অপর তীরবর্তী জনপদ অধিকারে অগ্রসর হইলেন। যতদিন শত্রু সম্মুখীন থাকিবে, ততদিন তাঁহার নিকট যুদ্ধের অবসান হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

সৈন্যগণের হাইফাসিস উত্তীর্ণ হইতে অনিচ্ছা

হাইফাসিসের অপর তীর অত্যন্ত উর্বরা বলিয়া প্রকাশ ছিল এবং ঐ জনপদের অধিবাসীরা সুদক্ষ কৃষক, রণনিপুণ যোদ্ধা এবং উত্তম আভ্যন্তরীণ শাসনাধীন ছিল; জনসাধারণ অভিজ্ঞগণ কর্তৃক শাসিত হইত এবং শেষোক্তেরা সাধুতা ও সংযমের সহিত ন্যায়দণ্ড পরিচালনা করিতেন। ইহাও প্রচারিত ছিল যে, অন্যান্য ভারতবাসী অপেক্ষা ঐ প্রদেশের অধিবাসীদের হস্তী আকার, সাহস ও সংখ্যায় অধিক ছিল। আলেকজান্ডার এই সংবাদে এই দেশ অধিকার করিতে অধিক ইচ্ছুক হইয়াছিলেন; কিন্তু মাসিদোনিয়গণ তাহাদের রাজার এইরূপ ব্যবস্থা দেখিয়া অবসাদগ্রস্ত হইয়াছিল। এই জনা

আলেকজান্দার স্বয়ং অগ্রসর হইলেও সৈন্তগণের মন্ত্রণাসভায় চরম-পন্থীগণ অগ্রসরে অনিচ্ছাপ্রকাশ ও অপর সকলে নিজেদের দুর্দশায় দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিল; আলেকজান্দার এই সকল সংবাদ অবগত হইলে, সৈন্তগণের মধ্যে অবসাদ ও বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাইবার পূর্বেই প্রত্যেক বিভাগের কর্মচারীগণকে পরামর্শার্থ আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে নিয়োক্তমর্মে সম্বোধন করিলেন—

“হে মাসিদোনীয়গণ ও বন্ধুবর্গ! আপনারা আপনাদের চিরাভ্যস্ত ক্ষিপ্রকারিতার সহিত আমার সঙ্গে বিপদের সম্মুখীন হইতেছেন না দেখিয়া, আমার সহিত অগ্রগামী হইবার জন্ত আপনাদিগকে প্রোৎসাহিত করিতে অথবা আপনাদের দ্বারা প্রবর্তিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইবার জন্ত, আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছি। যদি আপনাদের অতীত ক্লেশ বা আমার অধিনায়কত্বের সম্বন্ধে আপত্তি করিবার কিছু থাকে, তবে আমার আর কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু অতীত ক্লেশের জন্য যদি আপনারা আইওনিয়া, ফ্রিজিয়া সহিত হেলস্পন্ট, কাপাডোসিয়া, প্যাফাগোনিয়া, লিডিয়া, কারিয়া, লিসিয়া, প্যাম্ফিলিয়া এবং ফিনিসিয়া, নিবিয়া সহ মিশর, আরবের অংশ বিশেষ, সিরিয়া, মেসোপোটেমিয়া, বাবিলন্, সুসিয়ানা, পার্শিস, মিডিয়া এবং মিডিস্ ও পারস্যক জাতিদ্বয় কর্তৃক শাসিত প্রদেশ সমূহ ও এতদ্ব্যতীত অন্যান্য দেশ (যাহা এই জাতিদ্বয় কোন দিন অধিকার করে নাই) লাভ করিয়া থাকেন; যদি ইহা ব্যতীত আমরা কাম্পিয়ান্ গেট, ককেসাস্ পর্বত, টানেস্ (১) ও বাক্টিয়া, হির্কানিয়া এবং হির্কানিয় সাগরের বহিভূত দেশ জয় করিয়া

(১) আলেকজান্দার ইহাকে আক্জাটস নদী ভাবিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন।

থাকি ; যদি আমরা সিথিয়াবাসীদিগকে তাহাদের মরুভূমি মধ্যে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়া থাকি, এবং সিন্ধু, হাইডাম্পিস্, আকিসাইন্, হাইড্রাওটাস্‌নদী সেবিত জনপদ অধিকার করিতে কৃতকার্য হইয়া থাকি, তবে আপনারা হাইফাসিস্ উত্তীর্ণ হইয়া ইহার অপর তীরস্থ জাতিবর্গকে মাসিদোনিয়ার অন্তর্ভুক্ত করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন কেন ? যে বর্ষরগণ আমাদের সম্মুখীন হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই স্বেচ্ছাপূর্বক আমাদের বশতা স্বীকার করিয়াছে, অনেকে পলায়ন কালে বন্দীভূত হইয়াছে, অনেকের পরিত্যক্ত প্রদেশ আমাদের মিত্রবর্গকে অথবা স্বেচ্ছায় পদানত জাতিকে দান করা হইয়াছে ; ইহাতেও কি আপনারা, অত্র বর্ষরগণ কর্তৃক আমরা পরাভূত হইব মনে করিয়া ভীত হইয়াছেন ?”

ষড়্বিংশ অধ্যায়

আলেকজান্ডারের বক্তৃতা

আমার মতে, সাহসী ব্যক্তির একটী মাত্র উদ্দেশ্য থাকে এবং যদি তাঁহার কার্যাবলী গৌরবজনক হয় তবে এই সকল কার্যই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য হওয়া আবশ্যিক। তবে কাহারও যদি এই বর্তমান অভিযানের শেষ সীমা অবগত হইবার ইচ্ছা থাকে, তবে তিনি যেন মনে করেন যে গঙ্গানদী ও পূর্বসাগর বর্তমানে অধিক দূরে নাই। মহাসমুদ্র পৃথিবীর চতুর্দিকেই বেষ্টিত এবং সেইজন্ম আমার দৃঢ়

বিশ্বাস যে এই সমুদ্র হির্কানিয়া সমুদ্রের (১) সহিত সংযোজিত —অধিকন্তু আমি মাসিদোনিয়গণ ও তাহাদের মিত্রবর্গের নিকট প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইব যে, ভারতীয় উপসাগর পারশ্চোপসাগরের সহিত এবং হির্কানিয়া সাগর ভারতীয় উপসাগরের সহিত সংযোজিত। পারশ্চোপসাগর হইতে আমাদের রণতরী লিবিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া হার্কিউলিসের স্তম্ভ (২) পর্য্যন্ত পৌঁছবে। এই স্তম্ভ হইতে লিবিয়ার সমস্ত আভ্যন্তরীণ প্রদেশ আমাদের হস্তগত হইবে এবং এবম্প্রকারে আমরা সমগ্র এশিয়ার প্রভু হইলে বিধাতা ঐ দিকে পৃথিবীর যে সীমা নির্দেশ করিয়াছেন, আমাদের রাজ্যেরও উহাই সীমা হইবে। কিন্তু যদি এক্ষণে আমরা প্রত্যাভর্তন করি, তাহা হইলে হাইফাসিস্ ও পূর্ব সমুদ্রের মধ্যবর্তী সামরিক জাতিগণ এবং এই জনপদ ও হির্কানিয়ার অধিবাসিবৃন্দ (ইহাদের প্রতিবেশী সিথিয়াবাসীদের সম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ না করিলেও) অপরাজিত থাকিবে এবং পশ্চাদ্বর্তী হইলে যে সকল জাতি পরাভূত হইয়াছে এবং যাহাদের প্রভুভক্তির উপরে সম্পূর্ণরূপে আস্থাস্থাপন করা যাইতে পারে না, তাহারা অপরাজিত জাতি কর্তৃক বিদ্রোহীভাবাপন্ন হইতে প্রোৎসাহিত হইতে

(১) সেই সময়ের প্রচলিত প্রবাদ এই ছিল যে, কাম্পিয়ান্ সাগর পৃথিবী বেষ্টিনকারী সমুদ্রের শাখা।

(২) এই প্রসঙ্গে আরিয়ান অন্তর্ভুক্ত যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। “আলেকজান্দার পার্সিপোলিস্ পৌঁছিয়া ইউক্রেটীস্ ও টাইগ্রীস্ নদী হইয়া পারশ্চোপসাগরে উপনীত হইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন।...অনেক লেখক ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি আরব ও তন্নিকটবর্তী প্রদেশ সমূহ প্রদক্ষিণ করিয়া ভূমধ্যসাগরে গমন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন।” প্লটাক এই বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। হার্কিউলিসের স্তম্ভ—ভূমধ্যসাগরের প্রবেশ পথের পর্বতদ্বয়।

পারে। তাহা হইলে আমাদের সকল শ্রম ব্যর্থ হইবে এবং আমরা নূতন ক্লেশ স্বীকারে ও বিপদজাল বহনে বাধ্য হইব। হে মাসিদোনীয় বন্ধুগণ ও মিত্রবর্গ! আপনারা অধ্যবসায়ী হউন! যাহারা ক্লেশ ও বিপদের সম্মুখীন হইয়া থাকেন, তাঁহাদের কার্যাবলীই কীর্তি অর্জন করে। সাহসিক কার্যসম্বিত জীবনই সুখকর এবং অবিদ্যার কীর্তি রাখিয়া যাইতে পারিলে মৃত্যু প্রীতিকর হয়। আপনারা কি বিদিত নহেন যে আমাদের পূর্বপুরুষগণ টিরিস্ (৩) বা আর্গস, পিলোপনিসস্ বা থিব্‌সে বাস করিয়া দেবতা বলিয়া স্বীকৃত হন নাই? হিরাক্লিস্ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ দেবতা ডাইওনিসস্ কি কম পরিশ্রম করিয়াছিলেন? কিন্তু আমরা নিসা অপেক্ষাও অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছি এবং হিরাক্লিস্ যে আর্গস পর্বতাদিকারে অক্ষম হইয়াছিলেন তাহাও আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহার সহিত এসিয়ার অগ্ৰাণ্ণ যে সকল জনপদ আমরা অধিকার করিয়াছি তাহা যোগ করুন। আপনারা কি বিবেচনা করেন যে, আমরা, মাসিদোনিয়ায় স্বর্গহে উপবেশন করিয়া বিনাক্লেশে প্রতিবেশী থেসিয়ান্, ইলিরিয়ান্, এবং টিবলিয়ান্ (৪) অথবা আমাদের শত্রু গ্রীসবাসীদিগকে বিনাক্লেশে দমন করিয়া স্বদেশ রক্ষা করিতে পারিতাম?

আপনাদিগের অধিনায়কত্বের কালে আপনারা যে সকল ক্লেশ ও

(৩) মাসিদোনীয়রাজগণ হিরাক্লিসের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। হিরাক্লিস্ আর্গসের নিকটবর্তী টিরিস্ নগরে বাস করিতেন। আর্গস্ ও থিব্‌স্ গ্রীসের নগরদ্বয়; পিলোপনিসস্—গ্রীসের প্রদেশ বিশেষ।

(৪) মাসিদোনিয়ার নিকটবর্তী প্রদেশ সমূহ। গ্রীসের অধিবাসীদিগের সহিত মাসিদোনিয়ার মৌহন্য ছিল না এবং গ্রীসদেশবাসিনী মাসিদোনিয়বাসিগণকে হেলেনের বংশধর (বা প্রকৃত গ্রীসবাসী) বলিয়া স্বীকার করিত না।

বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, যদি আমি বাস্তবিক সেইগুলি হইতে দূরে থাকিতাম, তাহা হইলে আপনারা নূতন আয়োজনে যোগদান করিতে বিরত থাকিতে পারিতেন; তাহা হইলে একের পক্ষে ক্লেশ স্বীকার ও অত্রের পক্ষে পুরস্কার লাভ হইত। কিন্তু আমরা একইরূপ পরিশ্রম করিয়াছি; আমি আপনাদের ক্লেশের ভাগী হইয়াছি অথচ পুরস্কার সাধারণের সম্পত্তি হইয়াছে। অধিকৃত ভূভাগগুলি আপনাদেরই অধিকৃত এবং আপনারাই এই সকলের ক্ষত্রপ নিযুক্ত হইয়াছেন এবং ইতঃপূর্বে আপনাদের মধ্যেই অধিকাংশ ধনরাশি বিতরিত হইয়াছে। সমগ্র এমিয়া আমার করতলগত হইলে, আমি জগদীশ্বরের নাম লইয়া শপথ করিয়া বলিতেছি যে আমি প্রত্যেককে কেবল সুখী করিব না, প্রত্যেকের আশার ও ইচ্ছার অতিরিক্ত দান করিব। যঁহার গৃহ প্রত্যাগমনে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে আমি গৃহে প্রেরণ করিব অথবা স্বয়ং লইয়া যাইব। যঁহার এইস্থানে থাকিবেন, আমি গৃহগমনকারীদের চক্ষে তাঁহাদিগকে ঈর্ষান্বিত করিব।”

সপ্তবিংশ অধ্যায়

কৈনসের প্রত্যুত্তর

আলেকজান্দার এই মর্মে সম্বোধন করিলে, অনেকক্ষণ কেহই বাঙ নিষ্পত্তি করিলেন না। কেহই প্রকাশ্যে রাজার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইলেন না; পক্ষান্তরে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতিপ্রদানেও কেহ ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁহার মতের বিরুদ্ধবাদী হইলেও, পুনঃ পুনঃ

প্রত্যুত্তর করিতে আলেকজান্দার তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিলেন। অনেকক্ষণ পরে পোলিমোক্রেটীস-পুত্র কৈনস্ সাহসী হইয়া নিয়োক্ত মর্মে উত্তর করিলেন :—

“হে রাজন! আপনি যখন মাসিদোনিয়গণকে বলপূর্বক শাসনে ইচ্ছুক নহেন, পরন্তু আপনি তাহাদিগকে স্বীয় কার্যে প্রবর্তিত করিবেন অথবা তাহাদিগের দ্বারাই প্রবর্তিত হইবেন এবং বল প্রকাশ করিবেন না, এরূপ ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়াছেন, তখন আমি সাধারণ সৈন্যগণের পক্ষে নিবেদন করিব। আমার এবং অগ্ৰাণ্য কর্মচারিগণের পক্ষে (যাঁহারা সাধারণ সৈনিক অপেক্ষা অধিক সম্মানিত হইয়াছেন এবং যাঁহারা মূল্যবান পুরস্কারে পুরস্কৃত হইয়াছেন) আমি কিছুই নিবেদন করিব না। অপিচ, কেবল সৈন্যগণের পক্ষেই যাহা প্রিয় হইবে তাহা আমি জ্ঞাপন করিব না; যাহাতে আপনার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সুবিধা হইবে তাহাই নিবেদন করিব। আমার বয়সের উপযোগী উপদেশ নিবেদন করিতে বাধ্য হইব। আপনি আমাকে যে সম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন এবং সকল বিপদে আমি যে অকুতোভয় প্রদর্শন করিয়াছি, তাহাতে আমি কোন বিষয় গোপন করা উচিত বোধ করি না। আমরা গৃহত্যাগ করিয়া আপনার অধিনায়কত্বে যে সকল কার্য সম্পন্ন করিয়াছি, সেই সকল কার্যের সংখ্যা ও গুরুত্বের প্রতি যতই দৃষ্টিপাত করি ততই আমাদের এই পরিশ্রম ও বিপদের সীমা নির্দেশ করা সমীচীন মনে করি।

“আপনি স্বয়ং দেখিতে পারেন যে কতগুলি মাসিদোনিয় ও গ্রীক আপনার সহিত মাসিদোনিয়া হইতে যাত্রা করিয়াছিল এবং তাহার কতগুলিই না অবশিষ্ট রহিয়াছে। আমাদের দল হইতে পরিশ্রমে অনিচ্ছুক থেসেলিয়াবাসিগণকে বাকুড়া হইতে বিদায় দিয়া বুদ্ধিমানের

কার্য্য করিয়াছিলেন । আবার গ্রীকগণের কেহ কেহ আপনার প্রতিষ্ঠিত নগরসমূহে অনিচ্ছায় বাস করিতেছে ; অবশিষ্ট সকলে আমাদের পরিশ্রম ও বিপদের ভাগী রহিয়াছে । তাহারা ও মাসিদোনীয় সৈন্যদের অনেকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে ; অনেকে আহত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়াছে ; অনেকে এসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরিত্যক্ত হইয়াছে ; অধিকাংশ ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে । অনেক সৈন্যের স্বল্পমাত্রই জীবিত রহিয়াছে এবং ইহাদেরও পূর্ব্বের ন্যায় শারীরিক শক্তি নাই এবং তাহাদের মানসিক শক্তি বহু পরিমাণে খর্ব্ব হইয়াছে । যাহাদের মাতাপিতা জীবিত আছেন তাহারা তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, স্ত্রীপুত্রের সহিত সাক্ষাৎলাভে ব্যগ্র হইয়াছে, আর কিছু নাই হোক অন্ততঃ স্বদেশ দেখিবার আশা করিতেছে । যাহারা নিম্নপদ হইতে উচ্চ পদে উন্নীত হইয়াছে এবং আপনার বদাগ্রতায় বিশেষ আড়ম্বরের সহিত স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিবে তাহাদের পক্ষে স্বদেশ দেখিবার একরূপ আশা মার্জনীয় । সুতরাং আপনি তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদিগকে চালিত করিতে ইচ্ছুক হইবেন না ; অনিচ্ছা সহকারে শত্রুর সহিত যুদ্ধে ব্রতী হইলে বিপদকালে তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় সাহসী হইবে না । অপিচ, যদি ইহা আপনার বাঞ্ছনীয় হয়, তবে আপনার গর্ভধারিণীর সহিত সাক্ষাতের জন্য আপনিও আমাদের সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করুন, গ্রীকদের ব্যবস্থা করুন এবং পিতৃ-পিতামহের গৃহে আপনার বহুসংখ্যক বিখ্যাত জয়ের বিবরণ প্রচার করুন । তৎপরে আপনার ইচ্ছা হইলে আপনি এই সকল ভারতীয়গণ বা ইউস্কাইন্ সমুদ্র তীর বা কার্চেডন (১) এবং

লিবিয়া প্রদেশের বিরুদ্ধে অভিযানের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। সেই সময়ে আপনার মনোভিলাষ প্রকাশ সমীচীন হইবে এবং পরিশ্রমক্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরিবর্তে উত্তোগী মাসিদোনিয় ও গ্রীক সৈন্য আপনার পদানুসরণ করিবে। আপনার সহগামী সৈন্যগণ ঐশ্বর্য্যবান হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছে দেখিয়া নবীন সৈন্যগণ স্বভাবতঃই আপনার অনুগামী হইবে। সাফল্যের সঙ্গে সংযমতাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম। যদিও এইরূপ সাহসী সৈন্যদের অধিনায়কত্বের জন্ত আপনার পৃথিবীস্থ শত্রুর দ্বারা কোনরূপ ভয়ের আশঙ্কা নাই, তথাপি পূর্ব্ব হইতে দেবতাগণের ক্রোধের কারণ বুদ্ধিতে পারা যায় না এবং তজ্জন্ত মনুষ্য পূর্ব্ব হইতে উহার প্রতিবিধানও করিতে পারে না।”

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

আলেকজান্ডারের বিরক্তি

কথিত আছে যে, কৈনসের বক্তব্য শেষ হইলে উপস্থিত সকলে জয়ধ্বনি সহকারে কৈনসের অনুমোদন করিল। নূতন বিপদের সম্মুখীন হইবার অনিচ্ছা ও প্রত্যাগমনের ইচ্ছা যে কিরূপ সুখদায়ক কাহারও কাহারও চক্ষু হইতে নির্গত বারি তাহার পরিচয় প্রদান করিল। কিন্তু কৈনস্ যেরূপ স্বাধীনতার সহিত স্বীয় বক্তব্য প্রকাশ ও অন্ত্যন্ত সেনাপতিগণ যেরূপ সঙ্কোচ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আলেকজান্ডার বিরক্ত হইয়া সভাভঙ্গ করিলেন। পরদিবস (তখনও তাঁহার ক্রোধের উপশম হয় নাই) তিনি ঐ সকল ব্যক্তিকে পুনর্বার আহ্বান করিয়া বলিলেন যে তিনি স্বয়ং অগ্রসর হইবেন কিন্তু

কোন মাসিদোনিয়কে স্বৈচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহার সহগামী হইতে বলপ্রকাশ করিবেন না; কারণ অনেক ব্যক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাদের রাজার পদানুসরণ করিবে। কিন্তু গৃহগমনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ যেন স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া বন্ধুবান্ধবদিগকে জ্ঞাপন করে যে তাহারা রাজাকে শত্রুবেষ্টিত রাখিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। কথিত আছে যে, এই কথা বলিয়া তিনি নিজ শিবিরে প্রবেশ করিলেন এবং সে দিবস কোন সঙ্গীকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিলেন না; মাসিদোনিয় ও মিত্রবর্গের মতের পরিবর্তন হইয়া যদি তাঁহার সহগমনে ইচ্ছা হয়, এই আশায় তিনি তৃতীয় দিবসও কাহারও সহিত দেখা করিলেন না। সমস্ত শিবিরে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল; সৈন্যগণের মত পরিবর্তন দূরে থাকুক, তাহারা আলেকজান্দারের ক্রোধে অধিকতর বিরক্ত হইল। লাগসপুত্র টলেমী বলেন যে, আলেকজান্দার তথাপি নদী উত্তীর্ণ হইবার জন্ত দেবতাদের অর্চনা করিলেন; কিন্তু দেবার্চনায় অশুভসূচক লক্ষণ দেখিয়া, তিনি বয়োবৃদ্ধ সঙ্গীদিগকে ও প্রিয়তম বন্ধুদিগকে একত্রীভূত করিলেন এবং প্রত্যাবর্তনই সর্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট পথ বিবেচনা করিয়া, সৈন্যদিগের নিকট নিজ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন (১)।

(১) ৩২৬ পূর্বখ্রীষ্টাব্দ, সেপ্টেম্বর মাস।

উনত্রিংশ অধ্যায়

প্রত্যাবর্তন

সৈন্যগণ প্রত্যাগমনের সংবাদ অবগত হইয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল এবং অনেকে আহ্লাদাতিশয্যে ক্রন্দন করিতে লাগিল। কেহ কেহ রাজকীয় শিবির সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া, আলেকজান্দার কেবল নিজ সৈন্যদের দ্বারাই পরাজিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে নানারূপে আশীর্বাদ করিতে লাগিল। আলেকজান্দার সৈন্যগণকে নানাশ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন এবং যে সকল দেবতা তাঁহাকে বিজয়ী সেনাপতিরূপে এত দূরদেশে পরিচালিত করিয়াছেন তাঁহাদের ধন্যবাদ এবং নিজ পরিশ্রমের চিহ্নস্বরূপ এই সৈন্যদলকে সুউচ্চ ও সুপ্রশস্ত দ্বাদশটি বেদী নিৰ্ম্মাণের আদেশ প্রদান করিলেন।

বেদীগুলি নিৰ্ম্মিত হইলে তিনি প্রথামত সেই সকল বেদীতে দেবার্চনা ও তথায় ব্যায়ামক্রীড়াদির অনুষ্ঠান করিলেন। অতঃপর তিনি হাইফাসিসের পশ্চিমতীরবর্তী সকল জনপদ পোরসের শাসনাধীন করিয়া হাইড্রাওটাস্ তীরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি এই নদী উত্তীর্ণ হইয়া আকিসাইনে উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে তৎপ্রতিষ্ঠিত নগরী তাঁহার আদেশানুযায়ী হিফেষ্টিয়ন্ কর্তৃক সুরক্ষিত হইয়াছে। নিকটবর্তী জনপদসমূহের যে সকল অধিবাসী স্থায়ীভাবে বাস করিতে ইচ্ছুক হইল, তিনি তাহাদিগকে ও বেতনভোগী সৈন্যের অকর্ম্মণ্যগুলিকে এই নগরে বাস করিতে আদেশ দিলেন। তৎপরে তিনি সমুদ্রযাত্রার আয়োজন আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে অভিসারিসের প্রতিবেশী শাসনকর্তা আর্সাকিস্ (১) এবং অভিসারিসের ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গ নানারূপ মূল্যবান উপহার ও অভিসারিস্-প্রেরিত ত্রিশটি হস্তীসহ আলেকজান্দারের নিকট সমাগত হইলেন। তাঁহারা নিবেদন করিলেন যে অভিসারিস্ শারীরিক অসুস্থতার জগ্ৰ স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারেন নাই। আলেকজান্দার-প্রেরিত দূতগণও এই সংবাদের সত্যতা প্রমাণ করিল। আলেকজান্দার এই সংবাদে প্রত্যয়স্থাপন করিয়া অভিসারিস্কে নিজরাজ্যের ক্ষত্রপ নিযুক্ত করিলেন এবং আর্সাকিস্কে তাঁহার অধীনস্থ করিলেন। তৎপরে করের পরিমাণ স্থিরীকৃত করিয়া তিনি আকিসাইন্ নদীতীরে দেবার্চনা করিলেন। তিনি নদী উত্তীর্ণ হইয়া হাইডাম্পিস তীরে সৈন্যগণকে নিকাইয়া ও বোকেফালা নগরদ্বয় সংস্কৃত করিতে ও ঐ প্রদেশের অন্যান্য ব্যবস্থা করিতে নিয়োগ করিলেন (২)।

(১) সম্ভবতঃ উরসারাজ। সিন্ধু ও কাশ্মীরের মধ্যবর্তী প্রদেশের শাসনকর্তা।

(২) উল্লিখিত বেদীগুলির কথা প্লিনিও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তবে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে বেদীগুলি নদীর বামপার্শ্বে নির্মিত হইয়াছিল। অষ্টাশ্র সকল ঐতিহাসিকই উহাদিগকে নদীর দক্ষিণ পার্শ্বে স্থাপন করিয়াছেন; ফিলস্ট্রেটস্ নামক গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন যে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই বেদীগুলি দেখা গিয়াছিল। প্লুটার্ক উল্লেখ করিয়াছেন যে তাঁহার সময়েও পারসীক নরপতিগণ নদীতীরে উপনীত হইয়া এই সকল বেদীগুলি পূজা করিতেন। বর্তমানে এই সকল বেদীর কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে দারদরসের উক্তি উল্লেখযোগ্য। উহা এইধণ্ডে অশ্রুত প্রদত্ত হইল।

ସତ୍ୟ

প্রথম অধ্যায়

নীলনদ ভ্রমে সিন্ধুনদী

হাইডাস্পিস্ (১) তীরে বহুসংখ্যক ত্রিংশ ক্ষেপণী সমন্বিত ও অন্যান্য প্রকারের নৌকা ও সৈন্য ও জন্তুগণের জগ্ৰ সহজে নদী উত্তীর্ণ হইবার যানাদি প্রস্তুত করিয়া (২) তিনি হাইডাস্পিস্ হইয়া মহাসমুদ্র গমনে মনঃস্থ করিলেন। ইতঃপূর্বে তিনি সিন্ধুতে কুম্ভীর দেখিয়াছিলেন এবং নীল ও উক্ত সিন্ধু ব্যতীত অন্য কোন নদীতে কুম্ভীর দেখিতে না পাওয়ায় এবং মিশরে যেরূপ শিম (৩) দেখিয়াছিলেন সেইরূপ

(১) ভিনসেন্ট স্মিথ অনুমান করেন যে, ইতঃপূর্বে পোরস্ এই স্থানেই শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন।

(২) ষ্ট্রাবো বলিয়াছেন যে, ইমদই পর্বতসমীপে অবস্থিত হাইডাস্পিস্ ও আকিসাইনের মধ্যবর্তী ভূভাগের বন্য হইতে আলেকজান্দার প্রভূত বৃক্ষচ্ছেদন করিয়া তাহা হাইডাস্পিস্ নদীতীরে আনয়ন করতঃ উহাধারা জাহাজ নির্মাণ করিয়াছিলেন। স্ত্রাব আলেকজান্দার বার্গিস্ বলিয়াছেন "The timber of which the boats of the Punjab are constructed is chiefly floated down by the Hydaspes from the Indian Caucasus, which most satisfactorily explains the selection of its banks by Alexander in preference to the other rivers" অর্থাৎ এক্ষণে পাঞ্জাবের নৌকাগুলি যে কাষ্ঠে নির্মিত হয় তাহা ভারতীয় ককেসাস্ পর্বত হইতে হাইডাস্পিস্ নদী পথে আনয়ন করা হয় এবং এই কারণেই আলেকজান্দার এই সকল নদী পরিত্যাগ করিয়া হাইডাস্পিস্ পথেই কাষ্ঠগুলি আনয়ন করিয়াছিলেন। ৩২৬ খৃষ্টপূর্বাব্দের অক্টোবর মাসের শেষভাগে সকল আয়োজন সম্পন্ন হইয়াছিল।

(৩) মিশরবাসী পুরোহিতগণ ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন।

শিম আকিসাইন্ নদীতীরে দেখিয়া এবং এই আকিসাইন্ সিন্ধুর সহিত মিলিত হইয়াছে অবগত হইয়া তিনি নীলনদের উৎপত্তি স্থান আবিষ্কার করিয়াছেন, এইরূপ মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহার এইরূপ ধারণা ছিল যে, এই সিন্ধুনদী ভারতীয়গণের দেশের কোনস্থান হইতে উদ্ভূত হইয়া ও প্রকাণ্ড মরুভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইবার পথে কোন স্থানে ইহার নাম বিলুপ্ত হইয়াছে এবং পৃথিবীর জনাকীর্ণস্থানের মধ্য দিয়া পুনর্বার প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিলে ইহা তদ্দেশীয় ইথিওপিয়া ও মিশরবাসিবৃন্দ কর্তৃক নীলনদ নামে অভিহিত হইয়াছে। হোমর্ যেরূপ মিশরের নামানুসারে এই নদীকে মিশর নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, ইহাও সেইরূপ হইয়াছিল (৪)। নীল নদ মিশর দেশেরই সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। কথিত আছে যে আলেকজান্দার এইজন্যই স্বীয় মাতা অলিম্পিয়াশ্কে ভারতবাসীদের দেশ সম্বন্ধে লিখিবার সময় উল্লেখ করিয়াছিলেন যে তিনি নীলনদের উৎস আবিষ্কার করিয়াছেন। এইসকল গুরুবিষয় সম্বন্ধে সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তিনি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, যখন তিনি বিশেষ যত্নসহকারে সিন্ধুনদ সংক্রান্ত প্রমাণগুলি পর্যালোচনা করিয়াছিলেন, তখন তিনি ভারতবাসীদের নিকট হইতে অবগত হইয়াছিলেন যে হাইডাস্পিস্ আকিসাইনের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং আকিসাইন্ সিন্ধুর সহিত

(৪) বান্‌বারী "প্রাচীন ভূগোলের ইতিহাস" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে হেরোডটসের পরবর্তীকালে গ্রীকদিগের ভৌগোলিকজ্ঞান হ্রাস পাইয়াছিল। ষ্ট্রাবোও এই দুই নদীর তুলনা করিয়াছেন। বান্‌বারী উল্লেখ করিয়াছেন যে প্রকৃতপক্ষে উত্তরনদী ও নদীতীরস্থ ভূভাগের যথেষ্ট সাদৃশ্যও রহিয়াছে।

মিলিত হইয়াছে, সুতরাং উভয় নদীরই নাম অবশেষে বিলুপ্ত হইয়া যায়। তিনি আরও অবগত হইয়াছিলেন যে মহাসমুদ্রের সহিত মিলিত হইবার কালে সিন্ধুর দুইটা মুখ হয় এবং মিশরদেশের সহিত ইহার কোন সংশ্রব নাই। কথিত হয় যে, তিনি এইসকল তথ্য অবগত হইয়া তাঁহার মাতৃদেবীকে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা পরিবর্তন করিয়াছিলেন এবং সিন্ধু ও এইসকল নদী হইয়া মহাসমুদ্রে পৌঁছিবেন স্থির করিয়া তিনি এইজন্য এক রণতরী সস্তার প্রস্তুতের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সৈন্যাবলী অন্তর্ভুক্ত ফিনিসিয়া সাইপ্রাস, কারিয়া ও মিশরদেশবাসিগণের মধ্য হইতে উপযুক্ত নাবিক সমূহ নির্বাচিত করা হয় (৫) ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জলযাত্রার বিবরণ

এই সময়ে আলেকজান্দারের সর্কাপেক্ষা বিশ্বাসী অনুচর কৈনস্ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তাঁহার প্রভু তাঁহাকে যথোচিত আড়ম্বরের সহিত সমাধিস্থ করেন। তখন আলেকজান্দার সহচরগণ ও তৎসমীপে সমাগত ভারতীয়গণের দূতসমূহের সম্মুখে

(৫) আরিয়ান্ উল্লেখ করিয়াছেন যে পাঁচসহস্র তরী এই কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। কার্টিয়াস্ ও দায়দরস্ মাত্র একসহস্রের উল্লেখ করিয়াছেন। আটসহস্র সৈন্য, কয়েক সহস্র অশ্ব ও প্রচুর রসদের জন্ত নিশ্চয় বহুসংখ্যক রণতরী নিয়োজিত হইয়াছিল। সাইপ্রাস-দ্বীপ। ফিনিসিয়া—এসিয়ামাইনরের প্রদেশ।

পোরস্কে সকল পরাজিত ভূভাগের (১) রাজত্বে বৃত্ত করেন। এই ভূভাগে সাতটি জাতি ও দুইসহস্রের অধিক নগরী ছিল। তৎপরে তিনি নিম্নোক্তপ্রকারে সৈন্যবিভাগ করিলেন। হাইফাস্পি-ষ্টস্গণ, তীরন্দাজ সমূহ, আগ্রিএনিয়ানা ও অশ্বারোহী শরীররক্ষিগণকে জাহাজে নিজের সঙ্গে লইলেন (২)। পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যের একাংশ ক্রাটেরসের অধীনে হাইডাস্পিসের দক্ষিণে চালিত হইতে লাগিল; অপর তীরে হিফেষ্টীয়ন্ সৈন্যদলের বৃহৎ ও সর্বোত্তম অংশ ও দুইশত হস্তীর অধিনায়করূপে স্থাপিত হইলেন। এই দুইজন সেনাপতি যথাসম্ভব দ্রুতবেগে সোফিইথিসের (৩) প্রাসাদের নিকটে অগ্রসর

(১) সাতটিজাতির অধিকৃত ভূভাগ পোরস্কে প্রদত্ত হইয়াছিল। পোরস্ ও তাঁহার চিরশত্রু তাক্সিলীসের মধ্যে আলেকজান্দারের যত্নে সখ্যতা স্থাপিত হইয়াছিল। তাক্সিলীস্ সিঙ্কু ও হাইডাস্পিস্ মধ্যবর্তী ভূভাগের নরপতিরূপে এই সময়েই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

(২) আরিয়ান্ স্বীয় ইণ্ডিকার উনবিংশ অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন যে নৌবাহিনীতে আটসহস্র সৈন্য ছিল এবং ভূমধ্যসাগর প্রদেশীয় ও অশ্বাশ্রয় সৈন্য সহ মোট একলক্ষ বিংশসহস্র সৈন্য আলেকজান্দারের দলভুক্ত ছিল। তিনি অষ্টাদশ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে ৩৩ জন নৌসেনাধ্যক্ষের মধ্যে ২৪ জন মাসিদনবাসী, ৮ জন গ্রীক্ ও একজন পারসীক ছিলেন। সেলুকাস্ ব্যতীত সকল প্রথিতনামা সেনানীরই উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "সমসাময়িক ভারত" তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

(৩) দায়দরস্ ও কার্টিয়াস্ উভয় হাইডাওটীস্ এবং হাইফাসিসের মধ্যবর্তী ভূভাগকে সোফিইথিসের (সৌভূতি) রাজ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কানিংহাম্ আহম্মদবাদের নিকটবর্তী প্রাচীন গিরাকে এইস্থান বলিয়াছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এইস্থান নিশ্চিত হয় নাই। ট্রাবো সৌভূতির রাজ্যের সুন্দর বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। সমসাময়িক ভারত, প্রথমখণ্ড দ্রষ্টব্য।

হইতে আদিষ্ট হইলেন। বাক্‌ট্রিয়ার দিকে অবস্থিত সিন্ধুর পশ্চিমাংশস্থ প্রদেশের ক্ষত্রপ ফিলিপ্পস্ তিনদিবস পরে পূর্বোক্ত সৈন্যাধ্যক্ষগণের পদানুসরণ করিতে আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। নিসিয়াবাসী অশ্বারোহি-গণকে তিনি এক্ষণে নিসায় প্রেরণ করিলেন। রণতরীর একাধিপত্য নিয়াক্‌স্কে প্রদান করা হইল ; কিন্তু আলেকজান্দারের নিজ জাহাজের পরিচালক অনিসিক্রিটস্ (যিনি আলেকজান্দারের অভিযানের মিথ্যা-ঘটনাপূর্ণ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন) মিথ্যাপূর্বক নিজেকেই এই রণতরীবহরের অধিনায়ক বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন ; প্রকৃতপক্ষে তিনি পরিচালকমাত্র ছিলেন। লাগস্ পুত্র টলেমীর মতে (যাঁহার বর্ণনা আমি প্রধানতঃ অনুসরণ করিয়াছি) ত্রিংশৎ-ক্ষপণী সংযুক্ত অশীতি নৌকা ছিল কিন্তু অশ্ববাহী ও অগ্নাগ্ন নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা সহ মোট সংখ্যা দ্বিসহস্রের ন্যূন ছিল না। ইহার মধ্যে যে সকল নৌকা পূর্বে এই সমস্ত নদীতে গতায়াত করিত ও যেগুলি বর্তমান কার্যের জন্ত প্রস্তুত হইয়াছিল, সেগুলিও ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

জলযাত্রার বিবরণ (পূর্বানুবৃত্তি)

সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে সৈন্যগণ প্রত্যুষে জাহাজারোহণ করিতে লাগিল। স্বয়ং আলেকজান্দার দেবতা ও আকিসাইন্ নদীর প্রথানুযায়ী অর্চনা করিলেন। তিনি জাহাজে উঠিয়া জাহাজের অগ্রভাগস্থ স্বীয় নির্দ্ধারিত স্থান হইতে সূবর্ণ পাত্রে করিয়া

নদীতে জলপ্রদান করিলেন এবং হাইডাম্পিস ও আকিসাইন্ উভয়ের নিকটেই প্রার্থনা করিলেন। আকিসাইনকে ঐরূপ করিবার কারণ এই যে তিনি অবগত হইয়াছিলেন যে হাইডাম্পিসের সহিত যতগুলি নদী সম্মিলিত হইয়াছে তন্মধ্যে আকিসাইনই সর্বাধিক বৃহৎ এবং উভয়ের সঙ্গমস্থলও অনতিদূরবর্তী ছিল। তিনি সিকুরও (আকিসাইন্ হাইডাম্পিসের সহিত সঙ্গমের পরে যাহার সহিত মিলিত হইয়াছে) পূজা করিলেন। অধিকন্তু, তিনি তাঁহার পূর্বপুরুষ হিরাক্লিস, এবং আমন্ ও অগ্ৰাণ্ দেবতাগণেরও পূজা করিলেন। অতঃপর, তিনি তুরীধ্বনি সহকারে জাহাজগুলির যাত্রা করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। তুরীধ্বনি হইবামাত্র জাহাজগুলি শ্রেণীবদ্ধ ভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। ইতঃপূর্বেই রসদও অশ্ববহনকারী এবং যুদ্ধ জাহাজগুলি কিরূপ দূরে দূরে থাকিবে, সে সম্বন্ধে আদেশ প্রদান করা হইয়াছিল; নতুবা জাহাজগুলি অসংবদ্ধভাবে যাত্রা করিলে সংঘর্ষণ অবশ্যস্বাভাবী হইত। দ্রুতপরিচালনক্ষম নাবিকেরাও অপরকে পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হইতে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। এরূপ প্রচণ্ড ক্ষেপণী নিক্ষেপ জনিত শব্দ ইতঃপূর্বে আর শ্রুত হয় নাই; কারণ, এক সঙ্গে অনেকগুলি নৌকা হইতে এই শব্দ নির্গত হইতেছিল। সেনানীগণের আদেশে ও ক্ষেপণকারীদের চীৎকারে এই শব্দ বর্দ্ধিত হইতেছিল এবং ক্ষেপণী নিক্ষেপের শব্দ ও যোদ্ধৃগণের সিংহনাদ তাল রক্ষা করিতেছিল। অধিকন্তু অনেকস্থলে নদীতীরদ্বয় জাহাজ হইতে উচ্চ হওয়াতে এবং স্বল্প পরিমিত স্থানে ঐ শব্দ আবদ্ধ হওয়ায় প্রতিধ্বনি বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইয়া ইতস্ততঃ শ্রুত হইতে লাগিল। ক্ষেপণী-নিক্ষেপ শব্দ নদীর উভয় তীরস্থ গিরিসঙ্কটসমূহের নির্জনতার প্রতিধ্বনিত শব্দ বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

অশ্ববাহী জাহাজগুলির উপরে অশ্ব দেখিয়া বর্করগণ স্তম্ভিত হইল ; নদীতীরে সমাগত ভারতবাসিগণ বিশেষ আশ্চর্য্য ও বিস্ময়ের সহিত জাফরির মধ্য দিয়া অশ্বগুলিকে একরূপ ভাবে দেখিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত জাহাজগুলির অনুগমন করিয়াছিল ; ভারতীয়গণের দেশে অশ্বদিগকে কোন সময়েই জাহাজের উপরে করিয়া একস্থান হইতে অপরস্থানে লইয়া যাওয়া হয় নাই অথবা ডাইওনিসসের অভিযান যে সামুদ্রিক হইয়াছিল সে সম্বন্ধেও কোন জনশ্রুতি শ্রুত হওয়া যায় নাই । যে সকল ভারতবাসী ইতঃপূর্বেই আলেকজান্দারের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, তাহারাও নাবিকগণের সিংহনাদ ও ক্ষেপণী নিক্ষেপ শব্দ শ্রবণ করিয়া নদীতীরে সমাগত হইয়া রণতরীসমূহের পশ্চাদাগমন করিতে লাগিল । যে দিন ডাইওনিসস্ (১) তাঁহার ভক্ত অনুচরগণ সহ ভারতবর্ষের মধ্য দিয়া শোভা-যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই ভারতীয়গণ নৃত্য ও সঙ্গীতের অত্যধিক ভক্ত হইয়াছিল ।

চতুর্থ অধ্যায়

হাইড্রোস্টিস্ ও আকিসাইনের সঙ্গলস্থলে উপনীত হওন

পূর্বেোক্ত প্রকারে (১) নদীপথে অগ্রসর হইয়া যেখানে আলেকজান্দার নদীর উভয় তীরে হিফেষ্টীয়ন্ ও ক্রাটেরস্কে

(১) সমসাময়িক ভারত, প্রথমখণ্ড । ২০-৩৩, ৮১, ১৬৭-১৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

(১) ম্যাক্রিওল বলিয়াছেন নিকাইয়া হইতে সিন্ধু ও অস্তান্ত নদীর সঙ্গমস্থান সরলভাবে প্রায় তিনশত মাইল । আলেকজান্দারের অভিযানের এই অংশ সম্বন্ধে সেন্টমার্টিন্ বলিয়াছেন যে “সঙ্গমস্থল পরিত্যাগের পরবর্ত্তীকাল হইতেই

শিবির সন্নিবেশ করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তথায় তৃতীয় দিবসে, উপনীত হইলেন (২)। দুই দিবস অবস্থানের পর ফিলিপ্স সৈন্যাবলীর অবশিষ্টাংশ সহ এই স্থানে উপনীত হইলে, তিনি ফিলিপ্সকে শেষোক্ত সৈন্যসহ আকিসাইন্ নদীর তীর হইয়া অগ্রসর হইবার আদেশ প্রদান করিলেন। তিনি ক্রাটেরস্ ও হিফেষ্টীয়নকেও উপদেশানুযায়ী অগ্রসর হইবার আদেশ প্রদান করিলেন। তিনি স্বয়ং হাইডাম্পিস্ নদীপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হাইডাম্পিস্ কুত্রাপিও বিংশতি ষ্টাডিয়া অপেক্ষা অল্প প্রশস্ত ছিল না। সুবিধামত স্থানে নৌকাগুলিকে নোঙর করিয়া, তিনি নদীতীরস্থ ভারতীয়গণকে বশীভূত করিলেন। কোন কোন জাতি সন্ধি সূত্রে তাঁহার বশতা স্বীকার করিয়াছিল; যাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রগ্রহণে সাহসী হইয়াছিল তিনি তাহাদিগকে পরাভূত করিলেন। অতঃপর তিনি দ্রুতবেগে মালই ও অক্সিড্রাকইদের দেশাভিমুখে অগ্রগামী হইয়া অবগত হইলেন যে, তদ্দেশে ইহারাই সর্বাধিক পরাক্রান্ত ও বহুসংখ্যক ছিল। তিনি ইহাও জ্ঞাত হইলেন যে, ঐ উভয় জাতি তাহাদের সম্ভ্রান্ত ও স্ত্রীগণকে সুরক্ষিত নগর সমূহে

আলেকজান্ডার অনবরত শত্রুর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। পশ্চিমমধ্যবর্তী সকল জাতিকেই তিনি পরাভূত করিয়াছিলেন। এইসকল জাতি ভারতবর্ষের সর্বাধিক সাহসীজাতি ছিল—স্বাধীনতাদৃষ্ট এই জাতিগুলি নিজ নিজ অধিনায়ক ব্যতীত অন্য কাহারও পদানত হইতে বিন্দুমাত্রও ইচ্ছুক ছিলনা। “In all times they have opposed to invasion a vigorous and sometimes a desperate resistance” অর্থাৎ সকল আক্রমণের সময়েই তাহারা ভীষণ বাধা প্রদান করিয়াছিল।

(২) সম্ভবতঃ এইস্থানই পুর্বোক্ত ভিরা।

হাইডাস্পিস্ ও আকিসাইনের সঙ্গমস্থলে উপনীত ১৬৫

প্রেরণ করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে মনঃস্থ করিয়াছে। এই কারণে তাহাদের আয়োজন সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই এবং তাহারা বিপদ ও বিশৃঙ্খলায় পতিত থাকিবার অবস্থায় তাহাদিগকে আক্রমণার্থে তিনি সমধিক দ্রুতবেগে নদীপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রাটেরস্ এবং হিফেষ্টিয়ন্ যে স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, সেই স্থান ত্যাগ করিবার পঞ্চমদিবস পরে তিনি হাইডাস্পিস্ ও আকিসাইনের সঙ্গমস্থলে উপনীত হইলেন (৩)। যে স্থানে এই দুইটী নদী সম্মিলিত হইয়াছে, সেই স্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণা এবং নদীগর্ভ অত্যন্ত অপ্রশস্ত বলিয়া কেবল যে নদীর বেগ অত্যন্ত দ্রুত তাহা নহে, প্রচণ্ড আবর্তসমূহ বিশাল তরঙ্গে পরিণত হয় এবং এরূপ বৃহৎ বেগে প্রধাবিত হয় যে, তরঙ্গশব্দ বহুদূর হইতে শ্রুত হয়। এই সকল কথা ইতঃপূর্বে এতদেশবাসিগণ আলেকজান্দারকে জ্ঞাপন করিয়াছিল এবং তিনি ইহা মৈথ্রগণকেও জ্ঞাপন করিয়াছিলেন; তথাপি নাবিকবৃন্দ সঙ্গমস্থলে উপনীত হইয়া নদীকল্লোল শ্রুত হইয়া একসঙ্গে তরণীক্ষেপণ বন্ধ করিল। প্রকৃত পক্ষে কর্ণধারগণের আদেশে তাহারা এরূপ করে নাই; তাহারা মেঘনির্ঘোষবৎ শব্দে ভীত হইয়া স্তব্ধ হইয়াছিল।

(৩) ঠিক কোন্ স্থানে এই ঘটনা ঘটে তাহা নির্ণয় করা যায় না। বর্তমানে যেস্থানে এই দুই নদীর সঙ্গম ঘটিয়াছে তথায় এরূপ বেগ নাই। আরিয়ান্ ও কাটিয়াস্ বর্ণিত জলপ্রপাত আর এই স্থানে দৃষ্ট হয়না। ভিনসেট স্মিথ অনুমান করেন যে সঙ্গমস্থলের পরিবর্তন হইয়াছে এবং বর্তমান সঙ্গমক্ষেত্রের উত্তরে আলেকজান্দারের সময়ে উক্ত নদীদ্বয় সম্মিলিত হইয়াছিল। দায়দরস্ ভ্রমপূর্বক লিখিয়াছেন যে উক্ত দুই নদী সিন্দুর সহিত এইস্থানে একত্র হইয়াছিল। ১১২ খৃষ্টাব্দের আরব অভিযানের পর হইতে আমরা পঞ্চনদের নদীসমূহের বিস্তৃত বর্ণনা অবগত হই।

পঞ্চম অধ্যায়

বিপদ

সঙ্গমস্থল হইতে অনতিদূরবর্তী স্থানে যাহাতে আবর্তমধ্যে পড়িয়া তরীগুলি বিনষ্ট না হয়, পরিচালকবর্গ তজ্জগু দাঁড়ীদিগকে বিশেষ তৎপরতার সহিত ঐ স্থানে ক্ষেপণী নিক্ষেপ করিয়া বিপদ দূরীভূত করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। যুদ্ধ জাহাজ ব্যতীত অগ্ন্যাগু জাহাজ গুলি আবর্তমধ্যে পড়িয়াও কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। আরোহীগণ ভীত হইলেও, এই তরীগুলি অনেকাংশে গোলাকার করিয়া নিশ্চিত হওয়াতে, ইহার নদীবেগে স্বাভাবিক ভাবেই অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু যুদ্ধ-জাহাজগুলি ঘূর্ণায়মান আবর্ত হইতে এরূপ সহজে নিষ্কৃতি পায় নাই। এই গুলির দৈর্ঘ্যের জগু অগু তরীগুলির গ্নায় তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে উত্তোলিত হইতে পারে নাই এবং যে গুলির দুই শ্রেণী ক্ষেপণী ছিল, সেগুলির নিম্নশ্রেণীস্থ ক্ষেপণীগুলি জলের অধিক উচ্চে উত্তোলিত হইতে পারিত না। এই জগু, এই শ্রেণীর যানের একপার্শ্ব যখন আবর্তমধ্যে পতিত হইত, তখন ঐ দিকের ক্ষেপণীগুলি যথাসময়ে উত্তোলিত না হইলে জলমধ্যে আবদ্ধ হইত ও উহাদের প্রশস্ত অংশগুলি ভাঙ্গিয়া যাইত। এবংপ্রকারে

ইহার পরেও সিকুর বর্ষীপ পঞ্চাশ মাইল বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভিনসেন্ট স্মিথ এই সকল কারণে এই সকল স্থান যথাযথ নির্দেশের সম্বন্ধে অমত প্রকাশ করিয়াছেন। ("ভিনসেন্ট স্মিথের ইতিহাস," তৃতীয় সংস্করণ, ৯২ পৃষ্ঠা)।

কাটিয়াস্ লিখিয়াছেন যে এইস্থানে আলেকজান্ডারের নিজের জাহাজ বিপন্ন হইয়াছিল।

এই জাতীয় অনেকগুলি জাহাজের অনিষ্ট হইয়াছিল এবং দুইখানি জাহাজ পরস্পরের সহিত ধাক্কা লাগাতে অধিকাংশ নাবিকসহ জলমগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু নদী যেখানে প্রশস্ততর ছিল, তথায় নদীবেগ পূর্বের ত্রায় দ্রুত বা বিপজ্জনক ছিল না এবং আবর্তগুলির বেগও হ্রাস পাইয়াছিল। এই জন্ত আলেকজান্দার নদীর দক্ষিণতীরে (যথায় নদীর বেগ হইতে কোন ভয়ের কারণ ছিল না ও জাহাজ রক্ষা কারবার স্থান ছিল) নিজ জাহাজগুলি নঙ্গর করিলেন। এই স্থানে নদীমধ্যে একটা অন্তরীপ থাকাতে জাহাজসমূহের সংস্কার ও অন্তরীপ দ্রব্য সংগ্রহেরও সুবিধা ছিল। তিনি হতাবশিষ্টগণকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন এবং ভগ্ন তরীগুলির সংস্কার সাধন করিয়া, নিয়ার্কস্কে নিয়োগ্য হইয়া মালইজাতির অধিকৃত প্রদেশের সীমান্তে উপনীত হইবার আদেশ প্রদান করিলেন। যে সকল বর্করগণ (১) তাহার বশ্বতাস্বীকারে অস্বীকার করিয়াছিল,

(১) সম্ভবতঃ, দায়দরস্-উল্লিখিত শিবি ও আগাল্‌সই জাতি। শিবিজাতি পশ্চিম পরিধান ও গদাহস্তে যুদ্ধ করিত। ইহারা আলেকজান্দার কর্তৃক পরাজিত হইয়া বশ্বতাস্বীকার করিয়াছিল। আগাল্‌সইগণ চল্লিশসহস্র পদাতিক ও তিনসহস্র অশ্বারোহীসহ আলেকজান্দারের গতিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া পরাভূত হইলে সহস্র সহস্র যোদ্ধা হত ও ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হয়। আলেকজান্দার ত্রিশমাইল পথ অতিক্রম করিয়া আগাল্‌সইদের প্রধান নগর অধিকার করেন। ইহাদের দ্বিতীয়নগর আক্রমণ কালে বহুসংখ্যক গ্রীকসৈন্য বিনষ্ট হইলেও, নগরবাসীরা অবশেষে নিজনগরে অগ্নি প্রদানপূর্বক পত্নী ও সন্তানাদিসহ অগ্নিকুণ্ডে বস্তু প্রদান করে। আলেকজান্দার কৃপাপরবশ হইয়া তিনসহস্র দুর্গরক্ষক সৈনিকের প্রাণরক্ষা করেন। আরিয়ান্ (৫১৬); কাটিয়ান্ (২১৪); দায়দরস্ (১৭১৪৬)।

এইসকল জাতির উল্লেখ সংস্কৃতসাহিত্যে পাওয়া যায়। মহাভারত ৬।২।১০৬,

তিনি স্বয়ং তাহাদিগের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে মালই-জাতির সাহায্যার্থ সৈন্ত প্রেরণে বাধা প্রদান করিলেন। তৎপরে তিনি নৌবাহিনীর সহিত যোগদান করিলেন।

উক্ত স্থানে ইতোমধ্যে হিফেষ্টায়ন্, ক্রাটেরস্ ও ফিলিপ্সস্ নিজ নিজ সৈন্তবাহিনী সহ সম্মিলিত হইয়াছিলেন। পরে আলেকজান্দার, হস্তী সমূহ, পলিম্পার্কনের অধীন সৈন্তাবলী, তীরন্দাজসৈন্ত ও ফিলিপ্সসের অধীন সৈন্ত হাইডাস্‌পিসের অপর তীরে প্রেরণ করিলেন। ক্রাটেরসকে এই অভিযানের অধিনায়কত্ব প্রদান করিলেন। নিয়ার্কাস্‌কে তিনি নৌবাহিনীর কর্তৃত্ব প্রদান করিয়া আদেশ দিলেন যে সৈন্তাবলীর অগ্রসর হইবার তিন দিবস পূর্বে যেন তিনি যাত্রা করেন। তিনি সৈন্তাবলীর অবশিষ্টাংশ তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। আলেকজান্দারের অগ্রসর হইবার পাঁচদিন পূর্বেই হিফেষ্টায়ন্ অগ্রগামী হইবার জন্ত আদিষ্ট হইলেন। আলেকজান্দারের পৌছিবার পূর্বে যদি কোন শত্রু পলায়ন করে তাহা হইলে তাহারা এই বাহিনী কর্তৃক ধৃত হইবে। নিজের অগ্রসর হইবার তিন দিবস পরে লাগস্-পুত্র টলেমী একদল সৈন্তসহ আলেকজান্দারের পশ্চাদনুসরণ করিবার উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন। যে সকল শত্রু আলেকজান্দারকে দেখিয়া পশ্চাদিকে পলায়ন করিবে, টলেমী (২) সেই সকল শত্রুকে বন্দী করিতে

২৫৮৪, ২৬৪৬, ৩৮৫২, ৩৮৫৩, ৩৮৫৩, ৪৮০৮, ৫৪৮৪, ৫৬৪৮, ৭১৮৩ এবং ৮১ ১৩৭ স্রষ্টব্য।

সম্ভবতঃ, পূর্বোক্ত ঘটনা ঝাংয়ের উত্তর-পূর্বে ঘটিয়াছিল।

(২) এইপ্রকারে হিফেষ্টায়ন্ হাইড্রাওটীস্ তীরবর্তী ও টলেমী আকিমাইন্ তীরবর্তী ভূভাগ আক্রমণে সমর্থ হইলেন। প্রথমোক্ত সম্ভবতঃ সোরকোট্ হইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন।

আদিষ্ট হইলেন। যে সৈন্যবাহিনী অগ্রে যাত্রা করিল, স্বয়ং আলেক-
জান্দারের আকিসাইন্ ও হাইডাওটীসের সঙ্গমস্থলে (৩) উপনীত হইবার
সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে আদেশ প্রাপ্ত হইল। ক্রাটেরস্ ও
টলেমী এই স্থানেই নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী সহ তাঁহার সহিত
সম্মিলিত হইবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মালয় (১) জাতি আক্রমণ

হাইপাস্ফিষ্টস্, তীরন্দাজগণ, এগ্রিয়ানিয়ান্, পিথনের অধীন
শরীররক্ষী পদাতিক, সমগ্র অশ্বারোহী তীরন্দাজ সৈন্য ও পার্শ্বচর
অশ্বারোহীর অর্দ্ধাংশসহ আলেকজান্দার স্বয়ং জলশূন্য ভূভাগের মধ্য
দিয়া মালয় নামক এক স্বাধীন ভারতীয় জাতিকে আক্রমণার্থ অগ্রগামী
হইলেন। তিনি প্রথম দিবসে, আকিসাইন্ হইতে কুড়ি ষ্টাডিয়া
দূরবর্তী একটা ক্ষুদ্র শ্রোতস্বতীতীরে শিবির স্থাপন করিলেন। এই
স্থানে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিয়া তিনি সৈন্যদলকে স্বল্পক্ষণ

(৩) বর্তমানে এই উভয়নদী মূলতানের ত্রিশমাইল উত্তরে মিলিত হইয়াছে,
কিন্তু আলেকজান্দারের সময়ে মূলতানের কয়েকমাইল দক্ষিণে এই সঙ্গম ঘটিয়াছিল।

(১) মালয় বা মালব ও পরবর্তী অক্সিড্রাকাই বা ক্ষুদ্রক—মালব ও
ক্ষুদ্রক নাম সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক স্থানে পাওয়া যায়। মহাভারতে “ক্ষুদ্রক-
মালব” জাতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পাণিনিও ইহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। আরিয়ান্
তাঁহার ইণ্ডিকাগ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, এই জাতি হাইডাস্ফিস্ ও
আকিসাইনের সঙ্গমস্থলের উত্তরে বাস করিত। কিন্তু ইহাতে সম্পূর্ণ আস্থা প্রদান

বিশ্রাম করিতে অনুমতি প্রদান ও প্রত্যেক সৈন্যই যাহাতে নিজ নিজ সকল প্রকার জলপাত্র জলপূর্ণ করে তাহার আদেশ প্রদান করিলেন। দিবসের অবশিষ্টাংশ ও সমগ্র রাত্রি যাত্রা করিয়া তিনি প্রায় চারি শত ষ্টাডিয়া পথ (২) অতিক্রম পূর্বক প্রত্যুষে এক নগর সম্মুখে উপনীত হইলেন। এই নগরে অনেক মালয় আশ্রয়ার্থ সমাগত হইয়াছিল। তাহারা কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, আলেকজান্ডার জলশূন্য মরুভূমির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া তাহাদের আক্রমণ করিবেন এবং তজ্জন্ত তাহাদের অধিকাংশই অসুবিধীন হইয়া ক্ষেত্রে কন্ম করিতেছিল। প্রকৃতপক্ষে, নানারূপ অসুবিধা অতিক্রম করিতে হইবে

করা যায় না। ভিনসেন্ট স্মিথের মতে লাহোরের নিম্নে হাইড্রাওটীস্ তীরে মালব জাতি বাস করিত। বান্বেরী অনুমান করেন যে ইহারা শতক্রর বামতীরে বাস করিত।

অক্সিড্রাকাইকে ষ্ট্রাবো হাইড্রাকাই, প্লিনি সিড্রেসী, এবং দায়দরস্ সিরাকোসাই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ষ্ট্রাবো ইহাদিগকে ব্যাকাসের বংশধর বলিয়াছেন।

মহাভারতে মালব জাতিকে পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম মালব বলিয়া বিভক্ত করা হইয়াছে। (৬।১০৭)

সমুদ্রগুপ্তের লিপিতেও ইহাদের উল্লেখ আছে।

বিশপ থিল'ওয়াল্ বলিয়াছেন যে এই উভয় জাতির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা থাকিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। নামেই প্রতীয়মান হয় যে একজাতি ব্রাহ্মণ ও অপর শূদ্র ছিল এবং এই জন্তই ইহাদের মধ্যে কোনরূপ আদানপ্রদান হইত না। কথিত হয় যে উভয় জাতি একত্র হইলে ৮০।২০০০০ পদাতিক, ১০ সহস্র অশ্বারোহী এবং ৭০০-২০০ রথী সৈন্য আলেকজান্ডারের গতিরোধ করিতে সমর্থ হইত।

(২) বর্তমানে এই ভূভাগ বার নামে অভিহিত।

বলিয়াই আলেকজান্দার যেরূপ এই বিপজ্জনক পথ নির্বাচন করিয়াছিলেন, শত্রুও সেইরূপ কিছুতেই মনে করিতে পারে নাই যে তিনি এই বিপদসঙ্কুল পথ দিয়া নিজ সৈন্য পরিচালনা করিবেন। এই প্রকারে তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে তাহাদের আক্রমণ করিলেন এবং তাহারা অস্ত্রশূণ্য থাকাতে বাধা প্রদানের পূর্বেই তাহাদিগের অধিকাংশকে হত্যা করিলেন। তিনি অবশিষ্টাংশকে ঐ নগরে অবরোধ করিলেন এবং পদাতিকের ফ্যালাংক্‌ সেই স্থানে উপনীত না হওয়াতে তিনি নগর প্রাচীরের চতুর্দিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে অশ্বারোহী স্থাপন করিলেন। ইহাতে ঐ নগর সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ হইল। এই স্থানে পদাতিক সৈন্য পৌঁছিবামাত্র, তিনি নিজের ও ক্লিটসের অশ্বারোহী সৈন্য ও এগ্রিয়ানিয়ানগণকে পার্দিকাসের অধীনে অত্র একটা মালয়-নগরে প্রেরণ করিলেন। এই নগরে ঐ জনপদের অনেক মালয় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। পার্দিকাস্ নগর-মধ্যস্থ মালয়গণকে অবরোধ করিতে উপদিষ্ট হইলেও আলেকজান্দারের উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত নগর অধিকার করিতে নিষিদ্ধ হইলেন। অর্থাৎ, যাহাতে কেহই পলায়ন করিয়া আলেকজান্দারের আগমন-বার্তা অত্রাণ্ড বর্করগণকে প্রদান না করিতে পারে, সেই উপায় অবলম্বন করিতে আদিষ্ট হইলেন। তৎপরে আলেকজান্দার নগর প্রাচীর আক্রমণ করিলেন। বর্করগণের অনেকে হত হওয়ায় ও কতক আহত হওয়ায় তাহারা নগর প্রাচীর পরিত্যাগ করিয়া দুর্গে পলায়ন করিল। দুর্গ উচ্চস্থানে অবস্থিত এবং দূরারোহ বলিয়া তাহারা আরও কিছুকাল দুর্গরক্ষা করিতে সমর্থ হইল। কিন্তু মাসিদোনীয়গণ বিশেষ তেজস্বিতার সহিত দুর্গের সকল দিক আক্রমণ করিতে এবং স্বয়ং আলেকজান্দার সর্বত্রই আক্রমণে উৎসাহ দিতে থাকায়, দুর্গ তাঁহার হস্তগত হইল এবং

দ্বিসহস্র ব্যক্তিকে (যাহারা এই দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল,) হত্যা করা হইল (৩)।

ইতোমধ্যে পার্দিকাম্ যে নগরে প্রেরিত হইয়াছিলেন তথায় উপনীত হইয়া, অধিবাসিগণ বহু পূর্বেই নগর পরিত্যাগ করিয়াছে জানিতে পারিয়া অশ্বারোহী সৈন্যকে ক্ষিপ্ৰকারিতার সহিত পলায়িতগণের পশ্চাদ্ধাবন করিতে আদেশ করিলেন এবং লঘুবর্ম্মারূত সৈন্যগণও যথাসম্ভব দ্রুতবেগে এই কার্য্যে ব্রতী হইল। তিনি কতকগুলি পলাতকগণকে হত্যা করিলেন, কিন্তু অতিদ্রুত পলায়নে সমর্থ শত্রুগণ নদীমধ্যস্থ জলাভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল (৪)।

সপ্তম অধ্যায়

মালয়গণের দুর্গাধিকার

আলেকজান্দার মধ্যাহ্নভোজন সমাপন করিয়া ও সৈন্যগণকে এক প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত বিশ্রামের অবসর প্রদান করিয়া, পরে অগ্রগামী হইতে লাগিলেন এবং রাত্রিতে বহুদূরে অগ্রসর হইয়া প্রত্যুষে হাই-ড্রাওটীস্ তীরে উপনীত হইলেন। তিনি তথায় অবগত হইলেন যে, অনেক মালয় নদীর অপর তীরে পলায়ন করিয়াছে। কিন্তু যে সকল মালয় সেই সময়ে নদী উত্তীর্ণ হইতেছিল তাহাদিগকে

(৩) কানিংহাম্ এই স্থানকে কোট-কামালিয়া বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

(৪) কানিংহাম্ ইহাকে হারাপা বলিয়াছেন কিন্তু ম্যাক্রিওল ইহা গ্রহণ করেন নাই।

আক্রমণ করিয়া অনেককে নদী উত্তীর্ণ হইবার কালে বধ করিলেন। তিনি সেই অবস্থাতেই, তাহাদের সঙ্গে এবং একই প্রণালী দ্বারা নদীর অপর তীরে উপনীত হইলেন। যে সকল শত্রু অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছিল তিনি দ্রুতবেগে তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। তিনি ইহাদের অনেককে বধ করিলেন এবং কিয়দংশকে বন্দী করিলেন। কিন্তু অধিকাংশই স্বাভাবিক ও কৃত্রিম—উভয়রূপেই সুরক্ষিত এক দুর্গে পলায়ন (১) করিতে সমর্থ হইল। পদাতিক সৈন্য উপনীত হইলে আলেকজান্দার পিথনকে তিন দল অশ্বারোহী সৈন্যসহ পলায়নকারি-গণের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। এই বাহিনী দুর্গের বিরুদ্ধে গমন করিয়া প্রথম আক্রমণেই ইহা অধিকার করিল এবং হত ব্যতীত অপর সকলকেই বন্দী করিল। পিথন ও তাহার অধীন সৈন্যগণ এই প্রকারে নিরুপিত কার্য্য সমাপনান্তে স্কাবাবে প্রত্যাগমন করিল।

অতঃপর অনেক মালয় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে জানিতে পারিয়া আলেকজান্দার স্বয়ং ব্রাক্কাগণের এক নগর (২) আক্রমণার্থ সৈন্য

(১) কানিংহাম্ এই স্থানকে মুলতানের নিকটবর্তী তুলাশ্বা বালিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

(২) কানিংহাম্ ইহাকে তুলাশ্বা হইতে কুড়ি মাইল দূরবর্তী আতারি দুর্গ বলিয়াছেন। এই স্থানে প্রচুর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহা ৭৫০ ফীট চতুর্কর্গ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে ও উচ্চে ৩৫ ফীট। এই স্থানের কোন ইতিহাস, এমন কি কিংবদন্তীও পাওয়া যায় না; তবে ইষ্টক দেখিলে প্রতীয়মান হয় যে এই স্থান সুপ্রাচীন। কাটিয়াস্ লিখিয়াছেন যে আলেকজান্দার নৌকা করিয়া দুর্গ প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। ভিনসেন্ট স্মিথ বলিয়াছেন যে, বর্তমানে এই প্রদেশ মণ্টোগ্‌মারী জেলা নামে অভিহিত হয়। এই স্থানে পাঁচসহস্র ব্রাক্কা যুদ্ধে হত হইয়াছিলেন।

পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এই নগরে পৌছিয়া তিনি নগর প্রাচীরের সর্বত্রই ঘনসন্নিবিষ্ট ফালাংক্সসহ আক্রমণ করিলেন। নগর প্রাচীরের তলদেশ শূন্যগর্ভ দেখিয়া এবং ক্ষেপণীয় অস্ত্রাদির বিরুদ্ধে দৃশ্যমান থাকা অসম্ভব বোধ করিয়া শত্রু নগর প্রাচীর পরিত্যাগ পূর্বক দুর্গমধ্যে পলায়ন করিয়া তথা হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু কয়েকজন মাসিদোনীয় সৈনিক তাহাদেরই সহিত একযোগে দুর্গমধ্যে প্রবেশে সমর্থ হওয়ায়, বর্ষরগণ পুনর্নির্মিত হইয়া মাসিদোনীয়গণকে আক্রমণ করিয়া কতকগুলিকে দুর্গমধ্য হইতে বহিষ্কৃত ও পঞ্চবিংশ জনকে হত্যা করিল। ইহাতে আলেকজান্দার তাঁহার সৈন্যগণকে নগর প্রাচীরের সর্বত্রই অধিরোহণী স্থাপন ও প্রাচীরের তলদেশ শূন্যগর্ভ করিতে আদেশ দিলেন; একটা তোরণ শূন্যগর্ভ হইয়া পতিত এবং অন্য দুইটা তোরণের মধ্যবর্তী প্রাচীরে গর্ভ হইলে, দুর্গ ঐ দিক হইতে আক্রমণ-যোগ্য হইল এবং আলেকজান্দার সর্ব প্রথমে দুর্গ প্রাচীরে আরোহণ পূর্বক উপরে উঠিলেন। ইহাতে অন্যান্য মাসিদোনীয়গণ লজ্জায় প্রাচীরের অন্যান্য স্থানে উঠিয়া শীঘ্রই দুর্গ করায়ত্ত করিল। কতকগুলি ভারতীয় নিজ নিজ গৃহে অগ্নিসংযোগ করিল; তাহারা ধৃত হইয়া হত হইল, কিন্তু অধিকাংশ ভারতবাসীই যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। প্রায় পঞ্চ সহস্র ভারতবাসী হত হইল এবং অধিবাসীরা ক্ষত্রোচিত গুণে বিভূষিত ছিল বলিয়া অত্যল্পসংখ্যকই বন্দী হইয়াছিল।

অষ্টম অধ্যায়

হাইড্রাওটীস্ তীরে মালয়গণের পরাভব

সৈন্যগণকে পূর্বোক্তস্থানে বিশ্রামার্থ একদিন অবসর প্রদান করিয়া তিনি পরদিবস মালয়জাতির অবশিষ্টাংশকে আক্রমণার্থ অগ্রগামী হইলেন। তিনি তাহাদের নগরগুলিকে পরিত্যক্ত দেখিলেন এবং অবগত হইলেন যে অধিবাসীরা মরুভূমিতে পলায়ন করিয়াছে। এইস্থানেও তিনি সৈন্যগণকে একদিবস বিশ্রাম করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। পরদিবস আলেকজান্দার পিথন্ ও অশ্বারোহী সৈন্যাধ্যক্ষ ডেমেট্রিয়স্কে নিজ নিজ সৈন্য ও লঘুবর্ষাবৃত সৈন্যসহ নদীতীরে প্রেরণ করিলেন। এই সকল সেনানী নদীতীর দিয়া অগ্রসর হইয়া নদীতীরস্থ বনভূমিতে লুক্কায়িত বহু মালয়গণ স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ না করিলে তাহাদিগকে হত্যা করিতে আদিষ্ট হইলেন। এই দুইজন কর্মচারীর অধীন সৈন্যগণ জঙ্গল মধ্যে অনেক পলাতক ধৃত করিয়া বধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

আলেকজান্দার স্বয়ং মালয়দিগের সর্বাপেক্ষা প্রধান নগরের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। তিনি অবগত হইলেন যে তাহাদের বহু নগর হইতে এই নগরে অনেক মালয় নিরাপদের জন্ত আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু ভারতীয়গণ আলেকজান্দারের আগমনের বার্তা শ্রবণ করিবা মাত্র এই নগর পরিত্যাগ করিল। ভারতীয়গণ হাইড্রাওটীস্ উত্তীর্ণ ও আলেকজান্দারের গতিরোধে কৃতসঙ্কল্প হইয়া নদীতীরে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। নদীতীরও অত্যন্ত উচ্চ ছিল। আলেকজান্দার এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া তাঁহার সহিত যে সকল অশ্বারোহী ছিল কেবল তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া যে স্থানে মালয়গণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিল তথায় উপনীত হইলেন

এবং পদাতিকগণকে তাঁহার অনুসরণ করিতে আদেশ করিলেন। নদীতীরে উপনীত হইয়া তিনি অপরতীরে শত্রুগণকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া ঐ অবস্থায় নদীর মধ্যে কেবল অশ্বারোহী সৈন্যসহ ঝম্প প্রদান করিলেন। শত্রু আলেকজান্দারকে নদীর অর্দ্ধাংশ ঐ অবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে দেখিয়া, দ্রুতবেগে অথচ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে নদীতীর হইতে অপসারিত হইল এবং আলেকজান্দার কেবল অশ্বারোহীসহ পশ্চাৎদাবনে শত্রুর ব্রতী হইলেন। কিন্তু আলেকজান্দারের সহিত মাত্র একদল অশ্বারোহী দেখিয়া ভারতীয়গণ প্রত্যা-বর্তন পূর্বক বিশেষ বলসহকারে যুদ্ধে নিযুক্ত হইল। ভারতীয়গণ সংখ্যায় ৫০,০০০ সহস্র ছিল। আলেকজান্দার তাহাদের শ্রেণী ঘনসন্নিবিষ্ট দেখিয়া এবং নিজ পদাতিক সৈন্য সঙ্গে না থাকায়, শত্রুর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ ও তাহাদের সন্নিহিতে গমন না করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে আগ্রিয়ানিয়ান্ ও অন্যান্য লঘুবর্ষারূত সৈন্যগণ (উৎকৃষ্ট সৈন্যগণই এই দলভুক্ত ছিল) তীরন্দাজসহ যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইল এবং অনতিদূরেই পদাতিকের ফ্যালাংক্স দৃষ্ট হইল। এতগুলি বিপদ সম্মুখীন দেখিয়া ভারতীয়গণ পৃষ্ঠ-প্রদর্শন পূর্বক নিকটে তাহাদের যে সর্কাপেক্কা সুরক্ষিত নগর (১) ছিল, তাহাতেই পলায়ন করিল। পশ্চাৎদাবন কালে

(১) ট্রাবো বলিয়াছেন যে, এই নগর স্কুদ্রাকারের ছিল। দায়দরস্ ও কাটিয়াম্ এই নগর অক্সিড্রাকাইদিগের অধিকৃত ছিল লিখিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কানিংহাম্ এই স্থানকে মুলতান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আরিয়ানের বর্ণনাপাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এইস্থান মুলতান নহে। ভিনসেন্ট স্মিথের মতে ইহা ঝাং ও মণ্টোণ্ মারী এই উত্তর জেলার সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত ছিল। মুলতানকে কেহ কেহ সংস্কৃত মুলস্থানপুর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

আলেকজান্দার ইহাদের অনেককে হত্যা করিলেন এবং যাহারা পলায়নে সমর্থ হইল না, তাহারাও নগর মধ্যে অবরুদ্ধ হইল। প্রথমে, আলেকজান্দার সমাগত অশ্বারোহী দ্বারা নগর অবরোধ করিলেন। কিন্তু পদাতিক সৈন্য সেই স্থানে পৌঁছিলে তিনি দিবসের অবশিষ্টাংশে নগর প্রাচীরের চতুর্দিকেই শিবির সন্নিবেশ করিলেন। দিবাভাগের এই অবশিষ্টাংশ নগর আক্রমণ করার পক্ষে প্রশস্ত ছিল না, অধিকন্তু পদাতিকগণ দীর্ঘকাল কুচ করায় এবং অশ্বারোহীগণ অনবরত পশ্চাদ্ধাবনে ও নদী উত্তীর্ণ হইবার জন্য অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল।

নবম অধ্যায়

নগরাক্রমণ

পরদিবস সৈন্যদলকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া, তিনি স্বয়ং এক শ্রেণীর পুরোভাগে অবস্থান করিয়া নগরাক্রমণে ব্রতী হইলেন; পার্দিকাস্ অন্য শ্রেণীর অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ইহাতে ভারতীয়-গণ আক্রমণের প্রতিরোধ না করিয়াই দুর্গमध्ये আশ্রয় গ্রহণার্থ পলায়ন করিল। এজন্য আলেকজান্দার ও তাঁহার সৈন্যবর্গ একটা ক্ষুদ্র দ্বার ভগ্ন করিয়া অন্যান্য সৈন্যের বহুপূর্বে নগর প্রবেশে সমর্থ হইলেন। কিন্তু পার্দিকাস্ ও তাঁহার অধীন সৈন্যগণের নগর প্রাচীর অতিক্রম করা কষ্টসাধ্য হওয়ায় দুর্গপ্রবেশে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তাহারা প্রাচীরোপরি রক্ষক না দেখিতে পাইয়া বিবেচনা করিয়াছিল যে, নগর অধিকৃত হইয়াছে এবং তজ্জন্তই তাহারা অধিরোহণী সঙ্গে লয় নাই। কিন্তু শত্রু

তখনও প্রাচীর অধিকার করিয়া এবং তাহাদের অনেকে আক্রমণ প্রতিরোধে শ্রেণীবদ্ধ রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া মাসিদোনীয়গণের কেহ নগরপ্রাচীর ধ্বংস, কেহ অধিরোহণী সাহায্যে নগর প্রাচীরে উত্থিত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মাসিদোনীয়গণ অধিরোহণী লইয়া অত্যধিক বিলম্ব করিতেছে মনে করিয়া, তিনি একজনের নিকট হইতে একখানি অধিরোহণী কাড়িয়া লইয়া উহা প্রাচীরে স্থাপন পূর্বক নিজ ঢালদ্বারা মস্তক আবৃত করিয়া অধিরোহণী দ্বারা আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলে, পিউকেস্টাস্ তাঁহার পদানুসরণ করিলেন। আলেকজান্দার ইলিয়ানস্ (১) আথেনার মন্দির হইতে যে পবিত্র ঢাল লইয়াছিলেন, এবং যাহা তিনি সকল সময় তাঁহার নিকটে রক্ষা ও প্রত্যেক যুদ্ধে নিজ পুরোভাগে স্থাপন করিতেন, পিউকেস্টাস্ সেই ঢালসহ অধিরোহণী আরোহণ করিতেছিলেন। শরীররক্ষী সৈন্যের অন্যতম কর্মচারী লিওনেটাস্ও সেই অধিরোহণী সাহায্যে নগর প্রাচীরে উঠিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন। ভিন্ন অধিরোহণী দ্বারা আব্রিয়াস্ নামক অন্য একটী সৈন্যও এইরূপ চেষ্টা করিতেছিলেন। (এই আব্রিয়াস্ নিজ অধিকতর দক্ষতার জন্য দ্বিগুণ বেতন ও ভাতা পাইতেন)। আলেকজান্দার এক্ষণে নগরপ্রাচীরের প্রায় শীর্ষদেশে উখানে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং প্রাচীরে ঢাল রক্ষা করিয়া কতকগুলি ভারতবাসীকে দুর্গমধ্যে ধাক্কা দিয়া ফেলিতে ও নিজ

(১) আব্রিয়ান্ বলিয়াছেন যে আলেকজান্দার হেলেন্সপন্ট উত্তীর্ণ হইয়া ইলিয়ানে গমন করেন। এই স্থানে আথেনীদেবীর পূজা করিয়া তিনি নিজ বশ্ন ঐ স্থানে স্থাপন করিয়া, তৎপরিবর্তে ট্রোজান্ যুদ্ধে ব্যবহৃত মন্দিরস্থ পবিত্র অস্ত্রের কতকাংশ গ্রহণ করেন।

তরবারী সাহায্যেও কতকগুলিকে হত্যা করিয়া নগরপ্রাচীরের কতকাংশ শত্রুবিহীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হাইফাস্পিষ্টস্গণ এক্ষণে রাজার অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া একসঙ্গে অনেকে অধিরোহণী সাহায্যে দুর্গপ্রাচীরে উত্থানের প্রয়াস পাওয়ার, অধিরোহণী ভয় হইল এবং যাহারা অধিরোহণী উপরে ছিল ইহাতে তাহারা পড়িয়া গেল ও অপরের পক্ষে প্রাচীরে আরোহণ আরম্ভ অসাধ্য করিয়া দিল।

এইরূপ সময়ে আলেকজান্দার প্রাচীরোপরি দণ্ডায়মান থাকিয়া নিকটবর্তী সকল তোরণ হইতে আক্রান্ত হইতেছিলেন। কোন ভারতবাসীই তাঁহার সন্নিকটে গমন করিতে সাহসী হয় নাই। নগরাভ্যন্তরস্থ অধিবাসীরা অনতিদূরস্থ প্রাচীরের নিকট হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে লাগিল। অধিকন্তু অত্যুজ্জ্বল অস্ত্রাদি (২) ও অসম-সাহসিকতার জন্য তিনি সকলের অত্যধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যেখানে তিনি রহিয়াছেন, তথায় থাকিলে কোন প্রশংসাযোগ্য কার্য্য করিতে পারিবেন না; পরন্তু, অত্যন্ত বিপদে পড়িবেন। কিন্তু যদি তিনি দুর্গমধ্যে রম্প প্রদান করেন, তবে হয়ত এইরূপ সাহসিকতায় ভারতীয়গণ অত্যধিক ভীত হইতে পারে। আর যদি তিনি এইরূপ না করেন, তবে তাঁহাকে অনর্থক বিপদের

(২) প্রট্যর্ক নিম্নোক্ত প্রকারে আলেকজান্দারের অস্ত্রাদির বর্ণনা করিয়াছেন :—
 “তিনি কার্পাসপূর্ণ বক্ষস্ত্রাণের উপরে অনতিদীর্ঘ অস্ত্রাবরণ পরিধান করিয়াছিলেন, মস্তকে উজ্জ্বল ইম্পাতের ও পালক সুশোভিত শিরস্ত্রাণ ছিল। বহু মূল্যবান ও সুখচিত কোমরবন্ধে উজ্জ্বল ও মূল্যবান প্রস্তরাদি খচিত তরবারী শোভা পাইতেছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি ঢাল ও বর্শাও সঙ্গে রাখিয়াছিলেন।”

ভাগী হইতে হইবে। কিন্তু অন্য প্রকারে তিনি অপমানকর মৃত্যুর ভয় হইতে রক্ষা পাইবেন এবং ইহা বিশেষ বীরত্বের কার্য বলিয়া পরবর্তীকালে চিরস্মরণীয় হইবেন। এইরূপ মনঃস্থ করিয়া তিনি দুর্গ মধ্যে রক্ষা প্রদান করিলেন। পরে প্রাচীরে নিজ দেহ রক্ষা করিয়া যে সকল ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখীন হইয়া আক্রমণ করিতে সাহসী হইয়াছিল, তাহাদিগকে তরবারী দ্বারা বধ করিলেন। ভারতীয়গণের শাসনকর্তাও অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত আলেকজান্দারকে আক্রমণ করিয়া এই প্রকারে হত হইলেন। অন্য একটা ভারতীয়কে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তিনি প্রস্তর নিক্ষেপে তাহাকে প্রতিহত করিলেন এবং অন্য একজনকেও এইরূপে পরাভূত করিলেন। কেহ নিকটে আসিলে তিনি তরবারী ব্যবহার করিতে লাগিলেন। বর্ষরগণের আর তাঁহার নিকটে আসিবার ইচ্ছা থাকিল না কিন্তু তাহারা তাঁহার চতুর্দিকে থাকিয়া যাহার যে অস্ত্র ছিল অথবা যে যাহা পাইতেছিল তাহা লইয়াই তাঁহাকে আক্রমণ করিতে লাগিল।

দশম অধ্যায়

আলেকজান্দারের গুরুতর আঘাত

এই বিশিষ্ট বিপদের সময় পিউকেস্টাস ও দ্বিগুণ বেতনভোগী আট্রিয়াস এবং তাঁহাদের পরে লিওনেটস্—কেবল যাহারা অধিরোহণী ভয় হইবার পূর্বে প্রাচীরে উঠিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—লক্ষ্যপ্রদানে রাজার সম্মুখে পতিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আট্রিয়াস সেই স্থানে যুদ্ধকালে কপোলদেশে তীরবিদ্ধ হইয়া পতিত হইলেন।

স্বয়ং আলেকজান্দারেরও বক্ষঃস্থান ছিন্ন হইয়া স্তনের উপরে বক্ষ-
দেশ বিদ্ধ হইল। টলেমি বলিয়াছিলেন যে, রক্তের সহিত ক্ষতস্থান
হইতে বাতাস নির্গত হইতে লাগিল। কিন্তু গুরুতররূপে আঘাত
প্রাপ্ত হইলেও, যতক্ষণ তাঁহার রক্ত উষ্ণ থাকিল, ততক্ষণ তিনি
আপনাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রতি নিশ্বাসের সহিত
প্রচুর পরিমাণে রক্ত প্রবলবেগে বহির্গত হইতে লাগিল এবং
তিনি নিজের ঢালের উপর অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন
পিউকেস্টাস, আলেকজান্দার যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন তথায় উপনীত
হইয়া ইলিয়ান্ হইতে আনীত পবিত্র ঢালখানি আলেকজান্দারের
সম্মুখে ধারণ করিলেন এবং লিওনেটাস্ তাঁহাকে পার্শ্বদেশের আক্রমণ
হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই দুই জনই গুরুতররূপে
আহত হইয়াছিলেন এবং অতিরিক্ত রক্তশ্রাবে আলেকজান্দারেরও
মূর্ছা হইবার উপক্রম হইয়াছিল। মাসিদোনীয়গণ কি প্রকারে
দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিবে তাহা স্থির করিতে পারিতেছিল না।
বাহারা আলেকজান্দারকে প্রাচীরোপরি দণ্ডায়মানাবস্থায় আক্রান্ত
হইতে ও পরে দুর্গমধ্যে লক্ষ প্রদান করিয়া পতিত হইতে দেখিয়াছিল,
রাজার কোন বিপদ হয় এই আশঙ্কায় তাহারা তাড়াতাড়ি
করিয়া অধিরোহণী ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। এই প্রকার সঙ্কটে
তাহারা প্রাচীর আরোহণার্থ নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে
লাগিল। প্রাচীর মৃত্তিকা নির্মিত থাকাতে কেহ কেহ উহাতে
কীলক বিদ্ধ করিয়া অতি কষ্টে ইহা দ্বারা প্রাচীরোপরি আরোহণ করিতে
সমর্থ হইল। কেহ কেহ একে অপরের উপরে দণ্ডায়মান হইয়া
উর্দ্ধদেশে উঠিল। যে সর্কাগ্রে উঠিল, সে তৎক্ষণাৎ দুর্গমধ্যে পতিত
হইল এবং তাহার পরবর্তী সকলেও একপ্রকারে প্রাচীর গাত্র হইতে

রম্পপ্রদান করিতে লাগিল। তাহারা তথায় রাজাকে অচেতনাবস্থায় দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন ও দুঃখ করিতে লাগিল। এক্ষণে আলেকজান্দারের ভূপতিত দেহের পার্শ্বে ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল— একের পর অপর মাসিদোনীয় স্বীয় স্বীয় ঢাল রাজার সম্মুখে রক্ষা করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে কতকগুলি সৈন্য তোরণ মধ্যস্থ দ্বারের কীলক ভগ্ন করিয়া অত্যন্ত সংখ্যায় দুর্গমধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিল এবং অগ্নাণ্ড সকলে দুর্গদ্বারে ছিদ্ৰ হইয়াছে দেখিয়া দ্বারে স্কন্ধ স্থাপন করিয়া উহাকে অধিকতর উন্মুক্ত করিল এবং এবম্প্রকারে দুর্গের ঐ অংশে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল।

একাদশ অধ্যায়

আলেকজান্দারের ক্ষতের গভীরতা

তখন তাহারা ভারতীয়গণকে হত্যা করিতে আরম্ভ করিল এবং এই হত্যাকাণ্ডে মাসিদোনীয়গণ স্ত্রী পুরুষ বালক কাহাকেও রক্ষা করিল না। কেহ কেহ আলেকজান্দারকে তাঁহার ঢালের উপর করিয়া বহন করিতে লাগিল। তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়াছিল এবং তিনি রক্ষা পাইবেন কি না সে বিষয়ে তাহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিল না। কোন কোন লেখক এরূপ বলিয়াছেন যে, কোস্ নগরবাসী ক্রিটোডিমস্ ইস্ক্রীপিয়াড্, যেখানে তীরবিদ্ধ হইয়াছিল তথায় ক্ষত করিয়া ঐ অস্ত্র নিষ্কাশন করেন। অপর লেখকে বলেন যে, এই ভয়াবহ বিপদকালে তথায় কোন

অস্ত্রচিকিৎসক না থাকাতে, শরীররক্ষী সৈন্তের পার্দিকাস্ নামক এক কর্মচারী, আলেকজান্দারের ইচ্ছায় নিজ তরবারী দ্বারা ক্ষত স্থানে ছিদ্র করিয়া ঐ অস্ত্র নিষ্কাশিত করেন। ইহা নিষ্কাশিত হইলে এত প্রচুর রক্তস্রাব হয় যে, আলেকজান্দার পুনর্বার মূর্চ্চিত হন এবং এই মূর্চ্ছাতে রক্তস্রাব রুদ্ধ হয়। ঐতিহাসিকগণ এই ঘটনা সম্বন্ধে অনেক আখ্যান রচনা করিয়াছেন, এবং প্রথম আখ্যান-রচয়িতৃগণ হইতে গ্রহণ করিয়া জনশ্রুতি আমাদের সময় পর্য্যন্ত এগুলি রক্ষা করিয়াছে। এই বর্তমান ইতিহাস যতদিন ঐগুলি নিরাকরণ না করে, ততদিন এক পুরুষ হইতে অল্প পুরুষ পর্য্যন্ত এই সকল মিথ্যা আখ্যান প্রচলিত থাকিবে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ সাধারণ বিবরণের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে— ইহা হইতে জানা যায় যে এই ঘটনা অক্সিড্রাকাইগণের মধ্যে ঘটিয়াছিল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা মালয় নামক এক স্বাধীন ভারতীয় জাতির মধ্যেই ঘটিয়াছিল। ঐ নগর মালয়দিগেরই অধিকৃত ছিল এবং যে সকল ব্যক্তি আলেকজান্দারকে আঘাত করিয়াছিল তাহারা মালয়জাতি-ভুক্ত ছিল। তাহারা অক্সিড্রাকাইগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া সাধারণ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে মনঃস্থ করিয়াছিল, ইহা সত্য, কিন্তু আলেকজান্দারের জলহীন প্রদেশাভ্যন্তর হইয়া আকস্মিক ও দ্রুত কুচের জন্ত এই অভিসন্ধি পূর্ণ হয় নাই এবং এক জাতি অপরকে সাহায্য করিতে পারে নাই। অল্প একটি সাধারণ বিবরণ আলোচনা করা যাউক। যেরূপ পূর্বের যুদ্ধ ইসসেই সংঘটিত ও প্রথম অস্থারোহী যুদ্ধ গ্রানিকসে হইয়াছিল সেইরূপ সাধারণ বর্ণনানুসারে দারিয়াসের সহিত শেষ যুদ্ধ (যাহাতে দারিয়াস্ পলায়ন করেন এবং অবশেষে তিনি বেসসের সৈন্যকর্তৃক ধৃত ও আলেকজান্দারের

আগমনকালে হত হন) আরবেলাতেই ঘটয়াছিল। এক্ষণে প্রকৃত ঘটনা এই যে এই অশ্বারোহীর যুদ্ধ গ্রানিকসে ঘটয়াছিল এবং দারিয়াসের সহিত পরবর্তী যুদ্ধ ইসসে হইয়াছিল। কিন্তু যে স্থানে আলেকজান্দার ও দারিয়াসের শেষ যুদ্ধ হয়, সেই স্থান হইতে আরবেলা ছয় শত ষ্টাডিয়া দূর; যাহারা কম করিয়া গণনা করে তাহাদের মতে ইহা পাঁচ শত ষ্টাডিয়া দূরবর্তী। কিন্তু টলেমী ও আরিষ্টবোলস্ বলেন যে বোমদস্ নদী তীরে গোগামেলায় এই যুদ্ধ হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে গোগামেলা একটি শহর ছিল না, বৃহদাকাশের একটি গ্রাম মাত্র—ইহার কোন খ্যাতিই ছিল না এবং নামটি শ্রুতিকটুও বটে। এই জন্মই আমার মনে হয় যে, আরবেলা শহর এই হেতু বৃহৎ যুদ্ধের স্থান বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে। কিন্তু আরবেলা হইতে বহু দূরবর্তী স্থানে এই যুদ্ধ ঘটিলেও যদি আমরা ইহাকে আরবেলার যুদ্ধ বলিয়া গণ্য করি, তবে আমরা সালামিসের জলযুদ্ধ কোরিণ্থের অন্তরীপের নিকট ও ইউবিয়ার অন্তর্গত আর্টিমিসিয়ার জলযুদ্ধ ইজিনা বা সুনিয়ামের (১) যুদ্ধ বলিয়া গণ্য করিতে পারি।

অপিচ, যাহারা আলেকজান্দারকে তাঁহার বিপদের সময় ঢাল দ্বারা রক্ষা করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে সকলেই পিউকেস্টাস্কে অন্তর্ভুক্ত করে, কিন্তু লিওনেটাস্ ও আত্রিয়াস্ সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন যে আলেকজান্দার শিরস্ত্রাণে গদাঘাত প্রাপ্ত হইয়া অত্যধিক মস্তক ঘূর্ণন জন্ম পতিত হন এবং দণ্ডায়মান হইবামাত্র একটি তীর তাঁহার

(১) সালামিসের নৌযুদ্ধে গ্রীকগণ আরাবিসের অধীন পারসীক নৌবাহিনীকে পরাভূত করিয়াছিল (৪৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। আর্টিমিসিয়ার যুদ্ধও পূর্বোক্ত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে ঘটে কিন্তু জয়পরাজয় অনিশ্চিত ছিল।

বক্ষস্থান ভেদ করিয়া তাঁহার বক্ষে বিদ্ধ হয়। কিন্তু লাগস্পুত্র-টলেমী বলেন যে তিনি কেবল বক্ষেই এই একমাত্র আঘাতই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাহা হউক ঐতিহাসিকগণের আলেকজান্দার সংক্রান্ত নিম্নোক্ত ভ্রমটাই সর্বাপেক্ষা মারাত্মক। কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে লাগস্পুত্র টলেমী ও পিউকেস্টস্ আলেকজান্দারের সহিত একযোগে অধিরোহণী আরোহণ করিয়াছিলেন; যখন আলেকজান্দার ভূপতিত হইয়াছিলেন তখন টলেমী তাঁহার উপরে ঢাল রক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেইজন্মই “সোটর” (২) (রক্ষাকর্তা) উপাধিভূষিত হইয়াছিলেন। অথচ টলেমী স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে তিনি এই সময়ে সে ক্ষেত্রে উপনীত ছিলেন না; পক্ষান্তরে অত্র এক বাহিনীর অধিনায়করূপে তিনি অত্র বর্ষরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে-ছিলেন। আমার বর্ণনার প্রকৃত বিষয় হইতে বর্ণনান্তরে গমন করিবার কারণ এই যে পরবর্ত্তীকালে মনুষ্যগণ যেন এই সকল বৃহত্তী কার্য ও ক্রেশের কথা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিবেচনা না করে।

(২) ইহা ভুল। টলেমী রোডস্বাসিগণকে ডেমেট্রিসের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াই এই উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

সৈন্যাবলীর উদ্ব্বেগ ও ভীতি

ক্ষত শান্তির জন্ম যখন আলেকজান্দার এই স্থানে রহিলেন, তখন যে শিবির হইতে আলেকজান্দার মালয়গণকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তথায় সংবাদ পৌঁছিল যে আলেকজান্দার ক্ষতের জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তখন সমগ্র সৈন্যদলে সংবাদ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে একটী গভীর ক্ষেদ-ধ্বনি উথিত হইল। কিন্তু রোদনধ্বনি সমাপ্তির অব্যবহিত পরেই তাহারা অত্যন্ত বিমর্ষ হইল এবং আলেকজান্দারের তুল্যগুণাবিত অনেক মাসিদোনীয় ব্যক্তির মধ্যে কাহাকে অধিনায়করূপে নির্বাচিত করা হইবে সেই সম্বন্ধে গভীর তর্ক সমুপস্থিত হইল। সৈন্যেরা কি প্রকারে নিরাপদে গৃহ পর্য্যন্ত পরিচালিত হইবে সে সম্বন্ধেও সন্দেহ ও আশঙ্কা হইতে লাগিল। তাহারা ক্ষত্রোচিত গুণাবলী বিভূষিত শত্রুবেষ্টিত ছিল, অনেক শত্রু এক্ষণেও পরাজিত হয় নাই অথবা স্বাধীনতার জন্ম যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিল এবং আলেকজান্দারের ভয় দূরীভূত হইলে অনেকে নিশ্চিতই বিদ্রোহী ভাবাপন্ন হইবে। সেই সময়ে তাহাদের বোধ হইতেছিল যে তাহারা অগম্য নদী পরিবেষ্টিত ছিল এবং সকল দিক দাবীমান করিয়া তাহাদের প্রতীয়মান হইতেছিল যে তাহারা অনতিক্রম্য বিপজ্জাল জড়িত ছিল। তিনি জীবিত আছেন এই সংবাদ পাইলেও তাহারা এই সংবাদে আস্থা স্থাপন করিতে পারে নাই অথবা ইহাও মনে করিতে পারে নাই যে তাহাদের রাজা নিরাময় হইবেন। স্বয়ং আলেকজান্দারের নিকট হইতে তিনি শীঘ্রই শিবিরে গমন

আলেকজান্দারকে জীবিত দেখিয়া সৈন্যগণের আহ্লাদ ১৮৭
করিবেন এরূপ সংবাদসহ তথায় পত্র পৌঁছিলেও অনেকেই ভয়াতিশয্যে
ঐ সংবাদে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না, কারণ তাহাদের আশঙ্কা
হইতেছিল যে ঐ পত্র আলেকজান্দারের শরীররক্ষী ও সেনাপতিগণের
জাল ব্যতীত অণু কিছুই নহে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আলেকজান্দারকে জীবিত দেখিয়া তাঁহার সৈন্যগণের আহ্লাদ

উপরিউক্ত সংবাদ অবগত হইয়া সৈন্যমধ্যে গণ্ডগোল নিরাকরণের
জন্য, যতশীঘ্র সম্ভব, আলেকজান্দার হাইড্রাওটীস্ নদীতীরে স্বয়ং
উপস্থিত হইবার ব্যবস্থা করিলেন এবং তথায় গমন করিয়া নৌকাপথে
হাইড্রাওটীস্ ও আকিসাইনের সঙ্গমস্থলে উপনীত হইলেন। এইখানে
হিফেষ্টায়ন্ সৈন্যগণের ও নিয়ার্কাস্ রণতরীসমূহের অধ্যক্ষতা করিতে-
ছিলেন। আলেকজান্দারের নৌকা শিবির সন্নিকটে অগ্রসর
হইবার কালে যাহাতে সকলেই তাঁহাকে সহজে দেখিতে পায়,
তজ্জন্ম তিনি চাঁদোয়া স্থানান্তরিত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন।
কিন্তু সৈন্যেরা ইহাতেও আস্থাস্থাপন করিতে পারিতেছিল না, কারণ
তাহারা মনে করিতেছিল যে নৌকায় আলেকজান্দারের শব্দই
আসিতেছে। অবশেষে নদীতীরে উপনীত হইলে তিনি তাঁহার
হস্তোত্তোলন করিয়া ঐ হস্ত জনসঙ্ঘের দিকে প্রসারিত করিলেন।
ইহাতে সৈন্যগণ জয়ধ্বনি সহকারে কেহ স্বর্গের দিকে, কেহ আলেক-
জান্দারের দিকে হস্তোত্তোলন করিল। এই অপ্রত্যাশিত দৃশ্যে

অনেকের চক্ষে অশ্রু দৃষ্ট হইল। তাঁহাকে নৌকা হইতে স্থলে নামাইবার জন্য কয়েকজন হাইপাস্ফিষ্টস্ একখানি শিবিকা আনয়ন করিল। কিন্তু তিনি তাঁহার অশ্ব আনয়ন করিবার জন্ত আদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহাকে পুনর্বার অশ্বারোহণ করিতে দেখিয়া সমগ্র সৈন্য সিংহনাদ সহকারে অভ্যর্থনা করিল এবং এই জয়ধ্বনি নদীর উভয়কূল, নিকটবর্তী পর্বত ও কন্দরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। স্বীয় শিবির সন্নিকটে উপনীত হইয়া যাহাতে সৈন্যগণ তাঁহাকে দেখিতে পায়, তজ্জন্ত তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। তখন সৈন্যগণ তাঁহার চতুর্দিকে সমবেত হইয়া, কেহ তাঁহার হস্ত, কেহ জাম্বু এবং কেহ কেহ কেবল বস্ত্র মাত্র স্পর্শ করিল। কেহ অনতিদূরবর্তী স্থান হইতে তাঁহার সন্দর্শন লাভ করিয়া বিস্মিতচিত্তে প্রত্যাবর্তন করিল। অত্র কেহবা তাঁহাকে মাল্যশুশোভিত ও কেহ কেহ তৎকালীন পুষ্পদ্বারা বিভূষিত করিল।

নিয়ার্কাস্ উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি সৈন্যপরিচালনাকালে অত্যধিক বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার যে সকল বন্ধু তাঁহার নিন্দা করিয়াছিলেন, আলেকজান্দার তাঁহাদের প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন; এই বন্ধুগণ আলেকজান্দারকে বলিয়াছিলেন যে এরূপ করা সেনাপতির পক্ষে সমীচীন নহে, ইহা সাধারণ সৈন্তেরই কৰ্ম্ম। আমার মনে হয় যে, আলেকজান্দার ইহাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিয়া এবং তিনি প্রকৃতই নিন্দনীয় কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা ইহা বলিয়াছিলেন এই সকল মন্তব্যে বিরক্ত হইয়াছিলেন। যাহা হউক তিনি অত্যধিক বীরত্ব ও সম্মানপ্রিয়তার জন্ত অত্র লোকের গায় (যাহারা অতিরিক্ত আমোদে বিচলিত হয়) প্রলুদ্ধ হইয়াছিলেন কারণ তাঁহার এই সকল বিপদ হইতে দূরে থাকার গুণের

অভাব ছিল। নিয়ার্কাস্ ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, একজন বৃদ্ধ বোইসীয়াবাসী (যাঁহার নাম উক্ত অধিনায়ক উল্লেখ করেন নাই) আলেকজান্দারকে উক্ত বন্ধুদের বাক্যে বিরক্ত হইতে ও তাঁহাদের প্রতি কর্কশদৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া, তাঁহার নিকটে অগ্রসর হইয়া বোইসীয়ার (১) ভাষায় নিম্নোক্ত মন্যে সম্বোধন করিলেন “হে আলেকজান্দার, বীরদিগেরই মহৎকর্ম সম্পাদন করা কর্তব্য” এবং অতঃপর তিনি ‘আয়ার্মিক’ছন্দে বলিলেন যে যাহারা মহৎকর্ম সম্পাদন করে তাহারাই দুঃখভোগ করে। কথিত আছে যে, অতঃপর এই ব্যক্তি আলেকজান্দারের অনুগ্রহভাজন ও পরে তাঁহার সহিত বিশেষ সখ্যতাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

মালয়, অক্সিড্রাকাই ও অন্যান্য জাতির পরাভব-
স্বীকার এবং সিন্ধুপর্য্যন্ত জলযাত্রা

এই সময়ে যে সকল মালয় জীবিত ছিল তাহাদের নিকট হইতে ঐ জাতির অধীনতাস্বীকার পত্র গ্রহণ করিয়া দূতগণ আলেকজান্দারের নিকটে উপনীত হইল; অক্সিড্রাকাইগণের নিকট হইতেও তাহাদের নগরসমূহের প্রধান ব্যক্তিগণ, প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ ও দেড়শত সম্ভ্রান্তব্যক্তি সন্ধি করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাসহ তাঁহার নিকটে সমাগত হইল। ভারতীয়গণ যে সকল উপহার সর্বোৎকৃষ্ট

(১) বোইসীয়া—গ্রীসের প্রদেশ বিশেষ।

মনে করে, তাহারা সেই সকল উপহার আনয়ন করিয়াছিল এবং মালয়গণ তাহাদের জাতির অধীনতা স্বীকার করিল। তাহারা নিবেদন করিল যে এতদিন তাহারা দূত প্রেরণ না করিয়া যে বশুতা স্বীকার করে নাই, এই অপরাধ ক্ষমাই; কারণ স্বরূপ বলিল যে অগ্রাণু জাতি অপেক্ষা তাহারা অধিকতর স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন-প্রিয় এবং ডাইওনিসসের ভারত-আগমনের সময় হইতে আলেকজান্দারের আগমন পর্য্যন্ত তাহারা স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। প্রচলিত প্রবাদানুযায়ী আলেকজান্দারও দেববংশীয় বলিয়া খ্যাত হওয়ায়, তাহারা আলেকজান্দারের ইচ্ছানুযায়ী শাসন-কর্ত্তাগ্রহণ, নির্দ্ধারিত কর প্রদান, ও তাঁহার আদেশানুযায়ী প্রতিভূ প্রদান করিতে প্রস্তুত আছে। ইহাতে তিনি মালয়জাতির মধ্য হইতে নির্দ্ধাচিত এক সহস্র প্রতিভূপ্রদানের আদেশ প্রদান করিলেন। তিনি এই সকল ব্যক্তিকে প্রতিভূর গ্ৰায়, অথবা আবশ্যকমত ভারতীয় অগ্রাণু জাতির সহিত যুদ্ধকালে সাহায্যকারীরূপে ব্যবহার করিতে চাহিলেন। সুতরাং মালয়গণ তাহাদের সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোপেক্ষা দীর্ঘ একসহস্র ব্যক্তিকে নির্দ্ধাচন করিয়া তাহাদিগকে পাঁচশত রথ ও রথচালক সহ তাঁহার নিকট প্রেরণ করিল। এই রথ ও রথচালককে (১) তাহারা স্বেচ্ছায় প্রেরণ করিয়াছিল। আলেকজান্দার ফিলিপস্কে ঐ জাতির ক্ষত্রপরূপে নিযুক্ত করিলেন। তিনি রথগুলি রাখিয়া প্রতিভূগণকে প্রত্যর্পণ করিলেন।

(১) কাটিয়াস্ উল্লেখ করিয়াছেন যে, ১০৩০ চতুরথ যোজিত রথ, ১০০০ চাল, ১০০ ট্যালেন্ট ঈম্পাত, প্রচুর কার্পাসনির্মিত দ্রব্য, অনেকগুলি কূর্মের খোলা ব্যতীত আরও নানারূপ দ্রব্য অম্বিড্রাকাইগণ প্রদান করিয়াছিল।

এই সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন হইলে এবং ইতোমধ্যে আরও অনেক তরীনির্মাণ ব্যাপার সমাধা ও তাঁহার ক্ষতস্থান আরোগ্য হইলে তিনি সপ্তদশশত শরীররক্ষী অধারোহী, ঐ সংখ্যক লঘু বর্ম্মাবৃত সৈন্য এবং প্রায় দশসহস্র পদাতিক সৈন্যসহ জাহাজে করিয়া হাইড্রাওটীস্ নদী হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলেন। (হাইড্রাওটীস্ আকিসাইনের সহিত সম্মিলিত হইবার পরে আকিসাইন্ নামেই আখ্যাত হয়।) পরে যে স্থানে এই নদী সিন্ধুর সহিত মিলিত হইয়াছে তিনি আকিসাইন্ হইয়া তথায় উপনীত হইলেন। এই বারটী বৃহতী নদী (যাহার প্রত্যেকটীই জলযান গমনোপযোগী) সিন্ধুর সহিত মিলিত হইলেও, স্বতন্ত্র নামে মিলিত হয় নাই। হাইডাম্পিস্ আকিসাইনের সহিত মিলিত হইবার স্থান হইতে উভয় নদী আকিসাইন্ নামে পরিচিত। এই আকিসাইন্ আবার হাইড্রাওটীস্ সহিত মিলিত হইলেও আকিসাইন্ নামে আখ্যাত হয়। তৎপরে ইহা হাইফাসিসের (২) সহিত মিলিত হইয়া অবশেষে সিন্ধুর সহিত যোগদান করে এবং এই সঙ্গমের পর হইতে ইহা আর ভিন্ন নামে পরিচিত হয় না। এইজন্য আমি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছি যে, সিন্ধু এইস্থান হইতে যে স্থানে ইহা বদ্বীপ নির্মাণের জন্য বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া একশত ষ্টাডিয়া অথবা অধিক বিস্তৃত, তথায় ইহা নদী অপেক্ষা হ্রদের ত্রায় দেখায় (৩)।

(২) ম্যাক্রিগল মনে করেন যে এইস্থানে শতক্র উল্লিখিত হইয়াছে। এই স্থানে বলা যাইতে পারে যে পাশ্চাত্য লেখকগণের মধ্যে সর্বপ্রথমে মেগাস্ট্রেনিস্ই শতক্র উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমান সঙ্গমস্থল হইতে ভারতসমুদ্র ৪৯০ মাইল।

(৩) ভিনসেন্ট স্মিথ বলিয়াছেন আলেকজান্দারের সময়ের সঙ্গমস্থল বর্তমানে

পঞ্চদশ অধ্যায়

ক্ষত্রপ নিয়োগ এবং সিন্ধু হইয়া মোসিকানসের

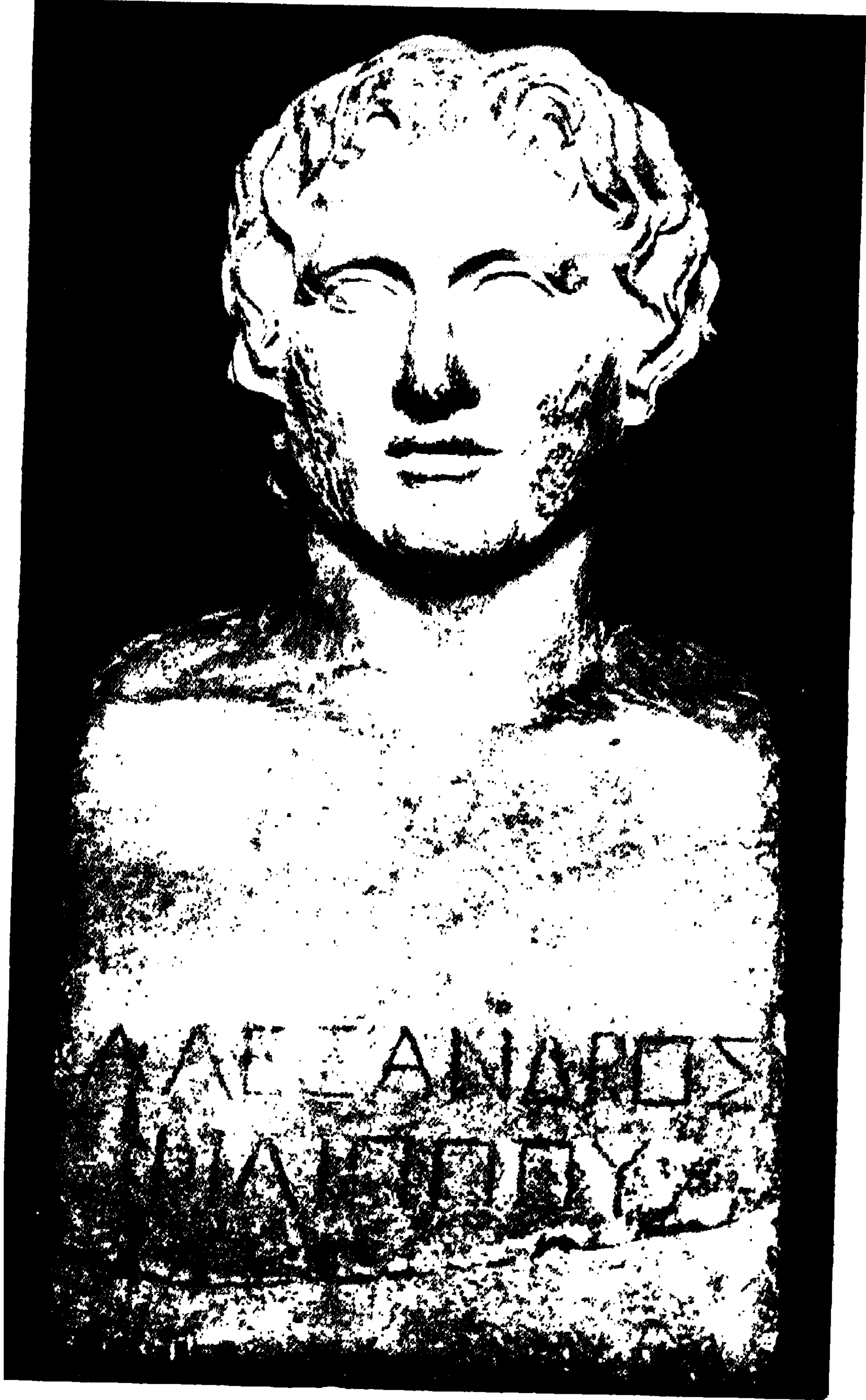
রাজ্যে গমন

আকিসাইন্ ও সিন্ধু সঙ্গমে আলেকজান্দার পার্দিকাস্ ও তাঁহার সৈন্তের জগ্ৰ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সেনাপতি তাঁহার অগ্রসর হইবার পথে আবাষ্টীনাই (১) নামক স্বাধীন জাতিকে পরাভূত করিয়াছিলেন। ইতোমধ্যে স্কন্ধাবারে ত্রিংশৎক্ষপণীবিশিষ্ট ও ভারবাহী অগ্ৰাণ্ণ তরী পৌঁছিয়াছিল। জাথুই (২) নামক যে স্বাধীন জাতি তাঁহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, এই সকল নৌকা তাহাদের

নির্ধারণ করা অসম্ভব। আরব দেশীয় লেখকগণ আলেকজান্দারের বহুপরে দোশীয়ার্ নামক স্থানকে সঙ্গমস্থল বলিয়া লিখিয়াছেন। বর্তমানে ইহা বাহাওয়ালপুর রাজ্যের অন্তর্গত। এস্থলেও স্থিথ পুনরুলেখ করিয়াছেন যে নদীর পরিবর্তন জন্য স্থানাদি কিছুতেই নির্দেশ করা সম্ভবপর নহে।

(১) দায়দরস্ এই জাতিকে সাম্বষ্টই (Sambastai) বলিয়া লিখিয়াছেন। মহাভারতে পাঞ্জাববাসী অম্বষ্ঠ নামে এক জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। কাটিয়াস্ সম্ভবতঃ সাবার্কি নামক জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। ম্যাক্রিগল এই দুই জাতিকে অভিন্ন মনে করেন।

(২) ম্যাক্রিগল এই জাতিকে মনু-উল্লিখিত ক্ষত্রিয়জাতি বলিয়া অনুমান করেন। কাটিয়াস্ বলিয়াছেন যে, (৯৮) আলেকজান্দারের সহিত সাবার্কি নামক একজাতির যুদ্ধ ঘটয়াছিল। ইহাদের ৬০,০০০ পদাতিক, ৬০০০ অশ্বারোহী ও ৫০০ রথ ছিল।



আলেকজান্দার

মধ্যেই প্রস্তুত হইয়াছিল। ওসাদিয়ই (৩) নামক অত্র এক স্বাধীন জাতির নিকট হইতেও বশ্যতা স্বীকারকারী দূত আসিয়াছিল। আলেক-জান্দার আকিসাইন্ ও সিন্ধুর সঙ্গম ফিলিপ্পেসের অধীন প্রদেশের প্রান্তসীমারূপে নির্ধারণ পূর্বক, তাঁহার নিকট সমুদয় থেসিয়সৈন্য ও ঐ প্রদেশ-শাসনের আবশ্যিকমত পদাতিক সৈন্য রক্ষা করিলেন। তৎপরে তিনি সঙ্গমস্থানে একটা নগর স্থাপনের (৪) আদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহার আশা ছিল যে কালে এই নগর বৃহদাকারের হইয়া পৃথিবীখ্যাত হইবে। তিনি এই স্থানে পোতাশ্রয় নিৰ্ম্মাণেরও আদেশ প্রদান করিলেন। এই সময়ে তাঁহার পত্নী রোজানার পিতা বক্টিয়া দেশীয় অক্সিয়ার্টেস্ তথায় উপনীত হইলে তিনি পূর্ববর্তী ক্ষত্রপ টিরিয়াম্পীস্কে পদচ্যুত করিয়া উক্ত অক্সিয়ার্টেস্কে পারাপামিসাদাই প্রদেশের ক্ষত্রপপদে নিযুক্ত করিলেন। উক্ত টিরিয়াম্পীস্কে কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম সম্পাদনে ক্রটীর কথা পূর্বেই আলেকজান্দারের কর্ণগোচর হইয়াছিল।

অতঃপর তিনি ক্রাটেরস্কে সৈন্য ও হস্তীর অধিকাংশ সহ নদীর অপর তীরে প্রেরণ করিলেন। এই বামতীরই গুরুবর্ষাবৃত সৈন্তের কুচের পক্ষে প্রশস্ত ছিল এবং অপর তীরবর্তী প্রদেশের জাতিগুলিও বিশেষ সখ্যতাবন্ধনে আবদ্ধ ছিল না। তিনি স্বয়ং নদীযোগে

(৩) সেন্ট মার্টিন্ নামক প্রত্নতত্ত্ববিৎ এই জাতিকে মহাভারত কথিত বসাতী জাতি বলিয়া অনুমান করেন।

(৪) কোন লেখকই এই নগরের নামোল্লেখ করেন নাই। কানিংহাম্ আসকালান্দ-উচা নামক স্থানকে এই নগর বলিয়া নির্দেশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন ("প্রাচীন ভূগোল" ২৪২-২৪৫)।

সগদইদিগের রাজধানীতে উপনীত হইয়া অত্র একটা নগর সুরক্ষিত, পোতাশ্রয় নিৰ্মাণ ও তরীগুলি সুসংস্কৃত করিলেন। অতঃপর তিনি অক্সিআর্টিস্ ও পাইথনকে সিন্ধু ও আকিসাইনের সঙ্গমস্থল হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ ও ভারতবর্ষের উপকূল ভাগের ক্ষত্রপ নিযুক্ত করিলেন।

তিনি ক্রাটেরস্কে পুনর্বার আরাথোসয় ও ড্রান্গিয়ানের দেশের মধ্য দিয়া সৈন্যসহ প্রেরণ করিলেন; তিনি স্বয়ং নদীপথে মৌসিকানসের (৫) রাজ্যে জলপথে গমন করিলেন। এই রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী বলিয়া খ্যাত ছিল এবং এই রাজা স্বয়ং বশুতা স্বীকার করিতে আগমন করেন নাই, অথবা দূতপ্রেরণ করিয়া সখ্যতা প্রার্থনা করেন নাই। প্রবল রাজাকে যে সকল উপহার প্রদান করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়, তিনি তাহাও করেন নাই, অথবা আলেকজান্দারের নিকট কোন অনুগ্রহও প্রার্থনা করেন নাই। এই জন্ত আলেকজান্দার জলপথে এত দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া মৌসিকানসের রাজ্যের প্রান্তসীমায় উপনীত হইলেন যে, মৌসিকানস্ আলেকজান্দারের অগ্রসর হইবার সংবাদও প্রাপ্ত হন নাই। আলেকজান্দারের আকস্মিক আগমনে, মৌসিকানস্ ভীত হইয়া বহুমূল্যবান উপহারসমূহ ও সকল হস্তীসহ আলেকজান্দারের

(৫) ষ্ট্রাবো মৌসিকানসের রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন (১৫।১)। সমসাময়িক ভারত, প্রথম খণ্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ষ্ট্রাবোর বর্ণনা, অনিসিক্রিটসের বর্ণনার উপরে নির্ভর করিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। অনিসিক্রিটস্ এই জাতির যৎপরোনাস্তি প্রশংসা করিয়াছেন। বর্তমানে ইহা একরূপ সর্ববাদীসম্মত যে আলোর মৌসিকানস্ বা মুষিক রাজ্যের রাজধানী ছিল।

সহিত সাক্ষাতের জন্ত অগ্রগামী হইলেন। তিনি স্বয়ং ও তাঁহার জাতির বশ্বতা এবং নিজস্ব স্বীকার করিলেন। আলেকজান্দারের নিকট হইতে যিনি কিছু প্রার্থনাভিলাষী হইয়া থাকেন, তাঁহার পক্ষে এইরূপ করাই প্রকৃষ্ট পন্থা। এই জন্ত আলেকজান্দার মোসিকানসের বশ্বতা ও অনুতাপের জন্ত তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন, তাঁহার রাজধানী ও রাজ্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে স্বরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তৎপরে ক্রাটেরস্ রাজধানীর দুর্গ সুরক্ষিত করিবার জন্ত আদিষ্ট হইলেন এবং এই কার্য আলেকজান্দারের সেই স্থানে উপস্থিত থাকা কালেই সম্পাদিত হইল। নিকটবর্তী জাতি সমূহকে দমন রাখিবার জন্ত দুর্গে আবশ্যকীয় সৈন্য স্থাপিত হইল।

ষোড়শ অধ্যায় .

অস্কিকানস্ ও সাম্বসের বিরুদ্ধে অভিযান

অতঃপর আলেকজান্দার তীরন্দাজসৈন্য, আগ্রিয়ানিয়ান্ ও যে সকল অশ্বারোহীসৈন্য তাঁহার সহিত জলপথে অগ্রসর হইতেছিল, তাহাদের লইয়া অস্কিকানস্ (১) নামক ঐ প্রদেশীয় শাসনকর্তার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। এই ব্যক্তি স্বয়ং অথবা প্রতিনিধি দ্বারা বশ্বতা স্বীকার করেন নাই। তিনি প্রথম আক্রমণেই অস্কিকানসের

(১) কার্টিয়াস্ এই জাতিকে প্রীস্টি (Præsti) বলিয়াছেন। ষ্ট্রাবো ও দায়দরস্ ইহাকে 'পোর্টিকানস্ (Portikanos) বলিয়াছেন এবং এই নাম হইতে ম্যাক্রিগল অনুমান করেন যে এই শব্দ পার্থ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই রাজ্য নির্দেশ করা যায় না।

দুইটা শুব্বহৎ নগর অধিকার ও দ্বিতীয় আক্রমণে অক্লিকানস্কে বন্দী করিলেন। তিনি সৈন্যগণকে লুণ্ঠিত দ্রব্যসমূহ প্রদান করিয়া কেবল হস্তিগুলি নিজে গ্রহণ করিলেন। ঐ প্রদেশীয় অন্যান্য নগরগুলি তাঁহার নামে ও বীরত্বে এরূপ অবসন্ন হইয়াছিল যে, তাঁহার আগমনে তাহারা বিনাবাধায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।

তিনি তৎপরে সাম্বসের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন; এই সাম্বস্কে তিনি পার্বত্যগণের ক্ষত্রপরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মৌসিকানসের সহিত সাম্বসের বিবাদ থাকায় ও মৌসিকানস্কে আলেকজান্দার ক্ষমা করিয়াছেন ও মৌসিকানস্ রাজত্ব করিতেছেন জানিতে পারিয়া সাম্বস্ পলায়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু আলেকজান্দার সাম্বসের রাজ্যের রাজধানী সিন্দিমানায় (২) উপনীত হইলে, নগরের দ্বারদেশ উন্মুক্ত করা হইল এবং সাম্বসের পরিবারবর্গ তাঁহার ধনরত্ন ও হস্তীসহ আলেকজান্দারের আভ্যর্থনার্থ অগ্রসর হইলেন। এই সকল ব্যক্তি আলেকজান্দারকে নিবেদন করিলেন যে, সাম্বসের পলায়নের একমাত্র কারণ এই যে, আলেকজান্দার মৌসিকানস্কে ক্ষমা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অন্য একটা নগর (৩) অধিকার করিলেন। এই নগর বিদ্রোহীভাবাপন্ন হইয়াছিল। যে সকল ব্রাহ্মণ এই নগরকে

(২) কাটিয়াস্ এই নগরকে সাবাস (Sabus) বলিয়াছেন। ইহাকে সেস্থান্ বলিয়া কেহ কেহ নির্দেশ করিয়াছেন। উইলসন্ সাহেব এই শব্দটিকে 'সিন্ধু-মান্' অর্থাৎ সিন্ধুর অধিকারী নামক সংস্কৃত শব্দ হইতে উদ্ভূত বলিয়াছেন। কানিংহাম্ 'সৈন্ধব-ভবন' হইতে ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। শাম্ব শ্রীকৃষ্ণের পুত্র।

(৩) কানিংহাম্ ইহাকে ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণাবাদ বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণাবাদ হায়দ্রাবাদের উত্তরে ৪৭ মাইল দূরে সিন্ধুতীরবর্তী নগর ছিল। কানিংহাম্ ইহাও অশুমান

বিদ্রোহী হইতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের সকলকেই হত্যা করিলেন। এই ব্রাহ্মণগণ ভারতীয়দের দার্শনিক। আমি ভারতবর্ষ সংক্রান্ত অল্প পুস্তকে ইহাদের দর্শনের বর্ণনা করিব।

সপ্তদশ অধ্যায়

মোসিকানস্ হত্যা—আলেকজান্দারের পাটলে উপস্থিতি

ইতোমধ্যে তিনি অবগত হইলেন যে মোসিকানস্ বিদ্রোহী হইয়াছেন। তজ্জন্ম তিনি ক্ষত্রপ পিথনকে উপযুক্ত সৈন্য-সহ মোসিকানসের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়া, মোসিকানসকে যে সকল নগরের আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন, স্বয়ং তাহাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। ইহার কতকগুলির অধিবাসীকে ক্রীতদাস করিয়া নগর ধ্বংস করিলেন, অল্পগুলিতে তিনি সৈন্যস্থাপন করিয়া দুর্গ সুদৃঢ় করিলেন। এই সকল কার্য সমাপনান্তে তিনি শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইতোমধ্যে পিথন্ মোসিকানসকে বন্দী করিয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। আলেকজান্দার বিদ্রোহীকে তাঁহার রাজ্যে লইয়া যাইয়া তাঁহাকে ও যে সকল ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বিদ্রোহের জন্ম

করেন যে দায়দরস্ কথিত হার্মাটেলিয়াই এই নগর। এইস্থানে টলেমী আহত হইয়াছিলেন। সেন্টমার্টিন্ এই যুক্তির বিরুদ্ধে আর্শ্বেলকে এইস্থান বলিয়াছেন। কর্ণেল ইয়ুল বেলাকে হার্মেটেলিয়া বলিয়া মানচিত্রে নির্দেশ করিয়াছেন।

প্ররোচিত করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে ফাঁসীর (১) আদেশ দিলেন। তৎপরে তাঁহার নিকটে পাটলদিগের অধিপতি আগমন করিলেন। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে সিন্ধুর ব-দ্বীপই এই দেশ এবং এই ব-দ্বীপ মিশর দেশীয় ব-দ্বীপ অপেক্ষা বৃহৎ। এই ব্যক্তি তাঁহার অধীন সমগ্র ভূভাগ ও সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে আলেকজান্দারের হস্তে অর্পণ করিলেন। আলেকজান্দার তাঁহাকে স্বরাজ্যে প্রেরণ করিয়া তাঁহার অভিযানের উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিবার জন্ত আদেশ দিলেন। তৎপরে তিনি ক্রাটেরস্কে আরাথোসিয়া ও সারঙ্গিয়ার (২) অভ্যন্তর হইয়া কার্মেনিয়ায় প্রেরণ করিলেন। ক্রাটেরসের সঙ্গে আর্টালস্, মিলিয়াগর্ এবং আর্টিগিনিসের অধীন সৈন্ত ও তীরন্দাজ এবং

(১) কোন কোন অনুবাদক মৌসিকানস্কে ক্রুশবিদ্ধ করা হয় বলিয়া লিখিয়াছেন।

(২) ম্যাক্রিওল এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন “আরিয়ানের এই পুস্তকের পঞ্চদশ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে সগ্দিয়ানার রাজধানী পরিত্যাগের পর আলেকজান্দার ক্রাটেরস্কে এই পথে প্রেরণ করেন। ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, ক্রাটেরসের যাত্রা করিবার অব্যবহিত পরে তাঁহাকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইয়াছিল। সম্ভবতঃ, আলেকজান্দার এই পথ কষ্টসাধ্য দেখিয়া তাঁহাকে প্রত্যাগমনের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ষ্ট্রাবো একস্থলে লিখিয়াছেন “ক্রাটেরস্ হাইডাস্পিস্ তীর হইতে যাত্রা করিয়া আরাথোটাই ও ড্রানগাইদেশেরমধ্য দিয়া কার্মেনিয়া ও অন্ত্র একটী দেশে গমন করেন”। অতীত তিনি লিখিয়াছেন যে ক্রাটেরস্ আলেকজান্দারের সঙ্গে সঙ্গে কার্মেনিয়ায় প্রবেশ করেন (১৫।২।১১)। প্রথমোক্ত পথ এরূপ কষ্টসাধ্য যে ইহা কিছুতেই অনুমান করা যাইতে পারে না যে ক্রাটেরস্ ঐ পথ নির্বাচন করিয়াছিলেন।” বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন যে, ক্রাটেরস্ সহজসাধ্য পথ দিয়াই অগ্রসর হইয়াছিলেন।

সহকারী ও যে সকল মাসিদোনিয় সৈন্য কার্যে অনুপযুক্ত হইয়াছিল তাহাদিগকে প্রেরণ করিলেন। ক্রাটেরসের সহিত আলেকজান্দার হস্তিগুলিকেও প্রেরণ করিলেন। নিজের সহিত জলপথে যে সকল সৈন্য যাইতেছিল তদ্ব্যতীত অন্যান্য সৈন্যকে তিনি হিফেষ্টীয়নের অধীনে স্থাপন করিলেন। হিফেষ্টীয়ন নদীর যে কূল হইয়া অগ্রসর হইতেছিলেন যাহাতে তাহারা সে কূল হইয়া অগ্রসর না হয় তজ্জন্য অশ্বারোহী বর্ষাধারী সৈন্যের অধ্যক্ষ পিথন্ ও আগ্রিয়ানিয়ান্গণকে তিনি অপর তীরে প্রেরণ করিলেন। যে সকল নগর সম্প্রতি সুরক্ষিত হইয়াছে, পিথন্ সেই সকল নগরে ভারতীয়গণের বিদ্রোহ দমনার্থ উপনিবেশ স্থাপন এবং উপনিবেশিকগণের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া আলেকজান্দারের সহিত পাটলে যোগদান করিতে আদিষ্ট হইলেন।

জলপথে যাত্রা করিবার তিন দিবস পরে আলেকজান্দার অবগত হইলেন যে পাটলের (৩) রাজপুত্র নগরের অধিকাংশ অধিবাসীসহ নগর পরিত্যাগ পূর্বক নিকটবর্তী ভূভাগ জনশূন্য করিতেছে। ইহাতে আলেকজান্দার নিজের গতি-বেগ বৃদ্ধি করিয়া পাটলে উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, নগর ও চতুর্পার্শ্ববর্তী কর্ষিত ভূমি জনশূন্য হইয়াছে। কিন্তু তিনি তাহার লঘুবর্ষারূত সৈন্যগণকে পলাতকগণের পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করিলেন এবং পলাতকদিগের কেহ কেহ ধৃত হইলে তাহাদিগকে তাহাদের স্বদেশবাসীদিগের নিকট প্রেরণ করিয়া সংবাদ দিলেন যেন তাহারা সাহসপূর্বক গৃহে প্রত্যাগমন ও ভূমিকর্ষণ করে; ইহাতে তাহাদের অধিকাংশই প্রত্যাগমন করিয়াছিল।

অষ্টাদশ অধ্যায়

কূপখনন ও সিন্ধুর পশ্চিমশাখা হইয়া অগ্রসর

পাটলে দুর্গ নিৰ্মাণ করিতে হিফেষ্টীয়নকে আদেশ প্রদান পূৰ্বক, আলেকজান্দার নিকটবর্তী জলশূণ্ণ ভূমিতে কূপ খননার্থ (১) লোক প্রেরণ করিলেন। এবম্প্রকারে এই মরুভূমি বাসযোগ্য হইল। নিকটবর্তী বর্ষরগণ এই সকল লোককে আক্রমণ করিল এবং এই আক্রমণ আকস্মিক হওয়ায় কূপ খননার্থ প্রেরিত কতক লোক হত হইল কিন্তু আক্রমণকারীদিগের অনেক ব্যক্তি হত হওয়ায় তাহারাও মরুভূমিতে পলায়ন করিল। ইহাতে আলেকজান্দার-প্রেরিত ব্যক্তিবর্গ কূপ খননে সমর্থ হইল—কারণ, আলেকজান্দার ইতোমধ্যে পূৰ্বোক্ত ব্যাপার অবগত হইয়া অতিরিক্ত লোকও প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সিন্ধুনদ পাটলের নিকট দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে; উভয় ভাগই সমুদ্রের সহিত সন্মিলিত হওয়া পর্য্যন্ত সিন্ধু নামে অভিহিত হয়। এই স্থানে আলেকজান্দার পোতাশ্রয় ও বন্দর নিৰ্মাণে ব্রতী হইলেন এবং কিয়দংশ কার্য্য সম্ভোষণকরূপে সম্পাদিত হইলে তিনি সিন্ধুর মুখ পর্য্যন্ত গমনে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি লিওনেটাসকে একসহস্র অশ্বারোহী এবং অষ্টসহস্র লঘু ও গুরুবর্ম্মাবৃত সৈন্যের অধিনায়করূপে রণতরীসম্ভারের সহিত একরেখায় অগ্রসর হইয়া পাটলদ্বীপ পর্য্যন্ত

(১) পেরিপ্লাস্ ৪১ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে “বর্ত্তমান কালেও আলেকজান্দারের অভিযানের নিদর্শন স্বরূপ প্রাচীন মন্দির, স্কন্ধাবারের ভগ্নাবশেষ ও বৃহৎ কূপ সকল দৃষ্ট হয়।”

কূপখনন ও সিন্ধুর পশ্চিমশাখা হইয়া অগ্রসর ২০১

গমনে আদেশ করিলেন। তিনি স্বয়ং নদীর দক্ষিণ বাহু হইয়া ত্রিংশ ক্ষেপণী সমন্বিত সার্ক একশ্রেণী ক্ষেপণীযুক্ত বিশেষ দ্রুতগামী ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকাসহ যাত্রা করিলেন। তদেণায় ভারতীয়গণ পলায়ন করাতে তাঁহার সহিত কোন পরিচালক ছিল না। তজ্জন্যই এই পথে গমন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইয়াছিল। যাত্রা করিবার দুইদিবস পরে ঝটিকা বহিতে লাগিল এবং ইহাতে নদীমধ্যে বৃহৎ তরঙ্গ হইয়া জাহাজের তলদেশে এক্রপভাবে আঘাত করিতে লাগিল যে, তাঁহার অনেকগুলি জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইল এবং যদিও নাবিকেরা জলমগ্ন হইবার পূর্বে কুলসংলগ্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল তথাপি ত্রিংশৎ ক্ষেপণী সমন্বিত কয়েকটি জাহাজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। এই জন্য অন্যান্য তরী বিনির্মিত হইল এবং আলেকজান্দার লঘুবর্ষ্মাবৃত সৈন্যের মধ্যে দ্রুতগামী কয়েকজনকে প্রেরণ করিয়া তাঁহার তরীপরিচালনার্থ পরিচালক ধৃতকরণে সমর্থ হইলেন। কিন্তু যে স্থানে নদী দুইশত ষ্টাডিয়া বিস্তৃত, তথায় উপনীত হইলে বহিঃসমুদ্র হইতে ঝটিকা প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং তরঙ্গমধ্যে ক্ষেপণীনিষ্ক্ষেপ অসম্ভব হইল। সুতরাং তাহারা আশ্রয়ার্থ পুনরায় উপকূলের দিকে অগ্রসর হইল এবং পরিচালকবর্গ রণতরীসম্ভারকে খালের মুখে আনয়ন করিল।

উনবিংশ অধ্যায়

নৌবাহিনীর সমুদ্রে উপস্থিতি

যখন নৌবাহিনী এই স্থানে নঙ্গর করিয়াছিল, তখন ভাগ্য পরিবর্তনের ন্যায় মহাসমুদ্রে ভাটা হওয়াতে জাহাজ সমূহ শুষ্ক স্থানে রহিয়া গেল। আলেকজান্দার ও তাঁহার অনুচরবর্গের এ বিষয়ে কিছুই অভিজ্ঞতা না থাকায় এই দৃশ্যে তাঁহারা অত্যন্ত ভীত হইলেন। যখন সময়মত পুনর্বার জোয়ার আসিয়া জাহাজগুলিকে ভাসমান করিল তখন তাঁহারা অধিকতর ভীত হইলেন। যে সকল জাহাজ কৰ্দমে আটকাইয়া গিয়াছিল, তাহা বিনা ক্ষতিতেই উত্তোলিত হইল; কিন্তু, যেগুলি উপকূলের অপেক্ষাকৃত শুষ্ক স্থানে ছিল, তাহাদের অনেকগুলি তরঙ্গাঘাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। আলেকজান্দার যতদূর সম্ভব এই সকল জাহাজের সংস্কার সাধন করিলেন এবং অধিবাসীদের নির্দেশানুযায়ী একটা দ্বীপ অনুসন্ধানের জন্ত দুইখানি নৌকায় সৈন্য প্রেরণ করিলেন। অধিবাসীরা এই দ্বীপকে কিল্লোটা (১) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিল। আলেকজান্দার এই দ্বীপে বন্দর রহিয়াছে, ইহা বৃহদাকারের এবং ইহাতে সুমিষ্ট পানীয় জল রহিয়াছে, অবগত হইয়া নৌবাহিনীকে এই দ্বীপে গমন করিতে আদেশ প্রদান করিয়া স্বয়ং

(১) সমসাময়িক ভারত, তৃতীয় খণ্ড ৫০, ৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। প্লুটার্ক এই দ্বীপকে স্কিলোস্টিস্ (Skilloustis) বলিয়াছেন। এই স্থান হইতেই নিয়ার্কাস্ তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত জলযাত্রা আরম্ভ করেন।

কয়েকখানি দ্রুতগামী জাহাজসহ এই দ্বীপ অতিক্রম করিয়া নদীর মুখ পর্য্যন্ত গমন ও নদীমুখ হইতে মহাসমুদ্রে নিরাপদে ও সহজে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারা যাইবে কিনা তাহাই পরীক্ষা করিলেন। উপরিউক্ত দ্বীপ হইতে দুই শত ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইলে, তাঁহারা সমুদ্র-মধ্যস্থ অত্র একটা দ্বীপ দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা নদীমধ্যস্থ দ্বীপে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ইহার প্রান্তদেশে জাহাজগুলি নঙ্গর করিয়া “আমনে”র নির্দ্ধারণানুযায়ী দেবতাদের পূজা করিলেন। তিনি পর দিবস সমুদ্রমধ্যস্থ অত্র একটা দ্বীপের পার্শ্ব দিয়া গমন করিলেন এবং এই দ্বীপের সন্নিকটে গমন করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দেবতাগণের পূজা করিলেন। আমন্ নামক দেবতা কর্তৃক প্রত্যাदिष्ट হইয়াই তিনি এই সকল পূজা বিধিপূর্ব্বক সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি তৎপরে সমুদ্র মধ্যে কোন ভূমি আছে কিনা পরীক্ষার্থ সিন্ধুর মুখের বহির্ভাগে গমন করিলেন। আমার মনে হয় এরূপ করিবার তাঁহার এই উদ্দেশ্য ছিল যে লোকে পরবর্ত্তীকালে মনে করিবে যে তিনি ভারত-বর্ষীয় সমুদ্রের বহির্ভাগে নোচালনা করিয়াছিলেন। তখন তিনি পসাইডনের (২) উদ্দেশে যণ্ড সমূহকে উৎসর্গ করিয়া উহা সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন এবং পূজাস্তে তর্পণ করিয়া তর্পণে ব্যবহৃত স্তূর্ণ পাত্র সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া নিয়ার্কসের অধীনে পারশ্চোপসাগর ও ইউফ্রেটীস্ ও টাইগ্রীস্ নদী পর্য্যন্ত যে সামুদ্রিক অভিযান প্রেরণ করিবেন তাহারই নির্বিঘ্নতার জন্ত দেবতার নিকটে প্রার্থনা করিলেন।

বিংশ অধ্যায়

আলেকজান্দারের পাটলে প্রত্যাগমন

আলেকজান্দার পাটলে প্রত্যাগমন করিয়া পাটলদুর্গ সুরক্ষিত দেখিলেন এবং পিথন অভিযানের উদ্দেশ্য সাধন করিয়াও প্রত্যাগমন করিলেন। হিফেষ্টীয়ন্ পাটল নগরের বন্দর সুদৃঢ় ও তথায় একটি পোতাশ্রয় নির্মাণ করিতে আদিষ্ট হইলেন। যে স্থানে সিন্ধু দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে পাটল নগর সেই স্থানে নির্মিত হইয়াছিল এবং আলেকজান্দার এই স্থানে সুবৃহৎ নৌবাহিনী রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন।

কোন মুখ হইয়া গমন করিলে স্বল্পায়াসে মহাসমুদ্রে পৌঁছান যায় তাহাই স্থির করিতে, তিনি স্বয়ং সিন্ধুর অপর মুখ (১) হইয়া মহাসমুদ্রে গমন করিয়াছিলেন। সিন্ধুর এক মুখ হইতে অপর মুখের ব্যবধান প্রায় অষ্টাদশ ষ্টাডিয়া (২)। মুখের নিকটে পৌঁছিলে তিনি দেখিতে পাইলেন নদীর প্রশস্ততার জন্য তথায় একটি হ্রদ হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে নিকটবর্তী ভূভাগ সমূহ হইতে নানা নদী-পথে ইহাতে জল আইসে বলিয়া এই স্থানটী একটি উপসাগরের আয় (৩) প্রতীয়মান হয় এবং আমাদের দেশের সমুদ্রে যেরূপ

(১) বর্তমানে ইহা “পুরাণা দরিয়া” নামে খ্যাত।

(২) এই তথ্য নিয়ার্কাস্ হইতে গৃহীত হইয়াছে। আরিষ্টবোলস্ একসহস্র ষ্টাডিয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

(৩) সেন্ট মার্টিন্ ইহাকে কচ্ উপসাগর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

মৎস্য দৃষ্ট হয় তদপেক্ষা বৃহদাকারের লবণাক্ত জলের মৎস্য এই স্থানে দৃষ্ট হয়। ঐ হ্রদে পরিচালকবর্গ-নির্দ্ধারিত স্থানে নঙ্গর করিয়া, তিনি লিওনেটাসের অধীনে অধিকাংশ সৈন্য ও সমস্ত নৌকাগুলি স্থাপন করিয়া স্বয়ং ত্রিংশ ফ্লেপণীসম্বিত ‘গ্যালী’ ও সার্ক এক শ্রেণীযুক্ত নৌকাসহ সিন্ধুর মুখের বহির্ভাগে গমন ও এই মুখ হইয়া সমুদ্রে গমন করিয়া স্থির করিলেন যে, অপর মুখ অপেক্ষা এই শেষোক্ত মুখ হইয়া সমুদ্রে গমনই প্রশস্ততর। তৎপরে তিনি উপকূলের নিকট নৌবাহিনী নঙ্গর করিয়া ও অশ্বারোহী সৈন্যসহ উপকূলভাগ দিয়া তিন দিবসের পথ অতিক্রম পূর্বক সমুদ্রগামী ব্যক্তির জন্য কূপ খননের আদেশ প্রদান করিলেন। পরে তিনি নৌবাহিনীতে প্রত্যাগমন করিয়া জলপথে পাটলে প্রত্যাবর্তন করিলেন। যাহা হউক, উপকূল-সন্নিকটে কূপ খননের জন্ত তিনি সৈন্যাবলীর একাংশ প্রেরণ করিলেন এবং তাহারা এই কর্ম সমাপনাতে পাটলে প্রত্যাগমন করে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলেন। পুনর্বার জলপথে পূর্বোক্ত হ্রদে গমন করিয়া তথায় তিনি একটি বন্দর ও পোতাশ্রয়াদি নিৰ্ম্মাণ ও তথায় সৈন্য রক্ষা করিয়া সৈন্যদের চারিমাসের উপযুক্ত রসদ সংগ্রহ করিয়া উপকূলভাগ দিয়া জলপথে যাত্রার আবশ্যকীয় আয়োজন সম্পন্ন করিলেন।

ম্যাক্রিগল ভাগবত পুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া ইহাকে ‘নারায়ণসরস’ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

একবিংশ অধ্যায়

আরাবিস্ নদী উত্তরণ ও ওরিইটাই আক্রমণ

ইটিসীয়ান্ বায়ু (১) প্রবাহিত হয় বলিয়া এই সময় নোচালনের অনুপযোগী উক্ত বায়ু আমাদের দেশের গ্রায় উত্তর হইতে প্রবাহিত হয় না, ভারতবর্ষে ইহা মহাসাগর হইতে দক্ষিণ বায়ুর গ্রায় প্রবাহিত হয়। ইহা নির্ণীত হইয়াছিল যে, শীতের প্রারম্ভ হইতে (অর্থাৎ সপ্তর্ষিমণ্ডলের অস্ত-গমন) উত্তরায়নান্ত পর্য্যন্ত কালই নোচালনোপযোগী ছিল ; কারণ ঐ সময়ে সমুদ্রের দিক হইতে স্থলের দিকে ক্রমাগত ধীর বায়ু প্রবাহিত হয়। এই সময়ে প্রবলবেগে বৃষ্টিও পতিত হয় এবং তজ্জন্ম উপকূলোপযোগী জলযাত্রা (ক্ষেপণী বা পাইল দ্বারা উভয় প্রকারে) সম্ভবপর হয়। নোবাহিনীর অধ্যক্ষ নিয়ার্কাস্ উপকূলোপযোগী জলযাত্রার জন্ম অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু আলেকজান্দার পাটল হইতে যাত্রা করিয়া সমগ্রসৈন্যবাহিনীসহ আরাবিস্ (২) নদী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তখন তিনি হাইপাস্ফিষ্টস্ ও তীরন্দাজ সৈন্তের অর্দ্ধাংশ, সহযোগী পদাতিক ও অশ্বারোহী এবং অগ্রাণু অশ্বারোহী সৈন্ত হইতে এক এক দল ও সমস্ত অশ্বারোহী সৈন্ত সহ বাম পার্শ্বে অবস্থিত সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইয়া অভিযানে নিযুক্ত সৈন্তগণের আবণ্ডকোপযোগী কূপ খনন করিয়া ওরিইটাই নামক স্বাধীন জাতি তাঁহার প্রতি সদয় ব্যবহার না করাতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। যে সকল সৈন্য তাঁহার

(১) এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত এই বায়ু প্রবাহিত হয়।

(২) সমসাময়িক ভারত, তৃতীয় খণ্ড, ৫৪, ৯৩, ১০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সহগামী হয় নাই তিনি সেই সকল সৈন্য হিফেষ্ঠীয়নের অধীনে স্থাপন করিলেন। আরাবিস্ নদীতীরে আরাবিটাই (৩) নামক অন্য একটা স্বাধীন জাতি ছিল এবং এই জাতি আলেকজান্দারের সমকক্ষ নহে বৃষ্টিতে পারিয়া অথচ তাঁহার পদানত হইতে অনিচ্ছুক হইয়া তাঁহার আগমনের সংবাদে মরুভূমিতে পলায়ন করিল। কিন্তু আলেকজান্দার আরাবিস্ নদী (ইহা গভীর প্রশস্তা ছিলনা) এবং মরুভূমির অধিকাংশ ভাগ উত্তীর্ণ হইয়া প্রত্যাষে জনাকীর্ণ স্থানে উপনীত হইলেন। পরে পদাতিকগণকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে তাঁহার পশ্চাদানুসরণ করিতে আদেশ প্রদান করিয়া যাহাতে অশ্বারোহীসৈন্য সমতলক্ষেত্রের বহুস্থান ব্যাপিয়া থাকিতে পারে তজ্জন্য তাহাদিগকে নানা অংশে বিভক্ত করিয়া তিনি ওরিইটাইগণের দেশ আক্রমণ করিলেন। প্রতিকূলাচরণকারী মাত্রেই অশ্বারোহীকর্তৃক হত এবং অনেকে বন্দীও হইল। তৎপরে তিনি ক্ষুদ্র এক জলাশয়ের নিকট শিবির সন্নিবেশ করিলেন এবং হিফেষ্ঠীয়নের অধীন সৈন্যসমূহ ঐ স্থানে পৌঁছিলে তিনি আরও অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং ওরিইটাই রাজের সর্ববৃহৎ গ্রাম—রাশ্বাকিয়ায় (৪) উপনীত হইলেন। তিনি এই স্থানের অবস্থানে প্রীত হইলেন এবং ইহাতে উপনিবেশ স্থাপন করিলে ইহা পরে বৃহৎ ও সমৃদ্ধিশালী হইবে এইরূপ বিবেচনা করিলেন। এই উদ্দেশ্যসাধন মানসে তিনি হিফেষ্ঠীয়নকে এই স্থানে থাকিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

(৩) বিভিন্ন লেখক ইহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন।

(৪) সংস্কৃত রামবাগ হইতে উদ্ভূত। কানিংহাম্ ইহা হইতে অনুমান করেন যে “রামায়ণের রাম হইতেই এই নামকরণ হয় এবং ইহা হইতে রামায়ণের প্রাচীনত্ব অনুমিত হইতে পারে।”

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ওরিইটাই দমন—গেদ্রোসিয়া মরুভূমির বর্ণনা

তৎপরে তিনি পুনরায় হাইপাস্ফিষ্টস্ ও আগ্রিয়ানিয়ানগণের অর্দ্ধাংশ এবং অশ্বারোহী ও অশ্বারোহীতীরন্দাজগণসহ গেদ্রোসিয়া ও ওরিইটাই রাজ্যের প্রান্তসীমাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি এই স্থানে অবগত হইলেন যে, যে সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট দিয়া তাঁহাকে যাইতে হইবে তথায় ওরিইটাই (১) ও গেদ্রোসিয়াবাসী তাঁহার পথ রুদ্ধ করিবার জন্য স্কাবার স্থাপন করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তাহারা সেই স্থানে থাকিলেও আলেকজান্দারের আগমনবার্তা অবগত হইয়া অনেকে গিরিসঙ্কট পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। তখন ওরিইটাইর নেতৃবর্গ তাঁহার নিকটে আত্মসমর্পণ করিতে উপনীত হইল। আলেকজান্দার তাহাদিগকে আদেশ দিলেন যে জনসাধারণ যেন গৃহে প্রত্যাগমন করে এবং তাহাদিগের প্রতি যেন মন্দ ব্যবহার না করা হয়। তিনি এই সকল অধিবাসীর উপরে আপলোফানোস্কে ক্ষত্রপরূপে নিযুক্ত করিলেন। তিনি শরীররক্ষীসৈন্যভুক্ত লিওনেটাস্ নামক কর্মচারীকে আগ্রিয়ানিয়ান্ তীরন্দাজ ও অশ্বারোহী এবং বেতনভোগী গ্রীক পদাতিক ও অশ্বারোহীর কতকাংশের অধিনায়করূপে ওরায় (২) রাখিয়া গেলেন এবং নৌবাহিনী

(১) এই প্রসঙ্গে কার্টিয়াস্ ৯৯ দ্রষ্টব্য।

(২) কেহ কেহ ওরাকে কোকালার নিকটবর্তী কোন জনপদ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ইণ্ডিকায় উল্লিখিত হইয়াছে যে ওরিইটাই উপকূলে ওরা অবস্থিত ছিল। “সমসাময়িক ভারত”, তৃতীয় খণ্ড ১০৪, ও ১২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ঐ উপকূলভাগ অতিক্রম না করা পর্য্যন্ত তাঁহাকে ঐ স্থানে থাকিতে, একটা উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করিতে ও যাহাতে ওরিইটাইগণ ক্ষত্রপকে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন ও তাঁহার নিকট বশ্যতাস্বীকার করে তজ্জন্ত তাহাদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা পালনের জন্য উপদেশ প্রদান করিলেন। এই সময়ে হিফেষ্টিয়ন্ তাঁহার অধীন সৈন্যসহ আলেকজান্দারের সহিত যোগদান করিলে, আলেকজান্দার সৈন্যাবলীর অধিকাংশ সহ প্রধানতঃ মরুভূমির পথ হইয়া গের্দোসিয়ার (৩) দিকে অগ্রসর হইলেন।

আরিষ্টবোলস্ উল্লেখ করিয়াছেন যে এই মরুভূমিতে সাধারণাকারের বৃক্ষাপেক্ষা একজাতীয় বৃহদাকারের গন্ধ-বৃক্ষ

(৩) গের্দোসিয়া—ভিনসেণ্ট্ স্মিথ লিখিয়াছেন “আরিয়ান্ এস্থলে ষ্ট্রাবো অপেক্ষা সঙ্কীর্ণ অর্থে গের্দোসিয়া নাম প্রয়োগ করিয়াছেন। ষ্ট্রাবো গের্দোসিয়াকে সিন্ধু পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছেন। উভয়ে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। গের্দোসিয়ায় ওরিইটাই, আরাবিয়ান্ এবং গের্দোসিয়া এই কয়টাই অন্তর্ভুক্ত হইত; বর্তমানে লাস্বেলার লুমনি জাতিকেই ওরিইটাই বলিয়া বিবেচনা করা হয় এবং ইঁহারা রাজপুতবংশীয় বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেন।” ম্যাক্রিগল বলিয়াছেন “আলেকজান্দারের সময় হইতেই গের্দোসিয়া মরুভূমি নিম্ন সিন্ধু প্রদেশকে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছে। সেমিরামিস্, সাইরাস্ বা আলেকজান্দারের সৈন্যগণ যে অসহনীয় ক্রেশ ভোগ করিয়াছিল, তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্তই পারসীকগণ এই মরুভূমি অপেক্ষা আফগানিস্থানের পার্বত্য প্রদেশকে অধিকতর পছন্দ করিয়াছিল।” ষ্ট্রাবোর মতে ওরিইটাই ও কার্মেনিয়ার মধ্যবর্তী উপকূল ভাগ ৮০০০ ষ্টাডিয়া। পক্ষান্তরে আরিয়ান্ এই স্থানকে, ১০,০০০ ষ্টাডিয়া বলিয়াছেন। ইংরাজী হিসাবে ইহা ৪৮০ মাইল বিস্তৃত। নিয়ার্কাস্ এই স্থান পরিভ্রমণ করিতে ২০ দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

(৪) জন্মিয়া থাকে এবং যে সকল ফিনিসিয়ান, সৈন্যগণের ভক্ষদ্রব্যের বিক্রেতারূপে আলেকজান্দারের বাহিনী সমভিব্যাহারে গমন করিত, তাহারা বৃক্ষ হইতে যে প্রচুর পরিমাণে রস নির্গত হইত তাহা সংগ্রহ করিত। (ইতঃপূর্বে এই সকল বৃক্ষের দীর্ঘ কাণ্ডগুলি আর ছেদিত হয় নাই।) আরিষ্টবোলস্ আরও বলিয়াছেন যে এই মরুভূমিতে লতা বিশেষের (৫) সুগন্ধি মূল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত, কিন্তু ইহার অধিকাংশই সৈন্যগণ পদদলিত করাতে ইহার সুগন্ধ বহু দূরে ব্যাপ্ত হইয়াছিল (৬)। মরুভূমিতে যে আরও কয়েক প্রকার বৃক্ষ পাওয়া যাইত তন্মধ্যে একটী বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য—ইহার পত্র “লরেল” বৃক্ষের ন্যায় এবং যেখানে সমুদ্র মরুভূমির পাদধৌত করিতেছে, ইহা তথায়ই জন্মিত। ভারতীয় সময় এই সকল বৃক্ষ শুষ্ক ভূমিতে থাকিত কিন্তু জোয়ারের সময় বোধ হইত যে ইহারা সমুদ্রগর্ভেই জন্মিয়াছে। কতকগুলির মূল সকল সময়েই সমুদ্র কর্তৃক ধৌত হইত; ইহারা গর্ভে জন্মিত এবং তাহাতে সকল সময়েই জল থাকিত; লবণাস্বতে এই সকল বৃক্ষের ক্ষতি হইত না। এই স্থানের কতকগুলি বৃক্ষ বিংশতি হস্ত পর্যন্ত উচ্চ হইত। এই সময়ে তাহারা পুষ্পিত ছিল এবং ইহাদের পুষ্প শ্বেত “ভায়লেটে”র আয় হইলেও, ইহার সুমিষ্ট গন্ধ ঐ পুষ্পাপেক্ষা

(৪) “Myrrh-Trees.”

(৫) “Nard.”

(৬) প্লিনি “প্রাণিতত্ত্বে” উল্লেখ করিয়াছেন যে ভারতবর্ষে এক প্রকার গন্ধ বৃক্ষ জন্মিত।

তীব্র ছিল। এক প্রকার কণ্টকপূর্ণ বৃক্ষও উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইহার কণ্টক এরূপ দৃঢ় যে ইহার পার্শ্ব দিয়া অশ্বারোহী গমনকালে যদি কণ্টক পরিচ্ছেদে জড়িত হইত, তবে কণ্টক বৃক্ষচ্যুত হইত না। ইহা অশ্বারোহীকেই অশ্ব হইতে টানিয়া ফেলিত। এই সকল বৃক্ষের নিকটে খরগোস দৌড়িয়া গেলেই কণ্টকগুলি তাহাদের লোমে বিদ্ধ হয় এবং তখন খরগোস আঁকুশীবিদ্ধ মৎস্য বা আঠায় জড়িত পক্ষীর ন্যায় হয়। তবে অস্ত্র দ্বারা এই কণ্টক সহজেই ছিন্ন করা যায় এবং বৃক্ষ হইতে কণ্টক ছিন্ন হইলে বসন্তকালে ডুম্বুর বৃক্ষ হইতে যেরূপ অম্ল রস (৭) নির্গত হয় তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে ও অতিরিক্ত টক রস নিঃসৃত হয়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

গেদ্রোসিয়া অভ্যন্তর হইয়া অগ্রসর

তথা হইতে আলেকজান্দার অধিকতর কষ্টসাধ্য পথে গেদ্রোসিয়ার অভ্যন্তর দিয়া যাত্রা করিলেন। এই পথে জীবনধারণোপযোগী দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য ছিল এবং অনেক সময় সৈন্যাবলীর জন্য জল সরবরাহ সম্ভবপর হইত না। অধিকন্তু তাহারা রাত্রিতেই কুচ করিতে বাধ্য হইত এবং এই স্থান সমুদ্র হইতে অত্যন্ত দূরবর্তীও ছিল। সমুদ্রের উপকূলভাগে বন্দরাদি ছিল কিনা ও নৌবাহিনীর জন্য কুপ খনন বা হাট অনুসন্ধান ও নগরের স্থান অনুসন্ধান

(৭) “Acacia” (বাব্বলা) বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন ।

করিবার জন্য আলেকজান্দার উপকূলভাগ হইয়া অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু গেরোসিয়ার উপকূল ভাগ সম্পূর্ণ মরুভূমিময়। তথাপি, তিনি মন্ড্রোদোরস্পুত্র থোয়াস্কে কতিপয় অশ্বারোহী সহ সমুদ্র হইতে অনতিদূরবর্তী স্থানে বন্দর বা পানীয় জল অথবা নৌবাহিনীর অভাব পূরণোপযোগী দ্রব্যাদির সন্ধানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি প্রত্যাগমন করিয়া সংবাদ দিল যে, উপকূলে কয়েকজন মৎস্যজীবী ক্ষুদ্র কুটারে বাস করিতেছে; বিনুক পুঞ্জীকৃত করিয়া এবং মৎস্যের মেরুদণ্ড সহযোগে এই সকল গৃহের চাল প্রস্তুত হইয়াছে (১)। থোয়াস্ আরও প্রচার করিল যে, এই সকল মৎস্যজীবীর সামান্য পানীয় জল আছে এবং এই জল তাহারা অতি কষ্টে উপকূলস্থ স্থান খনন করিয়া সংগ্রহ করিয়াছে কিন্তু ইহা আদৌ সুমিষ্ট নহে (২)।

আলেকজান্দার গেরোসিয়ার একটী জনপদে উপনীত হইয়া সুপ্রচুর শস্য দেখিয়া উহা গ্রহণ পূর্বক ভারবাহী পশুর পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া ও উহাতে নিজ মোহরাক্ষিত করিয়া সমুদ্রতীরে প্রেরণের জন্ত আদেশ প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তিনি সমুদ্রের

(১) “সমসাময়িক ভারত”, প্রথম খণ্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) ট্রাবোর বর্ণনার সহিত আরিয়ানের এই বর্ণনার বিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ইক্খিওফাগি (মৎস্য খাদক) জাতির উল্লেখ “সমসাময়িক ভারত” তৃতীয় খণ্ডে ৫১, ৫৬, ১০৫, ১১৪, ও ১২০ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে। বর্তমানেও এই ভূভাগস্থ স্ত্রী পুরুষ, মার্জার কুকুর এমনকি অন্যান্য গৃহপালিত পশুরাও মৎস্যাহার করে। “সমসাময়িক ভারতে”র প্রথম খণ্ডে উক্ত ফিলসট্রেটাস্ নামক গ্রন্থকারও এই বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

অনতিদূরবর্তী বিশ্রাম স্থানে উপনীত হইলে সৈন্তগণ মোহরের প্রতি বিন্দুমাত্রও সম্মান প্রদর্শন করিল না। এমন কি রক্ষকগণও ঐ শস্ত্র আহাৰ করিল এবং যাহারা অত্যন্ত কষ্ট সহিতেছিল তাহাদিগকে অংশ প্রদান করিল। প্রকৃত পক্ষে তাহারা অসীম ক্রোশে ক্লান্ত হইয়াছিল এবং পরে রাজার ক্রোধ ভোগ করা অপেক্ষা প্রধানতঃ সম্মুখবর্তী বিপদই তাহাদের আকুল করিয়াছিল। যাহা হউক, অত্যাৱশ্যক প্রয়োজনীয়তার বিষয় অবগত হইয়া আলেকজান্দার উহাদিগকে মার্জনা করিলেন। তিনি স্বয়ং খাণ্ডাশ্বেষণে ঐ জনপদ সমূহ অনুসন্ধান করিলেন এবং কালেসিয়া (৩) বাসী ক্রিথিয়াস্কে নৌবাহিনীর সমভিব্যাহারী সৈন্তগণের জন্ত খাণ্ডাদি প্রেরণ করিলেন। দেশের সমস্ত শস্ত্র পেষণ করিয়া ঐ শস্ত্র, খর্জুর ও মেঘ সৈন্তদলের নিকট বিক্রয়ার্থ তিনি তদেশবাসীদিগকে আদেশ করিলেন। অধিকন্তু তাঁহার অন্ততম সহকারী টেলিফস্কে সামান্য পরিমাণ পেষিত শস্ত্র সহ অত্র জনপদে প্রেরণ করিলেন।

(৩) কৃষ্ণসাগর তীরস্থ কালেসিয়া নামক থেসের স্ফুহৎ নগর।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

বিপজ্জাল

অতঃপর তিনি গেরোসিয়ার রাজধানী পৌরাভিমুখে (১) অগ্রসর হইয়া ওরা হইতে যাত্রা করিবার ৬০ দিবস পরে তথায় উপনীত হইলেন। অনেক ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন যে, আলেকজান্দার এসিয়ায় যে কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, সে কষ্ট এই অভিযানের তুলনায় সামান্য মাত্র। একমাত্র নিয়ার্কাসই বলিয়াছেন যে আলেকজান্দার এই পথের কষ্টের কথা বিশেষরূপে অবগত হইয়াই এই পথে যাত্রা করিয়াছিলেন কিন্তু এক সেমিরামিস্ (যিনি ভারতবর্ষ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন) ব্যতীত অন্য কেহই এই পথে ভ্রমণ করেন নাই জানিয়াই তিনি এই পথ নির্বাচন করিয়াছিলেন। এতদেশীয় অধিবাসীরা বলে যে, সেমিরামিস্ মাত্র কুড়িজন সৈন্যসহ পলায়নে সমর্থ হইয়াছিলেন, এমনকি কাম্বাইসীস্ পুত্র সাইরাস

(১)বান্বেরী এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন “আলেকজান্দারের প্রদর্শিত পথে অল্প কোন প্রাচীন পর্যটকই ভ্রমণ করেন নাই। কিন্তু আলেকজান্দারের সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণের বর্ণিত মরুভূমি দৃষ্ট হয় না। পৌরাকেও সঠিক নির্দেশ করা যায় না।” ভিনসেন্ট্ স্মিথ ইহাকে বর্তমান রামপুর বলিয়াছেন।

ষ্ট্রাবোও আরিয়ানের দ্বারা গেরোসিয়ার অভ্যন্তর হইয়া গমনকালে সৈন্যগণের অসহনীয় ক্লেশের বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ম্যাক্রিওল বলিয়াছেন যে, সৈন্যগণের এই স্থান কূচ করিতে দুই মাস সময় লাগিবার একমাত্র কারণ স্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, খুব সম্ভব তাহারা অনেক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল। ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন যে সৈন্যগণ অনেক সময় রাত্রিতে কূচ করিতে বাধ্য হইত।

মাত্র সাতটি সৈন্যসহ রক্ষা পাইয়াছিলেন। তাহারা বলে যে সাইরাস প্রকৃত পক্ষে এই ভূভাগ আক্রমণার্থে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু পৌছিবার পূর্বেই মরুভূমির মধ্য দিয়া যাত্রাকালে ক্রেশে তাঁহার সৈন্যাবলীর অধিকাংশই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। কথিত আছে যে, সাইরাস ও সেমিরামিসের (২) বিপর্যস্ত হওয়ার সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহাদিগের অপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব লাভ করিবার ইচ্ছায়ই আলেকজান্দার প্রোৎসাহিত হইয়াছিলেন। নিয়ার্কাস উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই উদ্দেশ্যে ও উপকূল সন্নিকটে থাকিয়া নৌবাহিনীকে উপযুক্ত খাড়াদি সরবরাহের জন্যই আলেকজান্দারের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু অতিরিক্ত উষ্ণতা ও জলাভাবে তাঁহার সৈন্যের প্রধানাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; বিশেষতঃ ভারবাহী পশুগণের অনেকগুলি, বালুকার গভীরতা ও অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত উষ্ণতার জন্য তৃষ্ণায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন যে, সৈন্যেরা পথিমধ্যে উচ্চ বালুকাস্তূপ দেখিতে পাইয়াছিল; এই সকল স্তূপ শক্ত ও ঘনীভূত ছিল না, এগুলি এরূপ কোমল ছিল যে ইহাতে পদার্পণ করিলে বালুকাস্তূপ কর্দম অথবা তুষারের ন্যায় বসিয়া যাইত। রাস্তা অসমান ও কঠিন হওয়াতে অশ্ব ও অশ্বতরগুলি আরোহণ ও অবতরণ উভয় সময়েই অধিকতর ক্রেশ ভোগ করিয়াছিল। বিশ্রামস্থানগুলিও অত্যধিক দূরে অবস্থিত বলিয়া সৈন্যদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টদায়ক হইয়াছিল; কারণ সৈন্যেরা পানীয় জলাভাবে অনেক সময় নিরুপিত স্থান অপেক্ষা অধিকদূর কুচ করিতে

(২) সমসাময়িক ভারত, প্রথম খণ্ড, ২১০ হইতে ২১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এ সকল অভিযানের কোন ঐতিহাসিক সত্য নাই।

বাধ্য হইয়াছিল। সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া কুচ করিয়া প্রাতে জলের সমীপে উপনীত হইয়া তাহাদের কষ্ট প্রায় দূরীভূত হইত। কিন্তু বিশ্রামস্থানের দূরত্ব নিবন্ধন যদি তাহারা দিবাভাগেও কুচ করিতে বাধ্য হইত তবে অত্যধিক উষ্ণতা ও অদমনীয় পিপাসা উভয়ের জন্য অত্যধিক ক্লেশ ভোগ করিত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

সৈন্যাবলীর ক্লেশ

সৈন্যেরা ইচ্ছাপূর্বক অনেক ভারবাহী পশু হত্যা করিয়াছিল। তাহাদের খাওয়াদি হ্রাস হইলেই তাহারা অনেকগুলি অশ্ব ও অশ্বতর হত্যা করিয়াছিল। এই সকল জন্তু তৃষ্ণা ও উষ্ণতার জন্য প্রাণ হারাইয়াছে এই ছলে তাহারা এই সকল জন্তুর মাংস ভক্ষণ করিত। অভাবের জন্য ও সকলেই তুল্যাপরাধে অপরাধী বলিয়া প্রকৃত ঘটনা কেহই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করে নাই। আলোক-জ্ঞানীর স্বয়ংও এই সকল ঘটনা অপরিজ্ঞাত ছিলেন না। কিন্তু এইগুলি বিচারযোগ্য বিবেচনা না করিয়া এইগুলির অজ্ঞতা স্বীকার করাই তিনি সমীচীন মনে করিলেন। এই জন্য পীড়িত সৈন্যগণকে স্থানান্তরিত করা অথবা যাহারা ক্লান্ত হইয়া পশ্চাতে পড়িয়াছিল তাহাদিগকে বহন করা সহজসাধ্য ছিল না। কেবল ভারবাহী পশুর অভাবের জন্যই এইরূপ হইতেছিল না; কিন্তু সৈন্যেরা বালুকার গভীরতার জন্য শকটগুলি টানিতে অসমর্থ হইলেও শকট ভাঙ করিত। শকটগুলির জন্য তাহারা সোজা পথে না

যাইয়া শকটের জন্য প্রশস্ত রাজপথ দিয়া যাইতে হইত বলিয়া তাহারা কুচের প্রথমাবস্থায়ই একরূপ করিয়াছিল। এই জন্য কতকগুলি সৈন্য ব্যাধির জন্য, কতক ক্লান্তির জন্য, কেহবা উষ্ণতা ও অসহনীয় তৃষ্ণার জন্য পরিত্যক্ত হইতেছিল এবং তাহাদিগকে লইয়া যাইতে অথবা পীড়াকালে শুশ্রূষারও কেহ ছিল না। সৈন্যবাহিনী একত্রীভূত হইয়াই যাত্রা করিতেছিল এবং সমগ্র সৈন্যবাহিনীর মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিগত ক্লেসের কথা কেহই মনে করিতেছিল না। রাত্ৰিতে কুচ করিবার জন্য, কোন কোন সৈন্য নিদ্রাতুর হইয়া পথিমধ্যে পড়িয়া থাকিত; পরে জাগরিত হইলে যাহাদের শক্তি থাকিত তাহারা সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদানুসরণ করিত, কেহ কেহ পুনর্বার সৈন্যদের সহিত যোগদান করিত। কিন্তু, অধিকাংশই সমুদ্রভ্রষ্ট জাহাজের ন্যায় বালুকা মধ্যে প্রাণ হারাইত।

অন্য একটা বিপদে সৈন্যগণ, অশ্ব ও ভারবাহী পশু সকলকেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। ভারতবর্ষের ন্যায় গের্দোসিয়ায়ও ইটিসিয়ান বাতাসের জন্য বারিপাত হইত; কিন্তু গের্দোসিয়া দেশে সমতল ক্ষেত্রে বারিপাত না হইয়া যে সকল মেঘ বায়ু দ্বারা প্রবাহিত হইত, তাহারা পর্বত উত্তীর্ণ না হইয়া এই প্রান্তেই বারিবর্ষণ করিত। একসময়ে সৈন্যবাহিনী রাত্ৰির মত ক্ষুদ্র একটা শ্রোতস্বতীর নিকট জলের জন্য শিবির স্থাপনা করিয়াছিল; রাত্ৰির দ্বিতীয় প্রহরে সৈন্যদের অলক্ষ্যে বৃষ্টিপাত দ্বারা নদীর জল এত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে সৈন্য-সহচরগণের স্ত্রাপুত্রাদি অধিক পরিমাণেই ভাসিয়া যায় এবং রাজকীয় দ্রব্যাদি ও অবশিষ্ট ভারবাহী অশ্বাদিও নষ্ট হইয়া যায়। সৈন্যগণ নিজেরাই অতিকষ্টে জীবন ও অস্ত্রাদির স্বপ্লাংশই রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। অনেকে অতিরিক্ত পরিমাণে

জলপান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অত্যধিক উষ্ণতা হেতু তৃষ্ণার জন্য জল পাইলেই তাহারা পিপাসা নিবারণার্থে অতিরিক্ত পরিমাণে জলপান করিয়া নিজেদের মৃত্যু আনয়ন করিয়াছিল। এই জন্য আলেকজান্দার সাধারণতঃ জলের কুড়ি ঠাডিয়া দূরে স্কাবার স্থাপন করিতেন। ইহাতে সৈন্য এবং পশুগণ দলবদ্ধ হইয়া জীবন বিপন্ন করিতে ও সঙ্গে সঙ্গে জল নষ্ট করিতে সক্ষম হইত না।

ষড়্বিংশ অধ্যায়

ঘটনানিচয়

এইস্থানে আমি আলেকজান্দার কর্তৃক সম্পাদিত একটি মহতী কার্য বর্ণনা না করিয়া পারিতেছি। সম্ভবতঃ আলেকজান্দারের জীবনে ইহাই তাঁহার সর্বপ্রধান কার্য। ইহা হয় এই দেশেই ঘটে, অথবা অন্যান্য গ্রন্থকারগণ যেরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, কিছু পূর্বে অর্থাৎ পারোপামিসাদাইগণের দেশে ঘটিয়াছিল। ঘটনাটী এই। সৈন্যগণ বালুকামধ্যে উত্তপ্ত সূর্য্যকিরণজালের মধ্যে কুচ করিতেছিল, পানীয় না পাওয়াতে তাহারা পথিমধ্যে অপেক্ষা করিতে পারে নাই। আলেকজান্দার স্বয়ং তৃষ্ণার্ন্ত হইয়া পীড়িত হইলেও এবং সৈন্যগণকে প্রোৎসাহিত করিবার জন্ত তাহাদের পুরোভাগে সাধারণ সৈনিকের গায় কুচ করিতে ছিলেন। ইতিমধ্যে লঘুবর্ষাবৃত কয়েকটি সৈনিক একটা স্রোতস্বতীর খাদে অপবিত্র জল রহিয়াছে দেখিতে পাইল। অতিকষ্টে এই জল সংগ্রহ করিয়া, তাহারা কোন মহৎ উপহার বহন

করিতেছে এইরূপভাবে আলেকজান্দারের উদ্দেশ্যে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইল। তাহার রাজার নিকটে উপনীত হইয়া একটা শিরস্রাণে এই জল রক্ষাকরিয়া উপহারস্বরূপ তাঁহাকে প্রদান করিল। আলেকজান্দার এই জল গ্রহণ করিয়া ঐ সকল সৈন্যগণকে ইহার জন্ত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন কিন্তু সমগ্র বাহিনীর সমক্ষে ঐ জল তৎক্ষণাৎ ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। এই কার্যে সকল সৈন্যগণ একরূপভাবে অনুপ্রাণিত হইল যে তাহাদের মনে হইতে লাগিল যে আলেকজান্দার তাহাদের জলাভাব মোচন করিয়াছেন। আমি আলেকজান্দারের এই ব্যবহারটী অল্প সকল কার্য্যাপেক্ষা অধিকতর প্রশংসনীয় মনে করি; এইকার্যে কেবল আলেকজান্দার কষ্টসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেন নাই, সৈন্যবলীর পরিচালনায় তাঁহার অদ্ভুত নিপুণতাও প্রদর্শিত হইয়াছিল।

সৈন্যবাহিনী এতদ্দেশে নিম্নোক্ত অদ্ভুত ঘটনাও প্রদর্শন করিয়াছিল। পথপরিচালকগণ পথভ্রষ্ট হইয়া অবশেষে নিবেদন করিল যে বায়ু নিক্ষিপ্ত বালুকায় পথের সকল চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে। পর্বতপ্রমাণ বালুকাস্তূপ সমূহের মধ্যে তাহারা কিছুতেই তাহাদের পথ অনুমান করিতে পারিতেছিল না, এমন কি বৃক্ষেরচূড়া, অধিক কি পর্বতের শীর্ষদেশও দৃষ্ট হইতেছিল না। তাহারা রাত্রির নক্ষত্রের অথবা দিবাভাগে সূর্যের গতি লক্ষ্য করিয়া পথ চলিতেও অভ্যস্ত ছিল না। অবশেষে আলেকজান্দার বামদিকে অগ্রসর হইবে বুঝিতে পারিয়া কতিপয় অশ্বারোহীসহ অগ্রসর হইলেন। তাঁহাদের সকলের অশ্বগুলিই উষ্ণতার জন্ত ক্লাস্ত হইলে, তিনি তাঁহার শরীররক্ষীর অধিকাংশ পরিত্যাগ করিয়া ও কেবল পাঁচজন সৈন্যসহ অগ্রগামী হইয়া সমুদ্র দেখিতে পাইলেন। উপকূলস্থ প্রস্তরাদি দূরীভূত করিয়া তিনি পানীয় জলের সন্ধান পাইয়া প্রত্যাবর্তন করতঃ সকল সৈন্যকে ঐস্থানে আনয়ন

করিলেন। পরবর্তী সপ্তদিবস তাহারা উপকূলভাগ হইয়া অগ্রসর ও উপকূলে জল পান করিয়া পথপরিচালকবর্গ এই সময়ে পথ চিনিতে সমর্থ হওয়ায়, তিনি অভ্যন্তর প্রদেশে নিজ সৈন্য পরিচালনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

ক্ষত্রপ নিয়োগ

গেদ্রোসিয়ারাজ্যের রাজধানীতে উপনীত হইয়া তিনি সৈন্যদিগকে বিশ্রামার্থ আদেশ প্রদান করিলেন। আপলোফানীস্ তাঁহার আদেশ প্রতিপালন না করাতে তিনি তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন। তিনি থোয়স্কে এই ভূভাগের ক্ষত্রপ নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু থোয়স্ ব্যাধি-গ্রস্ত হইয়া দেহত্যাগ করিলে সিবার্টিয়াস্ এই পদে অভিষিক্ত হইলেন। এই ব্যক্তিই কিছুকাল পূর্বে কার্মেনিয়ায় ক্ষত্রপ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে ইনি আরাথোসিয়া ও গেদ্রোসিয়ার এবং পাইয়োফানিস্-পুত্র নিপোলিয়স্ কার্মেনিয়ার ক্ষত্রপপদে নিযুক্ত হইলেন। কার্মেনিয়ায় অগ্রসর হইবারকালে আলেকজান্দার অবগত হইলেন যে ভারতীয় প্রদেশের ক্ষত্রপের বিরুদ্ধে বেতনভোগী সৈন্যগণ বিদ্রোহ উত্থাপিত করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে, কিন্তু মাসিদোনিয় শরীররক্ষীগণ তাঁহার হত্যাকারীকে ঐক্যে নিয়োগকালীন বধ করিয়াছে এবং পরে অন্যান্য যাহাদিগকে ধৃত করিয়াছে তাহাদিগকেও বধ করিয়াছে। এই সকল ঘটনা অবগত হইয়া ইউডিমস্ ও তাক্সিলীশকে তিনি

যতদিন পর্য্যন্ত ক্ষত্রপ প্রেরণ না করিতে পারেন ততদিন ফিলিপ্পস্-শাসিত ভূভাগ শাসন করিতে পত্রদ্বারা উপদেশ প্রেরণ করিলেন।

কার্মেনিয়ায় উপনীত হইলে ক্রাটেরস্ হস্তী ও অশ্বাশু সৈন্যসহ তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। অর্ডানিস্ বিদ্রোহ উত্থান করাতে ও রাষ্ট্রবিপ্লব করিবার প্রয়াস পাওয়াতে ক্রাটেরস্ তাঁহাকে বন্দী করিয়া আনয়ন করিয়াছিলেন। এইস্থানে আরিয়ান্ ও জারাজিয়ান্-গণের ক্ষত্রপ ষ্টাসানর্, এবং পার্থিয়া ও হিরকানিয়ার ক্ষত্রপ ফ্রাটাফার্নিস্ পুত্র কারিস্মানিস্ও আগমন করিয়াছিলেন। মিডিয়ার ক্লিয়ান্ডার, সিতালকীস্ ও হিরাকন্ও নিজ নিজ অধিকাংশ সৈন্য সহ এইস্থানে সমবেত হইয়াছিলেন। ক্লিয়ান্ডার ও সীতালকীসের বিরুদ্ধে আধিবাসী ও সৈন্যগণ বহুপ্রকার অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিল; ইহারা মন্দির-লুণ্ঠন, প্রাচীন সমাধিস্থল ধ্বংস ও প্রজাগণের হানীজনক অনেক ভয়ঙ্কর অত্যাচার সাধন করিয়াছিলেন। এই সকল অপরাধ প্রমাণিত হইলে আলেকজান্দার যাহাতে ইহাদের স্থলাভিষিক্তগণ এইপ্রকার অপরাধ না করেন, তজ্জন্য উহাদিগকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। এপ্রকারে যেসকল জাতি স্বেচ্ছায় আলেকজান্দারের বশতা স্বীকার করিয়াছিল বা আলেকজান্দার যাহাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহারা সংখ্যায় অত্যধিক ও নানাস্থানে অবস্থিত হইলেও তাঁহার বশীভূত থাকিত। তাঁহার শাসনকর্তৃগণ প্রজাদিগকে অযথা পীড়ন করিতে পারিতেন না। এই সময়ে হিরাকন্ নির্দোষ বলিয়া গণ্য হইলেও শীঘ্রই সোসার দেবমন্দির লুণ্ঠনাপরাধে শাস্তি পাইয়াছিলেন। ষ্টাসানর্ ও ফ্রাটাফার্নিস্ আলেকজান্দার গের্দোসিয়ায় পথে অগ্রসর হইতেছেন জানিতে পারিয়া ও নিশ্চয়ই তাঁহার সৈন্যগণ ক্লিষ্ট হইবে বুঝিয়া

অনেক ভারবাহীপশু ও উষ্ট্র সঙ্গে লইয়াছিলেন। সুতরাং এইসকল ব্যক্তি উপযুক্ত সময়েই এইসকল পশুসহ পৌঁছিয়াছিলেন। আলেকজান্দার একে একে এই সকল পশু নিজ নিজ কর্মচারীকে, অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করিলেন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

কার্মেনিয়ায় আমোদ-প্রমোদ

যদিও বিশ্বাসযোগ্য নহে, তথাপি কয়েকজন গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন যে তিনি কার্মেনিয়ার মধ্য হইয়া যাত্রাকালে নিজ সহচরগণসহ দুইটী আবৃত শকটমধ্যে শয়নাবস্থায় বংশীধ্বনি শ্রবণ এবং সৈন্যগণ মাল্যপরিধান ও নানারূপে আমোদ প্রমোদ করিতে করিতে গমন করিতেছিলেন। এই সকল গ্রন্থকারগণ আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, আলেকজান্দারের এইভাবে গমনকালে কার্মেনিয়াবাসিবৃন্দ তাঁহাকে ও সৈন্যগণকে নানাপ্রকার খাদ্য ও মৃগাদি প্রদান করিয়াছিল এবং ডাইওনিসস্ যেরূপ ভারতবর্ষ বিজয়ের পরে এসিয়ার অনেকস্থানে এইরূপ ভাবে বিজয়যাত্রা করিয়াছিলেন, আলেকজান্দারও সেইরূপ ভাবে শোভাযাত্রা এবং ডাইওনিসস্ ও থিয়াম্বস্ (১) এই উভয় নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু লাগস্পুত্র টলেমী বা আরিষ্টোবোলস্ কেহই তাঁহাদের বর্ণনায় এরূপ আস্থা প্রদান করেন নাই, অথবা বিশ্বাসযোগ্য অথবা কোন গ্রন্থকারই এরূপ ঘটনা উল্লেখ করেন

(১) লাতীন “বিজয়যাত্রা” (Triumph) হইতে এই শব্দ উদ্ভূত।

নাই। এবং আমার পক্ষে ঐ সকল অবিশ্বাসযোগ্য ঘটনা এইরূপ লিপিবদ্ধ করাই যথাযোগ্য মনে করিনা। ভারতীয়গণের সহিত যুদ্ধে জয়লাভের জন্ত ও গের্দোসিয়ার অভ্যন্তর হইয়া যাত্রাকালে সৈন্ত-বাহিনীর রক্ষার জন্ত আলেকজান্দার কার্মেনিয়া পৌছিয়া দেবতাগণের অর্চনা করিয়াছিলেন। তিনি গীতবাণ ও ব্যায়ামাদি সংক্রান্ত অনুষ্ঠানও সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি পিউকেস্টাসকে নিজ শরীররক্ষী নিযুক্ত করিলেন এবং ইঁহাকে পার্সিসের ক্ষত্রপ নিযুক্ত করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। ক্ষত্রপ পদে নিযুক্ত করিবার পূর্বে সম্মান ও বিশ্বস্ততার চিহ্ন স্বরূপ ও মালয়দের মধ্যে অবস্থান কালীন তিনি যেরূপ ভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে শরীররক্ষীরূপে নিযুক্ত করিলেন। এপর্য্যন্ত তাঁহার সাতজন শরীররক্ষী ছিল—আণ্টিয়াম্‌পুত্র লিওনেটাস্ ও আর্মিণ্টেরপুত্র হিফেষ্টীয়ন্; আগাথোক্লীস্-পুত্র লিসিমােকস্; পিসেয়স্-পুত্র আরিষ্টোনস্; অরিষ্টিস্বাসী অরন্টস্-পুত্র পার্দিকাস্; লাগস্-পুত্র টলেমী ও ক্রাটেরাস্-পুত্র পিইথন্। পিউকেস্টাস্ ঢালদ্বারা আলেকজান্দারের দেহরক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া পূর্ববর্তী সাতজনের সহিত ইঁহাকেও যোগ করা হইল।

এই সময়ে নিয়ার্কাস্ ওরা, গের্দোসিয়া এবং ইক্টিওফাগির দেশভুক্ত উপকূল ভাগ দিয়া অগ্রসর হইয়া কার্মেনিয়ার উপকূলস্থ জনাকীর্ণস্থানের বন্দরে উপনীত হইলেন এবং তথা হইতে কয়েকজন অনুচর সহ আলেকজান্দারের নিকটে উপনীত হইয়া জলযাত্রার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন (২)। তিনি সূসা ও টাইগ্রীস্ নদীর

(২) “সমসাময়িক ভারত”, তৃতীয় খণ্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মোহনা পর্য্যন্ত পুনর্বার যাত্রা করিতে আদিষ্ট হইলেন। তিনি কি প্রকারে সিন্ধু হইতে পারশ্বোপসাগর এবং টাইগ্রীসের মোহনা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা আমি অন্য পুস্তকে বর্ণনা করিব। এই শেষোক্ত পুস্তকে আমি নিয়ার্কাসের স্বহস্ত লিখিত বর্ণনা আলোচনা করিব। তিনি এই পুস্তক গ্রীক ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। হয়ত কোন সময়ে আমার ইচ্ছা হইলে এবং দেবতার প্ররোচনা হইলে আমি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব।

কুইণ্টাস্ কার্টিয়াস্ রুফাস্ রচিত

আলেকজান্দারের ইতিহাস

ଅନ୍ତଃସଂସ୍କୃତି

নবম অধ্যায়

ভারতবর্ষের বিবরণ

সাধারণতঃ বিশ্রামকালেই জনশ্রুতি বৃদ্ধি পায় বলিয়া, আলেক-জান্দার ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বিজয়ান্তে সুযশ-বৃদ্ধিকারী কার্যাবলী অপেক্ষা তিনি যুদ্ধেই অধিক সুযশ অর্জন করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষ একপ্রকার সম্পূর্ণ পূর্বদিকেই অবস্থিত এবং ইহার প্রস্থ অপেক্ষা দৈর্ঘ্য (১) অধিক। দাক্ষিণাত্য সু-উচ্চ পর্বত-সমন্বিত। অন্যত্র ইহা সমতল এবং এইজন্যই ককেশাস্ পর্বত হইতে উদ্ভূত অনেক সুপ্রসিদ্ধ নদী সমতলক্ষেত্রে ধীরভাবে প্রবাহিত হইতেছে। সিন্ধুর জল অন্যান্য নদীর জল অপেক্ষা শীতল এবং ইহার বর্ণ সমুদ্রের বর্ণ হইতে বিশেষ বিভিন্ন নহে। পূর্বাঞ্চলে গঙ্গাই সর্বাপেক্ষা বৃহতীনদী এবং ইহা দক্ষিণ প্রদেশাভিমুখিনী হইয়া অনেক পর্বতমালা ধৌত করিয়া অবশেষে এক পর্বত কর্তৃক বাধা পাইয়া পূর্বাভিমুখিনী হইয়াছে। গঙ্গা ও সিন্ধু উভয় নদীই লোহিত সাগরের (২) সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। সিন্ধু নদী তীরদেশ ক্ষয় করিয়া প্রচুর বৃক্ষ ও মৃত্তিকা গ্রাস করে। অধিকন্তু অনেক পর্বত ইহার গতিরোধ করিয়া ইহাকে ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রবাহিত করিতে

(১) ইরোটস্‌থিনিস্ ও অক্সান্ড্র প্রাচীন লেখকগণ ভারতবর্ষকে রম্বইডের আকারে বর্ণনা করিয়াছেন। “সমসাময়িক ভারত,” প্রথম খণ্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) লোহিত সাগর বা ইরিথ্রিয়ান সাগর। কাটিয়াসের বর্ণনার সহিত টলেমীর বর্ণনার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

বাধা করে। যেখানে ভূমি কোমল ও সহজেই ভগ্ন হয়, তথায় সিন্ধু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে বিভক্ত হইয়া দ্বীপ প্রস্তুত করে। ইহার সহিত আকিসাইন্ মিলিত হইয়া ইহার আকার বৃদ্ধি করিতেছে। গঙ্গা সমুদ্রাভিমুখিনী হইবার কালে যমুনার সহিত মিলিত হয় এবং বিশেষ বেগের সহিত একটী অপরের সহিত যুক্ত হয়। যে স্থানে উপনদী ও গঙ্গার সঙ্গম হইয়াছে তথায় গঙ্গা দেখিতে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং যমুনার জল আবর্তে পড়িলেও নিজ স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে।

ভারতবর্ষের প্রান্তরসীমায় প্রবাহিত হয় বলিয়া দিয়াদানিস্ (৩) সকল সময়ে উল্লিখিত হয় না। সিন্ধুর ঞায় ইহাতে কেবল কুস্তীরই জন্মে না; ইহাতে ডল্ফীন্ ও অপর জাতির অজ্ঞাত নানাপ্রকার ভীষণ জন্তু জন্মে। এথিমানথাস্ (৪) বক্রগতিতে প্রবাহিতা হয় এবং ইহার তীরস্থ অধিবাসিবৃন্দ ইহার জলদ্বারা ক্ষেত্র সেচন ক্রিয়া সম্পন্ন করে। এই জগুই অতি সামান্য মাত্র জলসহ এবং কোন নামে অভিহিত না হইয়াই ইহা সমুদ্রের সহিত সম্মিলিত হয়। এই নদীতীরস্থ জনপদ পূর্বোল্লিখিত নদীসমূহ ব্যতীত আরও অনেক নদী দ্বারা সেবিত; কিন্তু এইগুলি উল্লেখযোগ্য নহে এবং ইহার ক্ষুদ্র বলিয়া ইহাদের নাম সেরূপ বিখ্যাত নহে। সমুদ্রোপকূল উষ্ণ উত্তর বায়ু দ্বারা সেবিত। এই বায়ু পর্বতদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আভ্যন্তরীণ প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারে না। এই জন্য আভ্যন্তরীণ প্রদেশগুলি

(৩) টলেমী স্বীয় ভূগোলে দোয়ানস্ নামক এক নদীর উল্লেখ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ দোয়ানস্ বা দিয়াদানিস্কে ব্রহ্মপুত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

(৪) এই নদী নির্দিষ্ট হয় নাই।

নাতিশীতোষ্ণ ও উর্ধ্বর (৫)। কিন্তু এতদেশে প্রকৃতি ঋতুসমূহকে একরূপ ভাবে পরিবর্তন করিয়াছে যে, যখন সূর্য অন্যান্য দেশে প্রথর কিরণমালা বিস্তার করে, তখন ভারতবর্ষ তুষারাবৃত ; পক্ষান্তরে পৃথিবীর অন্যান্য স্থান যখন তুষারাবৃত তখন ভারতবর্ষে অসহ উত্তাপ। কিজন্য প্রকৃতির একরূপ ব্যবহার তাহা নির্ণয় করা যায় না ; তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষের চতুর্দিকস্থ সমুদ্রের জল পৃথিবীর অন্যান্য সমুদ্রের জলের ন্যায়। রাজা ইরিথাস্ (৬) হইতে ভারতীয় সমুদ্রের নামকরণ হইয়াছে এবং সেই জন্য অজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভারতীয় সমুদ্রের জলের বর্ণ লোহিত বলিয়া মনে করে।

ভারতীয় ভূমিতে শণ (৭) জন্মে এবং অধিবাসীদের সাধারণ পরিচ্ছদ ইহা হইতেই প্রস্তুত হয়। বৃক্ষত্বকের কোমলাদিকে কাগজের ন্যায় লেখা যায় (৮)। পক্ষীর সহজেই মনুষ্যের স্বর অনুকরণ করিতে শিক্ষা প্রাপ্ত হয় (৯)। অন্যান্য স্থান হইতে আমদানী পশু ব্যতীত ভারতীয় পশু অন্যান্য জাতিগণের নিকট অজ্ঞাত। এতদেশে গণ্ডারের উপযোগী খাদ্য পাওয়া গেলেও, এই জন্তু এতদেশীয় নহে (১০)। আফ্রিকার হস্তী অপেক্ষা ভারতীয়

(৫) এই সকল বর্ণনায় অধিকাংশই স্বকপোলকল্পিত।

(৬) “সমসাময়িক ভারতে”র “ইরিথিয়ান্ সাগর” নামক খণ্ডে এই সকল তথ্যের বিস্তারিত সমালোচনা হইবে।

(৭) সম্ভবতঃ গ্রন্থকার কার্পাস বলিতে শণ বলিয়াছেন।

(৮) ষ্ট্রাবো ১৭৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ‘সমসাময়িক ভারত’, প্রথম খণ্ড।

(৯) ‘সমসাময়িক ভারত’, প্রথম খণ্ড, ১৩৬ ও ১৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১০) কার্টিয়াস্ এই স্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অস্তান্ত গ্রন্থে এই সকল জন্তুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইলিয়ান্ (সমসাময়িক ভারত, প্রথম খণ্ড, ১২৬—১৪৮ পৃষ্ঠা

হস্তী অধিক বলবান এবং ইহা আকারেও বৃহৎ (১১)। অনেক নদী স্বর্ণ বহন করে (১২) এবং এই সকল নদীর জল ধীরে ও মৃদুভাবে প্রবাহিত হয়। সমুদ্র উপকূলে মূল্যবান প্রস্তর ও মুক্তাদি নিক্ষেপ করে; অন্য কোন উপায়েই এতদেশবাসীদিগের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয় নাই; এই সকল দ্রব্যই বৈদেশিক জাতির মধ্যে নানারূপ অনিষ্টের হেতু; উত্তপ্ত সমুদ্রে নিশ্চিত এই সকল স্পৃহনীয় দ্রব্য প্রচলিত রীত্যনুযায়ী বিলাসিতালিপ্সু ব্যক্তিগণের নিকট বহুমূল্যে বিক্রীত হয় (১৩)।

অন্যান্য দেশের ন্যায় অধিবাসীদিগের চরিত্র দেশ ও ধাতুর উপরে নির্ভর করে। ইহারা আপাদমস্তক সূক্ষ্ম মসলিনে আবৃত করে, পদতলে পাদুকা পরিধান (১৪) এবং মস্তকে কেশের চতুর্দিকে কার্পাস বস্ত্র বন্ধন করে। ইহারা কর্ণ হইতে মূল্যবান প্রস্তর বিলম্বিত করে এবং অভিজ্ঞ ও ধনিব্যক্তি মণিবন্ধ ও হস্তের উর্দ্ধাংশে স্বর্ণবলয় ব্যবহার করে। ইহারা অনেক সময় কেশবিন্যাশ করে (১৫) কিন্তু কদাচিৎ মস্তকের কেশ কর্তন করে। ইহারা

দ্রষ্টব্য।) গণ্ডারকে কার্তাজন্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কসমস্ ইণ্ডিকোপ্রিউইস্টিসেও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে (সমসাময়িক ভারত, প্রথম খণ্ড, ১৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

(১১) প্লিনির "প্রাণিতত্ত্ব" (সমসাময়িক ভারত, প্রথম খণ্ড, ১২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ও ইলিয়ান্ (ঐ ১৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

(১২) 'সমসাময়িক ভারত', প্রথম খণ্ডে অনেক স্থলে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

(১৩) 'সমসাময়িক ভারত', প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

(১৪) ইতিকা, ষোড়শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। এখানে জুতা অর্থে (sandals) চী জুতাই উল্লিখিত হইয়াছে।

(১৫) 'সমসাময়িক ভারত', প্রথম খণ্ড, (ষ্ট্রাবো ৯৫) দ্রষ্টব্য।

কোনকালেই চিবুকের শ্মশ্রু কর্তন করে না, তবে মুখের অন্যান্য স্থান হইতে শ্মশ্রু ক্ষৌর কার্য্য দ্বারা দূরীভূত করে এবং তজ্জন্য ইহা উজ্জল দেখায়। এতদেশবাসিগণের রাজন্যবর্গের বিলাসপ্রিয়তা (অথবা ইহারা যাহাকে ঐশ্বর্য্য বলে) এরূপ নিন্দনীয় যে পৃথিবীতে ইহার তুলনা দৃষ্ট হয় না।

রাজা যখন জনসাধারণের সম্মুখে আগমন করিতে প্রস্তুত হন, তখন তাঁহার অনুচরবর্গ হস্তে রোপোর ধূপাধার বহন করে এবং তিনি যে পথে পরিভ্রমণ করেন তাহারা সেই পথ গন্ধদ্রব্যের সাহায্যে সুগন্ধিময় করে। তিনি সুবর্ণের পাক্কীতে আরামে শয়ান থাকেন, তাঁহার অঙ্গ বহু মুক্তাসুশোভিত করা হয় এবং এই সকল মুক্তা চতুর্দিকে ছলিতে থাকে; রাজা সুবর্ণসম্বিত লোহিত বর্ণের উৎকৃষ্ট মসলিন বস্ত্র পরিধান করেন। তাঁহার পাক্কীর পশ্চাদ্ভাগে অস্ত্রধারী পরিচারক ও তাঁহার শরীররক্ষী সৈন্য গমন করে; ইহারা বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা বহন করে এবং এইসকল শাখাপ্রশাখায় পক্ষীগণ কূজন করিতে থাকে। রাজপ্রাসাদ স্বর্ণাবৃত স্তম্ভ দ্বারা সুশোভিত এবং এইসকল স্তম্ভের চতুর্দিকে সুবর্ণমণ্ডিত দ্রাক্ষালতা-জড়িত; রৌপ্যানির্মিত প্রিয়-দর্শন পক্ষী-সমূহ এই চিত্র বিচিত্র কার্য্যের শোভাবৃদ্ধি করে। রাজপ্রাসাদের দ্বার সকলের পক্ষেই অব্যাহত; এমন কি রাজার কেশবিহ্বাস বা বস্ত্র পরিধানের সময়েও রাজপ্রাসাদে প্রবেশে কোন বাধা নাই। এই সময়েই রাজা দূতগণের সহিত সাক্ষাৎ ও প্রজাগণের বিচার করেন। অতঃপর তাঁহার পাছুকা অপসারিত হইলে পাদদেশ সুগন্ধি দ্রব্যদ্বারা ঘর্ষিত হয়। যুগ্মস্বায়ী তাঁহার প্রধান ব্যায়াম এবং তিনি রাজকীয় উদ্যানে (১৬) আবদ্ধ পশুসমূহকে, তাঁহার পার্শ্বচারিকা-

গণের উৎসাহ ও সঙ্গীতধ্বনির মধ্যে শীকার করেন। তীরগুলি দুই হস্ত দীর্ঘ এবং অত্যন্ত ভারী বলিয়া কার্যকারিতা অপেক্ষা সুদৃশ্যতার দিকেই অধিক লক্ষ্য রাখা হয়। অল্পদূরে গমন করিতে হইলে তিনি অশ্বারোহণে গমন করেন; কিন্তু অধিকদূরের জন্ত হইলে হস্তিপৃষ্ঠে হাওদায় আরোহণ করিয়া গমন করেন। এই হস্তিগুলি সুবৃহৎ হইলেও ইহাদের সকল অবয়ব সুবর্ণের আস্তরণে আবৃত করা হয়। যাহাতে কোন প্রকারের নিল্লজ্জ লম্পটতার অভাব না থাকে, তজ্জন্ত রাজা সুবর্ণের পাকীতে আরোহণ করেন ও বহুসংখ্যক বেষ্টা তাঁহার সহগামিনী হয়। এই বেষ্টাশ্রেণী রাজ্যীর পরিচারিকাবর্গ হইতে বিভিন্ন এবং শেষোক্তগণের গায়ই সুসজ্জিত। স্ত্রীলোকেই তাঁহার খাণ্ড প্রস্তুত করে এবং তাহারাই তাঁহাকে পানার্থ মণ্ড প্রদান করে। সকল ভারতবাসীই প্রচুর মণ্ড পান করে (১৮)। মত্তাবস্থায় রাজা নিদ্রিত হইলে, পরিচারিকাগণ দেশীয় ভাষার সঙ্গীত দ্বারা রাত্রির দেবতাগণের স্তুতি করিতে করিতে তাঁহাকে তাঁহার শয়ন কক্ষে লইয়া যায় (১৯)।

এইপ্রকার দুষ্ট-নীতি আচরণের মধ্যে কিপ্রকারে দর্শনের শিক্ষা হইতে পারে? তথাপি ইহাদের মধ্যে দার্শনিক আছে; ইহাদের একশ্রেণী বনে বাস করে এবং দেখিতে অত্যন্ত কদাকার। ইহারা নিরুপিতকালের পূর্বে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে

(১৭) ষ্ট্রাবো উল্লেখ করিয়াছেন যে বিশ্বাসঘাতকতার ভয়ে রাজা রাত্রিতে নিজ শয্যা কয়েকবার পরিবর্তন করিতেন।

(১৮) বস্তুতঃ পক্ষে এই বর্ণনা মিথ্যা।

(১৯) চন্দ্রগুপ্ত ও অশ্বাম্ব রাজস্ববর্গের স্ত্রী প্রহরী ছিল। প্রাচীনভারতে মদ্যপান অত্যন্ত দূষণীয় ছিল। লেখকের এই উক্তির সমর্থন করা যায় না।

গৌরবানুভব করে এবং বৃদ্ধবয়সে উৎসাহহীন বা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া স্বাস্থ্যহীন হইলে জীবিতাবস্থায় অগ্নিকুণ্ডে দেহত্যাগের ব্যবস্থা করে। মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা ইহারা অপমানজনক মনে করে এবং বয়সের আতিশয্যের জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইলে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় না। শেষ নিশ্বাসের পূর্বে চিতাশায়ী না হইলে অগ্নি কলঙ্কিত হয়। যে সকল দার্শনিক নগরে সভ্যব্যক্তিগণের ন্যায় জীবনাতিপাত করে, কথিত আছে যে তাহারা আকাশের জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর গতিবিধি লক্ষ্য করে এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভবিষ্যৎ নির্ণয় করিতে পারে। ইহারা বিশ্বাস করে যে, যে নির্ভয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে তাহার মৃত্যু শীঘ্র ঘটতে পারে না (২০)।

যে বস্তুর মূল্য আছে, তাহারা তাহাদিগকেই দেবতা বলিয়া সম্মান করে। বিশেষতঃ তাহারা (২১) বৃক্ষগুলিকে সম্মান করে এবং বৃক্ষচ্ছেদন করিলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। তাহারা পঞ্চদশদিবসে মাস গণনা করিলেও বৎসরকে পূর্ণ সময় প্রদান করে। চন্দ্রের গতিদ্বারাই তাহারা সময় নিরূপণ করে (২২)। ইহাদের সম্বন্ধে আরও অনেক কথা শ্রুত হওয়া যায় ; তবে এই প্রসঙ্গে ঐ সকল বর্ণনা আমরা অপ্রাসঙ্গিক মনে করি।

(২০) দার্শনিকগণের এই বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ ও ভ্রমপ্রমাদ পূর্ণ। ষ্ট্রাবো, আরিয়ান্, প্লুটার্ক ও দায়দরস্ ইহাদিগকে বিভিন্ন ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন।

(২১) বর্তমানেও কোন কোন বৃক্ষ পূজিত হয়।

(২২) অতিরিক্ত পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

দশম অধ্যায়

সিন্ধুর পশ্চিমপ্রান্তে অভিযান

ভারতবর্ষ প্রবেশের অনতিকাল পরেই নানাজাতির অধিনায়কগণ বশুতাস্বীকার পূর্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাদভিলাষে আগমন করিলেন। এই অধিনায়কগণ নিবেদন করিলেন যে, ভারতবর্ষে আগত জুপিটারের বংশধরগণের মধ্যে অলেকজান্দারই তৃতীয় এবং তাহারা কিংবদন্তীতেই ফাদার ব্যাকাস্ ও হার্কিউলিসের কথা অবগত ছিল, অলেকজান্দারকেই মাত্র স্বচক্ষে দেখিতে পাইল। এই ব্যক্তিগণকে তিনি সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া ইহাদিগকে পথপ্রদর্শকরূপে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছায় সহগামী হইবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু অন্য কোন অধিনায়ক বশুতাস্বীকারে অগ্রবর্তী না হওয়ায়, যে সকল জাতি তাঁহার অধীনতা অস্বীকার করিবে, তাহাদিগকে পরাভূত করণার্থ তিনি হিফেষ্টীয়ন্ ও পার্দিকাস্কে সৈন্যাবলীর অংশসহ অগ্রে প্রেরণ করিলেন। তিনি ইহাদিগকে, সিন্ধুতীরে উপনীত হইয়া নদীর অপর তীরে সৈন্য প্রেরণের জন্য সেতু নির্মাণের আদেশ করিলেন। বলনদী উত্তীর্ণ হইতে হইবে বলিয়া তাঁহারা একরূপ ভাবে নোকাসমূহ নির্মাণ করিলেন যে, এই-গুলিকে খণ্ডাকারে শকটে করিয়া অন্যত্র লইয়া গিয়া পুনরায় একত্র করা যাইত। ক্রাটেরস্কে পদাতিক সহ অগ্রসর হইতে আদেশ করিয়া, অলেকজান্দার স্বয়ং অশ্বারোহী ও লঘুবন্দ্যবৃত্ত সৈন্যসহ দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া শত্রুকে আক্রমণপূর্বক তাহাদিগকে সহজেই

পরাভূত করিয়া এক নিকটবর্তী নগরে পলায়ন করিতে বাধ্য করিলেন। এই সময়ে ক্রাটেরস্ তাহার সহিত যোগদান করিলে আলেকজান্দার অধিবাসিবৃন্দের অন্তঃকরণে ভয়সঙ্কারণের ইচ্ছায় আদেশ করিলেন যে, অপরূক নগর-প্রাচীর ভস্মীভূত হইলে কোন ব্যক্তিকেই যেন জীবিত না রাখা হয়। অথারোহণে প্রাচীর সন্নিকটে উপনীত হইয়া তিনি শত্রুনিষ্কিপ্ত তীরে আহত হইলেও, নগর অধিকারে সমর্থ হইলেন এবং সকল অধিবাসীকে হত্যা করিয়া নগর-প্রাচীর ধ্বংসপূর্বক স্বীয় ক্রোধের পরিচয় দিলেন (১)।

এই অপরিজ্ঞাত জাতিকে পরাভূত করিয়া, তিনি এইস্থান হইতে নিসা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ঘটনাক্রমে নগর-প্রাচীরের নিম্নে বনভূমিতে শিবির স্থাপন করা হইয়াছিল এবং ইতঃপূর্বে এরূপ শৈত্যানুভব না হওয়াতে, রাত্রিতে সৈন্যগণ শীতের জন্য ক্লেশ পাইতোছিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ নিকটেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার সুবিধা ছিল; সৈন্যেরা বৃক্ষাদি কর্তন পূর্বক অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহাতে কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিল। ইহাতে দেবদারুনির্মিত প্রাচীন সমাধিগুলি অগ্নি-স্পর্শ করিল সুতরাং চতুর্দিকে অগ্নি ব্যাপ্ত হওয়ায় অধিবাসীদের সকল সমাধিগুলি ভস্মীভূত হইল। তখন নগরমধ্য হইতে সারমেয়গণ চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল এবং শিবিরস্থ সৈন্যগণের কোলাহল ধ্বনিও উঠিল। ইহাতে নগরবাসিগণ বুঝিতে পারিল যে, শত্রু সন্নিকটস্থ হইয়াছে এবং মাসিদোনীয়গণও জানিতে পারিল যে, তাহারা নগরসমীপে উপনীত হইয়াছে।

আলেকজান্দার এইসময়ে নিজসৈন্য বিন্যাসপূর্বক নগর-প্রাচীর

(১) কিন্তু, আরিয়ান্ বলিয়াছেন যে অধিবাসিবৃন্দ পর্বতে পলায়ন করিয়াছিল।

আক্রমণ করিলে, নগররক্ষাকারিগণ বাধা দিতে সচেষ্ট হইল। কিন্তু তাহারা সহজেই বাণ নিক্ষেপে পরাভূত হইল। নিসিয়াবাসিগণের মধ্যে মতদ্বৈধ হইল; কেহ আলেকজান্ডারের পদানত হইতে, কেহবা যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিতে লাগিল। উহাদের মতের অনৈক্যের কথা শ্রুত হইয়া তিনি বিশেষরূপ নগরাবরোধের বা অযথা রক্তপাতের নিষেধাজ্ঞা দিলেন।

কিয়ৎকাল পরে অধিবাসীরা অবরোধের কষ্ট সহিতে অসমর্থ হইয়া আত্মসমর্পণ করিল। তাহারা দৃঢ়তাসহকারে আলেকজান্ডারকে নিবেদন করিল যে, ফাদার ব্যাকাস্ কর্তৃক তাহাদের নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এবম্বিধকারেই এই নগরের উৎপত্তি হইয়াছে। অধিবাসিবৃন্দ-অভিহিত মেরোস্ নামক পর্বতের সান্নিদেশে এই নগর অবস্থিত ছিল বলিয়া গ্রীকগণ এক আখ্যান প্রচার করিল যে, ফাদার ব্যাকাস্ জুপিটারের উর্দ্ধদেশে লুক্কায়িত ছিলেন। গ্রীক-রাজ অধিবাসীদের নিকটে পর্বতের অবস্থানের বিষয় অবগত হইয়া তথায় খাড়াদি প্রেরণ পূর্বক সৈন্যে পর্বতের উর্দ্ধদেশে আরোহণ করিলেন। (২) সৈন্যগণ পর্বতোপরি প্রচুর পরিমাণে “আইভি” ও দ্রাক্ষালতা ও উহার নিম্নভূমি হইতে নিত্যপ্রবাহিত জল দেখিতে পাইল। ভূমি উর্বরা বলিয়া তথায় নানাপ্রকারের প্রচুর ও সুস্বাদু ফল জন্মিত এবং এমন কি বন্ধুর পর্বতগুলিও নিরন্তর “লরেল” ও জটামাংসে

(২) ফিলস্ট্রেটস্ নামক গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন যে আলেকজান্ডার স্বয়ং পর্বতারোহণ করেন নাই; পরন্তু, পর্বতের সান্নিদেশে থাকিয়াই পূজাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই লেখক বলিয়াছেন যে, পাছে দ্রাক্ষালতাদৃষ্টে মাসিদোনিয়গণের জন্মভূমির কথা মনে হয়, এই আশঙ্কাতেই তিনি পর্বতের উর্দ্ধদেশে গমনে বিরত হইয়াছিলেন।

(৩) পূর্ণ থাকিত। সৈন্যগণ, সংগৃহীত “আইতি” ও দ্রাক্ষাপত্রদ্বারা নিজেদের ললাট স্ফুসজ্জিত করিয়া ব্যাকাসের অনুচরগণের ন্যায় ইচ্ছামত বনমধ্যে পরিভ্রমণ করিয়াছিল—এইসকল কার্যকে আমি ঐশ্বরিক উত্তেজনাবশতঃ মনে করি না; পরন্তু এইগুলিকে আমি অনিয়মিত মূখতাই মনে করি। সুতরাং যেরূপ ঘটয়া থাকে, কতিপয় সৈন্য-কর্তৃক অনুষ্ঠিত মূখতা সকল সৈন্যকেই অনুপ্রাণিত করিল এবং অকস্মাৎ পর্বতের গহ্বর ও চূড়াগুলি কুঞ্জের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রশংসাসূচক চীৎকারে ধ্বনিত হইতে লাগিল। অধিক কি, সর্বত্রই শান্তি বিরাজমান মনে করিয়া তাহারা তৃণাবৃতভূমি অথবা পত্রস্তুপের উপর সাষ্টাঙ্গে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। আলেকজান্দার স্বয়ং এই প্রকার ক্রীড়ায় বিরক্ত না হইয়া প্রমোদের উপযোগী সকলপ্রকার খাড়াই উদারতার সহিত বিতরণ করিয়া ফাদার ব্যাকাসের অনুষ্ঠিত উৎসব সম্পাদনের জন্য সৈন্যদিগকে দশদিবস অবধি তথায় রাখিলেন। এখন কে অস্বীকার করিবে যে মনুষ্য অধিকতর যশের জন্য গুণ অপেক্ষা অদৃষ্টের নিকটেই ঋণী? কারণ, মাসিদোনিয় সৈন্যগণ উৎসবে সম্পূর্ণরূপে মত্ত হইয়া মত্তে অভিভূত হইলেও রণোন্মত্তযোদ্ধৃগণের নিনাদ অপেক্ষা প্রমোদমত্ত সৈন্যগণের কোলাহল ও চীৎকারেই অধিকতর ভীত হইয়া শত্রুপক্ষ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহসী হয় নাই। সমুদ্রে প্রত্যাবর্তন করিয়া যখন তাহারা মদোন্মত্ত হইয়াছিল, তখনও এইপ্রকার শুভাদৃষ্টবশতঃ মাসিদোনিয় সৈন্যগণ শত্রু হইতে রক্ষা পাইয়াছিল (৪)।

(৩) “Spikenard”।

(৪) আরিয়ান্ (“সমসাময়িক ভারত”, তৃতীয় খণ্ডে) এই ঘটনার বর্ণনা করিয়াছেন।

নিসা হইতে তাহারা দিদালা (৫) নামক স্থানে গমন করিয়াছিল। অধিবাসিবৃন্দ গৃহ-পরিত্যাগ করিয়া পার্বত্য বনভূমিস্থ অগম্য নিভৃতস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এইজন্য আলেকজান্দার আকাডিরায় উপনীত হইলেন। আকাডিরা ভস্মীভূত হইয়াছিল এবং দিদালার গ্রাম অধিবাসিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল। সুতরাং আলেকজান্দার স্বীয় অভিসন্ধি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সৈন্যগণকে নানাভাগে বিভক্ত করিয়া তিনি একই সময়ে বহুস্থান আক্রমণ করিলেন এবং অধিবাসীরা আকস্মিক আক্রমণে সকল প্রকার বিপদে অভিভূত হইল। টলেমী অনেকগুলি নগর অধিকার করিলেন এবং আলেকজান্দার টলেমী-অধিকৃত নগর অপেক্ষা অল্পসংখ্যক নগর অধিকার করিলেও যেগুলি অত্যাব্যাক সেইগুলিই বশীভূত করিলেন। এই ব্যাপার সমাধা করিয়া তিনি বিচ্ছিন্ন সৈন্যাবলীকে পুনর্বার একত্রীভূত করিলেন। অতঃপর চোয়াস্পেস্ (৬) নদী উত্তীর্ণ হইয়া

(৫) যাষ্টিন্ নামক গ্রন্থকার অশ্বত্র দিদালি নামক পর্বতের উল্লেখ করিয়াছেন। কানিংহাম্ এই পর্বতকে দন্তলোক নামক পর্বত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইহা পুন্ড্রাবতী বা হস্ত নগর হইতে চল্লিশ মাইল দূরবর্তী। কানিংহাম যুক্তি স্বরূপ লিখিয়াছেন যে অধিবাসীরা কথোপকথন কালে এই পর্বতকে “দন্তলোক” বলিয়া অভিহিত করে এবং খুব সম্ভব গ্রীকগণ ইহা হইতেই দৈদলস্ নামকরণ করিয়াছে। অধ্যাপক ম্যাক্রিওল বলিয়াছেন যে, আলেকজান্দারের এতদূর অগ্রসর হইবার কথা তিনি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন।

(৬) আরিয়ান্ এই নদীকে ইউয়াস্প্লা (Euaspla) বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইহাই কুনার নদী।

কৈনসকে অধিবাসী কর্তৃক অভিহিত বীরা (৭) নগর আক্রমণে ব্রতী রাখিয়া তিনি স্বয়ং মাসাগায় গমন করিলেন।

মাসাগার পূর্ববর্তী অধিপতি আসাকেনস্ সম্প্রতি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার মাতা ক্লিওফিস্ এক্ষণে নগর ও রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। অষ্টাত্ৰিংশৎ সহস্র পদাতিক এই নগর রক্ষা করিত; নগরটী স্বভাবতঃ এবং কৃত্রিম উপায়ে দৃঢ়রূপে সুরক্ষিত ছিল। নগরের পূর্বদিকে বেগবতী পার্শ্বত্যা নদী ও সু-উচ্চ তীরদ্বয় শত্রুর নগর-প্রবেশে বাধা দিত; দক্ষিণ ও পশ্চিমে প্রকৃতিদেবী যেন প্রাচীর-নির্মাণে ব্রতী হইয়া সুবৃহৎ পর্বত সমূহ স্তূপীকৃত করিয়াছিলেন। এই প্রাচীরের তলদেশে গর্ভ এবং প্রকাণ্ড ও গভীর গহ্বর ছিল। ইহাদের প্রান্তদেশে বহুসংখ্যক লোকদ্বারা খনিত পরিখা দ্বারা দুর্গ সুরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। অধিকন্তু নগরটী ৫৫ ষ্টাডিয়া ব্যাসবিশিষ্ট একটী প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল; এই প্রাচীরের তলদেশ প্রস্তর ও উর্দ্ধদেশ সূর্যোত্তাপে শুষ্ক ইষ্টক-নির্মিত ছিল। ইষ্টক-নির্মিত অংশ প্রস্তর দ্বারা একরূপভাবে গ্রথিত ছিল যে অপেক্ষাকৃত ভঙ্গুরাংশ দৃঢ়তর অংশের উপর অবস্থিত ছিল এবং সংযোগের জন্তু কর্দম ব্যবহৃত হইয়াছিল। পাছে এই প্রাচীর একেবারে ভূমিসাৎ হয় এই আশঙ্কায় দৃঢ় কাষ্ঠখণ্ড সমূহ এই সকলের

(৭) কেহ কেহ আরিয়ান্ কথিত বাজিরাকেই বীরা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু মাক্রিগল বলিতেছেন যে, বর্তমান বাজার ও আরিয়ানের বাজিরা যখন একই স্থান তখন বীরা ও বাজিরা এক হইতে পারে না। বাজার বহুপূর্বে অবস্থিত, সুতরাং ইহাকে বীরা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

উপরে স্থাপিত ছিল এবং এইগুলি প্রাচীর আচ্ছাদনকারী কাষ্ঠের মঞ্চ বহন ও অধিবাসিবৃন্দের গমনাগমনের পথস্বরূপ হইয়াছিল (৮)।

দুর্গ পর্য্যবেক্ষণ কালে এবং কি ভাবে উহা আক্রমণ করিবেন সে সম্বন্ধে যখন তিনি উপায় স্থির করিতেছিলেন তখন (কারণ, পূর্বোক্ত গর্তগুলি পূর্ণ করিবার জন্ত তাঁহার এঁজনগুলি নগর-প্রাচীর সন্নিকটে আনয়ন করিতে বৃহৎ রাস্তা নিৰ্ম্মাণের প্রয়োজন ছিল) দুর্গপ্রাচীর নিক্ষিপ্ত তীর তাঁহার জানুতে বিদ্ধ হয়। তীর নিক্ষান্ত হইলে তিনি তাঁহার অশ্ব আনয়নের জন্ত আদেশ করিলেন এবং ক্ষতস্থান বন্ধন না করিয়া অপ্রতিহত-ভাবে কার্য্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু আহত-অঙ্গ আশ্রয়বিহীন হইয়া লম্বমান থাকায় এবং রক্ত শুষ্ক হইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতস্থান শীতল হওয়ায় যন্ত্রণাবৃদ্ধি পাইল। কথিত আছে যে, তিনি এই সময়ে বলিয়াছিলেন যে, তিনি জুপিটারের পুত্র ইহা সৰ্ব্বজনবিদিত হইলেও, তিনি মনুষ্যের গ্ৰাম (৯) ক্ষতস্থানে বেদনা অনুভব করিতেছেন। তথাপি সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ এবং আবশ্যকীয় সকল আদেশ প্রদানের পূর্বে তিনি শিবিরে প্রত্যাগমন করেন নাই। তজ্জন্ত আদেশানুযায়ী সৈন্যগণের কেহ কেহ নগর-বহির্ভাগস্থ গৃহাদি ধ্বংস করিতে ও পথ নিৰ্ম্মাণের জন্ত ধ্বংসাবশেষ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিতে ব্রতী হইল; কেহ কেহ গর্ত মধ্যে শাখাসহ বৃহৎ বৃক্ষের কাণ্ড ও বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর

(৮) কি প্রকারে ইহা সম্ভব হইতে পারে? সম্ভবতঃ, এই স্থানে লিপিকর প্রমাদ ঘটিয়াছে অথবা কাটিয়াস্ কোনরূপ ভ্রম করিয়াছেন।

(৯) সেনেকা নামক দার্শনিকও ঠিক একই কথা বলিয়াছেন “সকলেই বলে যে আমি জুপিটারের পুত্র; কিন্তু এই আঘাত আমাকে মনুষ্যপুত্র বলিয়া ঘোষণা করিতেছে।” সম্ভবতঃ প্লুটার্ক-জীবনীতে এই ঘটনারই উল্লেখ আছে।

নিষ্কেপ করিতে লাগিল। পথ সমতল ভূমির সমান উচ্চ হইলে, সৈন্তগণ বপ্রনির্মাণ আরম্ভ করিল এবং এরূপ তৎপরতার সহিত তাহারা কার্য্য করিতে লাগিল যে, নয়দিবসেই তাহারা বপ্রনির্মাণ শেষ করিল। নরপতির ক্ষতস্থান শুষ্ক হইবার পূর্বেই তিনি সকল কার্য্য পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সৈন্তগণকে প্রশংসা করিলেন এবং তৎপরে তাঁহার আদেশানুযায়ী প্রেরিত এঞ্জিন সমূহ হইতে দুর্গপ্রাচীরস্থ সৈন্তদের প্রতি প্রচুর ক্ষেপনীয় অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। বর্ষরগণ ইতঃপূর্বে চলনশীল বপ্র না দেখাতে, অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল। এই বৃহৎ যন্ত্রগুলি অদৃশ্য ভাবে পরিচালিত হইতেছিল বলিয়া দেবগণ কর্তৃক চালিত হইতেছে, তাহারা এইরূপ মনে করিতে লাগিল (১০)। তাহারা বলিতে লাগিল যে প্রাচীর আক্রমণকারী সূবৃহৎ অস্ত্রগুলি মনুষ্যের পক্ষে নিষ্কেপ অসম্ভব। নগররক্ষা অসম্ভব মনে করিয়া তাহারা দুর্গমধ্যে আশ্রয়গ্রহণ করিল এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহারা ক্ষমা প্রার্থনার জন্তু মাসিদনাধিপতির নিকট দূত প্রেরণ করিল (১১)। প্রার্থনা পূর্ণ হইলে, রাজ্ঞী অভিজাতবংশীয় বহু স্ত্রীপরিবৃত্তা হইয়া তথায় আগমন পূর্বক সূবর্ণ পাত্র হইতে মণ্ড নিবেদন করিল। রাজ্ঞী স্বয়ং, তাঁহার শিশুপুত্রকে আলেকজান্দারের জানুদেশে স্থাপন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; তাঁহার আবেদন পূরণ ব্যতীত তিনি তাঁহার পূর্বতন সম্মানের

(১০) কথিত আছে যে, এইগুলি আলেকজান্দারের সহগামী পলিয়িডসের ছাত্র দায়াদিস্ কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

(১১) আরিয়ান্ লিখিয়াছেন যে সেনাপতির মৃত্যুতে ভীত হইয়াই তাহারা আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।

অধিকারিণী রহিলেন এবং কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে, দুর্বস্থা অপেক্ষা তাঁহার সৌন্দর্য্যই এই প্রসন্নতার কারণ হইয়াছিল। যাহাই হউক রাজ্ঞী কিয়দ্বিঘ্ন পরে এক পুত্র প্রসব করেন; যিনিই এই পুত্রের পিতা হউন না কেন, পুত্র আলেকজান্দার নামে (১২) অভিহিত হইয়াছিল (১৩)।

একাদশ অধ্যায়

আয়র্গিস্ (১) অবরোধ ও অধিকার

সৈন্যসহ নোরানগরে প্রেরিত হইয়া পলিপার্সন্ তাঁহার বিরোধী অশিক্ষিত জনসঙ্ঘকে পরাভূত করিয়া তাহাদের দুর্গ পর্য্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন পূর্ব্বক তাহাদিগকে ঐস্থান সমর্পণ করিতে বাধ্য করিলেন। স্বয়ং আলেকজান্দারের হস্তে অধিবাসিবৃন্দ কর্তৃক পরিত্যক্ত অনেক নগর পতিত হইল; এই অধিবাসীরা সময় মত অস্ত্রাদি সহ পলায়ন করিয়া আয়র্গিস্ নামক এক পর্ব্বত অধিকার করিয়াছিল। এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল যে, হার্কিউলিস্ এই পর্ব্বত আক্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু ভূমিকম্প হওয়াতে নগর অবরোধ পরিত্যাগে বাধ্য হইয়াছিলেন। পর্ব্বতটী প্রত্যেকদিকে খাড়া ও অসমান হওয়ায়, আলেকজান্দার কি প্রকারে অগ্রসর হইবেন

(১২) পূর্ব্ববর্তী ৭৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(১৩) ৭৬—৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১) অশ্বত্থ বর্ণিত আয়র্গিস্। ৮২—৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এইরূপ চিন্তাকালে, স্থানীয় অবস্থা-পরিজ্ঞাত এক বৃদ্ধ তাহার দুই পুত্র সহ আসিয়া, আলেকজান্দার ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে পর্বতের উর্দ্ধদেশে গমনের পথ দেখাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। আলেকজান্দার এই ব্যক্তিকে আশী ট্যালেন্ট দিতে সম্মত হইলেন এবং বৃদ্ধের এক পুত্রকে প্রতিভূ স্বরূপ রাখিয়া তাহাকে তাহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিবার জ্ঞপ্ত প্রেরণ করিলেন। নরপতির কন্স্যাধ্যক্ষ মিউলিনাস্ (২) লঘু বর্ষাবৃত সৈন্তের অধিনায়ক রূপে বক্রপথ দ্বারা শত্রুর অজ্ঞাতসারে পর্বতারোহণে প্রেরিত হইলেন।

অগ্ন্যাগ্ন পর্বতমালার গ্রায় এই পর্বত ধীরে এবং সহজ ও ক্রমোন্নত ভূমির গ্রায় উর্দ্ধে উঠে নাই; ইহা “মেটা”র (৩) গ্রায় প্রশস্ত ভিত্তি হইতে উর্দ্ধদিকে সূক্ষ্ম হইয়া চূড়ায় পরিণত হইয়াছে। গভীর সিন্ধু নদের অসমান তীর ইহার পাদদেশ ধৌত করিতেছে। অগ্ন্যদিকে জলা ভূমি ও বন্ধুর গিরিসঙ্কট এবং এই সকল স্থান পরিপূর্ণ না করিয়া দুর্গ আক্রমণ সম্পূর্ণ অসম্ভব। মাসিদোনিয়-রাজ নিকটবর্তী বন কর্তনের আদেশ করিলেন। ছেদিত বৃক্ষগুলির পত্র ও শাখা প্রশাখা (যেগুলি থাকিলে উহাদিগকে স্থানান্তর করা কষ্টকর হইত) বিচ্ছিন্ন করা হইল। আলেকজান্দার স্বয়ং ঐ গর্ভে প্রথম কাণ্ড নিক্ষেপ করিলেন; ইহাতে সমগ্র সৈন্তদল হইতে তৎপরতার চিহ্ন স্বরূপ জয়ধ্বনি উথিত হইল; রাজা স্বয়ং যে কার্যে

(২) আরিয়ান্ ইহাকে ইউমিনিস্ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

(৩) ‘Meta’—রোমকদিগের ক্রীড়াস্থলের (Circus) মধ্যস্থলে একটি নিম্ন প্রাচীর থাকিত, এই প্রাচীরের উভয় প্রান্তে তিনটি কাষ্ঠ নির্মিত গোলাকার স্তম্ভ থাকিত। ইহাদিগকে মেটা বা ‘গোল’ বলা হইত।

সর্বপ্রথমে ব্রতী হইয়াছেন, সেরূপ পরিশ্রমে কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। সপ্তম দিবসে গর্ভগুলি পূর্ণ হইল; তৎপরে আলেকজান্দার তীরন্দাজ ও আগ্রিয়ানিয়নগণকে দুরারোহ পথে আরোহণ করিতে আদেশ করিলেন। এতদ্ব্যতীত, সঙ্গীয় যুবকগণের মধ্য হইতে সর্বাপেক্ষা কার্যশীল ত্রিশজনকে (৪) নির্বাচিত করিয়া কারাস ও আলেকজান্দারের কর্তৃত্বে স্থাপন করিলেন। শেষোক্তকে নিজের নামের সহিত সাদৃশ্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন।

অত্যন্ত বিপজ্জনক বলিয়া, এরূপ স্থিরীকৃত হয় যে, আলেকজান্দার স্বয়ং আক্রমণে ব্রতী হইয়া (৫) নিজ জীবন সঙ্কটাপন্ন করিবেন না। কিন্তু তুরীধ্বনি সঙ্কেত জ্ঞাপন করিলে অসমসাহসিক নরপতি তৎক্ষণাৎ নিজ শরীররক্ষীদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ও তাহাদিগকে পশ্চাদগমনের আদেশ প্রদান করিয়া সর্বপ্রথমে পর্বত আক্রমণ করিলেন। কোন মাসিদোনিয় সৈন্যই ইহাতে পশ্চাৎপদ রহিল না—সকলেই স্বেচ্ছাপূর্বক নিজ নিজ স্থান পরিত্যাগ করিয়া নরপতির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। অনেকে কষ্ট পাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল; বন্ধুর পর্বত গাত্র হইতে স্থলিত হইয়া নিম্নস্থ নদীতে পতিত হইল—বাহারা বিপজ্জালে জড়িত না হইল, তাহাদিগের পথেও এই দৃশ্য করুণোদ্বেক করিল। কিন্তু সঙ্গীগণের মৃত্যুতে বিপদের কথা স্মরণ

(৪) ইহারা শরীররক্ষীর স্থায় রাজার সঙ্গে থাকিতেন এবং প্রধান প্রধান কর্মে নিযুক্ত হইতেন।

(৫) ম্যাক্রিগুল অনুমান করিয়াছিলেন যে সম্ভবতঃ সৈন্যগণ বা সামরিক সভা এইরূপ স্থিরীকৃত করেন। এই সম্বন্ধে উল্লিখিত হইতে পারে যে, পার্থেনিয়ন্ পুত্র কিলোটাস্ মাসিদোনিয় সৈন্যবৃন্দ দ্বারাই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হওয়াতে, করুণা ভয়ে পরিণত হইল এবং তাহারা মৃতের জন্য আক্ষেপে বিরত হইয়া স্বীয় ভবিষ্যতের জন্য আক্ষেপ করিতে লাগিল।

এই সময়ে তাহারা একরূপ স্থানে উপনীত হইয়াছিল যে, বিজয়ী না হইয়া প্রত্যাগমন করিলে নিশ্চিত বিপদে পতিত হইতে হইত; কারণ পর্বতারোহণ কালে বর্ষরগণ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড নিষ্ক্ষেপ করিতেছিল এবং এই সকল প্রস্তর যাহাদিগকে আঘাত করিতেছিল, তাহারা অনিশ্চিত ও পিচ্ছিল স্থান হইতে পতিত হইতেছিল। ত্রিশজন নির্বাচিত যুবকসহ নরপতিপ্রেমিত আলেকজান্দার ও কারাস্ পর্বতের শীর্ষদেশে আরোহণ করিয়া সম্মুখ যুদ্ধে ব্রতী হইয়াছিলেন; কিন্তু বর্ষরগণ উচ্চতর স্থান হইতে তীর নিষ্ক্ষেপে সমর্থ হওয়ায় মাসিদোনীয়দের আঘাতদান অপেক্ষা আঘাত গ্রহণই অধিক হইতেছিল। সুতরাং স্বীয় নামের সুশশ ও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলে আলেকজান্দার (৬) বহু তীর বিদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কারাস্ আলেকজান্দারকে মৃত দেখিয়া প্রতিহিংসা সাধন করিলে অন্য সকল বিষয় বিস্মৃত হইয়া শত্রুর প্রতি ধাবিত হইলেন। তাহার বর্ষা ও তরবারীতে অনেকে আহত হইল। কিন্তু একাকী বহুসংখ্যক শত্রুর সহিত যুদ্ধ করায় তিনিও প্রাণশূন্য হইয়া বন্ধুর শরীরের উপর পতিত হইলেন (৭)।

আলেকজান্দার এই সকল বীর যুবক ও অন্যান্য সৈন্যের মৃত্যু সংবাদে অতিশয় ব্যথিত হইয়া প্রত্যাবর্তনের আদেশ

(৬) পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(৭) অন্য কোন ঐতিহাসিক এই ঘটনার উল্লেখ করেন নাই।

করিলেন। সৈন্যগণ অবকাশ ক্রমে, ধীরতার সহিত পশ্চাদগমনের জন্য রক্ষা পাইল এবং বর্ষরগণ মাসিদোনীয়দিগকে পর্বত হইতে বিতাড়ন পূর্বক সম্ভ্রষ্ট হইয়া পশ্চাদ্ধাবনে বিরত হইল। কিন্তু যদিও আলেকজান্দার পর্বত অধিকার আশাতিরিক্ত মনে করিয়া উহা পরিত্যাগ করাই স্থিরীকৃত করিলেন, তথাপি তিনি অবরোধে ত্রতী থাকিবার লক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; তাঁহার আদেশে পথগুলি রোধ, বপ্রগুলিকে অগ্রসর এবং ক্লান্ত সৈন্যগণকে পরিবর্তন করা হইতে লাগিল। ভারতীয়গণ, তাঁহার স্থির প্রতিজ্ঞা দেখিয়া নিজেদের দৃঢ় বিশ্বাস ও জয়লাভের চিহ্নস্বরূপ দুই দিবস ও দুই রাত্রি আমোদ প্রমোদ ও জাতীয় বাগধ্বনি করিয়া অতিবাহিত করিল। কিন্তু তৃতীয় রাত্রিতে চক্কানিনাদ আর শ্রুত হওয়া গেল না। তথাপি খাড়া পর্বতগাত্র হইতে পলায়নের সুবিধার জন্য বর্ষরগণ-প্রজ্জ্বলিত মশাল, অন্ধকার রাত্রিতে পর্বতের সর্বত্রই আলোক বিকীরণ করিতে লাগিল।

পর্যবেক্ষণে প্রেরিত ব্যালাক্রাসের নিকট নরপতি অবগত হইলেন যে ভারতীয়গণ পলায়ন পূর্বক পর্বত পরিত্যাগ করিয়াছে। এই সংবাদে যাহাতে তাঁহার সৈন্যগণ সমবেত চীৎকার করে একরূপ সঙ্কেত করিলেন এবং বিশৃঙ্খল ভাবে পলায়িতগণের অন্তঃকরণে এবম্প্রকারে ভীতি আনয়ন করিলেন। শত্রু তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে এইরূপ মনে করিয়া অনেক বর্ষর পিচ্ছিল পর্বত হইতে লক্ষ্যপ্রদান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল এবং আহত বর্ষরগণ তাহাদের বন্ধুগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইল। যদিও আলেকজান্দার স্থানই অধিকার করিয়াছিলেন (শত্রুকে জয় করিতে পারেন নাই), তথাপি তিনি উপহার প্রদান ও দেবতাগণের পূজা করিয়া জয়োল্লাস

প্রকাশ করিলেন। তিনি পর্বতোপরি 'মিনার্তা' ও 'ভিক্ট্রি'র (৮) উদ্দেশে বেদী নির্মাণ করিলেন। পথপ্রদর্শকগণ পর্বত অধিকারে প্রেরিত লঘুবর্ষাবৃত সৈন্যগণকে পথ প্রদর্শন করিয়াছিল। তাহারা স্বীয় স্বীয় প্রতিজ্ঞানুযায়ী কার্য করিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ না হইলেও, তিনি তাহাদিগকে চুক্তি অনুযায়ী পুরস্কার প্রদান করিলেন। পর্বত ও ও নিকটবর্তী ভূভাগ রক্ষার ভার তিনি সিসোকোষ্ঠাসের উপর গৃহ্য করিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

সিন্ধু উত্তরণ

এই স্থান হইতে তিনি এম্বোলিমা (১) অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন, কিন্তু পান্থমধ্যস্থ গিরিসঙ্কট এরিক্সের (২) অধীনে বিংশতি সহস্র সৈন্য কর্তৃক অধিকৃত রহিয়াছে অবগত হইয়া তিনি কৈনসের অধীনে গুরুবর্ষাবৃত সৈন্যগণকে অবকাশক্রমে তাঁহার পশ্চাদগমনের আদেশ করিয়া তাঁরন্দাজ ও লোষ্ট্র-নিষ্ফেপকারী সৈন্যসহ দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন। তিনি গিরিসঙ্কটস্থ সেনাগণকে দূরীভূত করিয়া পশ্চাদবর্তী সৈন্যগণের জন্ত পথ পরিষ্কার করিলেন। অধিনায়কের

(৮) 'Minerva' ও 'Victory'—গ্রীকদিগের দেবতাঘর।

(১) এম্বোলিমা—ভিন্সেট স্মিথ ইহাকে সিন্ধুতীরবর্তী একটি ক্ষুদ্র নগর বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। আরিয়ান্ বলিয়াছেন যে এম্বোলিমা আর্যগণের নিকটেই অবস্থিত ছিল।

(২) দায়দরস্ ইহাকে আফ্রিকিস্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রতি বিদ্রোহ বশতঃ অথবা বিজিতার অনুগ্রহ লাভের আশায় ভারতীয়গণ পলায়নরত এরিক্সকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিল। তাহারা এরিক্সের মস্তক ও বর্ম আলেকজান্দারের নিকট আনয়ন করিলে তিনি তাহাদিগের অপরাধের জন্ত শাস্তি প্রদান করিলেন না, কিন্তু তাহাদের কার্যের নিন্দার জন্ত কোন পুরস্কার প্রদান করিলেন না। এই গিরিসঙ্কট পরিত্যাগ করিয়া ও ষোড়শবার শিবির সন্নিবেশান্তে তিনি সিন্ধুতীরে উপনীত হইলেন; এইস্থানে পূর্বনির্দ্ধারিত আদেশানুযায়ী হিফেষ্টিয়ন্ নদী উত্তীর্ণ হইবার সকল ব্যবস্থাই করিয়া রাখিয়াছিলেন।

নদীর অপর তীরস্থ ভূভাগের অধিপতি অম্ফিস (৩) নিজ পিতাকে আলেকজান্দারের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিবার জন্ত প্ররোচনা করিয়াছিলেন। এবং পিতার মৃত্যুর পরে আলেকজান্দারের নিকট তাঁহার উপনীত হইবার কাল পর্য্যন্ত ক্ষমতা পরিচালন করিবেন কি সাধারণ অধিবাসীর ন্যায় থাকিবেন, ইহা জিজ্ঞাসার জন্য দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। অম্ফিস্ রাজত্ব পরিচালন করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইলেও নম্রভাবে সেরূপ কার্যে বিরত ছিলেন। তিনি হিফেষ্টিয়নের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্বক তাঁহার সৈন্যগণকে বিনামূল্যে শস্ত প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু আলেকজান্দার ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট নিজ বিশ্বস্ততার প্রমাণ প্রদানে কুণ্ঠিত হইয়া হিফেষ্টিয়নের সহিত যোগদান করেন নাই। এই জন্ত আলেকজান্দার অগ্রসর হইলে তিনি যুদ্ধার্থ সজ্জিত সৈন্তের অধিনায়করূপে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। তিনি তাঁহার হস্তী-

(৩) দায়দরস্ ভ্রমক্রমে ইঁহাকে মম্ফিস্ বলিয়াছেন।

গুলিকেও আনয়ন করিয়াছিলেন এবং সৈন্যগণের মধ্যে এইগুলি অবস্থিত হইয়া দূরস্থিত দর্শকগণের নিকট বপ্ত্রের ঞ্চায় বোধ হইতেছিল।

আলেকজান্দার প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে সম্মুখস্থ সৈন্য মিত্র-পক্ষীয় নহে, পরন্তু শত্রুপক্ষীয় ; তজ্জন্ত তিনি সৈন্যগণকে সুসজ্জিত ও অশ্বারোহীগণকে ব্যূহের বামে ও দক্ষিণে প্রেরণ করিয়া প্রস্তুত থাকিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতীয় রাজকুমার মাসিদোনিয়-রাজের ভ্রম বুদ্ধিতে পারিয়া সৈন্যগণের কেহ যাহাতে স্বস্থান ত্যাগ না করে এরূপ আদেশ প্রদান পূর্বক দ্রুতবেগে অশ্বারোহণে অগ্রসর হইলেন। আলেকজান্দারও তদ্রূপভাবে অগ্রসর হইলেন ; আগন্তুক শত্রু কি মিত্র তাহা তিনি জানিতেন না ; সম্ভবতঃ নিজের বীরত্ব ও অপরের সত্যপ্রিয়তার উপর নির্ভর করিয়াছিলেন। উভয়ের বদনমণ্ডল হইতে যতদূর প্রতীয়মান হয় তাহাতে উভয়েই বন্ধুভাবে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, কিন্তু দ্বিভাষীর অভাবে কথোপকথন অসম্ভব হইয়াছিল। তজ্জন্ত একজন দ্বিভাষী আনীত হইলে, বর্কর-রাজপুত্র আলেকজান্দারকে নিবেদন করিলেন যে, তিনি প্রতিনিধিদ্বারা বশুতা স্বীকার না করিয়া সাম্রাজ্যের সকল সৈন্য আলেকজান্দারের কার্যে নিয়োগের জন্ত আনয়ন করিয়াছেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি তাঁহার শরীর ও রাজ্য এরূপ ব্যক্তির নিকট সমর্পণ করিলেন যিনি যুদ্ধে সুযশ অর্জন অপেক্ষা বিশ্বাসঘাতকতার নিন্দা-অর্জনকে অধিক ভয় করেন।

নরপতি রাজপুত্রের সরল সাধুতায় প্রীত হইয়া নিজ বিশ্বস্ততার চিহ্নস্বরূপ স্বীয় দক্ষিণ হস্ত রাজপুত্রকে প্রদান করিয়া তাঁহাকে নিজরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রাজপুত্র কর্তৃক আনীত ৫৬টী হস্তী আলেকজান্দারকে প্রদত্ত হইল, রাজপুত্র এতদ্ব্যতীত অত্যন্ত বৃহদাকারের

বহু মেঘ ও তদ্দেশীয় শাসনকর্তৃগণ কর্তৃক বিশেষরূপে প্রশংসিত তিন সহস্র ষণ্ডা আলেকজান্দারকে প্রদান করিলেন। আলেকজান্দার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার রাজ্যে কৃষিজীবী কি সৈন্তের সংখ্যা অধিক? রাজপুত্র প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে তিনি অভিসারিস্ ও পোরস্‌নামক দুইজন রাজার সহিত যুদ্ধে ব্যাপ্ত থাকায়, শ্রমজীবী অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক সৈন্ত রক্ষা করিতে হয়। ক্ষমতা ও খ্যাতিতে পোরস্‌ই শ্রেষ্ঠ। উভয়েই হাইডাস্‌পিসের অপর তীরে রাজত্ব করিতেছেন এবং যিনিই তাঁহাদের রাজ্য আক্রমণ করুন না, তাঁহারা আক্রমণকারীর সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন।

আলেকজান্দারের অনুমত্যানুসারে এবং রাজ্যের প্রচলিত রীত্যনুযায়ী অক্ষিস পিতার নামসহ রাজচিহ্ন ধারণ করিলেন। তাঁহার প্রজাগণ তাঁহাকে তাক্সিলিস্ নামে অভিহিত করিত; যিনিই সিংহাসনাধিরোহণ করিতেন, তিনিই এই নামে আখ্যাত হইতেন। তিন দিবস উত্তমরূপে অতিথিসৎকার করিয়া তিনি চতুর্থদিবসে হিফেষ্টীয়নের সৈন্তগণকে প্রদত্ত শস্তের পরিমাণ আলেকজান্দারকে প্রদর্শন করিলেন, পরে আলেকজান্দার ও তাঁহার বন্ধুবর্গকে স্বর্ণের মুকুট এবং আশী ট্যালেন্ট মূল্যের রোপ্যমুদ্রা (৪) উপহার দিলেন। আলেকজান্দার এই অত্যধিক বদান্যতায় একরূপ মুগ্ধ হইলেন যে, তিনি অক্ষিস্ প্রদত্ত উপহার প্রত্যর্পণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; লুপ্তিত অর্থ হইতে তিনি একসহস্র ট্যালেন্ট, নিমন্ত্রণে ব্যবহৃত বহু স্বর্ণ ও রোপ্যের পাত্র,

(৪) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতীয় মুদ্রা' দ্রষ্টব্য। আলেকজান্দারের অভিযানের পূর্বে ভারতে মুদ্রাপ্রচলন অসম্ভব বলিয়াই ভিনসেন্ট স্মিথ মনে করেন।

প্রচুর পরিমাণে পারশ্বদেশীয় বস্ত্র, এবং নিজ অশ্বশালা হইতে ত্রিশটি যুদ্ধাশ্ব প্রদান করিলেন। স্বয়ং আলেকজান্দারের অশ্বারোহণকালে যেরূপভাবে সুসজ্জিত হইত, এই অশ্বগুলি ঠিক সেইভাবেই সুসজ্জিত করিয়া অক্ষিদ্কে প্রদত্ত হইয়াছিল।

এই বদাণ্ডতার বর্ষরকে যেরূপ আলেকজান্দারের প্রতি অনুরক্ত করিয়াছিল, সেইরূপ নিজ বন্ধুগণের গভীর বিরাগের উদ্রেক করিয়াছিল। তাঁহাদের অন্যতম বন্ধু মিলিয়াগণের রাত্রিভোজনকালে অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া বলিলেন যে, আলেকজান্দার যে ভারতবর্ষ ব্যতীত অণু কোথাও একসহস্র ট্যালেন্টের উপযোগী ব্যক্তি প্রাপ্ত হন নাই তজ্জন্ম তাঁহাকে অভিনন্দন করিতেছেন। নরপতি ক্লিটস্-হত্যার কথা (৫) বিস্মৃত হন নাই; তজ্জন্ম নিজ ক্রোধ সংবরণ করিয়া উত্তর করিলেন যে, ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিগণ কেবল স্বীয় বিরক্তিই উৎপাদন করে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আলেকজান্দার এবং পোরস্

পরবর্তীদিবসে অভিসারিস্ প্রেরিত দূত আলেকজান্দারের নিকটে উপনীত হইয়া উপদেশানুযায়ী তাঁহাদের প্রভুর সকল সম্পত্তি আলেকজান্দারের হস্তে সমর্পণ করিলেন। উভয় পক্ষীয় বিশ্বস্ততার প্রতিজ্ঞা-বিনিময়ান্তে, দূতগণ তাঁহাদের নরপতির নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন। আলেকজান্দার মনে করিলেন যে পোরস্ও আলেক-

জান্দারের নামে ভীত হইয়া আত্মসমর্পণে প্রবৃত্ত হইবেন এবং তদনুযায়ী তিনি ক্লিওকারেস্কে পোরসের নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে করপ্রদান ও রাজ্যের সীমান্তে আলেকজান্দারের সহিত সাক্ষাতের জ্ঞাত অটল আদেশ করিলেন। পোরস্ প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে, তিনি দ্বিতীয় প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন এবং যখন আলেকজান্দার তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিবেন, তিনি তখন সশস্ত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। আলেকজান্দার হাইডাস্পিস্ উত্তীর্ণ হইতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন; আরাথোসিয়াদিগকে বিদ্রোহী হইতে প্ররোচিতকারী বার্জিন্টেস্ এইসময়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় ত্রিশটি ধৃত হস্তীর সহিত তথায় আনীত হইলেন। এই হস্তীগুলি উপযুক্ত সময়েই ধৃত হইয়াছিল, কারণ সৈন্য অপেক্ষা এইসকল হস্তীই ভারতীয় বাহিনীর প্রধান আশা ও অবলম্বন ছিল।

বার্জিন্টেসের পথাবলম্বনকারী, ক্ষুদ্র এক ভারতীয় রাজ্যের অধীশ্বর সামাস্কাস্ও শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় আনীত হইয়াছিলেন। আলেকজান্দার বিশ্বাসঘাতক ও তাহার সহকারীর অবরোধের ব্যবস্থা করিয়া ও হস্তীগুলিকে তাক্সিলিসের হস্তে গুপ্ত করিয়া অগ্রসর হইয়া হাইডাস্পিস্ তীরে উপনীত হইলেন; মাসিদোনীয় সৈন্যের উত্তীর্ণ হইবার সময়ে বাধাপ্রদানার্থ নদীর অপরতীরে পোরস্ শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। নিজ সৈন্যের পুরোভাগে অত্যন্ত বৃহদাকারের ও বিশিষ্ট বলবান ৮৫টি হস্তী স্থাপন করিয়া, তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে তিনশত রথ ও ত্রিশৎসহস্র পদাতিক বিগুপ্ত করিয়াছিলেন। তীরনাজ সৈন্য শেষোক্তের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ইহারা এরূপ বৃহৎ তীর ব্যবহার করিত যে ঐসকল শীঘ্র নিক্ষেপ করা অসম্ভব ছিল। পোরস্ স্বয়ং সর্বাপেক্ষা উচ্চ একটা হস্তিপৃষ্ঠে আরুঢ়

ছিলেন এবং তাঁহার সূবর্ণ ও রৌপ্য খচিত বর্ম্ম যথার্থ রাজযোগ্য অবয়বের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিয়াছিল। তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্য ও শক্তি তুল্য ছিল এবং অসভ্যসমাজে, যতদূর সম্ভব, তাঁহার বৃদ্ধি পরিণত হইয়াছিল।

মাসিদোনীয়গণ শত্রু এবং নদীর আয়তন দেখিয়া ভীত হইয়াছিল। নদী চারি ষ্টাডিয়ার কম প্রশস্ত ছিল না এবং উত্তরণ যোগ্য কোন স্থান না থাকায় বৃহৎ সমুদ্রের ঞ্চায় বোধ হইতেছিল। প্রশস্ততার জন্ত ইহার বেগ হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই, বরঞ্চ ইহা উত্তপ্ত স্রোতস্বতীর ঞ্চায় ইহার দুই কূলে আবদ্ধ থাকিরা অত্যন্ত বেগে প্রবাহিত হইতেছিল। উপকূল আরও ভীষণ ভাব দেখাইতেছিল; যতদূর দৃষ্টি গোচর হইতেছিল, ইহা অশ্বারোহী ও পদাতিক দ্বারা আবৃত ছিল এবং ইহার মধ্যে বৃহৎ অট্টালিকার ঞ্চায় সূবৃহৎ হস্তী সমূহ দণ্ডায়মান ছিল। ইহারা হস্তিপক দ্বারা উত্তেজিত হইয়া তাহাদের বিকট চীৎকারে কর্ণ বধির করিতেছিল। আশান্বিত হইলেও এবং ইতঃপূর্বে শত্রুর সংখ্যা অত্যধিক হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের জয়লাভের অভিজ্ঞতা থাকিলেও, শত্রু ও নদী উভয়ই সম্মুখভাগে থাকিয়া মাসিদোনীয়দিগের অন্তঃকরণে অকস্মাৎ ভীতিসঞ্চার করিয়াছিল। তাহারা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না যে, ঐরূপ নৌকা নদীতীর পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া সম্ভবপর হইবে অথবা তাহারা নিরাপদে নদী উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। নদীর মধ্যস্থলে অনেকগুলি দ্বীপ ছিল এবং ভারতীয় ও মাসিদোনীয়গণ মস্তকোপরি অস্ত্র বহন করিয়া সম্তরণ দ্বারা এই সকল দ্বীপে উপনীত হইতে লাগিল। এই স্থানে তাহারা ধণ্ডুয়ুদ্ধ করিতে লাগিল এবং উভয় নরপতি এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ দ্বারা শেষ যুদ্ধের ফলাফলের বিষয় চিন্তা

করিতে লাগিলেন। মাসিদোনিয় সৈন্তের মধ্যে সিনাক্স্ এবং নিকেনর্ নামক দুইজন সম্ভ্রান্ত যুবক ছিলেন; উভয়েই শারীরিক ক্রেশ সহন ও উদ্যোগে অদ্বিতীয় ছিলেন এবং প্রত্যেক কার্যেই সফলতা লাভের জন্ত সকল বিপদকেই তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। এই যুবকদ্বয় দ্বারা পরিচালিত হইয়া এবং কেবল বর্শা সহ একদল অত্যন্ত সাহসী যুবক বহু শত্রু কর্তৃক অধিকৃত একটা দ্বীপে সম্ভরণে উপনীত হইলেন।

দুঃসাহসিকতার গ্ৰায় অস্ত্র নাই এবং এই সর্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া উক্ত মাসিদোনিয়গণ অনেক ভারতীয়গণকে হত্যা করিল এবং অবিম্ব্যকারিতা কৃতকার্য হইলে সীমাবদ্ধ থাকে না বলিয়া, তাঁহারা সুষশের সহিত প্রত্যাভর্তনে সমর্থ হইলেন না। শত্রুর সাহায্যার্থ তথায় সৈন্ত উপস্থিত হইলেও তাঁহারা অবজ্ঞা এবং অহঙ্কারের সহিত অপেক্ষা করিয়া, তাঁহাদের অলক্ষিতে যে সকল শত্রু সম্ভরণ যোগে দ্বীপে উপনীত হইল, তাঁহারা তাহাদের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া অস্ত্রাঘাতে পরাজিত হইলেন। যে সকল মাসিদোনিয় সৈন্য পলায়ন করিল, তাহারা শ্রোতোবেগে ভাসিয়া অথবা ঘূর্ণায়মান আবর্তে প্রাণ হারাইল। ইহাতে পোরসের সাহস বৃদ্ধি পাইল; তিনি নদীকূল হইতে এই খণ্ড যুদ্ধের সকল অবস্থাই পর্যবেক্ষণ করিতে ছিলেন।

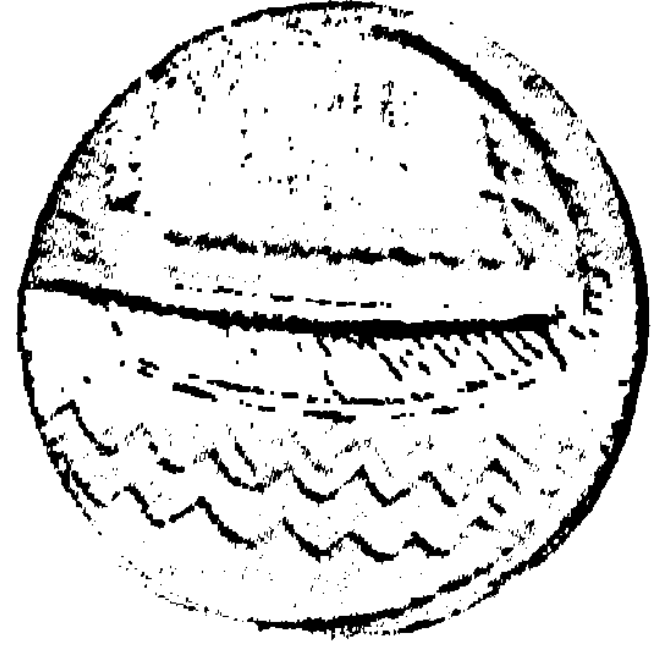
নদী উত্তীর্ণ হওয়া সম্বন্ধে উদ্বিগ্নের পরে শত্রুকে ছলনা করিবার এক উপায় আলোকজান্দার উদ্ভাবন করিলেন। নদীমধ্যে অন্যান্য দ্বীপ অপেক্ষা বৃহত্তর ও জঙ্গলাবৃত একটা দ্বীপ ও তথায় শত্রুকে আক্রমণার্থ গুপ্তভাবে অবস্থিতির স্থান ছিল এবং নিজ অধিকৃত কুলের সন্নিকটে একটা গভীর গর্ভে পদাতিক ও অশ্বারোহী লুকায়িত রাখিবারও স্থান ছিল।



ভারতীয় তীরন্দাজ
(দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা হইতে)



আলেকজান্দার
(রোপা মুদ্রা হইতে)



গ্রীক রণতরী

হাইডাস্পিসের যুদ্ধের স্মারক পদক



পারসীক শিরস্ত্রাণ পরিহিত
আলেকজান্দার



অশ্বারোহী সাদীসৈন্যকে
আক্রমণ করিতেছে ।

এই সকল সুবিধার স্থান যাহাতে শত্রুর দৃষ্টিগোচর না হয় সেই জন্য তিনি টলেমীকে সকল অশ্বারোহী সৈন্যসহ দ্বীপ হইতে কিঞ্চিৎ দূরবর্তী স্থানে শত্রুর দৃষ্টিপথে নদীতীরে গমনাগমনের ও নদী উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টাসূচক চীৎকার করিবার আদেশ করিলেন। টলেমী কয়েক দিবস (১) এই প্রকার কার্য্য করিয়া পোরস্কে নদী উত্তীর্ণ হইবার স্থানে সৈন্যাবলী সমাবেশ করিতে বাধ্য করিতে লাগিলেন।

এক্ষণে দ্বীপটী (২) শত্রুর দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়াছিল। আলেকজান্দার আদেশ করিলেন যে, দ্বীপের অপরদিকে তাঁহার পট্টাবাস স্থাপিত করিতে হইবে, তাঁহার শরীররক্ষিগণ এই পট্টাবাসের সম্মুখেই অবস্থান করিবে এবং শত্রুকে ছলনা করিবার জন্য রাজকীয় ঐশ্বর্য্য এই স্থানেই প্রদর্শিত হইবে। অধিকন্তু তিনি আটালস্কে রাজকীয় পরিচ্ছদ পরিধানের জন্য অনুরোধ করিলেন। এই আটালস্ আলেকজান্দারেরই সমবয়স্ক, এবং দূর হইতে দেখিতে আকারে ও দৈর্ঘ্যে তাঁহারই সদৃশ ছিলেন। এবম্প্রকারে, স্বয়ং নরপতিই নদী উত্তীর্ণ হইবার কোন ইচ্ছা না করিয়া ঐ স্থান রক্ষায় নিযুক্ত আছেন, এইরূপ ভাব দেখাইলেন। প্রথমে আবহাওয়া প্রতিবন্ধক উপস্থিত করিয়াছিল, কিন্তু পরে ইহা এই অভিসন্ধির সুবিধাই করিয়াছিল; অদৃষ্ট প্রতিকূল ঘটনাকেও তাঁহার সুবিধাজনক কার্য্যে পরিণত করিয়াছিল। কারণ শত্রু যখন টলেমীর অধীন সৈন্যের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেই বিশেষ ব্যস্ত ছিল এবং আলেকজান্দার

(১) প্রকৃত পক্ষে ক্রাটেরস্কেই এই কর্মে নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

(২) কার্টিয়াস্ ও দায়দরস্ নদীমধ্যস্থ দ্বীপটির কথা উল্লেখ করেন নাই।

অপর সৈন্যসহ পূর্বোল্লিখিত দ্বীপের নিকটেই নদী উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন এরূপ মুষলধারার বৃষ্টি আরম্ভ হইল যে আবৃত ব্যক্তিগণের রক্ষা পাওয়াও দুষ্কর হইল। মাসিদোনিয় সৈন্যগণ প্রকৃতির এরূপ অত্যাচারে নৌকা ও জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া আশ্রয়ার্থ উপকূলে প্রত্যাগমন করিল, অথচ তাহাদের ব্যস্ততা ও গোলমালের শব্দ ঝটিকার জন্য শত্রুর কর্ণগোচর হইল না। অকস্মাৎ বৃষ্টি পতন বন্ধ হইল, কিন্তু আকাশ এরূপ মেঘাবৃত থাকিল যে কোন প্রকার আলোক রহিল না এবং কথোপকথনকারিগণও স্বীয় স্বীয় শরীর দেখিতে পাইতেছিল না।

আলেকজান্দার ব্যতীত অন্য যে কোন সেনাপতি, অজ্ঞাত নদী উত্তীর্ণ হইবার কালে এবং শত্রু কর্তৃক অপর তীর সুরক্ষিত থাকা অবস্থায়, আকাশ এরূপ ঘনঘটাচ্ছন্ন দেখিলে অত্যন্ত ভীত হইতেন। কিন্তু তিনি বিপদে পড়িয়া সুযশ অর্জনেচ্ছায় এবং অপর সকলে যে অন্ধকারে ভীত হইত তিনি তাহাতেই নিজের সুবিধা বুঝিয়া আদেশ করিলেন যে, সকলেই নিঃশব্দে নৌকারোহণ করিবে এবং তিনি যে নৌকায় আরোহণ করিবেন তাহাই সর্বপ্রথমে অপর তীরে পৌঁছিবে। কিন্তু তাঁহারা কূলের যে স্থানাভিমুখে নৌকা চালিত করিলেন, তথায় শত্রু ছিল না, কারণ পোরস্ এক্ষণেও টলেমীর গতিবিধি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতেছিলেন। এই জন্য একখানি ব্যতীত অন্য সকল জাহাজই নিরাপদে অপর তীরে উপস্থিত হইল; এই বাত্যাভিত জাহাজখানি পর্বতগাত্রে আহত হইয়াছিল। আলেকজান্দার তখন সৈন্যগণকে সুসজ্জিত করিয়া শ্রেণী বিন্যাসের আদেশ করিলেন (৩)।

(৩) পূর্ববর্তী ১১৪—১২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

চতুর্দশ অধ্যায়

পোরসের সহিত যুদ্ধ

পোরস নিজসৈন্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া সৈন্যে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইবারকালে অবগত হইলেন যে একদল সৈন্য নদীতীর অধিকার করিয়াছে এবং বিপদ নিতান্তই সম্মুখীন হইয়াছে। মানব-স্বভাবের দুর্বলতানুযায়ী (যাহাতে আমরা সদা উত্তমই আশা করি), পোরসও অনুমান করিলেন যে পূর্বব্যবস্থানুসারে তাঁহার বন্ধু অভিসারিস্ তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু শীঘ্রই আকাশ পরিষ্কার হইলে, তিনি উপরিউক্ত সৈন্যকে শত্রুসৈন্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়া একশত রথ ও চারি সহস্র অশ্ব তাহাদের গতিরোধের জন্য প্রেরণ করিলেন। নিজ ভ্রাতা হাজেস্কে (১) তিনি এই বাহিনীর অধিনায়কত্ব প্রদান করিলেন। এই রথগুলি (যাহাদের উপরে পোরস অধিক নির্ভর করিয়াছিলেন) চতুরশ্বযোজিত হইয়া ছয়জন সৈন্য বহন করিত; তন্মধ্যে দুইজন চর্ম্ম ধারণ করিত, দুইজন রথের উভর পার্শ্বে অবস্থিত হইয়া বাণ বহন করিত এবং অন্য দুইজন সশস্ত্র হইয়া রথ পরিচালকের কার্য্য করিত। সম্মুখযুদ্ধে শেষোক্তেরা অশ্বের বল্লা পরিত্যাগ করিয়া শত্রুর প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিত।

কিন্তু এ দিবস রথগুলি কোনরূপেই কার্য্যকর হয় নাই; পূর্বোন্নিখিত মূষল-ধারায় বৃষ্টিপাত জন্ম ভূমি পিচ্ছিল ও অশ্বের পক্ষে

(১) 'Hages'—প্রকৃত পক্ষে পোরস স্বীয় পুত্রকেই এই কার্য্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

গমনাগমনের অনুপযুক্ত হইয়াছিল ; অধিকন্তু রথগুলি কর্দমপূর্ণ গর্ভে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় তাহাদের অত্যধিক ভারের জন্ত অচল হইয়া উঠিয়াছিল। পক্ষান্তরে, আলেকজান্দারের সৈন্যগণ লঘুবর্ষাবৃত কিন্তু ভারাক্রান্ত না হওয়ায় তিনি বিশেষ তেজস্বিতার সহিত আক্রমণে সমর্থ হইলেন। সর্বপ্রথমে সিথিয়া ও দাহীবাসিগণ ভারতীয়গণকে আক্রমণ করিয়াছিল, পরে আলেকজান্দার অশ্বারোহীসহ পার্দিকাশুকে ভারতীয় সৈন্যের দক্ষিণ বাহিনী আক্রমণার্থে প্রেরণ করিলেন। সর্বত্র ভীষণভাবে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এমন সময়ে পোরসের সৈন্যগণের সাহায্যার্থ রথচালকগণ পূর্ণবেগে যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইল। এই আক্রমণে কোন্ পক্ষের অধিক ক্ষতি হইল, ইহা নির্দেশ করা সুকঠিন ; কারণ যে সকল মাসিদোনীয়-পদাতিক-সৈন্যকে সর্বাগ্রে এই আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহারা নিষ্পেষিত হইল ; পক্ষান্তরে, অসমান ও পিচ্ছিল ভূমিতে বেগে আগমনকালে রথচালকগণ নিজ নিজ আসন-চ্যুত হইল। কতকগুলি অশ্বও ভীতিগ্রস্ত হইয়া জলপূর্ণ গর্ভে, এমন কি নদীর মধ্যেও রথগুলি নিক্ষেপ করিল।

শত্রুর নিক্ষিপ্ত অস্ত্রে বিতাড়িত কতকগুলি অশ্ব পোরসের নিকটে উপনীত হইল। পোরস এই সময়ে যুদ্ধের জন্য বিশেষ আয়োজনে ব্যাপ্ত ছিলেন। রথগুলি সৈন্যমধ্যে বিচ্ছিন্ন ও পরিচালক-বিহীন অবস্থায় যত্রতত্র দেখিয়া, তিনি তাঁহার নিকটবর্তী বন্ধুবান্ধব-গণের মধ্যে হস্তীগুলি বিতরণ করিলেন। তিনি হস্তীর পশ্চাদ্দেশে পদাতিক, তীরন্দাজ ও ঢকানিনাদকারী ব্যক্তিবর্গকে স্থাপন করিয়া-ছিলেন ; ভারতীয়গণ তুরীর পরিবর্তে এইগুলিই যুদ্ধকালে ব্যবহার করে। বহুকালশ্রবণের অভ্যাসবশতঃ এই সকল যন্ত্রের বাত্মধ্বনি

হস্তিগণকে তিলমাত্র বিচলিত করে না। পদাতিক বাহিনীর পুরোভাগে হার্কিউলিসের (২) মূর্তিবহন করা হয় এবং ইহা দ্বারা ই সৈন্যগণের যুদ্ধবৃত্তি সর্বাঙ্গাধিক প্ররোচিত করা হয়। এই মূর্তি পরিত্যাগ করা বাহকগণের অত্যন্ত অপমানকর সামরিক অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয় এবং যুদ্ধক্ষেত্র হইতে এই মূর্তি যাহারা ফিরাইয়া না আনিত পারিত তাহাদিগকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত। এই দেবতা যখন তাহাদের শত্রু ছিলেন ভারতীয়গণ তখন যেরূপ তাঁহাকে ভয় করিত, এক্ষণে সেইরূপ তাহা ভক্তিয়ুক্ত ভয় ও সম্মানে পরিণত হইয়াছিল।

বৃহদাকাবের পশু সমূহ এবং পোরসকে দেখিয়া মাসিদোনীয়গণ কিছুক্ষণের জন্য আক্রমণে বিরত হইয়াছিল; কারণ সুসজ্জিত শ্রেণী মধ্যে স্থাপিত হস্তিগণকে দূর হইতে দেখিলে বশ্রের ন্যায় বোধ হইতেছিল। মনুষ্য যেরূপ দীর্ঘ হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি, পোরস তদপেক্ষা অধিক দীর্ঘ ছিলেন; বিশেষতঃ তিনি যে হস্তিপৃষ্ঠে আকৃষ্ট ছিলেন, উহা অত্যাশ্চর্য হস্তী অপেক্ষা বৃহদাকাবের হওয়াতে পোরসের আকৃতি বৃহত্তর দেখাইতেছিল। এই জন্ত আলেকজান্দার, পোরস ও ভারতীয় সৈন্য পর্যবেক্ষণ করিয়া নিকটবর্তী ব্যক্তিদিগকে বলিলেন “অবশেষে আমার সাহসের উপযোগী বিপদের সম্মুখীন হইয়াছি। একাধারে বহুপশু ও অসমসাহসিক ব্যক্তির সহিত এক্ষণে যুদ্ধ করিতে হইবে।” পরে কৈনসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন “যখন আমি টলেমী, পার্দিকাস, এবং হিফেষ্টীয়ন্ সহ শত্রুর বাম-বাহিনী আক্রমণ করিব এবং তুমি আমাকে ভীষণযুদ্ধে লিপ্ত থাকিতে

(২) অন্ততঃ কুত্রাপি একরূপ বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয় না।

দেখিবে, তখন তুমি দক্ষিণ বাহিনীর দিকে অগ্রসর হইয়া বিচলিত শত্রুসৈন্যকে আক্রমণ করিবে।” তৎপরে আন্টিগিনস্, লিওনেটাস্ এবং তৌরনের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া তাঁহাদিগকে শত্রুর মধ্যদেশ প্রচণ্ডভাবে আক্রমণের আদেশ করিলেন। “আমাদের সুদীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ বর্শাগুলি এই সকল প্রকাণ্ডকায় পশু ও তাহাদিগের চালকগণকে আক্রমণকালে বিশেষ কার্যকর হইবে। তাহাদের আরোহিগণকে ভূমিসাৎ কর এবং পশুগুলিকে হত্যা কর। তাহাদের সাহায্যের উপর নির্ভর করা যাইতে পারে না এবং হয় ত তাহারা আমাদের অপেক্ষা তাহাদেরই অধিক ক্ষতি করিবে; কারণ তাহারা ভীত হইয়া স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকেই আক্রমণ করিতে পারে।”

এবম্প্রকারে আদেশ প্রদান করিয়া তিনিই সর্বাগ্রে স্বীয় অশ্বকে চালনা করিলেন। এক্ষণে পূর্বনির্দ্ধারিত ব্যবস্থানুযায়ী আলেকজান্দারকে শত্রুর সন্নিহিতে দেখিয়া, কৈনস্ স্বীয় অশ্বারোহী সৈন্যসহ ভারতীয়-গণের বামদিক আক্রমণ করিলেন। অধিকন্তু প্রথম আক্রমণেই মাসিদোনিয় ফ্যালাংক্স শত্রুবাহের মধ্যস্থল ভেদ করিল। কিন্তু যে স্থানে অশ্বারোহী সৈন্য আক্রমণ করিতেছিল, পোরস্ তথায় হস্তী গুলিকে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন। অযোগ্য ধীরগামী পশুগণ দ্রুতগামী অশ্বগণের সহিত সমকক্ষ হইতে পারিতেছিল না, বিশেষতঃ বর্ষরগণ আপনাদের বাণনিক্ষেপেও অসমর্থ হইতেছিল। এই সকল অস্ত্র প্রকৃতপক্ষে একরূপ দীর্ঘ ও ভারী ছিল যে, তীরন্দাজগণ ধনুকগুলি ভূমিতে গুস্ত না করিয়া বাণযোজনা করিতে পারিত না। অধিকন্তু ভূমি পিচ্ছল বলিয়া তাহারা এই কার্যে বাধা প্রাপ্ত হইতেছিল এবং তজ্জন্তু তীর নিক্ষেপের পূর্বেই তাহাদিগের শত্রু তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেছিল।

এই অবস্থায়, পোরসের আদেশ প্রতিপালিত হইতেছিল না এবং, সৈন্যশ্রেণী অবিচলিত হইলে ঘেরাপ হয়, সেনাপতির আদেশ অপেক্ষা ভয়ই প্রাধান্য লাভ করিতেছিল এবং সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হওয়ায় অনেকেই কর্তৃত্ব করিতে লাগিল। কেহ প্রস্তাব করিলেন যে এই সকল ছত্রভঙ্গ সৈন্য একত্র করা হউক; কাহারও মতে আক্রান্ত হইবার পূর্বে তাহাদের অপেক্ষা করাই কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইল এবং কেহবা, সৈন্যগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া শত্রুকে আক্রমণ করাই সমীচীন মনে করিল। কিন্তু সম্মিলিত ভাবে কার্য্য করিবার অভিসন্ধি স্থির হইল না। যাহা হউক পোরস্ ও তাঁহার কতিপয় বন্ধু (যাহারা ভয় অপেক্ষা সম্মানই অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করিতে- ছিলেন) বিক্ষিপ্ত সৈন্যাবলী একত্র করিলেন এবং সৈন্যগণের পুরোভাগে থাকিয়া হস্তিসহ শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। এই সকল হস্তীতে মাসিদোনিয় সৈন্যগণের অন্তঃকরণে অত্যন্ত ভীতি সঞ্চার করিল এবং তাহাদের অপরূপ আকার ও কর্কশস্বরে শত্রুর অশ্ব ও সৈন্যগণ ভীত হওয়াতে শ্রেণী বিশৃঙ্খল হইল; ফলে পুরোভাগস্থ যাহারা বিজয়ী হইতেছিল, তাহারাও পলায়নের পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এই জন্য আলেকজান্দার সাদীসৈন্যের বিরুদ্ধে লঘুবর্ষাবৃত আগ্রিয়ানিয়ান্ ও থ্রেসিয়ান্গণকে প্রেরণ করিলেন; এই সকল সৈন্য সম্মুখযুদ্ধ অপেক্ষা সামান্যযুদ্ধে অধিকতর কার্য্যকর ছিল। ইহারা হস্তী ও হস্তিপকগণকে প্রচুর ক্ষেপনীয় অস্ত্র প্রয়োগে আক্রমণ করিল এবং ইহার জন্য শত্রুমধ্যে ভয় ও বিশৃঙ্খলা হওয়াতে ফ্যালাংক্স্ ও অবিচলিত ভাবে অগ্রসর হইল।

কিন্তু কোন কোন সৈন্য বিশেষ ব্যগ্রতাসহ আক্রমণ ও হস্তীগণকে আহত করিলে, তাহারা উত্তেজিত হইয়া আক্রমণকারী-

দিগকে পদদলিত করায়, তাহারা অপর সকলকে সাবধানতার সহিত আক্রমণ করিবার ইঙ্গিত করিল। হস্তিগণের গুণ্ডদ্বারা সশস্ত্র সৈনিককে ধারণ ও মস্তকের উপরে উত্তোলন পূর্বক হস্তিপকের হস্তপ্রদানই সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ দৃশ্য হইয়াছিল। যুদ্ধে জয়পরাজয় অনিশ্চিত হইয়া উঠিল; কোন সময় মাসিদোনীয়গণ পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিল; পক্ষান্তরে অন্তঃসময়ে হস্তিগণের আক্রমণে তাহারা পলায়ন করিতে লাগিল; ফলে, দিবাভাগের অনেক সময় পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা কুঠারদ্বারা পশুগুলির পাদদেশে আঘাত করিতে লাগিল। এই সকল কুঠার এরূপ কার্যের জন্তই বিশেষভাবে নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত, তাহারা কা'স্তের শ্রায় একপ্রকার বক্র তরবারী দ্বারা হস্তীর গুণ্ডদেশ আক্রমণ করিতে লাগিল। বস্তুতঃপক্ষে হস্তিভয়ে ভীত হইয়া তাহারা কেবল তাহাদিগকে হত্যা করিবার জন্ত উপায় উদ্ভাবন করিয়াই ক্ষান্ত ছিল না; তাহারা অশ্রুতপূর্ব নৃশংস উপায় অবলম্বনে হস্তীগুলিকে হত্যা করিতেও সক্ষম করিয়াছিল।

এইজন্ত হস্তিগুলি অবশেষে আহত ও ক্লান্ত হইয়া, স্বীয় সৈন্যমধ্যেই বিশৃঙ্খলা আনয়ন পূর্বক হস্তিপকগণকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া নিজেদেরই পদতলে নিষ্পেষিত করিতে লাগিল। হস্তিগুলি এক্ষণে ভীত হইয়া মেঘপালের শ্রায় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হইল। ইতোমধ্যে, পোরস্ স্বীয় সৈন্য কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া পূর্বসংগৃহীত বাণ স্বীয় হস্তিপৃষ্ঠ হইতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইহাতে অনেকে আহত হইলেও, তিনি স্বয়ং সকলের লক্ষীভূত হইয়া উঠিলেন। তিনি ইতঃপূর্বেই সম্মুখে ও পশ্চাতে নয়স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং অত্যধিক রক্তস্রাবে এরূপ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তীরগুলি প্রকৃতপক্ষে নিক্ষিপ্ত না হইয়া তাঁহার হস্ত হইতে পতিত

হইতেছিল। কিন্তু তাঁহার হস্তী, আঘাতপ্রাপ্ত না হইলেও, ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিতেছিল; অবশেষে, হস্তিপক রাজার অবস্থা দেখিয়া হস্তিকে ফিরাইয়া লইয়া পলায়ন করিল। এইসময়ে পোরস্ একপ্রকার অজ্ঞান হইয়াছিলেন; তাঁহার হস্ত হইতে অস্ত্রাদি পতিত হইতেছিল এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অবশ হইয়াছিল।

আলেকজান্দার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন, কিন্তু তাঁহার অশ্ব অনেকগুলি ক্ষতঘাতে মূর্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে আরোহীও ভূমিসাৎ হইলেন (৩)। অশ্বপরিবর্তনের জন্ত পশ্চাদ্ধাবনে বিলম্ব হইল। ইতোমধ্যে আলেকজান্দার কর্তৃক প্রেরিত হইয়া, তাক্সিলিস্-ভ্রাতা (৪) পোরস্কে শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ না করিয়া বিজেতার নিকট আত্মসমর্পণের জন্ত অনুরোধ করিতেছিলেন। কিন্তু পোরসের শক্তি নিঃশেষিত ও তিনি রক্তবিহীন হইলেও, পরিচিতস্বর শ্রবণে বলিলেন “যে তাক্সিলিস্ নিজ সিংহাসন ও রাজ্য শত্রু-হস্তে সমর্পণ করিয়াছে, তাহার ভ্রাতাকে চিনিতে পারিতেছি।” এই বলিয়া তিনি একটীমাত্র বর্শা একরূপ বলের সহিত তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন যে, উহা তাক্সিলিস্-ভ্রাতার বক্ষ-বিদ্ধ করিয়া পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত ভেদ করিল (৫)। এই বীরত্বজনক শেষ কার্য সম্পন্ন করিয়া, তিনি

(৩) কার্টিয়াম্ খুব সম্ভব এই স্থলে বৌকাফালাসের কথা মনে করিয়াছেন; কিন্তু অনেক লেখক বলিয়াছেন যে উক্ত অশ্ব এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিল না। কারেস্ নামক এক গ্রন্থকারই উল্লেখ করিয়াছেন যে বৌকাফালাস্ এই যুদ্ধে হত হয়।

(৪) আরিয়ানের মতে স্বয়ং তাক্সিলিস্ এই কার্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

(৫) কাহারও কাহারও মতে তাক্সিলিস্ পলায়নে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন।

পূর্বাপেক্ষা দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাঁহার হস্তী ইতোমধ্যে বহু আঘাতপ্রাপ্ত হওয়াতে নরপতির গায় সেও ক্লান্ত হইয়াছিল। এইজন্ত পোরস্ পলায়ন না করিয়া অবশিষ্ট পদাতিক সৈন্যসহ পশ্চাৎদিককারিগণকে আক্রমণ করিলেন।

আলেকজান্দার এইসময়ে পোরসের সন্নিকটে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি পোরসের অবাধ্যতার জন্য কোনপ্রকার অনুগ্রহ প্রদর্শনে (৬) নিষেধ করিলেন। এইজন্ত পোরস ও তাঁহার অধীন পদাতিকগণ সকল দিক হইতেই আক্রান্ত হইলেন এবং পোরস্ এক্ষণে শত্রুর সহিত যুদ্ধে অপারগ হইয়া ক্রমে ক্রমে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইতে লাগিলেন। রাজা অবতরণ করিবেন মনে করিয়া রীত্যানুযায়ী হস্তিপক হস্তীকে উপবেশন করাইল। এই দৃশ্যে অগ্ন্যাণ্ড হস্তীগুলিও রাজ-হস্তির অনুকরণে তদ্রূপ করিল। এবম্প্রকারে পোরস্ ও তাঁহার অধীন সৈন্যবৃন্দ বিজেতার করায়ত্ত হইলেন। পোরস্ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন মনে করিয়া আলেকজান্দার তাঁহার অঙ্গাবরণাদি উন্মোচন করিতে আদেশ করিলেন (৭) এবং সৈন্যগণ তাঁহার বক্ষস্থান ও বস্ত্রাদি গ্রহণের জন্ত অগ্রসর হওয়াতে, হস্তী স্বীয় প্রভুর রক্ষায় ব্রতী হইয়া প্রভুকে পুনর্বার স্বীয় স্কন্ধে স্থাপন করিল।

ইহাতে হস্তীটীকে সকলদিক হইতে আক্রমণ করা হইল এবং ইহাকে হত্যা করা হইলে পোরস্কে একটী শকটে স্থাপন করা হইল। কিন্তু পোরস্কে চক্ষুরন্মীলন করিতে দেখিয়া, আলেকজান্দার দ্বেষ বিস্মৃত হইলেন এবং করুণামিত্ত হইয়া বলিলেন “কি আশ্চর্য্য !

(৬) ইহা ভুল। আলেকজান্দার আর অধিক প্রাণিহত্যা নিষেধ করিয়াছিলেন।

(৭) অল্প কোন লেখকই ইহা উল্লেখ করেন নাই।

তুমি কি আমার খ্যাতির কথা অবগত নও যে তুমি আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছ? বিশেষতঃ যাহারা আমার পদানত হয় তাহা-দিগের প্রতি আমি কিরূপ ব্যবহার করি তাহার দৃষ্টান্ত নিকটবর্তী তাক্সিলিস্ হইতেই দেখিতে পারিতে।” পোরস্ উত্তর করিলেন “যখন আপনি একটা প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, তখন আপনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া যে স্বাধীনতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ স্বাধীনতার সহিত প্রত্যুত্তর দিব। আমি মনে করিতাম যে, আমি অপেক্ষা আর কেহ সাহসী নাই; আমি আমার নিজের বলের বিষয়ই পরিজ্ঞাত ছিলাম; কিন্তু আপনার বল পরীক্ষা করি নাই। যুদ্ধের ফলে আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে আপনিই অধিকতর সাহসী; কিন্তু আপনার পরবর্তীস্থান অধিকার করিলেও আমি নিজেকে বিশেষ সৌভাগ্যশালী মনে করি।” বিজেতা তাঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন, এই সম্বন্ধে পুনর্বার জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি উত্তর করিলেন, “এই দিবসের শিক্ষায় যেরূপ অভিরুচি হয়—সমৃদ্ধি কি প্রকারে সহজেই নষ্ট হয় তাহার প্রমাণ অণুই পাইয়াছেন।”

তোষামোদ অপেক্ষা এই উপদেশেই পোরস্ অধিকতর লাভবান হইলেন। কারণ আলেকজান্দার, পোরসের সাহসে এবং তাঁহার বিপদকালে শৈর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার দুর্দৃষ্টে দুঃখিত হইলেন ও গুণের সম্মান করিলেন। পোরস্ তাঁহারই পক্ষভুক্ত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন, ঠিক এইরূপভাবে আলেকজান্দার তাঁহার ক্ষতস্থানে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন এবং পোরস্ শক্তিশালী করিলে তাঁহাকে স্বীয় বন্ধুর মধ্যে পরিগণিত করিয়া শীঘ্রই পোরসকে তাঁহার নিজরাজ্য অপেক্ষা বৃহত্তর রাজ্য উপহার প্রদান করিলেন। প্রকৃতপক্ষে

আলেকজান্দারের চরিত্রে প্রকৃত গুণ ও খ্যাতির সমাদর অপেক্ষা মহত্তর কিছুই ছিলনা এবং তিনি স্বীয় প্রজা অপেক্ষা শত্রুর সূয়শেরই অধিকতর প্রশংসা করিতেন। বস্তুতঃ তিনি বিবেচনা করিতেন যে তাঁহার প্রজাবর্গ কর্তৃকই তাঁহার খ্যাতি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ; পক্ষান্তরে বিজিতগণ কর্তৃকই তাঁহার সূয়শ অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে (৮)।

(৮) বাগ্মীপ্রবর সিসিরো এবং দার্শনিক সেনেকা এই উদারতার জন্ত আলেকজান্দারকে যথোপযুক্ত প্রশংসা করিয়াছেন।

ନବମ ଅଂଶ

প্রথম অধ্যায়

সৈন্যদিগের প্রতি সম্ভাষণ

এই প্রকার স্বরণীয় যুদ্ধে জয়লাভ হওয়ায় আলেকজান্দার মনে করিলেন যে, পূর্বাঞ্চলের প্রান্তসীমা পর্যন্ত তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছে তজ্জন্য তিনি সূর্যোপাসনা (১) করিলেন। সৈন্যদিগকে সাধারণ সভায় আহ্বান করিয়া, যাহাতে তাহারা পরবর্তীকালে অধিকতর আগ্রহের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে, তজ্জন্ত তাহাদিগের প্রশংসা করিলেন। পোরসের সহিত যুদ্ধেই যে ভারতীয়গণের বিপক্ষতা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহার প্রতি তাহাদের লক্ষ্য আকর্ষণ করিলেন। এক্ষণে একমাত্র মূল্যবান লুণ্ঠন সংগ্রহই অবশিষ্ট আছে। যে সকল দেশ এক্ষণে আক্রমণ করিতে হইবে, পূর্বাঞ্চলের প্রবাদশ্রুত অর্থ তাহাতেই রহিয়াছে। পারসীকগণের নিকট সংগৃহীত দ্রব্যাদি এক্ষণে সুলভ ও সহজ লভ্য হইয়াছে। এক্ষণে মুক্তা, মূল্যবান প্রস্তর, সুবর্ণ ও গজদন্ত দ্বারা তাহারা কেবল স্ব স্ব গৃহপূর্ণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে না; এতদ্বারা তাহারা সমগ্র মাসিদোনিয়া ও গ্রীস পরিপূর্ণ করিবে। আলেকজান্দারের প্রতিজ্ঞা কদাপি ভঙ্গ হয় নাই, তজ্জন্ত অর্থ ও যশোলিপ্সু সৈন্যগণ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সহজেই তাঁহার আদেশানুসারে কার্য

(১) ফিলস্ট্রেটস্ নামক গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন যে, আলেকজান্দার পোরসের একটা হস্তীকেও সূর্যের নামে উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন।

করিতে স্বীকৃত হইল। তিনি তাহাদিগকে আশাপূর্ণ হৃদয়ে বিদায় করিয়া, যাহাতে সমগ্র এশিয়া বিজয়ের পরে তিনি পৃথিবীর সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত সমুদ্রে গমন করিতে পারেন তজ্জন্তু জাহাজ নির্মাণের আদেশ করিলেন।

নিকটবর্তী পর্বতমালায় জাহাজ নির্মাণোপযোগী প্রচুর কাষ্ঠ ছিল এবং সৈন্যগণ কাষ্ঠচ্ছেদন কালে অত্যন্ত বৃহদাকারের সর্প (২) দেখিতে পাইল। তাহারা তথায় গণ্ডারও দেখিতে পাইয়াছিল; এই পশু অন্যত্র কোত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ভারতবর্ষে এই পশু এই নামে অভিহিত হয় না; ইহা এতদেশীয় ভাষা-অপরিজ্ঞাত গ্রীকগণ কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। নরপতি হাইডাম্পিসের উভয় তীরে দুইটী নগর নির্মাণ করিয়া প্রত্যেক সেনাপতিকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা বাতীত এক একটী স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন। অপর সকলকেও তাহার বন্ধুত্ব অথবা তাহাদের কার্যের তুলনায় পুরস্কৃত করিলেন। পোরসের সহিত যুদ্ধ ঘটবার পূর্বে অভিসারিস্ আলেকজান্দারের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে পুনর্বার দূত প্রেরণ করিয়া আত্মসমর্পণ বাতীত অন্য সকল আদেশ প্রতিপালনেই স্বীকৃত হইলেন; তিনি নিবেদন করিলেন যে, রাজোপযোগী ক্ষমতা বিরহিত হইয়া, অথবা বন্দী অবস্থায় থাকিয়া ঐ ক্ষমতা পরিচালন করিতে অসমর্থ হইলে তিনি প্রাণ ধারণ করিতে পারিবেন না। আলেকজান্দার দূতগণকে উত্তর

(২) অনেক গ্রীক গ্রন্থকার ভারতীয় সর্পের কথা লিখিয়াছেন। আরিয়ান্, ষ্ট্রাবো, মেগস্থেনিস্, ও অণ্ট্যাগ্ণ গ্রন্থে সর্পের দৈর্ঘ্যের উল্লেখ দেখা যায়। 'সমসাময়িক ভারত' প্রথমখণ্ডে ষ্ট্রাবোর বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।

করিলেন যে, তাহাদের প্রভু তাঁহার নিকট আগমন করিতে অনিচ্ছুক হইলে, আলেকজান্দার স্বয়ং অভিসারিসের নিকট গমন করিবেন।

কিয়দূরবর্তী অন্য একটা নদী উত্তীর্ণ হইয়া, আলেকজান্দার ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। এই স্থানের বনভূমি বিশাল ভূভাগ ব্যাপিয়া ছায়াপ্রদানকারী অত্যন্ত উচ্চ বৃক্ষে পূর্ণ ছিল। সাধারণ বৃক্ষতুল্য বৃহৎ বৃহৎ শাখা মৃত্তিকা পর্য্যন্ত বিলম্বিত হইয়া পুনর্বার আকাশগামী হওয়াতে সেগুলি কাণ্ড হইতে নির্গত শাখা অপেক্ষা মূলবৃক্ষের ন্যায়ই বোধ হইতেছিল (৩)। জলবায়ু স্বাস্থ্যকর ছিল; ছায়ার জন্য ঐ স্থানে অত্যধিক উত্তাপ বোধ হইত না এবং উৎসসমূহ হইতে প্রচুর জল প্রাপ্ত হওয়া যাইত। কিন্তু এখানেও বহু সর্প ছিল এবং ইহাদের চর্মগুলি স্তবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল। অন্য সর্প অপেক্ষা শেষোক্তগুলির বিষ অধিকতর মারাত্মক; এতদেশবাসিগণ কর্তৃক ঔষধ প্রযুক্ত না হইলে দংশন মাত্রেই দৃষ্ট ব্যক্তিকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইত (৪)। এই স্থান হইতে মাসিদোনীয়গণ মরুভূমির মধ্য দিয়া হিরাওটীস্ তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল; এই নদীর তীরও নিবিড় বনভূমি দ্বারা আবৃত ছিল এবং এই বন অন্যত্র অপরিচ্ছাদিত বৃক্ষ ও বন্য ময়ূরে পূর্ণ। এই স্থান হইতে স্কন্ধাবার উঠাইয়া লইয়া আলেকজান্দার অনতিদূরবর্তী একটা নগরে উপনীত হইলেন। নগর প্রাচীরের চতুষ্পার্শ্ব আক্রমণ করিয়া

(৩) বটবৃক্ষ। ষ্ট্রাবো, প্লিনি, ও আরিয়ান্ এই বৃক্ষের উল্লেখ করিয়াছেন। অনেক ইংরাজ কবিও ইহার প্রশংসা করিয়াছেন।

(৪) ইলিয়ানস্ নামক গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে কেবল ভারতীয় চিকিৎসকগণ সর্পবিষের ঔষধ জ্ঞাত ছিল, গ্রীকগণ এযাবৎ উহা আবিষ্কারে সমর্থ হয় নাই।

তিনি ইহা অধিকার পূর্বক প্রতিভূগ্রহণ ও অধিবাসিবৃন্দের উপর কর স্থাপন করিলেন (৫)। অতঃপর তিনি একটা বৃহৎ নগরে (তদ্দেশের পক্ষে বৃহৎই বটে) উপনীত হইয়া ইহা প্রাচীর ও জলাভূমি বেষ্টিত দেখিলেন (৬)।

তথাপি বর্করগণ তাহাদের শকটগুলি সঙ্গে লইয়া এবং ঐ শকটগুলি একত্র বন্ধন করিয়া নগর হইতে বহির্গত হইল। আক্রমণার্থে কাহারও হস্তে বর্শা এবং কাহারও কুঠার ছিল; বন্ধুদিগের সাহায্যের আবশ্যক হইলে তাহারা দ্রুতবেগে এক শকট হইতে অন্যশকটে লক্ষ্য প্রদান করিতে পারিত। মাসিদোনিয়গণ ইতঃপূর্বে এরূপ যুদ্ধপ্রথায় অভ্যস্ত না থাকায় প্রথমে ভীত হইয়া তাহাদের অগণ্য শক্রগণ কর্তৃক আহত হইতেছিল, কিন্তু পরে এই অশিক্ষিত সৈন্যগণকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া তাহারা শকটগুলি বেঠন করিয়া বাধাপ্রদানকারী সকলকেই হত্যা করিতে লাগিল। তৎপরে যাহাতে প্রত্যেক শকটকে বিভিন্নভাবে আক্রমণ করা যায় নরপতি তজ্জন্য শকট সংলগ্ন রজ্জুগুলি কর্তৃকের আদেশ প্রদান করিলেন। শত্রুপক্ষ অষ্টসহস্র (৭) সৈন্য হারাইয়া নগর মধ্যে প্রস্থান করিল। পরবর্তী দিবসে সোপান সহযোগে দুর্গোপরি আরোহণ করিয়া দুর্গ অধিকার করা হইল। পলায়নক্ষম কয়েকব্যক্তি রক্ষা পাইল। নগর

(৫) সম্ভবতঃ আরিয়ান্ কথিত পিম্‌প্রামা সাক্সাল হইতে একদিবসের দূরবর্তী পথে অবস্থিত। আরিয়ান্ বলিয়াছেন যে এইস্থান বিনায়ুক্কেই আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।

(৬) কানিংহামের মতে ইহা হাইড্রাওটীসের পশ্চিমে ও আকিসাইনের পূর্বে অবস্থিত। কিন্তু সিল্‌ভিয়ান্ লেভি এইমত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতে ইহা হাইড্রাওটীস্ ও হাইফাসিসের মধ্যবর্তী ভূভাগে অবস্থিত ছিল।

(৭) কাটিয়ান্ ও আরিয়ানে হতাহতের সংখ্যা লইয়া যথেষ্ট প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

লুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া যাহারা নদীউত্তীর্ণ হইয়া পলায়ন করিয়াছিল তাহারা নিকটবর্তী নগরসমূহে ভীতিসঞ্চার করিল এবং দেবতা-দিগের এক অপরাজেয় বাহিনী নিশ্চিতই দেশ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, এইরূপ সংবাদ প্রচার করিল।

লঘুবর্ন্যাবৃত একদল সৈন্যকে পার্দিকাসের অধীনে ঐ জনপদ লুণ্ঠনে নিযুক্ত রাখিয়া এবং ইউমিনিসের অধীন অন্য একদলকে বর্করগণকে পরাজিত করিতে প্রেরণ করিয়া, স্বয়ং আলেকজান্দার সৈন্যাবলীর অবশিষ্টাংশসহ একটি সুরক্ষিত নগর আক্রমণ করিতে যাত্রা করিলেন। এই নগরাভ্যন্তরে অন্যকয়েকটী নগরের অধিবাসিবৃন্দ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। নগরবাসিগণ আলেকজান্দারের ক্রোধাপনয়নের জন্য দূত প্রেরণ করিলেও তাহারা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে গৃহবিবাদ ও মতবৈধতা দেখা দিয়াছিল; কেহ কেহ আত্মসমর্পণ অপেক্ষা শেষের জন্যই প্রস্তুত হইবার ইচ্ছা করিল, আবার কেহ কেহ প্রতিরোধ সম্পূর্ণ বিফল হইবে মনে করিয়া আত্মসমর্পণার্থই ইচ্ছুক হইয়াছিল। কিন্তু উভয় পক্ষ একমত না হওয়াতে, আত্মসমর্পণে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ নগরদ্বার উন্মোচন করিয়া শত্রুকে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে দিল। বাধাপ্রদানেচ্ছু ব্যক্তিগণের প্রতি আলেকজান্দারের ক্রোধ প্রদর্শন ন্যায়সম্মত হইলেও, তিনি সকলকেই ক্ষমা করিলেন এবং প্রতিভূ লইয়া অন্য নগরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। প্রতিভূগণ সৈন্তের পুরোভাগে রক্ষিত হওয়ায়, এই শেষোক্ত নগর-রক্ষাকারিগণ ইহাদিগকে স্বদেশী বলিয়া চিনিতে পারায় পরামর্শার্থে আহ্বান করিল। স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণকারিগণের প্রতি নরপতির দয়া ও বিরোধকারীদিগের প্রতি তাঁহার নির্দয়তার কথা অবগত হওয়াতে এই স্থানের অধিবাসীরাও আত্মসমর্পণার্থে প্ররোচিত হইল।

এবম্বন্ধে আলেকজান্দার অগ্রাণ্য নগর জয় করিয়া, নগরগুলিকে আশ্রয়ভুক্ত করিলেন।

অতঃপর মাসিদোনীয়গণ নরপতি সোপিথিসের (৮) রাজ্যে প্রবেশ করিল। বর্ধরগণের মতে এই জাতিই অগ্রাণ্য ভারতীয় জাতি অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান এবং ইহাদের আইন ও আচার ব্যবহার উত্তম। এই স্থানের অধিবাসিবৃন্দ মাতাপিতার ইচ্ছানুসারে সম্ভান স্বীকার বা প্রতিপালন করে না; পরীক্ষাকার্যে নিযুক্ত চিকিৎসকগণ শিশুগণকে বিকৃত বা কুৎসিত দেখিলে হত্যার আদেশ দেয় (৯)। বিবাহ ব্যাপারে তাহারা উচ্চবংশ দেখে না; সৌন্দর্য্য দেখিয়াই বিবাহ স্থির হয়। ইহারা স্ত্রী বালকবালিকাগণেরই অত্যধিক আদর করে।

এই জাতির রাজধানীর সম্মুখে আলেকজান্দার তাঁহার সৈন্য-বাহিনী আনয়ন করিয়াছিলেন। সোপিথিস এই স্থানেই বাস করিতেন। নগরদ্বার রুদ্ধ ছিল, কিন্তু প্রাচীর বা বপ্রোপরি কোন সৈন্য না থাকাতে, অধিবাসীরা নগর পরিত্যাগ করিয়াছে, অথবা আকস্মিকভাবে শত্রুকে আক্রমণ করিবে এ সম্বন্ধে মাসিদোনীয়গণ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছিল না। কিন্তু অকস্মাৎ নগর দ্বার উন্মোচিত হইল এবং ভারতীয় রাজ তাঁহার দুইজন প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রসহ আলেকজান্দারের সহিত সাক্ষাদভিলাষে নগরাভ্যন্তর হইতে নির্গত হইলেন। অগ্রাণ্য বর্ধরগণ অপেক্ষা তিনি

(৮) সৌভূতি।

(৯) ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন যে সম্ভানগণ দুইমাসের হইলে এইরূপ করা হইত। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এইরাজ্যে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল।

দীর্ঘ ও সুন্দর ছিলেন। আপাদলম্বী রাজকীয় লোহিত অঙ্গাবরণ সর্বস্থানেই সুবর্ণখচিত ছিল। তাঁহার সুবর্ণের পাছকা মূল্যবান প্রস্তর সমন্বিত; এমনকি তাঁহার হস্ত ও মণিবন্ধও মুক্তাসুশোভিত। কর্ণাভরণের মূল্যবান প্রস্তরগুলি মূল্যে এবং জ্যোতিতে অতুলনীয়। তাঁহার একটি সুবর্ণনির্মিত পান্না (১০) সুশোভিত রাজদণ্ড ছিল; তিনি এইটী আলেকজান্দারের হস্তে সমর্পণ পূর্বক যাহাতে ইহা দ্বারা তাঁহার মঙ্গল হয় এবং সম্ভান ও রাজ্যসমর্পণের নিদর্শন স্বরূপ যাহাতে আলেকজান্দার ইহা গ্রহণ করেন, তদ্রূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

সোপিথিসের দেশে যুগয়োপযোগী সুন্দর সারমেয় জন্মে; কথিত আছে যে, সিংহ শিকারে নিযুক্ত এই সারমেয়গুলি শিকারের সম্মুখীন হইলে চীৎকার করিতে বিরত হয়। সোপিথিস্ এই কুকুর-গুলির বল ও সাহস আলেকজান্দারকে প্রদর্শনার্থ বেষ্ঠনী মধ্যে একটী বৃহৎ সিংহকে স্থাপন করিয়া আক্রমণার্থ চারিটী কুকুরের বন্ধন উন্মোচন করিলেন (১১)। তাহারা তৎক্ষণাৎ সিংহকে দংশন করিলে, একজন অভ্যস্ত শিকারী একটী কুকুরকে তাহার পদ ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া আনিবার চেষ্টা করিয়া বিফল হইলে ঐ অংশ ছুরিকা দ্বারা কর্তন করিল। কিন্তু কুকুর ইহাতেও সিংহকে পরিত্যাগ না করায়, তাহার অণ্ড্র ছেদন করা হইল। এরূপ অবস্থাতেও কুকুর বিরত না হওয়ায় এবং পূর্বের গায় স্থিরপ্রতিজ্ঞ থাকাতে শিকারী ক্রমে ক্রমে তাহার অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদন

(১০) প্লিনি লিখিয়াছেন যে একমাত্র ভারতবর্ষেই পান্না (Beryl) পাওয়া যাইত।

(১১) ষ্ট্রাবোও এইরূপ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

করিতে লাগিল। সাহসী কুকুর মরণকালেও সিংহকে পরিত্যাগ করিল না। ইহারা স্বভাবতঃ এইরূপ শিকারপ্রিয়। আমরা যে সকল বর্ণনা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা হইতেই এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হই।

কিন্তু আমি অবশ্যই উল্লেখ করিব যে, আমি এই সকল বৃত্তান্ত নিজে যতদূর বিশ্বাস করি তদপেক্ষা অপর লেখকের বর্ণনাই অধিকতর গ্রহণ করিয়াছি। সন্দেহজনক বৃত্তান্ত আমি উল্লেখ করিতে বিরত থাকিব না; পক্ষান্তরে সন্দেহজনক উক্তির সত্যতা সম্বন্ধেও কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না।

যাহা হউক, আলেকজান্ডার সোপিথিস্কে নিজ রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, হাইফাসিস্ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এই স্থানে হিফেষ্টীয়ন্ তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন; ইনি ইতঃপূর্বে অণ্ড দিকের একটা ভূভাগ অধিকার করিয়াছিলেন। নিকটবর্তী ভূভাগের অধীশ্বর ফিগিয়াম্ (১২) স্বীয় প্রজাবর্গকে রীত্যনুযায়ী ভূমি কর্ষণের আদেশ করিয়া উপহার ও তাঁহার সর্বস্ব আলেকজান্ডারের হস্তে সমর্পণের জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন।

(১২) ইনি অন্তত ফিজিলাস্ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সৈন্যগণের প্রতি সম্বোধন

আলেকজান্দার এই রাজপুত্রের সহিত দুই দিবস অতিবাহিত করিয়া, তৃতীয় দিনে নদী উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক হইলেন। নদীর অত্যধিক বিস্তৃতি ও নদীপথ পর্বতপূর্ণ বলিয়া ইহা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য ছিল। জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে ফিগিয়াম্কে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি নিম্নলিখিত বিবরণ অবগত হইলেন। নদীর অপর তীরে বিস্তীর্ণ মরুভূমি (১) পার হইতে দ্বাদশ দিবস লাগিবে। তৎপরে ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা বৃহত্তী নদী গঙ্গা—গঙ্গার অপরপারে গাঙ্গারিডী ও প্রাসিয়াই (২) নামক দুইটি জাতির বাস। ইহাদের অধিপতি আক্রমিক (৩) দেশরক্ষার্থ বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী ও তুল্যসংখ্যক পদাতিক ব্যতীত দ্বিসহস্র রথ ও তিন সহস্র সাদী সৈন্য রক্ষা করিতেন; ঐ সাদী সৈন্যই সর্বাপেক্ষা ভয়ানক ছিল।

আলেকজান্দার এই সংবাদগুলি অবিশ্বাস্য মনে করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তাঁহার সমভিব্যাহারী পোরস্কে ঐ সকল বৃত্তান্ত বিশ্বাসযোগ্য কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। পোরস্ আলেকজান্দারকে জ্ঞাত করিলেন যে, ঐ জাতি ও রাজ্যের শক্তি সংক্রান্ত সংবাদ

(১) এই মরুভূমি পূর্ব পশ্চিমে প্রায় চারিশত মাইল।

(২) অতিরিক্ত পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(৩) দায়দরন্ উল্লিখিত জান্দ্রামেস্ (Xandrames) হইতে চন্দ্রগুপ্ত নাম অনুমিত হইয়াছে।

অতিরঞ্জিত নহে; কিন্তু বর্তমান নরপতি কেবল সুবিখ্যাত নহেন, তিনি অত্যন্ত নীচবংশ সম্ভূত। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার পিতা জাতিতে নরসুন্দর ছিলেন এবং দৈনিক উপার্জন দ্বারা অতি কষ্টে জীবনাতিপাত করিতেন। তিনি অতি সুশ্রী ছিলেন বলিয়া রাজার স্নেহ আকর্ষণে সমর্থ হইয়া, তাঁহারই সাহায্যে নরপতির বিশ্বস্ত কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অবশেষে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা সহকারে রাজাকে হত্যা করিয়া রাজপুত্রগণের অভিভাবকরূপে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অপব্যবহার করিলেন। রাজপুত্রগণের হত্যার পরে বর্তমান রাজা জন্মগ্রহণ করেন। সিংহাসনাধিকারীর ন্যায় আচরণ না করিয়া স্বীয় পিতারই ন্যায় ব্যবহার করেন বলিয়া প্রজাবর্গ বর্তমান নরপতিকে অত্যন্ত ঘৃণা করে।

আলেকজান্দার যে সকল বৃত্তান্ত শ্রুত হইয়াছিলেন, পোরস্ প্রমুখাৎ সেইগুলির সত্যতা শ্রবণ করিয়া তিনি নানাবিধ কারণে ব্যগ্র হইলেন। যদিও তিনি তাঁহার শত্রুপক্ষের হস্তী ও সৈন্যকে তুচ্ছ মনে করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি তাঁহার পুরোভাগস্থ বিপজ্জনক দেশ, বিশেষতঃ বেগবতী নদী সমূহকে ভয় করিতেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবীর প্রান্ত সীমায় অবস্থিত শত্রুর অনুগমন ও পরাজয় সুসাধ্য ব্যাপার ছিল। পক্ষান্তরে অত্যধিক যশোলিপ্সা ও অদমনীয় ছুরাকাজ্জ্বার জন্ত, কোন স্থান অগম্য আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইত না। অবশ্য সময়ে সময়ে তাঁহার মনে হইত যে, মাসিদোনীয়গণ (যাহারা বহুস্থান অতিক্রম করিয়া যুদ্ধকার্যে ব্রতী থাকিয়া বৃদ্ধ হইয়াছে) প্রতিরোধকারী নদী ও অন্যান্য স্বাভাবিক বিপদের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার অনুগমন করিবে না। তিনি বিবেচনা করিতেছিলেন যে, অসম্ভব লুণ্ঠন সামগ্রী

লাভে তাহারা হয় ত অধিক অর্জনেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া অর্জিত অর্থই ভোগ করিতে ইচ্ছুক হইবে। অবশ্য তাহারা তাঁহার সহিত একই মতাবলম্বী হইতে পারে না ; তিনি পৃথিবী ব্যাপী সাম্রাজ্যের কল্পনা করিয়া, এক্ষণে বস্তুতঃ তাঁহার পরিশ্রমের দ্বারদেশে উপনীত হইয়াছিলেন ; পক্ষান্তরে তাহারা পরিশ্রমক্লিষ্ট হইয়া, যে সময়ে তাহাদের বিপদ শেষ হইলে তাহারা তাহাদের উপার্জন ভোগ করিতে পারিবে, সেইরূপ সময়েরই প্রতীক্ষা করিতেছিল। অবশেষে যশোলিপ্সা ন্যায়ের উপরে প্রাধান্য লাভ করিল এবং তিনি সৈন্যদিগকে আহ্বান করিয়া নিম্নোক্ত মর্মে সম্বোধন করিলেন—

“হে সৈন্যগণ ! এই প্রদেশের অধিবাসিগণ গত কয়েক দিবস যে সকল অমূলক জনরব প্রচার করিয়া তোমাদের ভীতিসম্পাদনের চেষ্টা করিতেছে, তাহা আমি অজ্ঞাত নহি ; কিন্তু যাহারা এইপ্রকার মিথ্যা জনরব উদ্ভাবন করে, তাহাদের অসত্যতা তোমাদের অপরিজ্ঞাত নহে। পারসীকগণও এবম্প্রকারে সাইলিসিয়ার দ্বারদেশে, মেসোপটেমিয়ার সমতলক্ষেত্রে, টাইগ্রীস্ ও ইউফ্রেটীস্ তীরে তোমাদের ভয়-উদ্বেকের চেষ্টা করিয়াছিল ; তথাপি তোমরা প্রথমোক্তটী হাঁটিয়া ও দ্বিতীয়টি সেতুসাহায্যে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়াছিলে। প্রকৃত ঘটনা অবগত না হইলে জনশ্রুতির ভিত্তি নির্ধারণ করা যায় না। প্রচারিত হইবার কালে এগুলি অত্যন্ত অতিরঞ্জিত হয়। এমন কি আমাদের খ্যাতি প্রকৃত ঘটনার উপর স্থাপিত হইলেও সত্যতা অপেক্ষা জনশ্রুতির নিকট অত্যধিক ঋণী। কয়েকদিন পূর্বে কে বিশ্বাস করিত যে, দুর্গপ্রাচীরের ন্যায় পরিদৃশ্যমান প্রকাণ্ডকার জঙ্ঘাগুলির আক্রমণ আমরা সহ্য করিতে পারিব, অথবা আমরা হাইডাস্-পিস্ উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইব অথবা যে সকল প্রতিবন্ধক

শুনিতাই ভয়ানক কিন্তু কার্যতঃ ততদূর কষ্টসাধ্য ছিল না আমরা সেগুলি নিরাকরণ করিত পারিব? জনশ্রুতি বিশ্বাস করিলে আমাদের বহুপূর্বে এসিয়া পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে হইত।

“তোমরা কি কল্পনা করিতে পার যে, অগ্ৰজন্তু অপেক্ষা হস্তিযুথ সংখ্যায় অধিক, বিশেষতঃ হস্তী দুশ্রাপ্য, সহজে বশ করা যায় না (৪) এবং ধরিতেও কষ্টসাধ্য? মিথ্যা জনরবই শত্রুর অস্বারোহী ও পদাতিকের সৈন্যসংখ্যা অতিরঞ্জিত করিতেছে। নদীর কথাসম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, নদী যতই বিস্তৃত হয়, উহার জল ততই শান্ত হয়। তোমরা অবগত আছ যে, যে সকল নদী অপ্রশস্ত কূলমধ্যে এবং ক্ষুদ্র প্রণালীদ্বারা আবদ্ধ তাহারাই দ্রুতবেগে প্রবাহিত হয়; পক্ষান্তরে, নদীগর্ভের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বেগ প্রশমিত হয়। অধিকন্তু নদী উত্তীর্ণ হইয়া অবতীর্ণ হইবার কালেই শত্রুর প্রতিরোধে যত বিপদ; সুতরাং নদীর প্রস্থ যাহাই হউক অবতীর্ণ হইবার সময়ে বিপদ সমান। কিন্তু যদি মনে কর যে, এই সকল জনশ্রুতিই সত্য, তাহা হইলে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, হস্তীর আকার না শত্রুর সংখ্যায় তোমরা ভীত হইয়াছ? হস্তী সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি যে, গতযুদ্ধে তোমরা দেখিয়াছ যে, তাহারা আমাদের অস্ত্র দ্বারা আহত ও বিদ্ধ হইয়া নিজেদের সৈন্যশ্রেণীকেই অধিকতর ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিয়াছিল। সুতরাং পোরসের গ্ৰাম সাদীসৈন্য অথবা তিনসহস্র হস্তী থাকিলে কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই; কারণ আমরা দেখিতেছি যে, দুই একটা আহত হইলেই অপরগুলি আদেশ লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন করে। অপিচ, যদি তাহাদের কয়েকটিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ

রাখাই সহজসাধ্য না হয়, তবে একত্রীভূত কতকগুলি দণ্ডায়মান বা পলায়ন কালে তাহাদের বিকট অবয়ব সহ একে অপরের প্রতিবন্ধক না হইয়া থাকিতে পারিবে না। ব্যক্তিগত ভাবে বলিতে পারি যে, আমি এই সকল জন্তুকে তুচ্ছ মনে করি এবং তাহারা বিপক্ষ অপেক্ষা স্বপক্ষেরই যে অধিক বিপদ আনয়ন করে ইহাতে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া, আমার হস্তা থাকিলেও আমি তাহাদিগকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আনয়ন করিতাম না।

“কিন্তু সম্ভবতঃ অশ্বারোহী ও পদাতিকের সংখ্যাধিক্যতার জগ্ৰহী তোমরা ভীত হইতেছ। স্বল্পসংখ্যক শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতেই তোমরা অভ্যস্ত আছ এবং সর্বপ্রথমে প্রচুর অশিক্ষিত সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। বহুসংখ্যক সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াও তোমাদের অপরাজ্যতা গ্রানিকসের যুদ্ধে প্রমাণিত হইয়াছে; সাইলিসিয়া ক্ষেত্রে পারসীকদের রক্ত ও আরাবেলা সমতলে তোমাদের পরাজিত শত্রুর অস্থিও উহাই সপ্রমাণ করিতেছে (৫)। যুদ্ধ জয়ে এসিয়া অধিবাসীশূন্য করিয়া এক্ষণে শত্রুসংখ্যা গণনার আর সময় নাই। হেলস্পন্ট উত্তীর্ণ হইবার কালে আমাদের সংখ্যার অত্যল্পতা বিবেচনা করাই সমীচীন ছিল; এক্ষণে সিথিয়াবাসীরা আমাদের অনুগমন করিতেছে; বাকট্রিয়ার যোদ্ধৃবর্গ আমাদের সাহায্য করিতেছে এবং সগ্‌ডিয়ার সৈন্যবর্গ আমাদের সৈন্যাবলীভুক্ত হইতেছে। কিন্তু আমি এরূপ সৈন্যে আস্থাস্থাপন করিতে পারি

(৫) গ্রানিকসের ও আরাবেলার যুদ্ধের জগ্ৰহী ২৮ ও ৩৫পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে গ্রানিকসের যুদ্ধে সংখ্যার অত্যধিক বৈষম্য ছিল না—আলেকজান্দারপক্ষে ৩৫০০০ ও পারসীকপক্ষে ৪০০০০ সৈন্য ছিল।

না। হে মাসিদোনিয়গণ! আমি তোমাদের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করি। আমি যে সকল বীরত্বব্যঞ্জক কার্যে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক, সে সকলই তোমাদের বীরত্বের উপরেই নির্ভর করে।

“যতদিন তোমাদের সমভিব্যাহারী থাকিয়া যুদ্ধ করিব, ততদিন আমি আমার স্বকীয় বা শত্রুর সংখ্যাগণনা করিব না। আমি তোমাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি তোমরা তোমাদের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল রাখ ও আত্মনির্ভর হও। আমরা আমাদের কার্যের ও পরিশ্রমের প্রারম্ভদেশে দণ্ডায়মান নহি; পরন্তু আমরা উহা শেষ করিবার উদ্যোগ করিতেছি। আমরা ইহার মধ্যেই সূর্য্যোদয়ের দেশে ও সমুদ্রতীরে উপনীত হইয়াছি এবং তোমাদের আলস্য ও কাপুরুষতা নিবারণ না করিলে, আমরা পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাপ্ত সীমা পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বিজয়ী-বীরের ন্যায় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারিব না। নির্কোষ কৃষকের ন্যায় পরিপক্ব শস্য একমাত্র অলসতার জন্য সংগ্রহ না করিয়া নষ্ট করিও না। এক্ষণে বিপদ অপেক্ষা পুরস্কারের ভাগই অধিক; পুরোভাগস্থ দেশ কেবল অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী নহে; পরন্তু একপ্রকার অরক্ষিত। সুতরাং আমি সূর্য্য অর্জন অপেক্ষা লুণ্ঠন কার্যেই ব্রতী হইতেছি। সমুদ্র তাহার উপকূলে যে সকল ধন নিক্ষেপ করিতেছে, তাহা স্বদেশে লইয়া যাইবার অধিকার তোমরা অর্জন করিয়াছ; এবং ভয়প্রযুক্ত তোমরা কোন কার্য আরম্ভ না করিয়া বা অসম্পূর্ণ রাখিলে অত্যন্ত অন্যায় হইবে। যাহাতে তোমরা মনুষ্যের মহত্বের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিতে পার। তজ্জগুই আমি তোমাদিগকে বিশেষরূপে প্ররোচিত করিতেছি আমি তোমাদের জন্য যাহা করিয়াছি এবং তোমরা আমার জন্য যাহা করিয়াছ (এ গৌরবে আমরা উভয়েই তুল্যাধিকারী), সেই কথা

স্মরণ করিয়া আমি প্রার্থনা করি যে তোমরা পৃথিবীর প্রান্তসীমায় উপনীত তোমাদের পালিত পুত্রকে, সহযোদ্ধাকে (তোমাদের রাজা এ কথা নাই উল্লেখ করিলাম) পরিত্যাগ করিও না।

“আমার আদেশেই তোমরা সকল কার্য্য করিয়াছ—কেবল এই কার্য্যে আমি তোমাদের নিকট ঋণী হইব। স্বয়ং সেই বিপদের সম্মুখীন না হইয়া আমি তোমাদিগকে কোন বিপজ্জনক কার্য্যে অগ্রসর হইতে আদেশ প্রদান করি নাই; আমি অনেক সময় যুদ্ধকালে স্বীয় চর্ম্মদ্বারা তোমাদিগকে আবৃত রাখিয়াছি; এক্ষণে সেই আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, যে জয়চিহ্নে (দেবতাগণের ক্রোধ উদ্বেক না করিয়া যদি বলিতে পারি) আমি হার্কিউলিস্ ও ফাদার ব্যাকাসের তুল্য হইব, আমার হস্তস্থিত সেই জয়চিহ্ন ভগ্ন করিও না। আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ এবং তোমাদের নিস্তকতা ভঙ্গ কর। তোমাদের অভ্যস্ত তৎপরতার চিহ্নস্বরূপ সেই চিরপরিচিত ধ্বনি কোথায়? আমার মাসিদোনীয়গণের সেই প্রফুল্ল বদন কোথায়? হে সৈন্যগণ! আমি তোমাদিগকে চিনিতে পারিতেছি না এবং আমার মনে হইতেছে, তোমরাও আমাকে চিনিতে পারিতেছ না। এতক্ষণ আমি বধিরকর্ণ ব্যক্তির নিকট চীৎকার করিতেছি। আমি রাজদ্রোহী ও ভীত ব্যক্তিগণকে প্ররোচিত করিতে চেষ্টা করিতেছি।”

ইহাতেও সৈন্যগণ মস্তক নত করিয়া মনোভাব প্রকাশ না করায়, আলেকজান্দার বলিলেন “আমি নিশ্চয়ই অনবধানতা বশতঃ তোমাদের নিকট এক্রপ অপরাধ করিয়াছি যাহাতে তোমরা আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও অনিচ্ছুক। আমার মনে হইতেছে যে আমি একাকী বাস করিতেছি। কেহই আমার কথার প্রত্যুত্তর

দেয় না; এমন কি কেহই আমাকে 'না' কথাটীও বলেনা। আমি কি অপরিচিত ব্যক্তিগণকে সন্মোদন করিতেছি? না, আমি কিছু অন্যায় দাবী করিতেছি? কেন, আমি তোমাদের স্মৃশ ও মহত্বই প্রতিপাদন করিতেছি। যাহারা সেদিন তাহাদের আহত নরপতিকে গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিল তাহারা কোথায়? আমি আমার সৈন্যগণকর্তৃক পরিত্যক্ত ও শত্রুহস্তে সমর্পিত হইয়াছি। কিন্তু একাকী অগ্রগামী হইতে হইলেও আমি অগ্রসর হইব। আমাকে নদী, হস্তী ও যে সকল জাতির নাম শুনিয়াই তোমরা ভীত হইয়াছ, তাহাদের মধ্যেই আমাকে নিক্ষেপ কর। তোমাদের দ্বারা পরিত্যক্ত হইলেও আমার সৈন্যের অভাব হইবে না। সিথিয়া ও বাকট্রিয়বাসিগণ পূর্বে আমাদের শত্রু ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহারা আমার সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে, তাহারা আমার সমভিব্যাহারী হইবে। তোমাদের অনুমতি ক্রমে সেনাপতি থাকা অপেক্ষা আমি মৃত্যুই বাঞ্ছনীয় মনে করি। যাও, তোমরা স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন কর এবং তোমাদের রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া বিজয়ীর ন্যায় গমন কর। তোমরা যে জয়াশা কর না, আমি সেই জয় লাভ অথবা সম্মানীয় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিব।

তৃতীয় অধ্যায়

কৈনসের বক্তৃতা

কিন্তু এরূপ সম্বোধনেও সৈন্তগণ বাঙনিষ্পত্তি করিল না। ক্ষত ও যুদ্ধক্ষেত্রের অবিরত ক্লেশের জন্ত তাহারা তাহাদের সামরিক কর্তব্য সম্পাদনে অস্বীকৃত ছিল না, কিন্তু যে কারণে তাহারা অসমর্থ হইয়াছিল তাহা আলেকজান্দারকে জ্ঞাত করাইবার জন্ত তাহারা সেনাপতি ও প্রধান অধিনায়কগণের জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু কর্মচারিবৃন্দ ভয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া নতমস্তকে নিস্তব্ধ রহিল। তৎপরে সকলের অজ্ঞাতসারে প্রথমতঃ দীর্ঘনিশ্বাস, পরে অল্প ক্রন্দন আরম্ভ হইল, অবশেষে ক্রমে ক্রমে তাহাদের দুঃখ ক্রন্দনশ্রোতে পরিণত হইল; এমন কি সর্বশেষে স্বয়ং আলেকজান্দারও (যাঁহার ক্রোধ সহানুভূতিতে পরিণত হইয়াছিল) ক্রন্দন নিবারণে অসমর্থ হইয়া সৈন্তদের সহিত যোগদান করিলেন। পরিশেষে সমবেত জনসঙ্ঘের অপ্রতিহত ক্রন্দনের পরে, যখন কৈনস্ দেখিলেন যে অপর সকলেই প্রত্যুত্তর প্রদানে অনিচ্ছুক, তখন তিনি সাহস করিয়া নরপতি যে আসনের উপরে দণ্ডায়মান ছিলেন তথায় অগ্রসর হইয়া প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহার কিছু বলিবার আছে। সৈন্তগণ তাঁহাকে মস্তকাবরণ উন্মোচন করিতে দেখিয়া (রাজাকে সম্বোধন করিতে হইলে এই প্রথাই অবলম্বন করিতে হইত) তাহাদের স্বপক্ষে বলিবার জন্ত প্রার্থনা করিতে লাগিল।

কৈনস্ তখন নিম্নোক্ত মর্মে বলিতে লাগিলেন—“দেবতাগণ যেন

আমাদিগকে সকল প্রকার রাজদ্রোহসূচক চিন্তা হইতে দূরে রাখেন। আপনার সৈন্তগণ পূর্বের ত্রায় আপনার প্রতি অনুরক্ত; আপনি যথায় অগ্রসর হইবার আদেশ করিবেন, তাহারা তথায় যাইতে প্রস্তুত, আপনার জন্ত যুদ্ধ করিতে, জীবন বিপদগ্রস্ত করিতে এবং আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিতে প্রস্তুত। সুতরাং আপনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে আমরা নিরস্ত, উলঙ্গ ও এই রক্তহীন অবস্থায় আপনার ইচ্ছানুযায়ী, আপনার অনুগমন অথবা অগ্রে গমন করিব। কিন্তু আপনি যদি আপনার সৈন্তগণের প্রকৃত অভিযোগ (যাহা নিতান্ত আবশ্যিকতার জন্যই তাহারা বলিতে বাধ্য) শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়া থাকেন, তবে আমি প্রার্থনা করি যে, যে সকল অনুরক্ত ব্যক্তি আপনার আজ্ঞার ও ভাগ্যের এতদিন অনুগমন করিয়াছে ও যাহারা আপনার আদেশানুযায়ী সর্বত্র গমন করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করুন। হে রাজন্, আপনি আপনার সাহসিক কার্য দ্বারা কেবল আপনার শত্রুদিগকে পরাজিত করেন নাই, আপনি আপনার সৈন্তগণকেও জয় করিয়াছেন।

“মনুষ্যের যাহা সাধ্য আমরা তাহা সম্পন্ন করিয়াছি এবং যেরূপ ক্লেশ সহ করা সম্ভব তাহাও করিয়াছি। আমরা সমুদ্র ও ভূভাগ অতিক্রম করিয়াছি এবং তদেশীয় অধিবাসিবৃন্দ অপেক্ষাও এই সকল স্থান অধিকতর পরিজ্ঞাত হইয়াছি। আমরা এক্ষণে একরূপ পৃথিবীর প্রান্তসীমায় উপনীত হইয়াছি; তথাপি আপনি একটা নূতন পৃথিবীতে গমন করিতে ইচ্ছুক—ভারতীয়গণেরই অপরিজ্ঞাত ভারতবর্ষের সন্মানে অভিলাষী। সূর্য্যদেবেরও অপরিচিত স্থানে ভ্রমণ করিবার বাসনায় আপনি অজ্ঞাত নিভৃতবাস ও গুহা হইতে সর্প ও বহু পশুর সহিত একত্রবাসী মনুষ্যকে পরাজিত করিতে চাহিতেছেন।

“এরূপ চিন্তা আপনার গ্রায় মহৎ অন্তঃকরণ বিশিষ্ট ব্যক্তির উপযুক্ত, কিন্তু ইহা আমাদের উপযুক্ত নহে। আপনার সাহস ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতেছে, আমাদের শক্তি ক্রমেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া শেষ সীমায় উপস্থিত হইতেছে।

“হে রাজন্! আমাদের রক্তহীন দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন; আমরা কিরূপ ক্ষত বিক্ষত, আমাদের শরীর কিরূপ অস্ত্রচিহ্নিত, দেখুন। আমাদের অস্ত্রগুলিতে ধার নাই, বর্মসমূহ জীর্ণ হইয়াছে। আমাদের স্বদেশীয় পরিচ্ছদের অভাবে আমরা পারসীক পরিচ্ছদ পরিধান করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমরা বৈদেশিক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অধঃপতিত হইয়াছি। আমাদের কয়জনের লৌহবর্ম রহিয়াছে? কাহার অশ্ব আছে? অমুসকান করুন, কয়জনের ভৃত্য আছে, লুণ্ঠিতদ্রব্যের কতটুকু অবশিষ্ট রহিয়াছে? আমরা পৃথিবী জয় করিয়াছি, কিন্তু আমাদের সকল দ্রব্যেরই অভাব হইয়াছে। আপনি কি এরূপ উলঙ্গ ও বর্মবিহীন মহৎ সৈন্যদলকে বহুপশুর হস্তে (যাহাদের সংখ্যার বর্ণনা অতিরঞ্জিত হইলেও নিশ্চয়ই প্রচুর) নিষ্ক্ষেপ করিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন? আপনি যদি ভারতবর্ষের আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকেন, তবে আপনি দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হউন; এই ভূভাগ তত বৃহৎ নহে এবং ইহা অধিকৃত হইলে আপনি সহজেই জনপূর্ণ পৃথিবীর স্বাভাবিক প্রান্তসীমায় অবস্থিত সমুদ্রে পৌঁছিতে সমর্থ হইবেন। যখন এরূপ স্থানেও সমুদ্র রহিয়াছে, তখন আপনি সূর্যশেষ আকাজক্ষায় এরূপ দীর্ঘ কাল পরিভ্রমণ করিবেন কেন? আপনার অনর্থক ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা না থাকিলে, আমরা আমাদের গন্তব্যস্থানে উপনীত হইয়াছি মনে করিতে হইবে। হে রাজন্, আপনার সাক্ষাতে সৈন্যগণের আলোচনা

করা উপযুক্ত বোধ করিয়াছি। এই স্থানে সম্মিলিত সৈন্যবৃন্দের অনুগ্রহ লাভের আকাঙ্ক্ষায় আমি এরূপ করি নাই; তাহাদের অপরিষ্কৃত বিরক্তি ও আর্তনাদ শ্রবণ অপেক্ষা আমার প্রমুখাৎ তাহাদের মনোভাব যাহাতে জ্ঞাত হইতে পারেন তজ্জগুই এরূপ করিয়াছি।”

কৈনসের বক্তৃতার উপসংহারে চতুর্দিক হইতেই সম্মতিসূচক জয়ধ্বনি এবং কাতরোক্তি ও আলোকজান্দারকে পিতা, প্রভু, স্বামী প্রভৃতি সম্বোধনের মিশ্রিত রব উথিত হইল। যে উৎকতন কর্মচারিবৃন্দ অধিকতর ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন এবং যাহারা পদমর্যাদানুযায়ী অধিকতর সুন্দর ভাবে এই সকল কথা নিবেদন করিতে সমর্থ ছিলেন, এক্ষণে তাঁহারাও কার্য হইতে অব্যাহতি পাইবার জগু সৈন্যদের প্রার্থনায় যোগদান করিলেন। সুতরাং আলোকজান্দার তাঁহাদের অবাধ্যতার জগু তিরস্কার করিতে বা নিজ ক্রুদ্ধ ভাব দমনে অসমর্থ হইলেন। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া আসন হইতে লক্ষ্যপ্রদান পূর্বক রাজকীয় পট্টাবাসে গমন করিয়া তাঁহার সাধারণ অনুচর ব্যতীত অগু কাহাকেও তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি দুই দিবস এইরূপে ক্রোধের বশীভূত ছিলেন, কিন্তু তৃতীয় দিবসে তিনি পট্টাবাস হইতে নির্গত হইয়া তাঁহার অভিযানের স্মৃতিস্তুম্ব স্বরূপ প্রস্তর নির্মিত দ্বাদশটি চতুষ্কোণ বেদা নিৰ্ম্মাণের আদেশ করিলেন। যাহাতে লোকে উত্তরকালে এইরূপ ভ্রান্তিজনক দ্রব্যাদি দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইতে পারে, তজ্জগু শিবিরের চতুর্দিকস্থ প্রাকারাদি বৃহত্তর করিতে ও সাধারণ মনুষ্যের উপযোগী খট্টাঙ্গ অপেক্ষা বৃহদাকারের পালঙ্ক তথায় রাখিবার জগু আদেশ করিলেন (১)।

(১) পূর্ববর্তী ১৫২ পৃষ্ঠাদ্রষ্টব্য।

এইস্থান হইতে তিনি যে পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ঠিক সেই পথেই পশ্চাদ্‌বর্তন করিয়া আকিসাইন্‌ নদীতীরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এইস্থানে কৈনন্‌ পীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন (২)। নরপতি ইহার মৃত্যুতে নিঃসন্দেহ দুঃখিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি তিনি মন্তব্যস্বরূপ ইহা বলিতে ক্রটি করেন নাই যে, মাত্র কয়েকদিন পূর্বেই কৈনন্‌ একাই মাসিদোনিয়ায় প্রত্যাগমন করিবেন মনে করিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি যে রণতরীবাহিনী নিৰ্ম্মাণের আদেশ দিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে কার্যোপযোগী অবস্থায় নদীতে বিরাজ করিতেছিল। ইতোমধ্যে মেম্‌ন্থেস্‌ হইতে পাঁচহাজার পদাতিক ও হার্পালাস-প্রেরিত সাতহাজার পদাতিকসহ তথায় উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি স্ত্রবণ ও রোপ্য খচিত পঞ্চবিংশতি সহস্র বর্ষ ও আনয়ন করিয়াছিলেন। আলেকজান্দার পুরাতন বর্ষগুলি ভস্মীভূত করিয়া নূতনগুলি সৈন্যদিগকে বিতরণের আদেশ করিলেন। সমুদ্রের দিকে এক সহস্র অর্ণবধান লইয়া অগ্রসর হইবার সঙ্কল্প করিয়া তিনি পোরস্‌ ও তাক্সিলিস্‌ নামক ভারতীয় নরপতিদিগকে (যাঁহারা এক্ষণে ভিন্নমতাবলম্বী হইয়া পুনর্বার পুরাতন কলহে ব্রতী হইতেছিলেন) পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ করিলেন এবং তাঁহারা তাঁহার রণতরী নিৰ্ম্মাণে যথেষ্ট সাহায্য করাতে প্রত্যেককে নিজ নিজ রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি নিকাইয়া ও বুকেফালা

(২) এইস্থানে কাটিয়াস্‌ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কৈনন্‌ হাইডাস্পিস্‌ তীরে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। আরিয়ান্‌ ৬২ দ্রষ্টব্য। দায়দরস্‌ ও কাটিয়াস্‌ উভয়েই লিখিয়াছেন যে নৌবাহিনী আকিসাইন্‌ হইতে যাত্রা করে। ইহাও ভ্রমপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে ইহা হাইডাস্পিস্‌ হইতেই অগ্রসর হইয়াছিল।

নামক দুইটা নগর নির্মাণ করিয়া শেষোক্তটিকে তাঁহার মৃত অশ্বের নামানুসারে অভিহিত করিলেন। পরে হস্তী ও পট্টাবাস প্রভৃতি স্থলপথে প্রেরণের আদেশ করিয়া, দৈনিক চল্লিশ ষ্টাডিয়া করিয়া নদী পথে যাত্রা এবং সময়ে সময়ে সৈন্যগণকে তীরভূমিতে সুবিধা মত অবতীর্ণ হইবার অনুমতি প্রদান করিলেন।



চতুর্থ অধ্যায়

বিভিন্ন জাতির পরাভব

যেস্থানে হাইডাস্পিস্ আকিসাইনের সহিত মিলিত হইয়া শিবি (১) জাতির জনপদে প্রবাহিত হইয়াছে, আলেকজান্দার অবশেষে তথায় উপনীত হইলেন। এই জাতি প্রচার করে যে, ইহাদের পূর্বপুরুষগণ হার্কিউলিসের সৈন্যাবলী-ভুক্ত ছিল কিন্তু ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পরিত্যক্ত হওয়াতে এই ভূভাগ অধিকার করে এবং তাহাদের বংশধরগণই এক্ষণে ঐসকল জনপদে বাস করিতেছে। ইহারা বস্ত্র-জন্তুর চর্ম পরিধান ও অস্ত্রস্বরূপ গদা ব্যবহার করিত। সময়গুণে গ্রীকদিগের আচার ব্যবহার অপ্রচলিত হইলেও, এই জাতির মধ্যে এক্ষণেও উৎপত্তির অনেক চিহ্ন বর্তমান ছিল। আলেকজান্দার উপকূলে অবতীর্ণ ও দুইশত পঞ্চাশ ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইয়া তাহাদের রাজ্যের সীমান্তে উপনীত হইয়া, এই ভূভাগ জনশূন্য করিলেন।

(১) পূর্ববর্তী ১৩৯ পৃষ্ঠা ব্রষ্টব্য।

তিনি রাজধানীর চতুর্দিকস্থ প্রাচীর আক্রমণ করিয়া উহা অধিকার করিলেন। এই জাতিভুক্ত চল্লিশ সহস্র পদাতিক তাঁহার নদীতীরে অবতরণে বাধাদিবার জন্ত প্রস্তুত থাকিলেও, তিনি নদী উত্তীর্ণ হইয়া শত্রুকে পলায়নে ও নগর অধিকার করিয়া নগরমধ্যস্থ সকলকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করিলেন। প্রাপ্তবয়স্কব্যক্তিগণকে নিহত ও অবশিষ্টাংশকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করা হইল।

অতঃপর তিনি অত্র একটা নগর অবরোধ করিলেন (২)। কিন্তু অপরূদ্ধ সৈন্যগণ একরূপভাবে বাধা প্রদান করিল যে, তিনি তাঁহার অনেক মাসিদোনিয় সৈন্য হারাইয়া পশ্চাদ্গত হইলেন। যাহাহউক, তিনি অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; অবশেষে অধিবাসিবৃন্দ হতাশ হইয়া আপনাদের গৃহে অগ্নি-প্রদান পূর্বক স্ত্রী-পুত্রাদিসহ ঐ অগ্নিতে ঝম্প প্রদান করিল। তখন যুদ্ধ ভিন্ন-ভাব ধারণ করিল; অধিবাসীরা অগ্নির প্রভাব বৃদ্ধি করিয়া নগরধ্বংসের ও আক্রমণকারীরা অগ্নিনির্বাপিত করিয়া নগর রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল। নগরের দুর্গ ধ্বংস না হওয়াতে, আলেকজান্ডার তথায় সৈন্যস্থাপন করিলেন। দুর্গের চতুর্দিকে ভারতবর্ষের (গঙ্গাব্যতীত) অন্য তিনটা বৃহৎ নদী প্রবাহিত হইত বলিয়া, আলেকজান্ডার নৌকাপথে দুর্গের চতুর্দিক পরিভ্রমণ করিলেন। দুর্গের উত্তর দিকে

(২) কাটিয়াস্ এই নগরবাসীর নাম প্রদান করেন নাই; কিন্তু দায়দরস্ আগালেসিস্ নামক এক জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। সেন্টমার্টিন্ অনুমান করেন যে, এইজাতি হাইডাস্‌পিস্ ও আকিসাইনের মধ্যবর্তী ভূভাগে বাস করিত। ম্যাক্রিগল ইহাদিগকে পাণিনি ও বরাহসংহিতায় উল্লিখিত অর্জুনায়ন জাতি বলিয়া মনে করেন। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভেও এই নাম পাওয়া যায়।

সিন্ধু এবং দক্ষিণে আকিসাইন্ হাইডাস্পিসের সহিত মিলিত হইয়াছে (৩)।

নদীগুলির একত্র সম্মিলনে জলরাশি সমুদ্রের লহরীর ন্যায় উত্থিত হয় এবং একত্রীভূত জলের বেগে সর্বদা পরিবর্তনীয় কর্দমাক্ত তীরগুলির মধ্যদিয়াই যাতায়াত করিতে হয়। সুতরাং ক্রমাগত তরীগুলির সহিত উর্ষিমালার দ্রুতসংঘাতে, নাবিকগণ পাল বিস্তার করিতে বাধ্য হইল; কিন্তু নিজেদের ব্যাকুলতা ও তরঙ্গাঘাতে তাহারা সময়মত আদেশ প্রতিপালনে অসমর্থ হওয়ায় সকলের সম্মুখে সর্কাপেক্ষা বৃহৎ দুইখানি জাহাজ জলমগ্ন হইল। ক্ষুদ্র তরীগুলি সামলাইতে না পারিলেও ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়াই উপকূলে পৌঁছিল। যে জাহাজে আলেকজান্দার স্বয়ং আরুঢ় ছিলেন, সেখানিও অত্যন্ত বেগবান আবর্তে পতিত হইয়া জাহাজের কর্ণধারের নির্দেশের বিরুদ্ধে আড়া-আড়িভাবে ঘূর্ণিত হইতেছিল।

আলেকজান্দার নদীতে ঝম্প প্রদানের ইচ্ছায় বস্ত্রাদি উন্মোচন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বন্ধুরাও তাঁহার উদ্ধারার্থ নিকটেই সম্ভরণ করিতেছিলেন, কিন্তু নদীমধ্যে অথবা জাহাজের উপরে, যেখানেই থাকুন, বিপদ একইপ্রকার বলিয়া নাবিকেরা উত্তালতরঙ্গ মধ্যদিয়া জাহাজকে লইয়া যাইবার জন্য মনুষ্যের সাধ্যাতীত চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন বোধ হইতে লাগিল যেন উর্ষিমালী দ্বিখণ্ডিত হইতেছে, ঘূর্ণায়মান আবর্তগুলি পলায়ন করিতেছে। অবশেষে জাহাজখানি রক্ষা পাইল। তথাপি জাহাজখানি নিরাপদে উপকূলে

(৩) কাটিয়ান্স এইস্থানে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এরূপভাবে নদীগুলি সম্মিলিত হয় নাই।

উপনীত হইতে পারিল না ; নিকটবর্তী চড়ায় আবদ্ধ হইল। বোধ হইল যেন নদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হইতেছে। আলেকজান্দার তথায় তিনটী বেদী নির্মাণ পূর্বক দেবার্চনা করিলেন এবং ত্রিশ ষ্টাডিয়া হিসাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

অতঃপর তিনি শূদ্রক ও মাল্লিজাতির রাজ্যে উপনীত হইলেন। এই দুইজাতি ইতঃপূর্বে একে অপরের সহিত যুদ্ধ করিত, কিন্তু সাধারণ বিবাদের জন্য ইহারা একত্রীভূত হইল। সম্মিলিত সৈন্যাবলীতে নব্বইসহস্র যুদ্ধোপযোগী পদাতিক, দশসহস্র অশারোহী ও নয়শত রথ ছিল। মাসিদোনীয়গণের ধারণা ছিল যে, তাহারা সকল বিপদ অতিক্রম করিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে ভারতের সকল সমরাসক্ত জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে এই আশঙ্কায় তাহারা আকস্মিক ভয়ে ভীত হইল এবং পুনর্বার রাজদ্রোহসূচক বাক্যে আলেকজান্দারের নিন্দা করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল, আলেকজান্দার গঙ্গা ও তন্নিকটবর্তী ভূভাগ পরিত্যাগ করিলেও, যুদ্ধের অবসান করেন নাই ; তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের স্থান পরিবর্তন করিয়াছেন মাত্র। যাহাতে ভীষণ জাতিগণের সহিত যুদ্ধে রক্তপাত করিয়া তাঁহার সমুদ্রপথ উন্মুক্ত করিতে পারে, তজ্জগুই তাহারা এইস্থানে বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে। তাহাদের দেশের নক্ষত্রপুঞ্জ ও সূর্য্যের দৃষ্টিপথ হইতে তাহাদিগকে টানিয়া আনা হইয়াছে এবং মনুষ্যের অদৃষ্ট স্থানসমূহে যাইতে বাধ্য করা হইতেছে। নূতন নূতন শত্রু, নূতন নূতন অস্ত্রসহ ক্রমাগতই উদ্ভূত হইতেছে এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিলেও, কি পুরস্কার লাভ হইতেছে ? সমুদ্রের অতলস্পর্শী বারি-রাশির উপরে কুজাটিকা ও অন্ধকার এবং অবিশ্রান্ত রজনী ব্যতীত আর কি রহিয়াছে ? যে ভীষণ বিকটাকার জন্তুপূর্ণ অবিশ্রান্ত সমুদ্র

দেখিলে সর্বগ্রাসী প্রকৃতিও ভয় পায়, আমাদের সম্মুখে তাহাই দেখিতেছি—ইহাব্যতীত আমাদের আর কি পুরস্কার হইতে পারে ?

আলেকজান্দার স্বয়ং ভীত না হইলেও, সৈন্যগণের নিৰ্কিঙ্কতার জন্য ব্যস্ত হইয়া তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া—যে শত্রুর ভয়ে তাহারা ভীত হইয়াছে তাহারা যে দুৰ্বল ও অসামরিক, এই জাতিদ্বয়কে পরাজিত করিলে যে আর কোনও প্রতিবন্ধক নাই, এইস্থান ও সমুদ্রমধ্যস্থিত পথ অতিক্রম করিলে যে তাহাদের পরিশ্রমের অবসান হইবে, গঙ্গা ও গঙ্গাতীরবর্তী জাতিগণের ভয়ে তাহারা ভীত হওয়াতে তিনি ঐদিকে অগ্রসর হইতে বিরত হইয়া যথায় ক্লেশ কম হইলেও একইপ্রকার সুফল লাভ হইবে, সেইপথে তাহাদিগকে লইয়া যাইতেছেন ; তাহারা সমুদ্রের অত্যন্ত নিকটবর্তী (৪) হইয়াছে এবং সমুদ্রোচ্ছিত বায়ু তাহাদের গাত্রস্পর্শ করিতেছে—এইসকল কথা তাহাদিগকে জ্ঞাত করিলেন । তাহারা যেন তাঁহার সুফললাভের অন্তরায় না হয় ; হার্কিউলিস্ ও ফাদার ব্যাকাস্ অপেক্ষাও তাহারা অধিকস্থান অতিক্রমে সমর্থ হইবে এবং এবস্পকারে তাহারা তাহাদের রাজার উপরে অবিদ্বন্দ্ব খ্যাতি সম্প্রদান করিতে পারিবে । তাহারা যেন তাঁহাকে ভারতবর্ষ হইতে সম্মানের সহিত প্রত্যাবর্তন করিতে দেয়, পলাতকের ন্যায় পলায়ন করিতে না হয় ।

প্রত্যেক জনসঙ্ঘ, বিশেষতঃ, সৈন্যগণের জনসঙ্ঘ, সহজেই উত্তেজিত হয় এবং এইজন্য বিদ্রোহদমনের পছা অপেক্ষা যে কারণে বিদ্রোহ আরম্ভ হয় তাহা অপেক্ষাকৃত গুরুতর । তাহাদিগকে চালিত করিবার জন্য সৈন্যগণ যেরূপ উৎসুক ও আহ্লাদসহকারে জয়ধ্বনি

(৪) প্রকৃতপক্ষে সমুদ্র এইস্থান হইতে ছয়শত মাইল ব্যবধান ছিল ।

করিয়াছিল, একরূপ কোনদিন আর তাহারা করে নাই এবং দেবতাগণ যাহাতে তাঁহার অস্ত্রকে বিজয়ী করেন এবং তিনি যেসকল বীরের অমুকরণ করিতেছেন, তাঁহাদেরই গ্ৰায় যেন সূক্ষলাভ হয়, এইরূপ প্রার্থনা করিল। এইসকল জয়ধ্বনিতে উৎসাহান্বিত হইয়া আলেকজান্দার তৎক্ষণাৎ শত্রুর দিকে অগ্রসর হইলেন। ভারতীয় জাতিবর্গের মধ্যে এই শত্রু সংখ্যায় সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ ছিল। শত্রু সৈন্য যুদ্ধের জন্ত যথোপযুক্ত আয়োজন করিয়া শূদ্রক (৫) জাতিভুক্ত একজন সাহসী ঘোড়াকে অধিনায়ক নিযুক্ত করিয়াছিল। এই বহুদর্শী সেনাপতি এক পর্বতের সান্নিধ্যে শিবির সন্নিবেশ করিয়া স্বীয় সৈন্য যে আরও অধিক ইহাই প্রদর্শন করিবার জন্ত অনেকস্থান ব্যাপিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখিবার আদেশ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু, তিনি তদ্দেশীয় বর্ষরোচিত প্রথায় চীৎকার ও গর্জন করিয়া বিশ্রামসুখনিমগ্ন মাসিদোনীয়গণের ভয় উদ্বেকে বৃথা প্রয়াস পাইতেছিলেন।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, আলেকজান্দার আশা ও ভরসাপূর্ণ হৃদয়ে, যুদ্ধার্থপ্রস্তুত সৈন্যগণকে অস্ত্রসহ অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু বর্ষরগণ অকস্মাৎ পলায়ন করিল, ভয় বা গৃহবিবাদের জন্ত তাহারা একরূপ করিল, তাহার কোন কারণ অবগত হওয়া যায়না। যাহা হউক, তাহারা সময়মতই তাহাদের পার্শ্বত্যাগে আশ্রয়গ্রহণ করিল। নরপতি বৃথা তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। যাহা হউক, তিনি তাহাদের শিবির লুণ্ঠন করিলেন।

(৫) আরিয়ান্ 'অক্সিড্রাকাই' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ববর্তী ১৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। কাটিয়াস্ ও দায়দরসে এইস্থানে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। দায়দরস্ বলিয়াছেন যে সেনাপতি নিয়োগ সম্বন্ধে দুইজাতিতে অনৈক্য হওয়ায় উভয়ে পৃথক হয়।

অতঃপর তিনি শূদ্রকগণের নগরে উপনীত হইলেন (৬)। অধিকাংশ শত্রুই এইস্থানে আশ্রয়লাভার্থ এই স্বরক্ষিত নগরে অস্ত্রসহ পলায়ন করিয়াছিল। আলেকজান্দার এইস্থান আক্রমণার্থ প্রস্তুত হইলে, ডিমফোন নামক দৈবজ্ঞ অশুভ লক্ষণ দেখিয়া তাঁহাকে নগরাক্রমণে নিষেধ করিল। আলেকজান্দার তাহার দিকে দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করিয়া বলিলেন “যদি কেহ এইপ্রকারে তোমার কার্যে বাধা প্রদান করে, তাহা হইলে কি তুমি তাহাকে ধৃষ্ট বিরক্তকারী বলিয়া বিবেচনা কর না?” দৈবজ্ঞ উত্তর করিল, “নিশ্চয়ই করি।” তখন আলেকজান্দার প্রত্যুত্তরে বলিলেন, “তাহা হইলে তুমি কি মনে করনা যে, যখন আমি এইপ্রকার গুরুতর কার্য্য করিতে উদ্যত এবং তোমার গ্নায় পশ্বাদির অস্ত্র পরীক্ষায় (৭) নিযুক্ত নহি, তখন কি কুসংস্কারের দাস দৈবজ্ঞের এইপ্রকার প্রতিবন্ধক অসাময়িক বলিয়া মনে করিব না?” (৮) এই উত্তর দিয়াই তিনি প্রাচীরগাত্রে অধিরোহণী সংলগ্ন করিতে আদেশ করিলেন এবং অত্র সকলে অধিরোহণী আরোহণে ইতস্ততঃ করিলে, তিনি স্বয়ং দুর্গপ্রাচীরে আরোহণ করিলেন।

কিন্তু দুর্গপ্রাচীর অপ্রশস্ত ছিল এবং তাহাতে বপ্রেও ছিদ্র ছিলনা, এইজন্য আক্রমণকারীরা ইহা উল্লঙ্ঘন করিতে অপারগ হইতেছিল। আলেকজান্দার বপ্রে প্রান্তসীমা অবলম্বন করিয়া চতুর্দিক হইতে আগত বাণ হইতে আপনাকে চর্ম্মদ্বারা রক্ষা করিতেছিলেন

(৬) আরিয়ান্, ষ্ট্রাবো ও প্লুটার্ক লিখিয়াছেন যে আলেকজান্দার মল্ল জাতির নগরেই আহত হইয়াছিলেন। পূর্ববর্তী ১৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৭) গ্রীকদের দৈবজ্ঞগণ পশ্বাদি হনন ও তাহাদের অস্ত্রপরীক্ষায়া শুভাশুভ নির্ণয় করিতেন।

(৮) দায়দরস্ও এই ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন।

(৯)। উর্দ্ধ হইতে এত অধিক পরিমাণে তীর নিক্ষিপ্ত হইতেছিল যে সৈন্তেরা প্রাচীরোপরি উঠিতে পারিতেছিল না। অবশেষে তাহাদের নরপতি শত্রুহস্তে পতিত হইবেন এই আশঙ্কায় তাহারা আপনাদের সমূহ বিপদ বিস্মৃত হইল। প্রত্যেকেই প্রাচীরোপরি শীঘ্র শীঘ্র উঠিবার আশায় গোলমাল করায় অধিরোহণী হইতে তাহারা নিম্নে পতিত হইতে লাগিল এবং অত্যধিক সৈন্ত উহাতে আরোহণ করায় এবং ঐ গুলিও ভগ্ন হওয়ায় আলেকজান্দারের শেষ আশা অন্তর্হিত হইল। এইজন্য তিনি তাঁহার অসংখ্য শত্রু সৈন্তের সম্মুখে একাকী দণ্ডায়মান রহিলেন এবং তাঁহাকে জগৎ কর্তৃক পরিত্যক্ত নির্বাসিত ব্যক্তির স্থায় দেখাইতে লাগিল।

পঞ্চম অধ্যায়

আলেকজান্দারের আঘাত

এই সময়ে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত (যদ্বারা তিনি চন্দ্র ধারণ করিয়া আপনাকে রক্ষা করিয়াছিলেন) অত্যন্ত অবশ হইয়া পড়িল এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ চীৎকার করিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য প্রদান করিয়া নিম্নে পতিত হইতে বলিল। কিন্তু এই উপায় অবলম্বন না করিয়া তিনি এক অভূতপূর্ব ও অবিশ্বাস্ত কন্ম করিলেন—এরূপ ঘটনায় তাঁহার সূক্ষ্ম বুদ্ধি হওয়া অপেক্ষা তাঁহার অবিমূঢ়তার খ্যাতিই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কারণ তিনি শত্রুপূর্ণ নগর মধ্যেই লক্ষ্য প্রদান

(৯) আরিয়ান্ ও দায়দরস্ লিখিয়াছেন যে দুর্গমধ্যে এই ঘটনা ঘটে, দুর্গের বহির্দেশে নহে।

করিলেন। এরূপ করাতে তাঁহার যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবার আশা ছিল না, ভূমি হইতে উখিত হইবার পূর্বেই পরাভূত হইয়া তাঁহার বন্দী হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু অদৃষ্টবশে, তিনি এরূপ সুন্দর ভাবে লক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন যে, তিনি ভূমিতে দণ্ডায়মান অবস্থায় পতিত হইলেন এবং ইহাতে তিনি সোজা হইয়া যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন। পত্র ও শাখা সম্বলিত একটা পুরাতন বৃক্ষ যেন তাঁহারই রক্ষার্থ প্রাচীরের নিকটে ছিল। এই বৃক্ষের কাণ্ডের পার্শ্বে তিনি এরূপ ভাবে আপনাকে স্থাপন করিলেন যাহাতে তিনি শত্রু কর্তৃক বেষ্টিত না হইতে পারেন এবং এবম্বিধকারে পশ্চাদ্ধিকে রক্ষিত হইয়া তিনি সম্মুখবর্তী তীর হইতে চর্ম্ম দ্বারা নিজেকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। একাকী হইলেও তাঁহার কোন শত্রু তাঁহার নিকটে আসিতে সাহসী হইতেছিলনা। এবং শত্রু কর্তৃক নিষ্কিপ্ত তীরের অধিকাংশই তাঁহার চর্ম্মে না লাগিয়া বৃক্ষের শাখা প্রশাখায় বিদ্ধ হইতেছিল।

এ সময়ে তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত খ্যাতি ও নৈরাশুই তাঁহাকে রক্ষা করিতেছিল। কিন্তু শত্রুর সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছিল, তাঁহার চর্ম্ম এই সময়ে শত্রুনিষ্কিপ্ত তীরে পূর্ণ এবং তাঁহার উষ্ণীষ লোষ্ট্রাঘাতে চূর্ণ হইয়াছিল। ক্রমাগত পরিশ্রমে ক্লান্তির জন্ম তাঁহার জান্নও অবনত হইয়া আসিতেছিল। এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার সন্নিকটস্থ কয়েকজন শত্রু বিপদ তুচ্ছ করিয়া অসাবধানতার সহিত তাঁহাকে আক্রমণার্থ অগ্রসর হইল। ইহাদের দুইজনকে তিনি তরবারীর আঘাতে নিহত করিলে অন্য কেহই সাহস সহকারে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতে ভরসা পাইল না। তাহারা কেবল দূর হইতে তাঁহার প্রতি বাণ ও বর্শা নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

কিন্তু এই প্রকারে প্রত্যেক শত্রুর লক্ষ্য হইলেও, তিনি জানু পাতিয়া উপবিষ্ট অবস্থায় নিজেকে সহজেই রক্ষা করিতেছিলেন। অবশেষে একজন ভারতবাসী ছুইহস্ত দীর্ঘ একটা তীর (আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে ভারতীয়গণ এই আকারের তীরই ব্যবহার করে) নিক্ষেপে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধভাগে আঘাত করিল। ইহাতে প্রবলবেগে শোণিত নির্গত হইতে আরম্ভ করিল এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা এই তীর উৎপাটনে অসমর্থ ও বলশূন্য হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবার উপক্রম করিলে তাঁহার হস্ত হইতে অস্ত্র পতিত হইল। ইহাতে যে তীরন্দাজ তাঁহাকে আহত করিয়াছিল, সে স্বীয় সাফল্যে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া তাঁহার অঙ্গাবরণাদি উন্মোচনার্থ দ্রুতবেগে অগ্রসর হইল। কিন্তু আলেকজান্দারের গাত্রে হস্তার্শ্বণ করিবামাত্র তিনি এই অপমানে একরূপ নিদারুণ কুপিত হইলেন যে, তিনি কথঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিয়া ও তরবারী উত্তোলন করিয়া তাঁহার শত্রুকে আঘাত করিলেন। এবম্প্রকারে তাঁহার তিনজন আততায়ী তাঁহার পার্শ্ব প্রাণত্যাগ করিল এবং তাঁহার অপর শত্রুগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল।

ইতোমধ্যে যাহাতে তরবারী হস্তে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারেন তজ্জন্তু তাঁহার চর্ম্মের সাহায্যে উখিত হইবার চেষ্টাও বিফল হইলে তিনি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বৃক্ষের শাখার উপরে ভর দিয়া দণ্ডায়মান হইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার একরূপ শক্তি ছিল না সুতরাং তিনি পুনর্বার তাঁহার জানুর উপরে ভর দিতে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্ত হস্তসঙ্কেতে শত্রুকে আহ্বান করিলেন। অবশেষে নগরের অপর পার্শ্বে পিউসেষ্ঠাস্ শত্রুকে পরাভূত করিয়া, যেখানে আলেকজান্দার ছিলেন তথায়

উপনীত হইলেন। আলেকজান্দার মনে করিলেন যে, তাঁহার আর আর জীবনের আশা নাই ও পিউসেষ্ঠাস্ তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছেন এবং অতিরিক্ত অবসাদ হেতু তাঁহার চর্ম্মের উপরে পতিত হইলেন।

এই সময়ে টামিয়াস্ ও কিছুক্ষণ পরেই লিওনেটাস্ ও আরিষ্টো-নাস্ (১) তথায় উপনীত হইলেন। আলেকজান্দার নগর মধ্যে আছেন ইহা ভারতীয়গণ জানিতে পারিয়া অগ্ন্যাগ্ন স্থান পরিত্যাগ করিয়া দলবদ্ধ হইয়া তিনি যথায় ছিলেন তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার রক্ষাকারিগণকে আক্রমণ করিল। ইহাদের একজন, টিসিয়াস্ বহু বর্শাঘাতে বীরের গায় পতিত হইলেন। আর একজন পিউসেষ্ঠাস্ তিনটি বর্শাঘাত সহিয়াও নরপতির রক্ষার্থ স্বীয় চর্ম্ম ধারণ করিয়া রহিলেন। লিওনেটাস্ আক্রমণকারী বর্ষরগণকে প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিয়া স্কন্ধদেশে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া নরপতির পদতলে মূর্ছিত হইয়া পতিত হইলেন। পিউসেষ্ঠাস্ও এতক্ষণ অতিরিক্ত রক্তপাতে অবসন্ন হইয়া, আর চর্ম্ম ধারণ করিয়া আলেকজান্দারকে রক্ষা করিতে পারিতেছিলেন না। একমাত্র আরিষ্টোনাস্ অবশিষ্ট রহিলেন, কিন্তু তিনিও অত্যন্ত আহত হইয়া, বহুসংখ্যক আক্রমণকারীর সহিত যুদ্ধে সমর্থ হইতেছিলেন না। ইতোমধ্যে মাসিদোনিয়গণের নিকট জনশ্রুতি পৌঁছিল যে, আলেকজান্দারের মৃত্যু হইয়াছে।

এইরূপ সংবাদে অপর লোক ভীত হইত, কিন্তু ইহাতে মাসিদোনিয়গণের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইল। তাহারা সকল বিপদ তুচ্ছ

(১) কেবল কাটিয়াস্ ই দুইজনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

করিয়া তাহাদের কুঠার দ্বারা নগর প্রাচীর ভগ্ন করিল এবং সেই ছিদ্রপথে নগরে প্রবেশ করিয়া বহুসংখ্যক পলায়িত ভারতবাসীকে হত্যা করিল; অতি অল্প সংখ্যক শত্রুই তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিল। মাসিদোনীয় সৈন্যগণ বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক বা বালকবালিকা কাহাকেও ছাড়িল না; প্রত্যেকেই তাহাদের নরপতির আঘাতকারী বলিয়া মনে করিতে লাগিল এবং এবশ্প্রকারে তাহাদের অবজ্ঞা-মিশ্রিত রোষের পরিতৃপ্তি সাধন করিল।

ক্লিটার্কাস্ ও টিমাগিনিন্স্ উল্লেখ করিয়াছেন যে, টলেমী (যিনি অতঃপর রাজা হইয়াছিলেন) এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু স্বয়ং টলেমী (যিনি অবশ্যই নিজের সুযশের খর্বতা করিবেন না) তাঁহার জীবনীতে লিখিয়াছেন যে, তিনি এই সময়ে অগ্ৰত্ন ছিলেন; নরপতি তাঁহাকে অগ্ৰ এক অভিযানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের অযত্নশীলতা প্রতীয়মান হইবে; অথবা ইহাতে তাঁহাদের অসন্দ্বিগ্নতা জানা যাইবে; ইহাও অবশ্য তাঁহাদের কর্তব্যের ক্রটি। আলেকজান্দারকে একটী পট্টাবাসে লইয়া যাওয়া হইল, এইস্থানে বিদ্ধ তীরের কাষ্ঠময় অংশটুকু কণ্ঠিত হইল। তাঁহার বস্ম অপসারিত হইলে চিকিৎসকগণ দেখিতে পাইল যে, তীরের ফলার অগ্রভাগ বক্র রহিয়াছে। ক্ষত স্থান উন্মুক্ত না করিলে ইহা বহির্গত করিবার উপায় ছিল না এবং এরূপ কার্য্যও বিপজ্জনক। অস্ত্র করিলে পাছে তাহারা রক্তস্রাব নিবারণ করিতে না পারে, এই আশঙ্কায় তাহারা ভীত হইল। বিদ্ধ তীর বৃহৎ ছিল এবং এরূপ বল পূর্বক প্রযুক্ত হইয়াছিল যে নিশ্চয়ই ইহা শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল।

অস্ত্রচিকিৎসায় সুদক্ষ ক্রিটোবেলন্স্ও এইরূপ অনিশ্চিত স্থলে অত্যন্ত

ভীত হইয়াছিলেন এবং পাছে অকৃতকার্য হইলে তিনি বিপদে পতিত হন এই মনে করিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। আলেকজান্দার তাঁহার ক্রন্দন এবং তাঁহার ভীত ও পাণ্ডুবর্ণ বদনমণ্ডল দেখিয়া বলিলেন “কিজন্য তোমরা অপেক্ষা করিতেছ এবং শীঘ্র কার্য করিতেছনা? আমি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও, যে যন্ত্রণা আমি ভোগ করিতেছি তাহা হইতে আমাকে অব্যাহতি দেও। আমি ছুরারোগ্য আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি এবং আরোগ্যলাভ না করাইতে পারিলে তুমি কি নিন্দনীয় হইবে এইরূপ মনে করিতেছ?” তখন ক্রিটোবোলাস্, অবশেষে তাঁহার ভয় দূরীভূত করিয়া অথবা ভয়ের ভাগ করিয়া, অস্ত্র করিবার কালে যাহাতে অপরে আলেকজান্দারকে ধরিয়া রাখিতে পারে তজ্জন্ম অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, কারণ শরীরের সামান্য উত্তেজনাও অত্যন্ত বিপজ্জনক হইবে। ইহাতে নরপতি উত্তর করিলেন যে, তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্ম লোকের আবশ্যকতা নাই, পরে উপদেশানুযায়ী অস্ত্র করিবার সময় বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত হইলেন না (২)।

ক্ষতস্থান উন্মুক্ত ও তীরের অগ্রভাগ নিষ্কাশিত হইলে, এত অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইতে লাগিল যে, আলেকজান্দারের মূর্ছার উপক্রম হইল ও সঙ্গে সঙ্গে তিনি চক্ষু অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন এবং বোধ হইতে লাগিল যে তিনি মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছেন। রক্তস্রাব নিবারণের জন্ম সকলপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা হইল,

(২) প্লিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, ক্রিটোবোলাস্ নামক চিকিৎসক আলেকজান্দারের পিতা ফিলিপের চক্ষু হইতে তীর নিষ্কাশন করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করেন। বিভিন্ন গ্রন্থকার বিভিন্ন চিকিৎসকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু কোন ফলই হইল না এবং রাজার বন্ধুবর্গ তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া চীৎকার ও ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে রক্তস্রাব নিবারিত হইল এবং রোগী ধীরে ধীরে জ্ঞানলাভ ও ক্রমে ক্রমে তাঁহার চতুর্পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণকে চিনিতে পারিলেন। সৈন্যগণ দিবারাত্র সশস্ত্রাবস্থায় রাজকীয় পট্টাবাসের চতুর্পার্শ্বে রহিল। তাহারা সকলেই স্বীকার করিল যে, আলেকজান্দারের জীবনের উপরেই সকলের জীবন নির্ভর করিতেছে এবং তাঁহার স্ননিদ্রা হইবার পূর্বেই কেহই সে স্থান ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইল না। তিনি নিদ্রিত হইলে তাঁহার আরোগ্যের সম্ভাবনা বুঝিয়া সৈন্যেরা শিবিরে প্রত্যাগমন করিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আলেকজান্দারের আরোগ্যলাভ

আলেকজান্দার তাঁহার ক্ষতের জ্ঞা সাতদিবস চিকিৎসাধীন রহিলেন ; তিনি অবগত হইলেন যে বর্ষরদের মধ্যে জনশ্রুতি প্রচারিত হইয়াছে যে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে এবং এই ক্ষতস্থান পূর্ণ হইবার পূর্বেই তিনি দুইখানি জাহাজ একত্র বন্ধন করিয়া উহাদের মধ্যস্থলে নিজ পট্টাবাস স্থাপন পূর্বক যাহাতে সকলেই তাঁহাকে সেইস্থানে উত্তমরূপে দেখিতে পায় এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। এবম্প্রকারে অধিবাসিবৃন্দের দৃষ্টিগোচর হইয়া, শত্রুগণ যে তাঁহার মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদে আশাশ্রিত হইয়াছিল তাহা দূর করিলেন। তৎপরে, যাহাতে ক্ষেপণীরশব্দে তাঁহার অবসাদগ্রস্ত শরীরের শান্তিহানি

না হয়, তজ্জন্ম নৌবাহিনীর অবশিষ্টাংশের যাত্রার বহুপূর্বে একাকী নদীপথে (১) অগ্রগামী হইলেন। তিনি চতুর্থদিবসে অধিবাসী-পরি-
ত্যক্ত কিন্তু শস্ত্র ও পশ্বাদি পরিপূর্ণ জনপদে উপনীত হইলেন।
তিনি সসৈন্তে এইস্থানে আরামদায়ক বিশ্রাম ভোগ করিলেন।

মাসিদোনীয়দিগের মধ্যে এরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, নরপতির
বিশিষ্ট বন্ধুবর্গ ও তাঁহার শরীররক্ষীগণ ব্যাধিকালে তাঁহার শিবিরের
সম্মুখে অবস্থান করিতেন। এই প্রথা পূর্বাপরের ত্রায় আচরিত
হওয়ায়, তাঁহারা একত্রে তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। আলেক-
জান্দার তাঁহাদিগকে কক্ষমধ্যে একত্র প্রবেশ করিতে দেখিয়া আশঙ্কা
করিলেন যে তাঁহারা কোন দুঃসংবাদ আনয়ন করিয়াছেন এবং শত্রু সেই
মুহূর্ত্তে তথায় আগমন করিয়াছে কিনা তিনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা
করিলেন। তখন তাঁহাদের মুখপাত্রস্বরূপ ক্রাটেরস্ নিমোক্তমন্মে আলেক-
জান্দারকে সম্বোধন করিলেন “আপনি কি অনুমান করিতে পারেন যে
শত্রু কর্তৃক আমাদের শিবির আক্রমণে আমরা যেরূপ চিন্তিত হই,
আপনার নির্বিঘ্নতার জন্ম আমরা ততোধিক উদ্ভিগ্ন থাকি? কিন্তু
আপনি শেষোক্ত বিষয় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন। যদি সম্মিলিত জগৎ
আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, যদি ভূমণ্ডলের সকলজাতি অস্ত্র ও
সৈন্ত দ্বারা পৃথিবী আবৃত করে, সকল সমুদ্র রণতরী দ্বারা আচ্ছন্ন
করে, অথবা ভীষণ বহুজন্তুসমূহ আমাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়,
ভথাপি আপনার অধিনায়কত্বে আমরা অপরাজেয় হইব।
কিন্তু আপনি যখন স্বয়ং নানারূপ বিপদের সম্মুখীন হইয়া থাকেন

(১) হাইড্রাওটীস্ বা রাবি। আলেকজান্দারের সময়ে মূলতানের নিম্নভাগে
হাইড্রাওটীস্ আকিসাইনের সহিত মিলিত ছিল।

ও সঙ্গে সঙ্গে আপনার এতগুলি স্বদেশবাসীর জীবন বিপন্ন করেন, তখন কোন্ দেবতা বলিতে পারেন যে মাসিদনের রক্ষাকর্তা ও গৌরব-রক্ষক বহুদিন রক্ষা পাইবেন? আমাদের মধ্যে কে আপনার অপেক্ষা অধিকদিন জীবিত থাকিতে চাহে অথবা আপনার অভাব হইলে কে জীবিত থাকিতে সমর্থ হইবে? আপনার অধীনে ও পরিচালনায় আমরা এতদূর অগ্রসর হইয়াছি এবং আপনি ব্যতীত অন্য কেহই আমাদের গৃহে লইয়া যাইতে পারেন না।

“আপনি যখন দারিয়াসের সহিত পারশ্বের আধিপত্যের জন্ত বিবাদ করিতেছিলেন, তখনও আপনি সদাসর্বদা বিপদের জন্ত প্রস্তুত থাকিতেন বলিয়া প্রত্যেকেই আশ্চর্যান্বিত হইত, কারণ যে ক্ষেত্রে বিপদ ও পুরস্কার একই প্রকার, তথায় সফলতায় লাভ যে কেবল অধিক তাহা নহে, পরাজয়েও যথেষ্ট সাহসনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু একটি অজ্ঞাত গ্রামের জন্ত আপনি আপনার অমূল্য জীবন বিপন্ন করিলে আপনার কোন্ সৈন্ত, (সৈন্তের কথা দূরে থাকুক, কোন্ বর্ষের যে আপনার সুযশের কথা অবগত হইয়াছে) এরূপ কার্য অনুমোদন করিতে পারে? আমাদের সম্মুখে যে দৃশ্য ঘটিয়াছিল, তাহা মনে হইলে আমাদের অন্তরাশ্রা ভীত হইয়া পড়ে।

“অপরাজেয় আলেকজান্দারের গাত্র হইতে উন্মোচিত ও লুপ্তিত দ্রব্যগুলি সর্বাপেক্ষা ভীকর হস্তে পড়িয়া কলঙ্কিত হইত, এই কথা মনে হইলে আমরা কল্পিত না হইয়া থাকিতে পারি না। আপনি যখন বিপদের সম্মুখীন হইয়া ছিলেন, তখন আপনার সহিত যাহারা সহগামী হইতে পারে নাই, তাহারা বিশ্বাসঘাতক, পলাতক ব্যতীত কিছুই নহে; এবং যদি আপনি আমাদেরকে সেই কলঙ্কে অসম্মানিত করিতে ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, (যে কলঙ্ক হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারিব

না) সেই কলঙ্ক মোচনের জন্তু কেহই পশ্চাৎপদ হইব না। আমরা করপুটে প্রার্থনা করিতেছি, আমাদের জীবনের মূল্য আপনি যে অত্যন্ত অল্প মনে করেন, তাহা অন্ত্রপ্রকারে প্রমাণিত করুন। আমরা নিবেদন করি যে, আপনি ক্ষুদ্র বিপদ ও খণ্ডযুদ্ধের জন্তু আমাদেরকে রাখিয়া কেবল আপনার মহত্বের উপযুক্ত কার্যের জন্তু প্রস্তুত থাকুন। অনুপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিগণের সহিত যুদ্ধে অর্জিত সূক্ষ্ম শীঘ্রই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া পরিগণিত হয় এবং যথায় আপনার বীরত্ব প্রদর্শন করিবার স্থান নহে, তথায় ইহা নষ্ট করা অপেক্ষা অসঙ্গত অন্ত্র কিছুই নহে।”

টলেমী ও অন্যান্য উপস্থিত সেনাপতিগণও এই ভাবে আলেকজান্দারকে সম্বোধন করিলেন এবং সকলে সমবেতস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহাকে নিবেদন করিলেন যে, যদিও তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম-প্রার্থী, তথাপি তিনি যেন এরূপ আকাঙ্ক্ষা সীমাবদ্ধ করিয়া নিজ জীবন ও সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের মঙ্গলের প্রতি অধিকতর দৃষ্টিপাত করেন। বন্ধুবর্গের স্নেহ ও রাজভক্তি নরপতির নিকট এরূপ প্রীতিকর হইল যে, (২) তিনি তাঁহার অভ্যস্ত অনুরাগ অপেক্ষা অধিকতর আবেগে প্রত্যেককে আলিঙ্গন করিয়া সকলকেই উপবেশনার্থ অনুরোধ করিলেন।

তৎপরে, তিনি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার বিগত জীবনের কার্য সমালোচনা পূর্বক বলিলেন “হে চিরবিধ্বস্ত, কর্তব্য-পরায়ণ প্রজা ও বন্ধুগণ! তোমরা আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ

(২) পক্ষান্তরে আরিয়ান্ বলিয়াছেন যে, আলেকজান্দার বন্ধুবর্গের এরূপ ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন।

কর। তোমরা কেবল এক্ষণেই তোমাদের নিজের নির্বিঘ্নতা অপেক্ষা আমার জীবন অধিক আবশ্যকীয় বিবেচনা কর নাই; পরন্তু তোমরা এই অভিযানের প্রারম্ভ হইতেই প্রত্যেক প্রকারে আমার প্রতি তোমাদের সদয় ব্যবহার প্রদর্শন করিবার কোন সুযোগই উপেক্ষা কর নাই। সুতরাং আমি বলিতে বাধ্য যে বর্তমান সময়ের গ্ৰায় কোনকালেই আমার জীবন আমার নিকট অধিকতর মূল্যবান বোধ হইতেছে না; বিশেষতঃ যাহাতে দীর্ঘকাল তোমাদের সাহচর্য্যভোগ করিতে পারি এই আশায় জীবন ধারণ অধিকতর প্রীতিকর মনে হইতেছে। তথাপি, ইহাও আমার উল্লেখ করা কর্তব্য যে, যাহারা আমার জন্ম জীবন বিসর্জন করিতে প্রস্তুত, তাহারা আমা অপেক্ষা ভিন্ন ভাবে এই কার্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া থাকে, কারণ আমি মনে করি যে আমার বীরত্বেই তোমরা আমার প্রতি এক্রপ ভাবে আকৃষ্ট। সম্ভবতঃ, আমার অনুগ্রহলব্ধ ফল তোমরা দীর্ঘকাল—হয়ত চিরকাল ভোগ করিতে ইচ্ছুক; কিন্তু আমি কেবল ধ্যান-দ্বারা জীবনের পরিমাণ করি—সময়ের দ্বারা নহে।

“আমি আমার পৈতৃক সম্পত্তিতে সন্তুষ্ট থাকিলে মাসিদোনিয়াতেই অলসভাবে নিরুদ্ধে জীবনাতিপাত করিয়া অজ্ঞাত ও যশোহীন হইয়া বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারিতাম। অবশ্য যাহারা গৃহে অলসের গ্ৰায় জীবনাতিপাত করে, অদৃষ্ট তাহাদেরও করায়ত্ত নহে—তাহারা সুদীর্ঘ কাল জীবন যাপনই সর্ব্বাপেক্ষা সুখকর মনে করিলেও, অনেক সময়েই তাহারা অকস্মাৎ মৃত্যুর কবলে পতিত হইয়া থাকে। আমি বৎসর হিসাবে আমার জীবন গণনা করি না—জয়লাভের হিসাবেই ইহা গণনা করি এবং ভাগ্যবিধাতার অসংখ্য বর লাভ নির্গম করিলে সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছি মনে করি। মাসিদোনিয়ায় রাজত্ব করিতে আরম্ভ

করিয়া এক্ষণে আমি সমগ্র গ্রীসের আধিপত্য ভোগ করিতেছি। আমি থেস্ ও ইলিরিয়া পরাভূত করিয়াছি; ট্রিবালী, ও মীডীগণ (৩) আমারই অধীন এবং হেলেনপণ্টের উপকূল হইতে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত এসিয়ার বিস্তৃত ভূভাগ আমার করতলগত। এক্ষণে আমি পৃথিবীর প্রান্তসীমা হইতে দূরে নাই এবং ইহা আতক্রম করিয়া আমি এক নূতন পৃথিবীতে গমন করিতে ইচ্ছুক। শুভ ক্ষণে (৪) আমি এসিয়া হইতে ইউরোপের সামান্তে প্রবেশ করিয়াছিলাম। তোমরা কি মনে কর আমার রাজত্বের নবমবর্ষে এবং জীবনের অষ্টাবিংশবৎসরে এই উভয় মহাদেশ পরাজিত করিয়া, আমি আমার সুখ সম্পূর্ণ করিতে (একমাত্র যাহাতে আমি অনুরক্ত) পরাভূত হইব? না—আমি আমার কর্তব্য হইতে বিরত হইব না এবং আমি যে স্থানেই যুদ্ধ করিব, সেই স্থানেই আমি আমাকে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে, মানবজাতিকে দর্শকরূপে মনে করিয়া যুদ্ধ করিব। অজ্ঞাতস্থান সমূহকে আমি সুবিখ্যাত করিব। প্রকৃতি যে সকল স্থানকে এতদিন অনধিগম্য করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি সকল জাতির নিকটই সেই সকল স্থানকে সহজগম্য করিব।

“এই সকল মহোৎসবের মধ্যে অদৃষ্টদোষে আমার মৃত্যু হইলে আমার সুখ আরও বৃদ্ধি পাইবে। আমি যে বংশসম্বৃত সে বংশ (৫) অধিকদিন জীবন ধারণ করা অপেক্ষা অল্পকাল জীবিত থাকিয়া

(৩) থেস্ প্রদেশস্থ জাতি।

(৪) সিথিয়াবাসিগণকে আক্রমণে জাক্সাটীস্ উত্তীর্ণ হইবার সময়ে।

(৫) আলেকজান্দার সুপ্রসিদ্ধ গ্রীকবীর আকিলিসের বংশসম্বৃত বলিয়া পরিচয় দিতেন।

অধিক কার্য করাই সমীচীন মনে করে। আমার অনুরোধে তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখ যে, আমরা যেদেশে আসিয়াছি তথায় একটা স্ত্রীলোক বীরত্বের জ্ঞান সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু সেমিরামিস্ কয়টা নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন? তিনি কোন্ মহোৎসবে ব্রতী হইয়াছিলেন? তিনি কোনজাতি পরাভূত করিয়াছিলেন? এক্ষণেও আমরা একটা রমণীর যশস্কর কার্যের সমান কার্য করিয়া উঠিতে পারি নাই এবং আমাদের কার্যের কি পরিসমাপ্তি হইয়াছে? আমি বলিতেছি, না। দেবতাগণ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আমাদের করিবার বহুকার্য রহিয়াছে। তোমরা আমাকে গৃহশত্রু (৬) হইতে রক্ষা কর তাহা হইলে আমি নিঃসংশয়ে যুদ্ধের সম্মুখীন হইব।

“ফিলিপ (৭) রঙ্গমঞ্চ অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে নিরাপদ ছিলেন। তিনি অনেক সময় শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেও, প্রজার হস্ত হইতে রক্ষা পান নাই। এবং অন্যান্য রাজন্যবর্গ কিপ্রকারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন তাহা যদি তোমরা অনুসন্ধান কর, তাহা হইলে তোমরা দেখিবে যে, শত্রু অপেক্ষা প্রজাবর্গের হস্তেই অধিক সংখ্যক রাজা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এক্ষণে বহুকাল আমি যে বিষয় পর্যালোচনা করিয়াছি সেইকথা বলিবার সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় আমি প্রকাশ করিতেছি যে, আমার সকল বিপদ বা কার্যের এই পুরস্কার প্রার্থনা করি যে, আমার গর্ভধারিণী অলিম্পিয়াস্

(৬) হার্মালস্ ও বালকভৃত্যগণের চক্রান্তের কথাই এই স্থানে উল্লেখ করিতেছেন।

(৭) আলেকজান্দারের পিতা ফিলিপ পারশ্ব অভিযানের সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া শোভাযাত্রাকালে নিহত হইয়াছিলেন।

মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যেন দেবতার ন্যায় পূজিতা হইতে পারেন। আমি জীবিত থাকিলে এই কার্য্য আমিই সম্পন্ন করিব, কিন্তু যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে তোমরা স্মরণ রাখিও যে, এই কার্য্যভার তোমাদের উপরেই ন্যস্ত করিয়াছি।” এই কথা বলিয়া তিনি বন্ধুবর্গকে বিদায় করিলেন, কিন্তু তিনি বহুদিবস সেই স্বক্কাবারে অতিবাহিত করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

বাইটন্ ও বক্সাস্

যখন ভারতবর্ষে এই সকল ঘটনা ঘটিতেছিল তখন অনতিকালপূর্বে বাক্ট্রায় স্থাপিত গ্রীক্ সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইল। অধিকতর বলবান পক্ষ রাজভক্ত কয়েকজনকে বধ করিয়া অস্ত্রগ্রহণ ও অনুপযুক্তরূপে রক্ষিত বাক্ট্রায় দুর্গ অধিকার করিয়া বর্করগণকে তাহাদের স্বদলভুক্ত করিতে বাধ্য করিল। ইহাদের অধিনায়ক আথেনোডোরাস্ রাজ্যোপাধি ধারণ করিয়াছিল। রাজ্যশাসন অপেক্ষা অধীন সৈন্যগণ সহ স্বদেশ প্রত্যাগমনের ইচ্ছাতেই সে এরূপ করিয়াছিল। এই আথেনোডোরাসের বিরুদ্ধে একই স্থানভুক্ত বাইটন্ নামক একব্যক্তি ঈর্ষান্বিত হইয়া চক্রান্ত করিয়া তাহাকে নিমন্ত্রণকালে বক্সাস্ নামক জনৈক জর্জিয়ানাবাসী দ্বারা হত্যা করিয়াছিল। পরদিবস বাইটন্ এক সাধারণ সভা আহূত করিয়া অধিকাংশের নিকট প্রতীয়মান করিতে সমর্থ হইল যে, আথেনোডোরাস্ বিনা কারণে তাহার জীবন নাশ করিতে চক্রান্ত করিয়াছিল। তথাপি কেহ কেহ সন্দেহ করিল যে, বাইটন্ই অন্যায়

আচরণ করিয়াছে এবং অল্প সকলে ধীরে ধীরে এই মত গ্রহণ করিল। এইজন্য গ্রীকসৈন্যগণ স্বেযোগ পাইলে বাইটন্কে বধ করিবার জন্য অস্ত্রগ্রহণ করিল।

কিন্তু সৈন্যদলের প্রধান ব্যক্তিগণ জনসঙ্ঘের ক্রোধ অপনয়ন করিলে এবং বাইটন্ অপ্রত্যাশিতভাবে এই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া, যে সকল ব্যক্তির জন্য নিজ জীবন লাভ করিয়াছিল তাহাদেরই বিরুদ্ধে চক্রান্ত আরম্ভ করিল। তখন বাইটনের বিশ্বাসঘাতকতা ইহাদের গোচরীভূত হইলে ইহারা বাইটন্ ও বক্সাস্ উভয়কে ধৃত করিল। তাহারা বক্সাস্কে তৎক্ষণাৎ বধ করিবার আজ্ঞাপ্রদান করিল কিন্তু প্রথমতঃ নির্যাতন করিয়া পরে বাইটনের মৃত্যু হইবে এইরূপ আদেশ করিল। নির্যাতনের যন্ত্রগুলি বাইটনের শরীরে প্রযুক্ত হইবার সময়, কি এক অজ্ঞাত কারণে সৈন্যগণ উন্মাদের ন্যায় স্বীয় স্বীয় অস্ত্রগ্রহণার্থ গমন করিল। সৈন্যগণের কোলাহলে, নির্যাতনে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ, সৈন্যগণ তাহাদিগকে ঐ কন্ম হইতে বিরত করিবে মনে করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল। বিবস্ত্র বাইটন্ প্রাণ রক্ষার্থ গ্রীকগণের নিকট দৌড়াইয়া গমন করিলে, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির এরূপ করুণোদ্দীপক অবস্থা দেখিয়া গ্রীকগণের মত পরিবর্তন হইল এবং তাহারা বাইটন্কে স্বাধীনতাপ্রদানে আদেশ করিল। এবম্প্রকারে ছইবার শান্তির হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়া বাইটন্ উপনিবেশ-পরিত্যাগে ইচ্ছুক অন্যান্য ব্যক্তিগণের সহিত স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল (১)। এই সকল ঘটনা বাক্ট্রা ও সিথিয়ার প্রান্তদেশে ঘটিয়াছিল।

(১) দায়দরস্ও এই ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। যে তিনসহস্র গ্রীক স্বদেশাভিমুখে গমন করিয়াছিল তাহারা পশ্চিমধ্যে অসহনীয় ক্লেশভোগ করে এবং আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে মাসিদোনিয়গণ উহাদিগকে হত্যা করে।

ইতোমধ্যে পূর্বোল্লিখিত দুইটি (২) জাতির একশত দূত রথারোহণে রাজার নিকট আগমন করিল। ইহারা সকলেই অত্যন্ত দীর্ঘাকারের ও সজ্জমাকর্ষক আকৃতিবিশিষ্ট ছিল এবং ইহারা সুবর্ণ খচিত লোহিতবর্ণের পুষ্প শোভিত কার্পাস বস্ত্র পরিধান করিয়াছিল। ইহারা আলেকজান্দারকে নিবেদন করিল যে, তাহারা নগর ও ভূভাগ তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল এবং এতদিন যে স্বাধীনতা তাহারা অক্ষতভাবে ভোগ করিতেছিল, তাহা সর্বপ্রথমে তাঁহারই নিকট রক্ষার্থ ন্যস্ত করিল (৩)। তাহারা ইহাও বলিল যে, দেবতা-গণই এই অধীনতা আনয়ন করিয়াছেন এবং অপরাজেয় অবস্থায় তাঁহারা তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছে। নরপতি মন্ত্রিসভায় তাহাদের বশুতা ও রাজভক্তি সূচক প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং ঐ দুইজাতি আরোথোসিয়াবাসিগণকে যে করপ্রদান করিত তাহাই তাঁহাকে প্রদানের আদেশ করিলেন। তিনি ইহাও আদেশ করিলেন যে বর্করগণ যেন তাঁহাকে সার্ব্ব দুইসহস্র অধারোহী প্রদান করে। এই আদেশসমূহ তাঁহারা বিশ্বস্তভাবে প্রতিপালন করিল। অতঃপর তিনি একটা বৃহৎ ভোজে দূত ও নিকটবর্তী ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গকে নিমন্ত্রণ করিলেন। এই সময়ে স্বল্প দূরে দূরে একশত পালঙ্ক স্থাপিত হইল এবং সুবর্ণ খচিত রক্তপুষ্প শোভিত বস্ত্রসমূহ ইহাদের চতুর্দিকে লম্বিত হইল। সংক্ষেপে তিনি প্রাচীন পারসীকগণের বিলাসিতার সহিত মাসিদোনিয়গণ কর্তৃক সম্প্রতি অবলম্বিত আচার প্রদর্শন দ্বারা উচ্চয়ের দোষ একত্রে প্রচলিত করিয়াছিলেন।

(২) শূদ্রক ও মল্ল।

(৩) ঐতিহাসিক খিলওয়াল লিখিয়াছেন যে এরূপ উক্তির কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।

এই প্রমোদক্ষেত্রে আথেন্সের সুপ্রসিদ্ধ মুষ্টিযোধ ডিওক্লিপাস্ অত্যাশ্চর্য্য বলের জন্য রাজার নিকট সুপরিজ্ঞাত, এমন কি তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। কেহ কেহ ঈর্ষা ও ঘেঁষা বশতঃ কোন কোন সময় পরিহাসের সহিত এবং অন্য সময় যথার্থই তাহাকে অকস্মণ্য বলিয়া নিন্দা করিত। এই প্রমোদকালে হোরেটাস্ নামক জনৈক মাসিদন্বাসী মদোন্নত হইয়া স্বাভাবিকভাবে ডিওক্লিপাস্কে উপহাস করিয়া পরবর্তী দিবসে তরবারীসহ দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিল ও যুদ্ধের ফলাফল অনুযায়ী আলেকজান্দার বীরত্ব ও ভীকৃতার বিচার করিবেন এইরূপ প্রকাশ করিল। প্রগল্ভ মাসিদোনিয় সৈন্যের আহ্বান আথেন্স-বাসী ঘৃণার সহিত গ্রহণ করিল। পরদিন নরপতি উভয়কে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অধিকতর আগ্রহান্বিত দেখিয়া এবং তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে অসমর্থ হইয়া তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে অনুমতি করিলেন। সৈন্যগণ দলবদ্ধ হইয়া এই ব্যাপার দেখিতে সম্মিলিত হইল এবং সৈন্যদলস্থ গ্রীকগণ ডিওক্লিপাসের পক্ষাবলম্বন করিল।

মাসিদোনিয় হোরেটাস্ বামহস্তে পিত্তলনির্মিত ঢাল ও “সারিসা” নামক দীর্ঘ বর্শা ও দক্ষিণ হস্তে ক্ষুদ্রবর্শা সুশোভিত হইয়া রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিল। সে তরবারীও সঙ্গে রাখিয়াছিল, বোধ হইতেছিল যেন সে একই সময়ে অনেকগুলি শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবে। পক্ষান্তরে, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী তৈল মর্দনান্তে কপোলদেশে মালাধারণ ও বামহস্তে লোহিতবর্ণের অঙ্গাবরণ জড়াইয়া ও দক্ষিণহস্তে গ্রস্থি-বিশিষ্ট স্থল গদা সহ আগমন করিল। এই অত্যাশ্চর্য্য সজ্জা দর্শনে দর্শকগণ কিয়ৎকাল সন্দেহমগ্ন রহিল—কারণ আপাদমস্তক সুরক্ষিত ব্যক্তির সহিত বিবস্ত্র ব্যক্তির যুদ্ধ করা ঔদ্ধত্য নহে—উন্নততা মাত্র। এই জন্য মাসিদোনিয় হোরেটাস্ মুহূর্ত্তমাত্র সন্দেহ

না করিয়া দূর হইতে ক্ষুদ্র বর্শা নিক্ষেপ করিল; কিন্তু, প্রতিপক্ষ সামান্য মাত্র বক্র ভাবাপন্ন হইলে ইহা তাহাকে স্পর্শ করিল না এবং বিপক্ষ দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘবর্শা গ্রহণ করিবার পূর্বেই হোরোটাসকে আক্রমণ করিয়া গদাঘাৱা তাহার দীর্ঘবর্শা দুইভাগে বিভক্ত করিল। এবম্প্রকারে হোরোটাস তাহার দুইখানি অস্ত্রচ্যুত হইয়া তরবারী নিক্ষেপণে উদ্যোগী হইল কিন্তু তৎপূর্বেই ডিওস্কিপাস্ বিপক্ষকে পদস্থালন করাইয়া ভূমিতে নিপতিত করিল। পরে সে হোরোটাসের হস্ত হইতে তরবারী কাড়িয়া লইয়া ভূপতিত শত্রুর গলদেশে পাদদেশ স্থাপন করিয়া গদাঘাতে তাহার মুণ্ড চূর্ণ করিতে উদ্যত হইলে আলেকজান্দার তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন।

এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের ফলাফল কেবল মাসিদোনীয়গণের নিকটে নহে, আলেকজান্দারের নিকটেও অপ্রীতিকর হইয়াছিল। তিনি বিরক্তির সহিত দেখিলেন যে মাসিদোনীয়গণের গর্বপূর্ণ বীরত্ব বর্ষরদর্শকগণ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছিল। ইহাতে ডিওস্কিপাস্কে যে সকল ব্যক্তি ঈর্ষা করিত, আলেকজান্দার সহজেই তাহাদের বাক্যে প্রত্যয়স্থাপন করিলেন। সুতরাং উপরিউক্ত ঘটনার কয়েকদিবস পরবর্তী এক ভোজে গুপ্ত ব্যবস্থামত একটা সূবর্ণের পাত্র টেবিল হইতে রাজভৃত্যগণ কর্তৃক অপসৃত হইল এবং ইহা অপসৃত হইয়াছে বলিয়া আলেকজান্দারকে সংবাদ প্রদত্ত হইল। অনেক সময় এরূপ ঘটে যে প্রকৃত দোষী অপেক্ষা মিথ্যা অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তিই অধিক লজ্জিত হয়। চৌর্য্যা-পরাধে অভিযুক্ত ডিওস্কিপাস্ রাজাকে এক পত্র লিখিয়া নিজ তরবারী দ্বারা আত্মহত্যা করিল। আলেকজান্দার তাহার মৃত্যুতে ষৎপরো-নাস্তি হুঃখিত হইলেন, কারণ তিনি বুঝিলেন যে ঐ ব্যক্তি অমৃত্যুতাপের জন্য আত্মহত্যা করে নাই, কেবল অবজ্ঞামিশ্রিত রোধের জন্যই

এরূপ করিয়াছে। তাহার শত্রুগণের অত্যধিক উল্লাসেই প্রতীয়মান হইল যে তাহাকে মিথ্যা অপরাধে অপরাধী করা হইয়াছিল।

অষ্টম অধ্যায়

মালয় জাতির পরাজয় স্বীকার

ভারতীয় দূতগণকে বিদায় দেওয়া হইল, কিন্তু তাহারা শীঘ্রই আলেকজান্দারের জন্ত উপহারস্বরূপ তিনশত অশ্বারোহী, চতুরশযোজিত একসহস্র ত্রিশখানি রথ, একসহস্র ভারতবর্ষীয় ঢাল, প্রচুর কার্পাসবস্ত্র, একশত ট্যালেন্ট স্ফীপাত, (১) বৃহদাকারের কয়েকটি সিংহ ও ব্যাঘ্র এবং কুর্মের বহুপরিমাণ খোলা (২) আনয়ন করিল। নরপতি ক্রাটেরস্কে সসৈন্তে নদীর নিকটে থাকিয়া অগ্রসর হইবার জন্ত আদেশ করিলেন। তিনি স্বয়ং নদীপথে অগ্রগামী হইতে ইচ্ছুক হইয়া আবশ্যকীয় অনুচরগণ পরিবৃত হইয়া নৌকাযোগে মাল্লীদিগের (৩) ভূভাগে উপনীত হইলেন। তথা হইতে তিনি পরাক্রান্ত সার্বার্কি

(১) অনেক গ্রন্থকারই উল্লেখ করিয়াছেন যে ভারতবর্ষজাত তরবারি পূর্বাঞ্চলে অত্যন্ত সমাদৃত হইত এবং ইহা ভারতবর্ষ হইতে আধুনিক সময়েও পারস্তে রপ্তানি হইত। পেরিপ্লাস্, টীমীয়াস্ প্রভৃতি গ্রন্থকার ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

(২) পেরিপ্লাস্ উল্লেখ করিয়াছেন যে কুর্ম ও অন্যান্য জন্তুর খোলা পূর্বাঞ্চল হইতে প্রচুর পরিমাণে পশ্চিমে রপ্তানি হইত।

(৩) ইতোমধ্যে আলেকজান্দার ইহাদের রাজধানী অধিকার করিয়াছিলেন। আরিয়ানে আমরা অবগত হই যে, সিন্দু ও আকিসাইনের সঙ্গমস্থল পর্যন্ত ইহাদের রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

(৪) জাতির রাজ্যে পৌঁছিয়েন। ইহাদের দেশে সাধারণতঃ প্রচলিত হইল। ইহাদের ৬০,০০০ পদাতিক, ৬০০০ অশ্বারোহী ও ৫০০ রথীসৈন্য ছিল।

বীরত্ব ও সামরিক কৌশলদক্ষ তিনজন সেনাপতিকে সাবার্কিগণ তাহাদের অধিনায়করূপে নির্বাচিত করিয়াছিল। কিন্তু নদীতীরে তাহাদের যে অসংখ্য গ্রাম ছিল (৫) তাহাদের অধিবাসিবৃন্দ, বহুদূর পর্য্যন্ত জাহাজ পরিপূর্ণ নদী এবং বহুসংখ্য সৈন্য ও তাহাদের উজ্জ্বল অস্ত্র দেখিয়া ভীত হইয়া মনে করিয়া ছিল, দ্বিতীয় ফাদার ব্যাকাস ও এক দেববাহিনী তাহাদিগকে আক্রমণার্থ অগ্রসর হইতেছেন। মাসিদোনিয় সৈন্যগণের চীৎকার, ক্ষেপণীশব্দ এবং নাবিকগণের উৎসাহসূচক শব্দ তাহাদের কর্ণকুহর পূর্ণ করিয়া একরূপ ভীতি জন্মাইল যে, তাহারা স্বপক্ষীয় সৈন্যগণের নিকট দ্রুতবেগে গমন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে জানাইল যে, দেবতাগণের সহিত যুদ্ধ বাতুলতামাত্র এবং এই সকল অপরাজ্যেয় যুদ্ধপূর্ণ জাহাজের সংখ্যা গণনাভীত। (৬) এই সকল সংবাদে তাহাদের সৈন্যগণের হৃদয়ে একরূপ ত্রাস জন্মিল যে, তাহারা আত্মসমর্পণার্থ আলেকজান্দারের নিকটে দূত প্রেরণ করিল।

ইহাদের বশুতা গ্রহণ করিয়া, তিনি চতুর্থ দিবসে অগ্ৰাণু জাতি-

(৪) লাসেন্ এই জাতিকে দায়দরস্ কথিত সমষ্টি জাতি বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। আরিয়ান্ ইহাদিগকে অশ্বষ্ট বলিয়াছেন। পূর্বেদ্রষ্টব্য।

(৫) আরিয়ান্ বলিয়াছেন যে অশ্ব দুইটী জাতি আলেকজান্দারের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

(৬) প্লিনি বলিয়াছেন যে জাহাজে অনেকগুলি রঙ্গীন পতাকা ছিল এবং বিভিন্ন বর্ণের পতাকা দেখিয়া ভারতবাসিগণ অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল।

গণের জনপদে উপনীত হইলেন; ইহারাও যুদ্ধ করিতে ইহাদের প্রতিবেশীর গ্ৰায় বিন্দুমাত্র ইচ্ছুক হইল না। সুতরাং এইস্থানে তিনি একটা নগর নির্মাণ করিলেন এবং তাঁহার আদেশানুসারে ইহা “আলেকজান্দ্রী (৭)” নামে অভিহিত হইল। অতঃপর, তিনি “মুইসিকানি” (৮) নামক জাতির রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। এই স্থানে তিনি, পাবাপামিসাদী নামক জাতি টেরিওল্টীস্ (৯) নামক ক্ষত্রপের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিল, তাহা বিচার করিয়া ও তাহাকে অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারিতা দোষে দোষী দেখিয়া বধ করিবার আদেশ দিলেন। পক্ষান্তরে, অক্সিআর্টেস্ (১০) বাক্ট্রীয়ানীর শাসনকর্তাকে অব্যাহতি দিলেন এবং তিনি আলেকজান্দারের মেহভাজন ছিলেন বলিয়া তাঁহার অধীন ভূভাগ বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করিলেন। তৎপরে তিনি মুইসিকানিজাতিকে পরাভূত করিয়া তাহাদের রাজধানীতে নিজ সৈন্য স্থাপন পূর্বক অগ্রতম ভারতীয় জাতি “প্রীস্টি”র রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পোর্টিকানস্ ইহাদের রাজা ছিলেন; ইনি বহু সৈন্যসহ সুরক্ষিত নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথাপি আলেকজান্দার এই নগর অবরোধ করিয়া তিনদিবসে অধিকার করিলেন। নগর অধিকারের পরে পোর্টিকানস্ দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মসমর্পণের ব্যবস্থার

(৭) মিথান্‌কোটের অপর পার্শ্বে অবস্থিত কচোর নামক নগর।

(৮) মুখিকজাতি। পূর্বেজষ্টব্য।

(৯) আরিয়ান্‌ ইহাকে টিরিয়াস্‌পিস্‌ বলিয়াছেন।

(১০) আলেকজান্দার অক্সিআর্টসের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। পূর্বে জষ্টব্য।

জন্য দূত প্রেরণ করিলেন ; কিন্তু আলেকজান্দারের নিকট ইহাদের উপস্থিত হইবার পূর্বেই দুর্গের দুইটা বপ্র ভীষণ শব্দ করিয়া ভূপতিত হইল এবং ভগ্নাবশেষের মধ্য হইয়া মাসিদোসিয়গণ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া উহা অধিকার করিল। পোর্টিকানস্ ও তাঁহার কতিপয় সৈন্য বাধা দেওয়াতে হত হইলেন।

দুর্গধ্বংস এবং বন্দীদিগকে বিক্রয় করিয়া আলেকজান্দার সাম্রাজ্যের রাজ্যে প্রবেশ করিলেন ; এইস্থানে অনেক নগর তাঁহার নিকটে আত্মসমর্পণ করিল। কিন্তু এই জাতির অধিকৃত সর্বপেক্ষা সুরক্ষিত নগরের নিম্নে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া তিনি অধিকার করিলেন। সুরক্ষিত স্থান প্রবেশের এইরূপ কৌশল বর্ষরগণ ইতঃপূর্বে অবগত থাকাতে তাহাদের নিকট ইহা ঐশ্বরিক কার্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্লিটার্কাস্ বলিয়াছেন যে অশীতি সহস্র বর্ষের এই প্রদেশে নিহত ও বহুসংখ্যক ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইয়াছিল। মুইসিকানি জাতি পুনর্বার বিদ্রোহী হইল এবং পিথন্ ইহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলে তিনি বিদ্রোহের অধিনায়ক ও ঐ জাতির প্রধান ব্যক্তিকে আলেকজান্দারের নিকটে আনয়ন করিলে তিনি উহাকে ক্রুসবিদ্ধ করিবার আদেশ করিলেন। অতঃপর তিনি নদীমধ্যস্থ রণতরী-বহরে প্রত্যাগমন করিলেন।

চতুর্থ দিবসে তিনি সাম্রাজ্যের প্রান্তসীমায় অবস্থিত একটা নগরে উপনীত হইলেন। এই রাজপুত্র সম্প্রতি আলেকজান্দারের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নগরবাসিগণ রাজপুত্রের আদেশ প্রতিপালন করা দূরে থাকুক, নগরদ্বার পর্য্যন্ত রুদ্ধ করিয়াছিল। আলেকজান্দার তাহাদের সংখ্যার অল্পতানিবন্ধন পাঁচশত আগ্রিয়ানিয়ান্কে নগরপ্রাচীরের সন্নিকটে প্রেরণ করিয়া ও পরে তাহাদিগকে

লোভপ্রদর্শনার্থে ধীরে ধীরে পশ্চাদগমন করিতে আদেশ করিলেন। ইহাতে তাহারা মাসিদোনিয়গণকে পলায়নপর মনে করিয়া নিশ্চয়ই পশ্চাদ্ধাবন করিবে। আগ্রিয়ানিয়ান্গণ সামান্য খণ্ডযুদ্ধের পরে আদেশানুযায়ী অকস্মাৎ পলায়ন করিলে বর্করগণ দ্রুতবেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তখন আলেকজান্দার সসৈন্তে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে ব্রতী হইলেন। ফলে তিনসহস্র বর্করের মধ্যে ছয়শত হত, একসহস্র বন্দী ও অবশিষ্টাংশ নগরমধ্যে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু, প্রথমে যেরূপ মনে হইয়াছিল, এই জয়লাভ সেরূপ সহজে ঘটে নাই। বর্করগণ বিষাক্ত তরবারী ব্যবহার করিয়াছিল এবং ক্ষতগ্রস্ত ব্যক্তিগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। সামান্য ক্ষত কি কারণে অচিকিৎসিত হইতেছিল অস্ত্রচিকিৎসকগণ তাহা বুঝিতে পারিতেছিলেন না। বর্করগণ আশা করিয়াছিল যে তাহারা আলেকজান্দারকে এই প্রকারে অপসারিত করিতে সমর্থ হইবে; কারণ তিনি নিজের নির্বিঘ্নতার দিকে আদৌ দৃকপাত করিতেন না বরঞ্চ তিনি সৈন্তাবলীর পুরোভাগে যুদ্ধ করিয়া কেবল শুভাদৃষ্টবশেই অক্ষত ছিলেন।

টলেমী বামহস্তে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এই আঘাত সামান্য হইলেও শত্রুর অস্ত্রগুলি বিষাক্ত ছিল বলিয়া ভয়ের কারণ ছিল। আলেকজান্দার তাঁহার জগ্ন অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। টলেমী তাঁহার জ্ঞাতি ছিলেন; কেহ কেহ এরূপ বিশ্বাস করিতেন যে, ফিলিপের ঔরসেই (১১) তাঁহার জন্ম হইয়াছিল এবং ইহা সত্য যে, তিনি ফিলিপের কোন উপপত্নীর পুত্র ছিলেন। তিনি রাজকীয় শরীররক্ষিভুক্ত এবং সর্বাপেক্ষা সাহসী সৈন্ত ছিলেন। অধিকন্তু, তিনি রাজশাসনকার্যে

(১১) মাসিডন রাজ—আলেকজান্দারের পিতা।

অধিক খ্যাত ছিলেন। তিনি সাধারণ সৈন্যের গায় সাদাসিদে ভাবে জীবনাতিপাত করিতেন; অত্যন্ত বদাগ্র ছিলেন, সকলের সহিত মিশিতেন অথচ সভাসদগণের গায় দান্তিক ছিলেন না। এই সকল গুণের জন্ত তাঁহাকে রাজা কি প্রজাগণ অধিক স্নেহ করিতেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ছিল। যাহা হউক, তাঁহার এই বিপদকালে মাসিদোনীয়গণ তাঁহাকে কি প্রকার স্নেহচক্ষে দেখিত তাহা তিনি বোধগম্য করিতে সমর্থ হইলেন। বস্তুতঃ পক্ষে মাসিদোনীয়গণ তাঁহার পরবর্তী মহত্বের (১২) সূচনা দেখিয়াই যেন একরূপ করিয়াছিল; কারণ তাহারা স্বয়ং আলেকজান্দারের জন্ত যেরূপ চিন্তিত হইয়াছিল, এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিয়াছিল। যুদ্ধ ও উৎকর্ষায় ক্লান্ত হইলেও, আলেকজান্দার তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট রহিলেন। তিনি কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিতে ইচ্ছুক হইলে, পীড়িতের শয্যাপার্শ্ব পরিত্যাগ না করিয়া সেইস্থানে তাঁহার শয্যা আনয়ন করিয়াছিলেন।

শয়ন মাত্র তিনি গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলেন, এবং জাগরিত হইয়া পরিচালকবর্গকে বলিলেন যে, স্বপ্নে সর্পজাতীয় এক জন্তুকে মুখে করিয়া একটী বিষম ওষধি তাঁহাকে প্রদান করিতে দেখিয়াছেন। তিনি এই ওষধির বর্ণের একরূপ বর্ণনা প্রদান করিলেন যাহা হইতে ইহা দেখিলে সহজেই চিনিতে পারা যায়। এই ওষধি শীঘ্রই পাওয়া গিয়াছিল—অনেকেই ইহার অনুসন্ধানে রত হইয়াছিল এবং আলেকজান্দার স্বয়ং ইহা ক্ষতস্থানের উপরে স্থাপন করিলেন। প্রয়োগমাত্র বেদনা দূরীভূত হইল এবং শীঘ্রই ক্ষতস্থান শুষ্ক হইল। বর্ষরগণ ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া নগর সমর্পণ করিল।

(১২) পরে টলেমী মিশরে স্বাধীনরাজত্ব প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই স্থান হইতে আলেকজান্দার পাটল প্রদেশে যাত্রা করিলেন। মোয়েরীস্ এই ভূভাগের অধিপতি ছিলেন, কিন্তু তিনি নগর পরিত্যাগ করিয়া আশ্রয়ার্থ পর্বতে পলায়ন করিয়াছিলেন। আলেকজান্দার নগর অধিকার করিলেন এবং নিকটবর্তী প্রদেশ লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর পরিমাণে শস্ত ও পশ্বাদি গ্রহণ করিলেন। অতঃপর, নদীর গতি পরিজ্ঞাত কয়েকজন তদেশবাসীকে পথপ্রদর্শকরূপে সঙ্গে লইয়া তিনি নদীমধ্যস্থ এক দ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

নবম অধ্যায়

আলেকজান্দারের পাটলে প্রত্যাগমন

এইস্থানে তাঁহাকে পূর্বসঙ্ঘ্লিত ব্যবস্থা অপেক্ষা অধিকদিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল; তিনি দেখিতে পাইলেন যে রণতরী-পরিচালকগণ রীতিমতভাবে প্রহরী বেষ্টিত না থাকাতে পলায়নে সমর্থ হইয়াছিল। অত্র পরিচালক অনুসন্ধানার্থ তিনি অতুলোক প্রেরণ করিলেন। তাহারা কাহাকেও না পাইয়া প্রত্যাবর্তন করিল; কিন্তু সমুদ্র দেখিবার ও পৃথিবীর সীমান্ত প্রদেশে পৌঁছিবার অদমনীয় আকাঙ্ক্ষা আলেকজান্দারের নিজ ও অনেকগুলি সাহসী সৈনিকের জীবন আবশ্যকীয় স্থানীয় তথ্যাভিজ্ঞ পরিচালক ব্যতীত অজ্ঞাত নদী পথে সমর্পণ করিল। এবম্বিধকারে তাহারা সকল বিষয় অনবগত থাকিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। সমুদ্র হইতে তাহারা কত দূরে ছিল, কোন্ কোন্ জাতি নদীতীরে বাস করিত, সঙ্গমস্থে

নদী প্রশান্ত ছিল কিনা এবং ঐ স্থানে নদীমুখ তাহাদের যুদ্ধ পোতের আবশ্যকীয় গভীরতা বিশিষ্ট ছিল কিনা, এই সকল বিষয়েই তাহারা ভিত্তিহীন অনুমানের উপর নির্ভর করিতে লাগিল। এই অবিম্ব্যকারী উৎসাহসিকতার মধ্যে আলেকজান্ডারের চিরন্তন শুভাদৃষ্টই তাহাদের একমাত্র সাহসনার বিষয় ছিল। এই প্রকারে অভিযান চারিশত ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইলে পরিচালকগণ সংবাদ আনয়ন করিল যে তাহারা সামুদ্রিকনাগর স্পর্শানুভব করিতেছে এবং সমুদ্র যে আর বহুদূরে অবস্থিত নহে, তাহারা সেইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে।

নরপতি, এই সংবাদে উৎসাহান্বিত হইয়া নাবিকগণকে তৎপরতার সহিত ক্ষেপণী নিক্ষেপে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন যে, তাহারা যাহার জন্ত এতদিন আশা ও প্রার্থনা করিতেছিল, তাহা পূর্ণ হইতেছে; তাহাদের সূষণ পূর্ণ করিবার এক্ষণে আর কিছুই অভাব বা তাহাদের বীরত্ব প্রতিহত করিবার আর কিছুই ছিল না। এক্ষণে তাহারা বিনাযুদ্ধে বিনা রক্তপাতে সমস্ত ধরণী স্বীয় অধিকারে আনিতে পারিবে, স্বয়ং প্রকৃতিদেবীও আর অগ্রসর হইতে পারিবেন না এবং অমর দেবগণ ব্যতীত যাহা অস্ত্র সকলের নিকট এতদিন অপরিজ্ঞাত ছিল, তাহাই তাহারা স্বল্পক্ষণ মধ্যে দেখিতে পাইবে। তথাপি তিনি ক্ষুদ্র একটা দলকে নৌকা করিয়া তীরভূমিতে প্রেরণ করিলেন এবং ইতস্ততঃ পরিভ্রমণশীল তদ্দেশবাসীর নিকট হইতে সংবাদসংগ্রহের আদেশ করিলেন। নদীতীরস্থ কুটারগুলি অনুসন্ধানান্তর তন্মধ্যে লুক্কায়িত কয়েকটা লোক পাওয়া গেল। সমুদ্র কতদূরে অবস্থিত এই কথা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা উত্তর করিল যে, তাহারা সমুদ্র বলিয়া কোন কথা শ্রবণ করে নাই, তবে

দিবসে সুপেয় বারি দূষিতকারী তিক্তজলের সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে। তাহারা যে সমুদ্রের কথা উল্লেখ করিল ইহা হইতে তাহাই প্রতীয়মান হইল। এই জন্তু নাবিকগণ অধিকতর তৎপরতার সহিত ক্ষেপণী নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং পরবর্তী দিবসে উদ্দেশ্য সাধনের অধিকতর সম্ভাবনা দেখিয়া আরও উৎসাহান্বিত হইল।

তৃতীয় দিবসে তাহারা লক্ষ্য করিল যে, ধীরে ধীরে নদীর সুপেয় জলের সহিত সমুদ্রের লবণাক্ত বারি মিশ্রিত হইতেছে। তৎপরে নাবিকগণ নদীমধ্যস্থ একটা দ্বীপে উপনীত হইল। নদীর জল সমুদ্রের জলদ্বারা বিতাড়িত হওয়ায় জন্তু তাহারা পূর্বাপেক্ষা ধীরভাবে গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহারা দ্বীপে তরী সংলগ্ন করিল এবং জোয়ার ভাটার জন্তু যে বিপদ ঘটতে পারে তাহা অজ্ঞাত থাকায় কেহ কেহ দ্বীপে অবতরণ করিয়া আহারান্বেষণে ব্রতী হইল। দিবসের তৃতীয়ভাগে সমুদ্রের জোয়ার আরম্ভ হইল এবং নিম্নগামী জলশ্রোতের বেগ অপেক্ষা অধিকতর বেগে নদীর জলকে উজান দিকে লইয়া চলিল। সাধারণতঃ নাবিকগণ সমুদ্রের বিষয় অপরিজ্ঞাত ছিল, তজ্জন্য তাহারা, সমুদ্রকে ক্রমাগত স্ফীত হইতে ও কিঞ্চৎকাল পূর্বে শুষ্ক তীরভূমিকে জলপ্লাবিত হইতে দেখিয়া ইহাকে তাহাদিগের অবিমূষাশ্চকারিতার অপরাধের ঐশ্বরিক শাস্তি বলিয়া মনে করিল।

সমস্ত পোতগুলি ভাসমান ও যত্রতত্র বিক্ষিপ্ত হইলে, দ্বীপস্থ সৈন্যগণ ভীত হইয়া পোতে প্রত্যাগমনার্থ নদীতীরে উপনীত হইয়া অভাবনীয় বিপদে মুহমান হইল। কিন্তু গওগোলের মধ্যে তাহাদের ব্যস্ততা তাহাদের কৃতকার্যতার ব্যাধাত জন্মাইতে লাগিল। কেহ কেহ দণ্ড দ্বারা পোতগুলিকে ধাক্কা দিতে লাগিল; অগ্ৰাণ্ণ সকলে ক্ষেপণী

সংঘত না করিয়া ক্ষেপণী নিষ্ক্ষেপের জন্ত আসন গ্রহণ করিল। অনেকে উপযুক্ত নাবিক ও পরিচালক ব্যতীত অবিগ্ৰস্ত পোতগুলি সংঘত করিতে বৃথা প্রয়াস পাইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে অণু কয়েকটি পোত উপযুক্ত সংখ্যক নাবিক ব্যতিরেকে শ্রোতে ভাসমান হইল। একদিক হইতে অপেক্ষা করিবার আদেশ ও অণুদিক হইতে অগ্রসরের আদেশ শ্রুত হইতে লাগিল, এবং এইরূপ পরস্পর বিরোধী আদেশের গোলমালে কোন কথা শ্রবণ করিয়া আদেশামুযায়ী কার্য সম্পাদন অসম্ভব হইল। এইরূপ আকস্মিক বিপদকালে পরিচালকদের আদেশ শ্রুত ও ভীত নাবিকগণ কর্তৃক আদেশ প্রতিপালিত না হওয়ায় তাহারাও কোন প্রকারে কৃতকার্য হইল না।

এইজন্ত এক পোতের সহিত অণু পোতের সংঘর্ষ হওয়ায় একে অপরের ক্ষেপণী ও পশ্চাদভাগ ভগ্ন করিতে লাগিল। কোন দর্শকই পোতগুলিকে একই বাহিনীভুক্ত মনে করিতে পারিত না—সামুদ্রিক-যুদ্ধে ব্রতী দুইটি শক্রবাহিনী বলিয়া মনে করিত। এক পোতের অগ্রভাগের সহিত অপর পোতের পশ্চাদভাগের সংঘর্ষ হইতে লাগিল এবং যে পোত সম্মুখবর্তী পোতের ক্ষতিসাধন করিল, তাহারই পশ্চাদদেশস্থ পোত কর্তৃক তাহার ক্ষতি হইল। সৈন্যগণ স্বভাবতঃই ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বিতর্ক ও পরে মারামারি করিতে লাগিল। এই সময়ে জোয়ারে নদীতীরস্থ সকল সমতুলভূমি প্লাবিত করিয়াছিল এবং কেবল বালুকাস্তূপগুলি দ্বীপের আয় পরিদৃশ্যমান হইল। পরিত্যক্ত পোতগুলির কি দশা হইবে তাহা বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়া অসংখ্য সৈন্য এই সকল বালুকাস্তূপে আশ্রয়গ্রহণার্থ সমুদ্রে অগ্রসর হইল। পোতগুলির কোন কোনটি গভীর জলে এবং কোন কোনটি অগভীর

জলে তটভূমিতে সংলগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু, এক্ষণে তাহারা সমূহতর বিপদে অভিভূত হইল। সমুদ্রে ভাঁটা আরম্ভ হওয়ায় ইহা প্রচণ্ড স্রোতরূপে প্রত্যাগমন করিয়া যেস্থান কিয়ৎপূর্বে মজ্জিত ছিল তাহাই শুষ্কস্থানে পরিণত করিল। ইহাতে কয়েকটা তীরসংলগ্ন পোত একরূপ-ভাবে স্থাপিত হইল যে নিকটবর্তী ভূভাগ অস্ত্র, রসদ, ভগ্নপোত ও ক্ষেপণীতে পূর্ণ হইল।

ইতোমধ্যে সৈন্যগণ উপকূলে আশ্রয়গ্রহণ অথবা স্থায় স্থায় পোত পরিত্যাগ করিবে এইসম্বন্ধে কর্তব্য নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইল। তাহারা পূর্বাপেক্ষা ঘোরতর বিপদে পতিত হইবার আশঙ্কা করিতে লাগিল। তাহারা শুষ্কভূমিতে ভগ্নপোত ও নদীমধ্যে সমুদ্রের অবস্থিতি দেখিয়া নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। তাহাদের দুর্দশারও এইস্থানে পরিসমাপ্তি হইল না; তাহারা জানিত না যে পুনর্বার জোয়ার আরম্ভ হইয়া তাহাদের জাহাজগুলি ভাসমান হইবে এবং তাহারা আশঙ্কা করিতে লাগিল যে দুর্ভিক্ষে তাহারা অত্যন্ত দৈন্যদশায় নিপতিত হইবে। তাহাদের ভীতি বৃদ্ধির জন্য সমুদ্রপরিত্যক্ত ভীষণাকারের বৃহৎ বৃহৎ জন্তু এদিক ওদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল।

রাত্রি সমাগমে ভরসাহীন অবস্থাदर्শনে স্বয়ং নরপতিও অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। কিন্তু কোন অবস্থাই তাঁহার অদমনীয় প্রকৃতিকে ভীতিগ্রস্ত করিতে পারে নাই তজ্জন্তু তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেও সমস্ত রাত্রি সাবধানে পর্যবেক্ষণ ও আদেশ প্রদানে বিরত রহিলেন না। এক্ষণে তিনি কয়েকজন অশ্বারোহীকে এই উপদেশ দিয়া প্রেরণ করিলেন যে, তাহারা জোয়ার আসিতে দেখিলেই পূর্বাঙ্কে তাঁহাকে সংবাদ দিবে। তিনি ইতোমধ্যে ভগ্ন তরীগুলি মেরামত করাইলেন,

যেগুলি উল্টাইয়া গিয়াছিল সে গুলিকে সোজা করাইলেন এবং স্থলভাগ জোয়ারে প্লাবিত হইবার সময় লোকজনকে প্রস্তুত থাকিতে আদেশ করিলেন। নরপতি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া তাঁহার লোকজনকে উৎসাহ প্রদান করিলেন। অবশেষে অশ্বারোহিণী দ্রুতবেগে জোয়ারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইল। জোয়ার প্রথমে সামান্য বেগে আসিলে নৌকাগুলি ভাসিয়া উঠিল, ক্রমে শ্রোতো-বেগে সমস্ত বাহিনী চলিতে লাগিল, তখন সৈন্য ও নাবিকদের অপ্রত্যাশিত বিপন্নু ক্রিতে আহ্লাদের সীমা পরিসীমা থাকিল না; তাহাদের আনন্দ কোলাহলে নদীতীর প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, তাহারা বিস্মিত হইয়া পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—এই বিশাল সাগর কোথা হইতে আসিল, পূর্বদিন ইহা কোথায় গিয়াছিল, এই অদ্ভুত ভূতের প্রকৃতি কিরূপ, ইহা এক সময়ে স্থান সম্বন্ধে স্বাভাবিক নিয়মের বশীভূত নহে, আবার অপর সময়ে সময় সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম মানিয়া চলে। পূর্ব ঘটনা হইতে নরপতি অনুমান করিলেন যে সূর্যোদয়ের পরেই জোয়ার আসিবে। তিনি তজ্জন্ম নিশীথে কয়েকখানি পোত ছাড়িয়া নদীসঙ্গম পার হইয়া ৪০০ ষ্টাডিয়া দূরে সমুদ্রমধ্যে অগ্রসর হইলেন এবং এইরূপে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইল। তৎপরে সমুদ্র ও নিকটবর্তী স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের নিকট বলি প্রদান করিয়া তিনি স্বীয় পোতবাহিনীর নিকট প্রত্যাগমন করিলেন।

দশম অধ্যায়

আলেকজান্দারের স্থলপথে গৃহাভিমুখে যাত্রা

তিনি তথা হইতে উজান দিকে যাত্রা করিয়া পরদিন একটি লবণাক্ত হ্রদের (১) নিকটে নগর করিবার স্থানে উপস্থিত হইলেন। এই হ্রদের জলের বিশেষ গুণ অবগত না থাকায় তাঁহার সঙ্গিগণের মধ্যে যাহারা কোনরূপ বিবেচনা না করিয়াই হ্রদের জলে অবগাহন করিয়াছিল তাহারা প্রতারিত হইল। কারণ যাহারা হ্রদের জলে স্নান করিয়াছিল তাহাদের গাত্রে এক প্রকার সংক্রামক ক্ষত দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে যাহারা স্নান করে নাই তাহাদের গাত্রেও এই ক্ষত দেখা দিল। শেষে তৈল প্রয়োগে এই ক্ষত আরোগ্য হইল। যে প্রদেশ দিয়া তাঁহার সৈন্যদল যাত্রা করিবে, তাহা শুষ্ক ও জলশূন্য বলিয়া, আলেকজান্দার লিওনেটস্কে কূপ খনন করিবার জন্য অগ্রে প্রেরণ করিলেন; তিনি স্বয়ং বসন্তু সমাগমের জন্য, যে স্থানে ছিলেন সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে তিনি বহু সুন্দর নগর প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং সুদক্ষ নাবিক নিয়াকাস ও অনিসীক্রটীস্কে আদেশ করিলেন, “তোমরা সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় জাহাজগুলি লইয়া সমুদ্রে গমন কর এবং এইস্থানের সমুদ্রের প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্ত যতদূর সমুদ্রমধ্যে গমন করা প্রয়োজন মনে

(১) প্রকৃতপক্ষে এই হ্রদ এই সময়ে আবিষ্কৃত হয় নাই এবং ইহা সিন্ধুর এই শাখাতেও দৃষ্ট হয় নাই। পরবর্তী এক জলযাত্রায় ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

করিবে, যাইবে। ইহা শেষ করিয়া এই নদীপথে বা ইউফ্রেটীস্ দিয়া প্রত্যাগমন পূর্বক আমার সহিত যোগদান করিবে।” (২)

এক্ষণে শীতকাল বিগতপ্রায় হইলে, তিনি অকস্মণ্য জাহাজগুলি ভস্মীভূত করিয়া স্থলপথে সৈন্ত সমেত গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নয়টি স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিবার পরে তিনি আরবদিগের দেশে উপস্থিত হইলেন এবং আরও নয়টি স্থানে শিবির সন্নিবেশের পরে সেড্রোসিয়াই নামক এক স্বাধীন জাতির দেশে পৌঁছিলেন। তাহারা এক মন্ত্রণাসভায় পরামর্শের পরে আত্মসমর্পণ করাই স্থির করিল। তাহারা স্বেচ্ছায় আত্ম সমর্পণ করিয়াছিল বলিয়া খাচুদ্রব্য ব্যতীত আর কিছুই তাহাদের নিকট আদায় করা হয় নাই। ইহার পরে পঞ্চম দিনে তিনি এক নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। এই দেশীয় লোকে ইহাকে আরোস্ নদী বলে। নদীর অপর পারের ভূমি বারিহীন ও অনুর্বর। তিনি এই প্রদেশ অতিক্রম করিয়া ওরিইটাই-দিগের দেশে প্রবেশ করিলেন। তিনি এই স্থানে হিফেষ্টিয়নকে অধিকাংশ সৈন্তের ভার দিয়া লঘুবর্ষাবৃত অবশিষ্ট সৈন্তদলকে টলেমী, লিওনেটস্ ও নিজের অধীনে ভাগ করিয়া ফেলিলেন। এই তিনদল সৈন্ত একসময়ে ভারতীয়গণকে আক্রমণ করিয়া বহু লুণ্ঠিত দ্রব্য সংগ্রহ করিল। টলেমী সমুদ্রোপকূলবর্তী ভূভাগ লুণ্ঠন করিলেন এবং লিওনেটস্ ও স্বয়ং আলেকজান্দার একত্রে অবশিষ্ট ভূভাগ ধ্বংস করিলেন। তিনি এই স্থানেও একটি নগর নির্মাণ

(২) নিয়ার্কাস্ রণতরী বাহিনীসহ কারুণ (বর্তমান আওয়াজ) নামক স্থানে আলেকজান্দারের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। এই স্থানের সেতু দ্বারা আলেকজান্দার নিজ সৈন্তবাহিনীসহ পার্সিস্ হইতে সৌসা পৌঁছিয়াছিলেন।

করিয়া আরাখোসীয়দিগকে বাস করাইলেন। তথা হইতে তিনি সমুদ্রতীরবাসী ভারতীয়গণের দেশে আগমন করিলেন। ইহারা বিস্তৃত ভূভাগের অধিপতি এবং নিকটবর্তী প্রতিবেশীর সহিত ইহারা কোন সম্বন্ধ রাখে না।

একে ত ইহাদের স্বভাবে দয়ার লেশ ছিল না, তাহার উপরে সমস্ত জগতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, ইহারা পশুতুল্য হইয়াছে। ইহাদের দীর্ঘ নখর ও কেশ আছে, কারণ তাহারা এগুলি কর্তন করে না। তাহারা সামুদ্রিক জীবের খোলা ও অগ্ৰাণ্ড সামুদ্রিক আবর্জনা দ্বারা নির্মিত কুটীরে বাস করে। বহু জন্তুর চক্ষুই তাহাদের পরিধেয় এবং সূর্য্যোত্তাপে শুষ্ক মৎস্য ও ঝাটিকার সমস্ত সমুদ্রোপকূলে নিষ্কিপ্ত সামুদ্রিক জীবের মাংস তাহাদের খাদ্য (৩)। এই সময়ে মাসিদোনীয়গণের খাদ্য নিঃশেষ হওয়ায় প্রথমে খাদ্যাভাব জনিত কষ্ট হইল; শেষে তাহারা ক্ষুধায় কষ্ট পাইতে লাগিল। সেইজন্ত তাহারা এই দেশের একমাত্র বৃক্ষ তালের মূল সর্বত্র অনুসন্ধান করিতে বাধ্য হইল। যখন এরূপ খাদ্যও আর পাওয়া গেল না, তখন ভারবাহী পশু, এমনকি অশ্বগুলিকেও তাহারা বধ করিতে আরম্ভ করিল। যে সকল লুণ্ঠনদ্রব্যের জন্ত তাহারা প্রাচ্য জগতের প্রান্তদেশে অভিযান করিয়াছিল, সেগুলি বহন করিয়া লইয়া যাইবার উপায়বিহীন হইয়া শেষে সেই মূল্যবান লুণ্ঠিত দ্রব্যগুলিকে পোড়াইয়া ফেলিল।

খাদ্যাভাবের পরে মহামারী দেখা দিল, কারণ পথশ্রমের ক্লান্তি

(৩) এই জাতি মৎস্যখাদক (Ichthyophagoi) নামে অভিহিত হইত।
“সমসাময়িক ভারত”, তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

ও মানসিক দুর্ভাবনার উপরে অস্বাস্থ্যকর ভক্ষ্যদ্রব্যের নূতন রসের যোগ হওয়ায় তাহাদের মধ্যে বিবিধ পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইল। সুতরাং তাহারা যে স্থানে ছিল সেই স্থানেই অবস্থিতি করুক অথবা অগ্রসর হউক উভয় প্রকারেই তাহাদের ধ্বংস অবশ্যস্তাবী। তাহারা থাকিলে খাড়াভাবে কষ্ট পাইবে আর অগ্রসর হইলে ঘোরতর মারাত্মক শত্রু মহামারী তাহাদিগকে গ্রাস করিবে। ফলতঃ এই স্থানের সমতল ক্ষেত্র মৃত অপেক্ষা মরণোন্মুখ সৈন্যদলের দেহে আবৃত হইল। যাহারা ব্যাধি হইতে যৎ কিঞ্চিৎ কষ্ট পাইতেছিল তাহারাও দ্রুতগামী প্রধান সৈন্যদলের সহিত সমানভাবে পথ চলিতে পারিতেছিল না; কারণ সুস্থ সৈন্যগণের প্রত্যেকেরই বিশ্বাস হইয়াছিল যে, যত দ্রুত গমন করা যাইবে ততই শীঘ্র স্বাস্থ্য ও নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইতে পারা যাইবে। সেই জন্ত যে সকল ব্যক্তির শক্তি ক্ষয় হইতেছিল তাহারা পরিচিত অপরিচিত প্রত্যেকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। কিন্তু এখন এমন কোন ভারবাহী পশু ছিল না যাহার উপর তাহাদিগকে আরোহণ করান যাইতে পারে, স্বীয় অস্ত্রশস্ত্রাদি বহন করাই সৈন্যগণের পক্ষে যথেষ্ট কার্য হইয়াছিল। আবার মহামারীর আশঙ্কা তাহাদেরও যে আছে একথা তাহারা একমুহূর্তের জন্তও ভুলিতে পারে নাই। তাই পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা সত্ত্বেও তাহারা তাহাদের সঙ্গিগণের প্রতি ফিরিয়া দেখিতে পারে নাই। অপরের প্রতি করুণা স্বীয় প্রাণের মমতার নিকট পরাজিত হইল।

যাহারা এইরূপে পরিত্যক্ত হইল তাহারা দেবতা ও ধর্মের দোহাই দিয়া নরপতির নিকটে এই বিষম বিপদে সাহায্য প্রার্থনা করিল কিন্তু যখন তাহারা বুঝিল যে, তাহারা বধির কর্ণের নিকট

বৃথা অনুরোধ জানাইতেছে তখন তাহাদের নিরাশা প্রচণ্ড ক্রোধে পরিণত হইল। যাহারা তাহাদিগকে সাহায্য করে নাই তাহাদিগকে অভিশাপ দিয়া বলিতে লাগিল, “আমাদের ঞায় তোমাদেরও যেন মরণ ও বন্ধুপ্রাপ্তি ঘটে”। নরপতি, আপনাকে এই দুর্ঘটনার মূল কারণ মনে করিয়া শোক ও লজ্জায় মর্মান্বিত হইলেন। তিনি পার্থিয়ানদিগের ঋত্রপ ফ্রাটাফার্নিস্কে (৪) পক্ষ খাণ্ড্রব্য উষ্ট্রের উপর বোঝাই দিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইতে আদেশ করিলেন এবং পার্শ্ববর্তী প্রদেশের শাসনকর্তাদিগকেও নিজের অভাব জানাইলেন। তাঁহার আদেশ প্রাপ্তি মাত্র খাণ্ড্রব্য তৎক্ষণাৎ প্রেরিত হইল। সৈন্যগণ এইরূপে অন্ততঃ খাণ্ড্রব্য জনিত কষ্ট হইতে উদ্ধার পাইয়া অবশেষে গেড্রোসিয়ার সীমান্তে উপস্থিত হইল। এ অঞ্চলে কেবল এই গেড্রোসিয়াই সমস্ত দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; সেইজন্য তিনি তাঁহার শান্ত ক্রান্ত সৈন্যদলকে বিশ্রাম দিবার জ্ঞা এখানে কিয়দ্বিবস অবস্থান করিলেন।

তিনি ইতোমধ্যে লিওনেটসের পত্র পাইলেন যে, তিনি ওরিইটাইকে পরাজিত করিয়াছেন। ওরিইটাই লিওনেটসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ৮০০০ পদাতিক ও ৩০০ অশ্বারোহী সৈন্য আনয়ন করিয়াছিল। তিনি ক্রাটেরসের নিকট হইতেও সংবাদ পাইলেন যে, তিনি দুইজন পারসীক অভিজ্ঞ ওজীনেস্ ও জারিয়াম্পিস্ কর্তৃক উত্তেজিত বিদ্রোহ অঙ্কুরে দমন করিয়াছেন এবং ইহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। এই প্রদেশের শাসনকর্তা মেমন্ সম্প্রতি

(৪) আরিয়ান বলিয়াছেন যে ফ্রাটাফার্নিস্ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই এই সকল আহাৰ্য আনয়ন করিয়াছিলেন।

কোন পীড়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। আলেকজান্দার সিবীটিয়ামকে এই প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া কার্মেনিয়া প্রদেশে যাত্রা করিলেন। এখানে আম্পাষ্টিস্ শাসনকর্তা ছিলেন। আলেকজান্দারের সন্দেহ হইয়া ছিল যে, যখন তিনি দূর ভারতবর্ষে অবস্থান করিতেছিলেন তখন আম্পাষ্টিস্ স্বাধীন হইবার কল্পনা করিয়াছিলেন। তিনি আলেকজান্দারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, তিনি স্বীয় অসন্তোষ গোপন করিয়া তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং যে পর্য্যন্ত তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির অনুসন্ধান না হয় সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে শিবিরে থাকিতে দিলেন। তাঁহার উপদেশমত বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তৃগণ স্বীয় স্বীয় প্রদেশ হইতে বহুসংখ্যক অশ্ব ও ভারবাহী পশু প্রেরণ করিলে তাঁহার সৈন্যদলের মধ্যে যাহার অশ্ব ও শকটের প্রয়োজন ছিল তাহাদিগকে প্রদান করিলেন। তিনি তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র পরিবর্তনে সমর্থ হইলেন তাহারা এক্ষণে পারশ্ব হইতে অধিক দূরে ছিল না,—এই পারশ্ব তখন সমৃদ্ধি ও শান্তিপূর্ণ দেশ ছিল।

আলেকজান্দারের হৃদয় মানবের মহত্ত্ব অপেক্ষাও উচ্চাকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ ছিল কারণ ফাদার ব্যাকাসের ভারত জয়ের তুলনায় তিনি তাঁহার সমকক্ষ হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ব্যাকাসের শোভাযাত্রার অনুকরণ করিয়া তাঁহার গায় খ্যাতি লাভ করিবার সঙ্কল্প করিলেন, জয়লাভের চিহ্নস্বরূপ অথবা তাঁহার ভক্তগণের আমোদ আহ্লাদের জন্ত ব্যাকাস্ কর্তৃক এইরূপ শোভাযাত্রা উদ্ভাবিত হয়, এই উদ্দেশ্যে তিনি আদেশ প্রচার করিলেন যে, যে পথ দিয়া তিনি গমন করিবেন তাহা পুষ্পাচ্ছাদিত ও মালাশোভিত করিতে হইবে এবং প্রত্যেক গৃহের দ্বারে পানপাত্র ও অগ্ন্যন্ত বৃহৎ পাত্র সুরাপূর্ণ করিয়া রাখিতে

হইবে। তৎপরে যাহাতে বহুসৈন্য উপবেশন করিতে পারে, একরূপ শকট নির্মাণের আদেশ প্রদান করিলেন। এই শকটগুলি শ্বেতবস্ত্র ও চিত্রিত আচ্ছাদন দ্বারা পট মণ্ডপের গ্রায় সজ্জিত করিতে হইল।

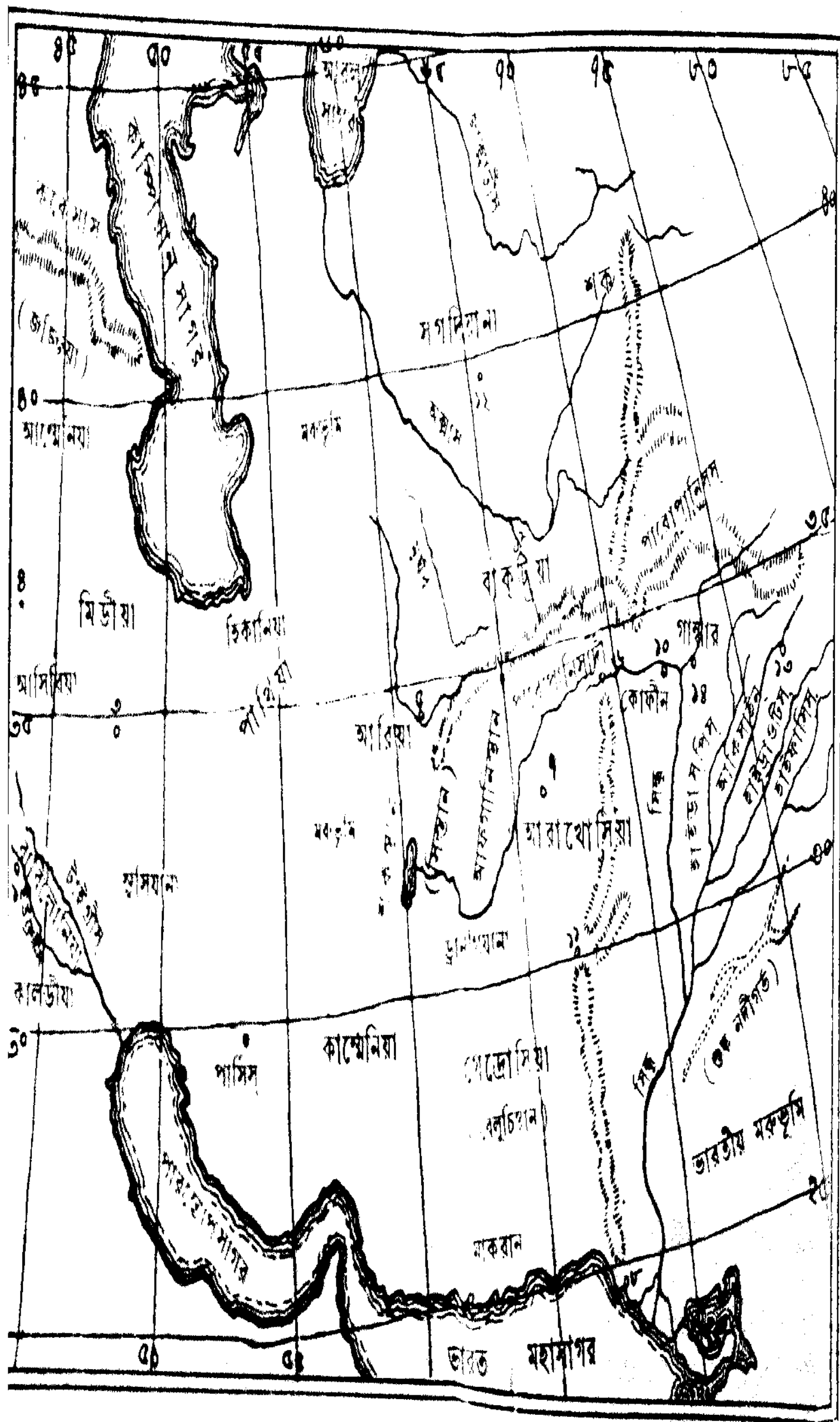
নরপতি তাঁহার বন্ধুবর্গ ও কতিপয় মনোনীত শরীররক্ষীর সহিত শোভাযাত্রার অগ্রে গমন করিতেছিলেন। সকলেরই মস্তক বিবিধ পুষ্পের মালাদামে শোভিত ছিল। শোভাযাত্রার সর্বাংশ হইতে সঙ্গীত ধ্বনি শ্রুত হইতেছিল—কোথাও বংশীরব কোথাও বীণাধ্বনি। শকটের উপর আরোহণ করিয়া পান ভোজন করিতে করিতে সৈন্যদল শোভা-যাত্রার মধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা শকটগুলিকে যথা সাধ্য সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়াছিল, চতুর্দিকে অত্যুৎকৃষ্ট নয়নরঞ্জন অস্ত্রগুলি বিলম্বিত করিয়া দিয়াছিল। রাজা স্বয়ং তাঁহার উৎসবের সঙ্গীদিগকে লইয়া একখানি রথে আরোহণ করিয়াছিলেন। রথখানি বহুসংখ্যক স্বর্ণ নির্মিত ক্ষুদ্র বৃহৎ পান পাত্রের ভারে প্রপীড়িত ছিল। সৈন্যদল সাত দিন ধরিয় পান ভোজনোৎসবে মত্ত হইয়াছিল। এইরূপ মত্তাবস্থায় আক্রমণ করিবার জন্ত যদি বিজিত-দিগের কিঞ্চিন্মাত্র সাহস থাকিত তাহা হইলে আলেকজান্দারের সৈন্যদল সহজেই পরাভূত হইত। বলিতে কি, ৭ দিন পানোৎসবে ইহারা যেরূপ মত্ত হইয়াছিল তাহাতে মাত্র এক সহস্র সাহসী ব্যক্তি এই সমস্ত সৈন্যদলকে সহজেই বন্দী করিতে পারিত।

কিন্তু ভাগ্যদেবতা প্রত্যেক ঘটনাকেই জগতের চক্ষু যশঃশালী ও মূল্যবান্ করিয়া তুলে—তাই এই নিন্দিত সামরিক কলঙ্কও কীর্তিতে পরিণত হইল। যে জাতি সম্পূর্ণরূপে বিজিত হয় নাই, তাহাদের মধ্য দিয়া তাঁহার মদোন্মত্ত সৈন্যগণ নিরাপদে গমনাগমন করিল, বর্কর-গণের নিকট ভীকর কার্য সম্পূর্ণ হুঃসাহসের কার্য বলিয়া পরিণত

হইল। ইহাতে আলেকজান্দারের সমসাময়িক ও পরবর্তী ব্যক্তিগণ এই কার্যকে অদ্ভুত কীর্তি বলিয়া বিবেচনা করিলেন (৫)। কিন্তু এত বড় আড়ম্বরও জল্পাদের কার্যে কলঙ্কিত হইল; পূর্বোল্লিখিত ক্ষত্রপ আম্পাষ্টিস্কে (৬) প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, নিষ্ঠুরতা বিলাসিতার এবং বিলাসিতা নিষ্ঠুরতার অন্তরায় নহে।

(৫) এই উক্তি অতিরঞ্জিত।

(৬) আরিয়ান্‌ও এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।



- নগরসমূহ
- ১। বাবিলন
 - ২। বকু
 - ৩। একবটান
 - ৪। পোগামেলা
 - ৫। হিরাট
 - ৬। কাবুল
 - ৭। কান্দাহার
 - ৮। করাচি
 - ৯। পার্সিপোলিস
 - ১০। পোশোয়ার
 - ১১। কোয়েটা
 - ১২। সমরকন্দ
 - ১৩। সিয়ালকোট
 - ১৪। তর্কশিলা

আলেকজান্ডারের অভিযানকালীন উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ ও নিকটবর্তী প্রদেশসমূহ।

दायदरस् सिकुलास्

ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଶକ୍ତି

চতুরশীতিতম অধ্যায়

মাসাগায় আলেকজান্দার

উক্ত শর্তে আত্মসমর্পণের কথা শপথদ্বারা দৃঢ়ীকৃত হইলে, আলেকজান্দারের মহত্বের জ্ঞান মাসাগার রাজ্ঞী তাঁহার কিরূপ অমুরক্ত তাহাই দেখাইবার জ্ঞান বহু মূল্যবান উপহার প্রেরণ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানাইলেন যে তিনি সমস্ত শর্তই পালন করিবেন। তখন বেতনভোগী সৈন্যগণ অদূর ভবিষ্যতে কি ঘটবে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া যুক্তির শর্তমত ৮০ ষ্টাডিয়া দূরে নির্ঝিল্লি শিবির সন্নিবেশ করিল। কিন্তু আলেকজান্দার শত্রুর প্রতি অদম্য ক্রোধবশতঃ স্বীয় সৈন্যগণকে সশস্ত্র প্রস্তুত থাকিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে ভারতীয় বেতনভোগী সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন পূর্বক তাহাদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বধ করিতে লাগিলেন। বর্ষরগণ প্রথমে উচ্চৈশ্বরে আপত্তি করিল যে, শপথপূর্বক অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করা হইতেছে এবং আলেকজান্দার দেবতাদের নামে মিথ্যা শপথ করিয়া তাঁহাদিগের নাম অপবিত্র করিয়াছেন বলিয়া তাহারা দেবতাগণের সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। কিন্তু আলেকজান্দার উচ্চৈশ্বরে উত্তর দিলেন যে, আমি অঙ্গীকার দ্বারা তোমাদিগকে নগর হইতে নিরাপদে প্রস্থান করিতে দিতে বাধ্য, মাসিদনীয়গণের ও তোমাদের মধ্যে চিরবন্ধুত্ব থাকিবে প্রতিশ্রুতির

এরূপ অর্থ নহে। ভারতীয় বেতনভুক্ত সৈন্যগণ বিপদের গুরুত্বে ভীত না হইয়া চক্রাকারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া মধ্যস্থলে নারী ও শিশুগণকে স্থাপনপূর্বক আক্রমণকারীদিগের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিল, এক্ষণে তাহারা প্রাণের মাম্বা ত্যাগ করিয়া এরূপ দুঃসাহসিক ও বীরোচিত কর্ম্ম করিতে লাগিল যে, এই যুদ্ধ তাহাদের শত্রুগণের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া উঠিল। একদল বর্ষরের নিকট এতাদৃশ কার্যে মাসিদনীয়গণের পরাস্ত হওয়া অত্যন্ত অপমানের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইল। এই সঙ্কটকালের আশঙ্কায় সকলে বিস্মিত ও ভীত হইয়া উঠিল। প্রতিদ্বন্দ্বিগণ হাতাহাতি যুদ্ধ করিতে লাগিল, তাহারা নানাপ্রকারে হতাহত হইতে লাগিল। একপক্ষে মাসিদনীয়গণ দীর্ঘ বর্ষাধারা বর্ষরগণের চর্ম্ম চূর্ণ করিয়া তীক্ষ্ণ বর্ষার অগ্রভাগ দ্বারা তাহাদের বক্ষ ভেদ করিতে লাগিল; অপর পক্ষে বেতনভুক্ত সৈন্যগণ শত্রুর ঘন সন্নিবিষ্ট সৈন্যদলকে লক্ষ্য করিয়া বর্ষানিক্ষেপপূর্বক তাহাদিগকে নিহত করিতে লাগিল। এইরূপে যখন বহুলোক হতাহত হইল, তখন নারীগণ নিহতদিগের অস্ত্রগ্রহণ করিয়া পুরুষের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। বিপদের আসন্নতা এবং স্বার্থ ও প্রতিপত্তিনাশের সম্ভাবনায় নারীগণ প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া আত্মরক্ষার্থে এরূপ কার্য্যে ব্রতী হইল। সুতরাং যে সকল নারী অস্ত্র পাইয়াছিল তাহারা বর্ষাধারা স্ব স্ব স্বামীকে প্রাণপণে রক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, আর যাহারা অস্ত্র পায় নাই তাহারা আক্রমণকারিগণের উপরে পড়িয়া এবং তাহাদের চর্ম্ম বলপূর্বক ধরিয়া শত্রুর বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছিল। আক্রান্ত বর্ষরগণ নিরাশ-ভাবে সপত্নীক যুদ্ধ করিয়াও অবশেষে শত্রুর সংখ্যাধিক্য নিবন্ধন পরাস্ত হইল এবং অপমানিত হইয়া জীবনধারণ করা অপেক্ষা প্রশংসনীয়

মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিল (১)। আলেকজান্দার যুদ্ধে অক্ষুপযুক্ত ও নিরস্ত্র জনসমূহ এবং যে সকল স্ত্রীলোক এখনও বাঁচিয়াছিল তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন কিন্তু স্ত্রীলোকদিগকে অশ্বারোহী সৈন্তের রক্ষণাধীনে স্থাপন করিলেন।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়

আলেকজান্দারের আয়র্নস্ পর্বত অধিকার

তিনি অগ্ৰাণ্ড বহনগর অধিকার করিলেন এবং যাহারা তাঁহার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে উদ্বৃত হইয়াছিল তাহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। তৎপরে তিনি আয়র্নস্‌গিরির অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ইহা অদ্বিতীয় সুরক্ষিত দুর্গ বলিয়া নগরবাসীদের মধ্যে যাহারা জীবিত ছিল তাহারা পলায়ন করিয়া এইস্থানে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিল। কথিত আছে যে, হীরাক্লিস্ পূর্বকালে এই গিরি আক্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু ভয়ানক ভূমিকম্প ঘটায় এবং স্বর্গ হইতে সঙ্কেত পাইয়া অবরোধ ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই কাহিনী আলেকজান্দারের কর্ণগোচর হইলে দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্ত তিনি অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন। এইরূপ যশোলাভে তিনি দেবতার সমকক্ষ হইবার প্রয়াস পাইলেন। এই গিরির পরিধি ১০০ ষ্টাডিয়া ও উচ্চতা ১৬ ষ্টাডিয়া এবং ইহার উপরিভাগে বৃত্তাকারের সমতলভূমি আছে। দক্ষিণদিকে ভার-

(১) ইহা মাসাগার ঘটনা ছিল। প্লটাক এই ঘটনায় আলেকজান্দারকে নিন্দা করিয়াছেন।

তের বৃহত্তম নদী সিন্ধু ইহার পাদদেশ ধৌত করিতেছে। অপর দিকে ইহা গভীর গহ্বর বা দুর্গম উচ্চ পর্বত দ্বারা বেষ্টিত। আলেকজান্দার দুর্গের দুর্লভ অবস্থান অবলোকন করিয়া যখন আক্রমণ করিয়া অধিকার করিবার আশা পরিত্যাগ করিলেন, ঠিক সেই সময়ে দুই পুত্র সমভিব্যাহারে এক বৃদ্ধ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। এই লোকটি নিতান্তই দরিদ্র। সে বহুকাল হইতে নিকটবর্তী পর্বতকন্দরে বাস করিত। তথায় তিনটি শয্যা রচনা করিয়া পিতাপুত্রে রাত্রিকালে বিশ্রাম করিত। সুতরাং এইস্থান তাহার নিকটে সম্পূর্ণ পরিচিত। এই বৃদ্ধ ব্যক্তিটি নরপতির সমীপে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া তাঁহার সৈন্যদলকে দুর্লভ পর্বতারোহণের পথ প্রদর্শন করিতে চাহিল। সে সৈন্যদলকে একরূপ উচ্চতর স্থানে লইয়া যাইতে চাহিল যেখান হইতে এই আয়র্গসগিরি সহজেই আক্রান্ত হইতে পারে। আলেকজান্দার এই কার্যের জন্য লোকটিকে প্রচুর পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং তাহার পরামর্শানুযায়ী গিরি আরোহণের একমাত্র পথ একটি সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট অধিকার করিলেন। এই গিরি দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার অন্য কোন পথ না থাকায় তিনি শত্রুকে একরূপভাবে অবরোধ করিলেন যে, কোনদিক হইতে কোনরূপ সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা থাকিল না। তৎপরে গিরিপাদমূলে যে গহ্বর ছিল তাহা মৃত্তিকাস্তূপ দ্বারা পূর্ণ করিবার জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত লোককে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে দুর্গের নিকটস্থ হইয়া, তিনি অবরোধ দৃঢ়তর করিলেন এবং অবিচ্ছেদে সপ্তদিবস তাহা-দিগকে আক্রমণ করিলেন। সৈন্যদল পালাক্রমে কর্তব্যে বোগদান করিত। ইহাতে প্রথম প্রথম বর্ষরদিগেরই সুবিধা হইয়াছিল কারণ তাহারা উচ্চতর স্থান হইতে যুদ্ধ করিতেছিল সুতরাং বাহারা

অবিবেচকের ন্যায় আক্রমণে অগ্রসর হইয়াছিল তাহাদের বহুলোক হত হইল। কিন্তু যখন মৃত্তিকাস্তূপ প্রস্তুত হইলে “ক্যাটাপল্ট” (ফিল্ডে) ও যুদ্ধের অন্যান্য কল তাহাদের বিরুদ্ধে স্থাপিত হইল এবং দূরে দূরে বাণ নিষ্কিপ্ত হইতে লাগিল তখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে নরপতি কোনরূপেই অবরোধ পরিত্যাগ করিবেন না। তখন ভারতীয়গণ নিরাশ হইল। আলেকজান্দার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে কি ঘটবে, তিনি তজ্জন্য গিরিশঙ্কটের প্রহরীগণকে অপসারিত করিলেন। গিরিছূর্গের লোকে প্রস্থান করিতে ইচ্ছা করিলে নিরাপদ পথ পাইল। মাসিদনীয়গণের সাহসিকতা ও রাজার দুর্গাধিকারে স্থির সঙ্কল্পে ভীত হইয়া বর্করগণ রাত্রিযোগে গিরিছূর্গ পরিত্যাগ করিল।

ষড়্শীতিতম অধ্যায়

আলেকজান্দারের সিন্ধু উত্তরণ ও তাক্সিলিস্ কর্তৃক

অভ্যর্থনা

আলেকজান্দার এইরূপ চাতুরী দ্বারা বর্করগণকে পরাস্ত করিয়া অনায়াসে গিরি অধিকার করিলেন। তৎপরে তিনি পথপ্রদর্শককে প্রতিশ্রুত পুরস্কার প্রদান করিলেন এবং যখন ভারতীয় যোদ্ধা আফ্রিকিস্ ২০,০০০ সৈন্য ও ১৫টি হস্তী লইয়া আশে পাশে ঘুরিতেছিলেন ঠিক সেই সময়ে তিনি সসৈন্যে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। এই ব্যক্তির কতিপয় অনুচর তাঁহাকে বধ করিয়া এরূপ কার্যের পুরস্কার স্বরূপ

স্বীয় স্বীয় নির্বিঘ্নতা লাভার্থে আলেকজান্দারের নিকট আফ্রিকিসের মস্তক আনয়ন করিল। আলেকজান্দার তাহাদিগকে স্বীয় সৈন্যদলভুক্ত করিলেন এবং যে হস্তীগুলি যথেষ্ট বিচরণ করিতেছিল সেগুলিকে ধৃত করিয়া অধিকার করিলেন।

তদনন্তর তিনি সিদ্ধুতীরে আগমন করিলেন। তথায় তাঁহার আদেশানুসারে ত্রিংশৎ ক্ষেপণী সমন্বিত তরী নির্মিত এবং পারাপারের সেতুও প্রস্তুত হইয়াছে দেখিয়া শক্তি সঞ্চয়ের জন্ত তিনি তাঁহার সৈন্যদলকে ৩০ দিবসের জন্ত বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন। বিশ্রামানন্তর ধূমধামের সহিত দেবতাগণকে বলি প্রদান করিয়া তিনি সৈন্যগণকে নদীর অপর পারে লইয়া গেলেন। এইস্থানে একটি অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। এতদিনে তাক্সিলিসের মৃত্যু ঘটায় তাঁহার পুত্র মোফিস্ (১) শাসনকার্যে উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। আলেকজান্দার যখন সগ্‌ডিয়ানায় ছিলেন তখন মোফিস্ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে, কোন ভারতবাসী আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে আমি আপনার পক্ষে যুদ্ধ করিব। তদ্বিন্ন তিনি তাঁহার রাজ্য আলেকজান্দারের হস্তে সমর্পণ করিলেন এ সংবাদ তিনি দূতমুখে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে যখন আলেকজান্দার ৪০ ষ্টাডিয়া দূরে ছিলেন, তখন তিনি স্বীয় সৈন্যদলকে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত ও হস্তীগুলিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে স্থাপিত করিয়া কতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে আলেকজান্দারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত অগ্রসর হইলেন। এক বৃহৎ সৈন্যদলকে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত দেখিয়া তিনি মনে করিলেন যে, মাসিদনীয়গণ প্রস্তুত হইবার পূর্বে তাহাদিগকে

(১) অক্ষিস্ (কাটিয়াস্)।

আক্রমণ করিবার জন্য কোন ভারতবাসী বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় আত্মসমর্পণ করিতে আসিতেছে। তজ্জন্য তিনি যুদ্ধ সজ্জার আদেশ সূচক তুরীধ্বনি করিবার জন্য তুরীবাদককে আদেশ দিয়া সৈন্য দলকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ভারতীয়গণের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু মোফিস্ মাসিদনীয় সৈন্যদলের মধ্যে চাঞ্চল্য দর্শনে ইহার কারণ বুঝিতে পারিয়া স্বীয় সৈন্যদলকে পশ্চাতে রাখিয়া কতিপয় অনুচরসহ অশ্বারোহণে অগ্রসর হইলেন এবং মাসিদনীয়গণ যে ভ্রমে পতিত হইয়াছে তাহা সংশোধন করিয়া সসৈন্যে আত্মসমর্পণ করিলেন। আলেকজান্দার এই আচরণের অনুমোদনের চিহ্ন স্বরূপ মোফিস্কে তাঁহার রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন এবং ভবিষ্যতে তাঁহার সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি তাহার নাম পরিবর্তন করিয়া তাক্কিলিস্ রাখিলেন (২)।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

পোরসের বিরুদ্ধে আলেকজান্দারের যাত্রা

তৎপরে আলেকজান্দার তাক্কিলিসের রাজ্যে বিশ্রাম কালে নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পার্শ্ববর্তী ভারতীয়গণের রাজা পোরসের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। পোরসের পঞ্চাশৎ সহস্রাধিক পদাতিক, প্রায় তিনসহস্র অশ্বারোহী, সহস্রাধিক রথ এবং ১৩০টী হস্তী ছিল। এম্বিসারস্ নামক অপর এক রাজার সহিত ইহার মিত্রতা ছিল।

(২) আলেকজান্দারের অনুমতিগ্রহণান্তর অক্ষিস্ রাজ্যভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এষিসারস্ একটি নিকটবর্তী জাতির শাসনকর্তা ছিলেন ও তাঁহার সৈন্য সংখ্যা পোরসের অপেক্ষা নূন ছিল না। ইনি ৪০০ ষ্টাডিয়া দূরে আছেন, আলেকজান্দার ইহা অবগত হইয়া মিত্রশক্তির সহায়তা পাইবার পূর্বেই পোরসকে আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন, শত্রুর সমীপাগমন অবগত হইয়া পোরস্ যুদ্ধার্থে বাহ রচনা করিলেন। তিনি পার্শ্বে অশ্ব রাখিয়া সম্মুখের পংক্তিতে সমদূরে হস্তীগুলিকে স্থাপন করিলেন। ইহাতে শত্রুর ভীত হইবার সম্ভাবনা ছিল। হস্তী ও অশ্বের মধ্যে তিনি অন্ত্য সৈন্য বিত্তাস করিলেন। তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইল যে, তাহারা হস্তীগুলির পার্শ্বদেশ শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে। সমস্ত বাহ একটি নগরের গায় প্রতীয়মান হইতেছিল; দণ্ডায়মান মাতঙ্গনিচয় নগরের বুরুজ ও সৈন্যবৃন্দ বুরুজের মধ্যস্থ প্রাচীর বলিয়া ভ্রম হইতে ছিল। কিন্তু আলেকজান্দার, শত্রুর সৈন্য রচনার প্রণালী লক্ষ্য করিয়া স্বীয় সৈন্য বিত্তাসের প্রণালী স্থির করিলেন (১)।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়

পোরসের পরাজয়

মাসিদনীয় অশ্বারোহী দল প্রথমে যুদ্ধারম্ভ করিয়া, ভারতীয়গণের রথগুলিকে ধ্বংস করিলে, হস্তিবৃন্দ তাহাদের বিশালকায় ও শক্তির ষথাযোগ্য ব্যবহার করিয়া অনেক শত্রুকে পদদলিত করিয়া

(১) এষিসারস্-অভিসারিস্।

নিহত করিল, কাহারও বর্ষ ও অস্থি চূর্ণ করিল আবার কাহারও বা ভীষণরূপে মৃত্যু ঘটিল কারণ হস্তীগুলি প্রথমে শুণ্ডদ্বারা তাহাদিগকে বেঁধেন করিয়া উর্দ্ধে উত্তোলন পূর্বক সজোরে ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল আবার কাহাকেও বা শরীরে বৃহৎ দস্ত বিদ্ধ করিয়া নিহত করিল। কিন্তু মাসিদনীয়গণ বীরের গায় একরূপ ভীষণ আক্রমণ সহ করিয়াও মাতঙ্গগণের মধ্যস্থ পদাতিক দলকে দীর্ঘবর্ষা সহযোগে বধ করিয়া যুদ্ধের ফলাফল সায্যাবস্থ করিয়া তুলিল। অতঃপর তাহারা হস্তীগুলিকেই ক্ষুদ্রবর্ষা লইয়া আক্রমণ করিয়া ক্ষত বিক্ষত করিল। তখন তাহারা যন্ত্রণায় একরূপ অস্থির হইয়া উঠিল যে, হস্তীর আরোহী ভারতীয়গণের সাধ্য হইল না যে, তাহাদের গতির অস্থিরতা দমন করে কারণ হস্তীগুলি স্বীয় সৈন্ত দলের দিকে মুখ ফিরাইয়া একরূপ অদম্য প্রচণ্ডবেগে ধাবমান হইল যে, তাহাতে বহু স্বকীয় সৈন্ত পদদলিত করিয়া ফেলিল। ইহাতে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল কিন্তু পোরস্ সর্বাপেক্ষা বলবান মাতঙ্গের উপরে আক্রমণ থাকিয়া সমস্ত ঘটনা দেখিয়া, যে হস্তীগুলি এখনও সংঘত ছিল তাহার মধ্য হইতে ৪০টি একত্র করিলেন এবং সমস্ত হস্তীর দলের সহিত প্রচণ্ডবেগে স্বয়ং শত্রুকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্তের মধ্যে শারিরিক বলে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। তিনি উচ্চতায় পঞ্চহস্ত পরিমিত ছিলেন এবং তাঁহার শরীরের পরিধি একরূপ যে, তাঁহার বক্ষবর্ষ সাধারণ লোকের অপেক্ষা আয়তনে দ্বিগুণ ছিল। এই জন্ত তাঁহার হস্তনিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্রবর্ষা ক্যাটাপল্ট্ (ফিল্ড) হইতে নিক্ষিপ্ত শায়কের গায় ভীষণ বেগে নিক্ষিপ্ত হইত। তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান মাসিদনীয়গণ তাঁহার বিশ্বয়জনক বীরত্বে ভীত হইলে, আলেকজান্দার তাহাদের সাহায্যার্থ

ধনুর্দ্ধারী ও লঘুবর্ষাবৃত বিভাগীয় সৈনিক প্রেরণ করিয়া আদেশ দিলেন যে, প্রত্যেকেই পোরসকে লক্ষ্য করিয়া অস্ত্রনিষ্ক্ষেপ করিবে। সৈন্যগণ অবিলম্বে তাঁহার আদেশ পালন করিল। তাহাদের অস্ত্র ঘনঘন নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল এবং ভারতীয় রাজা সকলের পক্ষে প্রশস্ত লক্ষ্য ছিলেন বলিয়া কোন অস্ত্রই ব্যর্থ হইল না। পোরস বীরোচিত সাহসের সহিত যুদ্ধ করিলেন কিন্তু অস্ত্রাঘাত জনিত রক্তস্রাবের জ্ঞান মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং হস্তীকে আশ্রয় অবলম্বন করিতে গিয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। তাহাদের রাজার মৃত্যু হইয়াছে এইরূপ জনশ্রুতি প্রচারিত হওয়ার অবশিষ্ট ভারতীয়-গণ যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল এবং পলায়নকালে অনেকে নিহত হইল।

নবাবীতিতম অধ্যায়

হাইডাসপিসের যুদ্ধে প্রত্যেক পক্ষের ক্ষতি—

হাইডাসপিসে রণতরীবাহিনী নিৰ্ম্মাণের জন্ম

আলেকজান্দারের আদেশ

আলেকজান্দার এই বিখ্যাত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তুরীধ্বনি দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সৈন্যদলকে আহ্বান করিলেন। এই সময়ে দ্বাদশ সহস্রাধিক ভারতীয় নিহত হইয়াছিল। তন্মধ্যে পোরসের দুই পুত্র, সেনাপতি এবং অগ্ণাশ্র কৰ্মচারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণও মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিলেন। নয় সহস্রের অধিক সৈন্য ও ৮০টি

হস্তী বন্দী হইয়াছিল। পোরস স্বয়ং জীবিত ছিলেন, তাঁহার ক্ষত-স্থানগুলি আরাম করিবার জন্ত তাঁহাকে ভারতীয়গণের হস্তে অর্পণ করা হইল। মাসিদনীয়গণের পক্ষে ২৮০ অশ্বারোহী ও ৭০০র অধিক পদাতিক নিহত হইয়াছিল। নরপতি মৃত ব্যক্তিগণের সমাধি সৎকার সম্পন্ন করিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে যাহারা সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়া ছিল তাহাদিগের গুণানুযায়ী পুরস্কৃত করিলেন। তৎপরে তিনি প্রাচ্যজগতের অধিকার-প্রদানকারী সূর্য্যদেবের নিকট বলিপ্রদান করিলেন। নিকটবর্তী পার্শ্বত্যা প্রদেশে পোত নিৰ্ম্মাণোপযোগী দেবদারুজাতীয় ও অগ্ন্যাণ্ড বহুপ্রকারের সুন্দর বাহাদুরী কাষ্ঠ প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া প্রয়োজনানুসারে অর্ণব্যান নিৰ্ম্মাণ করাইলেন। কারণ তিনি ভারতের প্রান্তদেশে উপস্থিত হইয়া সমস্ত অধিবাসিকে পরাজয় পূর্ব্বক নদী বাহিয়া সমুদ্রে উপস্থিত হইবার সঙ্কল্প করিয়া-ছিলেন। তিনি পোরসের পরাজয়ের স্থানে ও নদীর অপর পারে (যথায় তিনি নদী উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন) তথায় দুইটি নগর প্রতিষ্ঠা করিলেন। বহুলোক নিযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া, অর্ণব্যান নিৰ্ম্মাণ-কার্য্য শীঘ্রই শেষ হইল। পোরস এক্ষণে আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি পূর্ব্বে যে প্রদেশে রাজত্ব করিতেন আলেকজান্দার তাঁহাকে সেই স্থানের রাজা করিয়া দিলেন। এই স্থানে জীবনধারণোপযোগী সর্ব্বপ্রকার সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া তিনি তাঁহার সৈন্তগণকে শক্তিসঞ্চয়ের জন্ত ত্রিশৎ দিবস বিশ্রামার্থ আদেশ দিলেন।

নবতম অধ্যায়

ভারতে মাসিদনীয়গণ কর্তৃক দৃষ্ট সর্প, বানর ও

বৃক্ষের বিবরণ

যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটস্থ পার্বত্যপ্রদেশে অর্ণব্যান নির্মাণের জন্ত বাহাদুরী কাষ্ঠ ব্যতীত অগ্ন্যাগ্ন্য অসাধারণ পদার্থও নয়ন গোচর হইত। এখানে অসাধারণ আকারের সর্প প্রভূত পরিমাণে দেখা যাইত। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৬ হস্ত পরিমিত এবং আকারের জন্ত প্রসিদ্ধ বহুপ্রকারের বানরও দৃষ্টিগোচর হইত। বানর শীকার করিতে হইলে কিরূপ কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে তাহা বানরগুলি স্বয়ং সহজে দেখাইত, কারণ তাহারা মানবকে যাহা করিতে দেখে তাহারই অনুকরণ করে; কিন্তু তাহাদের যথেষ্ট শারীরিক শক্তি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি উভয়ই আছে বলিয়া কেবল বলপ্রয়োগে তাহাদিগকে পরাস্ত করা যায় না। সেইজন্ত শীকারি দলের কেহ কেহ চক্ষে মধু লেপন করে, অপরে শীকারের সম্মুখে থাকিয়া জুতা পরে আবার কেহবা নিজের গলদেশে দর্পণ ঝুলাইয়া রাখে। তৎপরে পাছুকায় ফাঁস লাগাইয়া সেগুলি ফেলিয়া রাখে, মধুর পরিবর্তে গঁদ রাখে এবং দর্পণের সহিত রজ্জু বাঁধিয়া রাখে। মানুষকে যাহা করিতে দেখিয়াছে বানরেরা তাহা করিতে চেষ্টা করিলেই শক্তিহীন হইয়া পড়ে, কারণ তাহাদের চক্ষের পাতা আঁটিয়া যায়, পদদ্বয় ফাঁসে বাঁধিয়া যায় এবং তাহাদের শরীর রজ্জুদ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হয়। এই অবস্থায় তাহারা সহজেই শীকারিদের হস্তগত হয়।

রাজা এষিসারস্ (১) পোরস্কে সাহায্য করিতে বিলম্বে আসিলে আলেকজান্দার তাঁহার মনে ভীতি উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে তাঁহার আদেশমত কার্য করিতে বাধ্য করিলেন। তৎপরে তিনি সসৈন্তে নদী উত্তীর্ণ হইয়া অতি উর্বর প্রদেশের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেন। কারণ এখানে বিবিধ প্রকারের বৃক্ষ আছে, তাহার উচ্চতা ৭০ হস্ত এবং বেড় এত অধিক যে চারি জন লোকের কমে ইহার চতুর্দিকে বেষ্টন করিতে পারে না। ইহার ছায়া ৩০০ ফীট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই প্রদেশও অত্যন্ত সর্পপূর্ণ। এগুলি আকারে ক্ষুদ্র এবং বিবিধ বর্ণে চিত্রিত,—কতকগুলি পিত্তল বর্ণের যষ্টির ঞায়, আবার কতকগুলির ঘন কেশের ঞায় কেশর আছে; ইহাদের দংশনে রক্তের ঞায় ঘর্মস্রোত নির্গত হয় এবং যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু ঘটে। এইজন্ত মাসিদনীয়গণ তাহাদের দংশনভয়ে বৃক্ষশাখা হইতে তাহাদের শয্যা বুলাইয়া রাখিত এবং রাত্রির অধিকাংশ সময় জাগিয়া কাটাইত। কিন্তু যখন তাহারা দেশীয়দিগের নিকট জানিতে পারিল যে, কোন গাছের শিকড় ইহার প্রতিষেধক ঔষধ, তখন হইতে তাহারা ইহার প্রয়োগে যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইত।

(১) পূর্বোল্লিখিত অভিসার রাজ।

একনবতিতম অধ্যায়

আলেকজান্দার কর্তৃক প্রথম পোরসের ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিতীয়
পোরসের পশ্চাদ্ধাবন—আদ্রেষ্ঠাই ও কাথেয়াবাসি-
গণের পরাজয় ও সোপীথিসের রাজ্যে প্রবেশ—

এই অঞ্চলের লোকের অপূর্ব কথা

আলেকজান্দার সসৈন্যে অগ্রসর হইলে কতিপয় লোক আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ প্রদান করিল যে, যে পোরসকে তিনি পরাজিত করিয়াছেন তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র পোরস স্বীয় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গণ্ডরিডাই নামক জাতির নিকট পলায়ন করিয়াছে। তিনি এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া হিফেষ্টায়নকে সৈন্য সহ তাহার রাজ্যে প্রেরণ পূর্বক আদেশ দিলেন যে, ইহার রাজ্য যেন আমার পক্ষভুক্ত পোরসকে অর্পণ করা হয়। তৎপরে তিনি স্বয়ং আদ্রেষ্ঠাইদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া যে সকল নগর প্রতিরোধ করিল সেগুলি অধিকারপূর্বক অপর গুলিকে আত্মসমর্পণ করিতে প্ররোচিত করিলেন। অনন্তর তিনি কাথেয়াবাসীদের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। ইহাদের দেশে এক প্রথা আছে যে, বিধবা তাহার স্বামীর সহিত অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন করে। কোন স্ত্রীলোক বিষপ্রয়োগে তাহার স্বামীকে বধ করিয়াছিল বলিয়া বর্করগণ এইরূপ আদেশ প্রচলিত করিয়াছে। নরপতি তাহাদের বৃহত্তম ও দৃঢ়তম নগর অবরোধ করিয়া ভয়ভূত করিলেন। ইহা অধিকার করিতে বহু কষ্ট হইয়াছিল বলিয়াই তিনি এরূপ করিলেন। ইতোমধ্যে তিনি আর একটি বৃহৎ নগর অবরোধ করিয়া-

ছিলেন, তথাকার ভারতীয়গণ বিনয়সহকারে তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিলে তিনি দয়া করিয়া তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দিলেন।

তদনন্তর তিনি সোপীথিসের অধীন নগরগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। এগুলি অত্যন্ত হিতকর ব্যবস্থায় শাসিত হইত; কারণ ইহাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা অগ্ৰাণু বিষয়ে প্রশংসার যোগ্য হইলেও, তাহাদের মধ্যে সৌন্দর্যের অত্যন্ত আদর ছিল। এই কারণে শৈশবে সন্তান সমূহের মধ্যে প্রভেদ করা হয়—যাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মুখাকৃতি নির্দোষ এবং যাহাদের দেহে শক্তি ও সৌন্দর্যের সমবায় হইবে বলিয়া আশা করা যায় তাহাদিগকেই পালন করিবার আদেশ দেওয়া হয়, আর যাহাদের কোনরূপ শারীরিক অসম্পূর্ণতা আছে, তাহারা পালনের অনুপযুক্ত বলিয়া নিহত করিবার আদেশ দেওয়া হয়। এইমতে তাহাদের বিবাহের ব্যবস্থা হয়, কারণ কত্থা মনোনীত করিবার সময় তাহারা যৌতুক বা সম্পত্তির বিষয় বিবেচনা করেনা, পরন্তু, সৌন্দর্য্য ও অগ্ৰাণু শারীরিক সম্পূর্ণতার বিষয় বিবেচনা করে। সুতরাং এই নগরগুলির অধিবাসিবৃন্দকে দেশের অপরলোকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। সকলেই রাজা সোপীথিসের সুন্দর ও চারিহস্ত পরিমিত দীর্ঘ দেহের প্রশংসা করিত। যে নগরে তাঁহার প্রাসাদ ছিল তিনি তথা হইতে নিজ্রাস্ত হইয়া আলেকজান্দারের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে বিজ্ঞেতার দয়ায় তিনি স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। সোপীথিস্ সানন্দে কতিপয় দিবস সমস্ত সৈন্যকে সূচারুরূপে ভোজন করাইলেন।

দ্বিবিবতিতম অধ্যায়

সোপীথিসের রাজ্যের কুকুরের সাহস ও ভীষণতা

সোপীথিস্ আলেকজান্দারকে যে সকল মূল্যবান উপহার প্রদান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে আকার ও শক্তির জগু প্রসিদ্ধ দেড়শত কুকুর ছিল। ইহারা অগ্ৰাণু বিষয়েও শ্রেষ্ঠ এবং কথিত আছে যে ইহারা ব্যাঘ্রী কর্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিল। আলেকজান্দারকে কার্যের দ্বারা ইহাদের শক্তির প্রমাণ দেখাইবার ইচ্ছায়, সোপীথিস্ এক বৃহৎ সিংহকে আবদ্ধস্থানে স্থাপন করিলেন এবং এই উপহৃত কুকুরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট দুইটিকে বাঁধিয়া লইয়া সিংহের নিকট নিক্ষেপ করিলেন। যখন পশুরাজের নিকট ইহাদের পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখিলেন, তখন তিনি আর দুইটি কুকুর ছাড়িয়া দিলেন। যখন চারিটি কুকুরের সমবেত শক্তি সিংহ অপেক্ষা অধিক হইল, তখন একজন লোক আবদ্ধস্থানে ঘাইয়া একটি কুকুরের দক্ষিণপদ কর্তন করিল। নরপতি ইহাতে আপত্তি করিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার শরীররক্ষিগণ ধাবমান হইয়া লোকটির হস্তধারণ করিল। তখন সোপীথিস্ বলিলেন “আমি একটি বিকলাঙ্গ কুকুরের পরিবর্তে আপনাকে তিনটি উত্তম কুকুর প্রদান করিব।” তৎপরে শীকারিটি কুকুরের সেই পদ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া সম্পূর্ণ কর্তন করিয়া ফেলিল। কিন্তু কুকুরটি কোনরূপ যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি না করিয়া দৃঢ়রূপে দংশন করিয়া রহিল। অবশেষে রক্তস্রাবে দুর্বল হইয়া সিংহের দেহের উপর কুকুর প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

ত্রিবিংশতম অধ্যায়

ফিজিয়াসের বশ্যতা স্বীকার—আলেকজান্দারের

হাইপানিস্ গমন—ফিজিয়াস্ কর্তৃক হাই-

পানিসের অপর তীরবর্তী দেশের

বর্ণনা—প্রাইসিয়ান্ ও তাহাদের

রাজা জাক্সামিসের বিবরণ

হিফেষ্টায়ন্ এই সময়ে স্বীয় সৈন্যদল লইয়া ভারতের বহুস্থান অধিকার পূর্বক আলেকজান্দারের সঙ্গে সম্মিলিত হইলেন। তিনি সেনানীকে তাঁহার সাহস ও কার্যে অনুরক্তির জন্য প্রশংসা করিয়া স্বীয় সৈন্য সহ ফিজিয়াসের (১) রাজ্যে যাত্রা করিলেন। এখানে দেশবাসীরা মাসিদনীয়গণকে অভ্যর্থনা করিল এবং ফিজিয়াস্ বহু উপহার সহ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তজ্জন্য আলেকজান্দার তাঁহাকে নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে সম্মত হইলেন। তৎপরে তিনি দুই দিবস কাল এই রাজ্যের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া হাইপানিসের (২) দিকে অগ্রসর হইলেন। এই নদীর বিস্তার ৭ ষ্টাডিয়া ও গভীরতা ৬ “ফ্যাদম” (৩) এবং ইহার প্রচণ্ড বেগের জন্য ইহা পারাপার হওয়া কঠিন। তিনি ফিজিয়াসের নিকট সিঙ্কুর অপর পারের দেশের বিবরণ শ্রবণ করিলেন—

(১) আরিয়ান্ এই রাজাকে ফেগেলাস্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি হাইড্রাওটীস্ ও হাইফাসিস্ মধ্যবর্তী ভূভাগের অধীশ্বর ছিলেন।

(২) অর্থাৎ হাইফাসিস্—বর্তমান বেরাস্।

(৩) ফাদম—৪ হাত।

প্রথমতঃ এত মরুভূমি আছে ইহা অতিক্রম করিতে দ্বাদশ দিবস অতিবাহিত করিতে হয় ; ইহার পরে গঙ্গা নামে এক নদী আছে, তাহার বিস্তৃতি ৩২ ষ্টাডিয়া এবং ভারতের সকল নদী অপেক্ষা ইহা গভীর ; ইহার অপর পারে প্রাসিয়াই ও গণ্ডারিডাই (৪) দিগের রাজ্য অবস্থিত ; এখানকার রাজা জাক্সামিসের ২০,০০০ অশ্বারোহী, ২০০,০০০ পদাতিক ২০০০ রথ, এবং ৪০০০ শিক্ষিত ও যুদ্ধোপযোগী হস্তী আছে ; আলেকজান্দার এ বিবরণ অবিশ্বাস করিয়া পোরস্কে ডাকিয়া এই বিবরণের সত্যাসত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। পোরস্ সমস্ত বিবরণ সত্য বলিয়া নিবেদন করিয়া বলিলেন যে, গণ্ডারিডাইদিগের রাজা নিতান্তই হীনচরিত্র এবং লোকে তাঁহাকে নাপিতের পুত্র (৫) বলিয়া মনে করে এবং তজ্জন্য তাঁহাকে কোন সম্মান প্রদর্শন করে না ; রাজার জনক স্ত্রী ছিলেন বলিয়া ভূতপূর্ব রাজ্ঞী তাঁহার রূপে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ রাজা রাজ্ঞী কর্তৃক গোপনে নিহত হইলে বর্তমান রাজা রাজ্যাধিকার করিয়াছেন। গণ্ডারিডাইদিগের বিরুদ্ধে অভিযানে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা আছে বুঝিতে পারিলেও, আলেকজান্দার উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথ হইতে বিচ্যুত হইবার কথা মনে স্থান দিলেন না, বরঞ্চ দৈববাণীর উত্তর ও মাসিদনীয়দিগের সাহস তাঁহার পক্ষে আছে মনে করিয়া বর্ষরদিগকে পরাভূত করিবেন বলিয়া তিনি আশাবিত্ত হইলেন। কারণ পাইথিয়ান রমণী-পুরোহিত তাঁহাকে অজ্ঞেয় বলিয়াছে এবং আমন্ তাঁহাকে পৃথিবীর সাম্রাজ্য দিবার প্রতিশ্রুতি করিয়াছেন (৬)।

(৪) অতিরিক্ত পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(৫) চন্দ্রগুপ্ত—মুরার পুত্র।

(৬) ৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়

মাসিদনীয় সৈন্যের দুর্বস্থা—হাইপানিসের
অপর তীরে গমনের অনিচ্ছা

তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার সৈন্যগণ অনন্ত যুদ্ধযাত্রায় সাহস-
হীন হইয়াছে এবং প্রায় অষ্টবর্ষ কাল পরিশ্রম ও বিপদের সহিত
যুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত দুর্বস্থাপন্ন হইয়াছে। তজ্জন্য তিনি বিবেচনা
করিলেন যে, গণ্ডারিডাইদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিতে হইলে
তাঁহার সৈন্যগণকে যথোপযুক্ত যুক্তি দ্বারা উত্তেজিত করিতে হইবে।
কারণ মৃত্যু তাঁহার সৈন্যদলে তাহার সংহার লীলা প্রকাশ করি-
য়াছে অথচ এমন আশাও নাই যে, তাঁহার সময়ের কোন দিন
অবসান হইবে। অবিরত অভিযানে অশ্বের ক্ষুর ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে
এবং ব্যবহারে অশ্বের আর তীক্ষ্ণতা নাই। এতদিনে গ্রীক দেশীয়
পরিচ্ছদ তৃষ্ণাবিহীন হইয়াছে অথচ তাহার পরিবর্তে সেরূপ পরিচ্ছদ
প্রদত্ত হয় নাই; তজ্জন্য সৈন্যদল বর্ষদিগের প্রস্তুত বস্ত্র হইতে
ভারতীয়গণের ন্যায় পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে বাধ্য হইয়াছে। তদ্ভিন্ন
সপ্ততি দিবস ব্যাপিয়া মেঘ হইতে মুষল ধারে বারি বর্ষণ হইতে-
ছিল, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ ও বজ্রপাতও হইতেছিল। আলেকজান্দার
এরূপ অবস্থাকে স্বীয় সঙ্কল্পের অন্তরায় মনে করিয়া ভ্রমসা করিতে
লাগিলেন যে, কোনরূপ বদান্যতা দ্বারা সৈন্যগণের আন্তরিক সহ-
যোগিতা লাভ করিবেন। তজ্জন্তু যেখানে সর্কসকার সামগ্রী প্রচুর
পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় শত্রুর এইরূপ দেশ সৈন্যগণকে

লুষ্ঠনের অনুমতি দিলেন এবং যখন সৈন্যদল লুষ্ঠনে ব্যাপ্ত ছিল তখন তিনি সৈন্যদলের স্ত্রী ও সন্তানগণকে একত্র আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, স্ত্রীলোকে মাসিক সাহায্য এবং সন্তানগণ পিতার বেতনের অনুরূপ পুরস্কার পাইবে। যখন সৈন্যদল বহু মূল্যবান লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিল তখন তিনি তাহাদিগকে একত্র করিয়া গণ্ডারিডাইদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচিত বাক্যে তাহাদিগকে সম্বোধন করিলেন। কিন্তু যখন মাসিদনীয়গণ কিছুতেই তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল না তখন তিনি তাহার অভিযানের সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়

হাইপানিসের নিকট আলেকজান্দারের বেদী ও অন্যান্য
স্মৃতিচিহ্ন নির্মাণ এবং আকিসাইন্
তীরে প্রত্যাগমন

তৎপরে তিনি যে পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন তাহার সীমা নির্দেশক চিহ্ন নির্মাণের সঙ্কল্প করিলেন। সেইজন্ত তিনি প্রথমে দ্বাদশ দেবতার উদ্দেশে পঞ্চাশৎ হস্ত উচ্চ বেদী নির্মাণ করিলেন। তৎপরে তিনি স্বীয় শিবিরের তিনগুণ স্থান বেষ্টন করিয়া তাহার চতুর্দিকে ৫০ ফীট প্রশস্ত ও ৪০ ফীট গভীর পরিখা খনন করাইলেন এবং উৎখাত মৃত্তিকা দ্বারা অসাধারণ আয়তনের প্রাকার নির্মাণ করাইলেন। তিনি সৈন্যগণের বাসগৃহ নির্মাণের আদেশ দিলেন, প্রত্যেক

গৃহে প্রত্যেক পদাতিকের জন্ত পাঁচ হস্ত দীর্ঘ দুইটি শয্যা থাকিবে এবং প্রত্যেক অশ্বারোহীর জন্ত সাধারণ আকারের দ্বিগুণ আয়তনের দুইটি করিয়া মন্দুরা নির্মিত হইবে। তদ্বিন্ন যাহা এখানে পড়িয়া থাকিবে, তাহাই অনুপাতে বৃহদাকারের করিতে হইবে, এইরূপ আদেশ দেওয়া হইল। ইহাতে এই স্থানকে কেবল বীরদিগের শিবির করিবারই সঙ্কল্প ছিলনা; পরন্তু দেশের লোকের মধ্যে এমন চিহ্ন রাখিয়া যাইতে চাহিতেছিলেন যাহাতে তাহারা বুঝিতে পারে যে, এই বীরদিগের কিরূপ অদ্ভুত শারীরিক শক্তি ছিল। এইসকল কার্য সমাপ্ত হইলে তিনি সসৈন্তে আকিসাইন্ (১) তীরে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, নৌকাগুলি প্রস্তুত হইয়াছে; এগুলি সজ্জিত হইলে তিনি আরও কতকগুলি নির্মাণের আদেশ দিলেন। এই সময়ে গ্রীস হইতে মিত্ররাজ্য কর্তৃক প্রেরিত সৈন্ত ও বেতনভোগী সৈন্ত মিত্ররাজ্যের সেনাপতির নেতৃত্বে উপস্থিত হইল; এই সৈন্তদলে ত্রিশহাজারের অধিক পদাতিক ও অন্যান্য ছয়হাজার অশ্বারোহী ছিল। তদ্বিন্ন সমগ্র দেহ আবৃত করিবার উপযোগী জন্ত ২৫০০০ উৎকৃষ্ট বর্ম ও ১০০ ট্যালেন্ট ঔষধ আনীত হইয়াছিল। এই সমস্ত দ্রব্যই তিনি সৈন্তগণের মধ্যে বিতরণ করিলেন। যখন নৌবাহিনীর সাজসজ্জা সম্পূর্ণ হইল, দ্বিশত পার্শ্বে দ্বার শূন্য তরী এবং আটশত অনুগামী জাহাজ প্রস্তুত হইল, তখন তিনি নদীর তীরে নির্মিত নগরগুলির নামকরণ করিলেন। তাঁহার বিজয়লাভের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটির নাম নিকাইয়া রাখা হইল এবং পোরসের সহিত যুদ্ধে নিহত স্বীয় অশ্বের নামে তিনি অপর নগরটির "বৌকেফালা" নাম রাখিলেন।

(১) প্রকৃতপক্ষে দায়দরসের হাইডাস্পিস্ বলিয়া উল্লেখ করা উচিত ছিল।

ষষ্ঠবর্তিতম অধ্যায়

দক্ষিণসাগরে যাত্রারম্ভ—শিবইজাতির বশ্যতা—

আগালাসিয়ান্গণের আক্রমণ ও পরাভব (১)

আলেকজান্দার এক্ষণে বন্ধুবর্গসমভিব্যাহারে দক্ষিণ-সমুদ্রে যাত্রা করিলেন। অধিকাংশ সৈন্য এককালে নদীর কূলে কূলে ক্রাটেরস্ ও হিফেষ্টিয়নের নেতৃত্বে যাত্রা করিল। আকিসাইন্ ও হাইডাস্পিস্ নদীর সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইয়া আলেকজান্দার সসৈন্তে অবতরণপূর্বক শিবইজাতির বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করিলেন। কথিত আছে যে, যে সকল সৈন্য হার্কিউলিসের অধীনে আয়র্নস্ গিরি আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা তাহা অধিকারে অকৃতকার্য হইয়া এই অঞ্চলে বাস করিয়াছিল। এই শিবইজাতি তাহাদেরই বংশধর। আলেকজান্দার তাহাদের রাজধানীর সন্নিকটে শিবির সন্নিবেশ করিলে, রাজ্যের শ্রেষ্ঠপদের অধিকারী নাগরিকগণ নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আলেকজান্দারের সহিত সাক্ষাদাভিলাষে আগমন করিলেন এবং তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, একবংশে উৎপত্তির জন্ত তাঁহার সহিত তাঁহাদের কিরূপ দৃঢ়বন্ধন আছে। এই জাতিত্ব নিবন্ধন তাঁহারা তাঁহার আদেশমত সকল কার্যই করিতে ইচ্ছুক এবং প্রস্তুত একথাও তাঁহারা নিবেদন করিয়া আলেকজান্দারকে মূল্যবান উপহার প্রদান করিলেন। এইরূপ

(১) শিবই ও আগালসই জাতির কথা পূর্বে দ্রষ্টব্য।

সদিচ্ছার নিবেদনে আলেকজান্দার এতদূর সন্তুষ্ট হইলেন যে, তিনি তাঁহাদের নগরগুলিকে স্বাধীনতা ভোগ করিতে অনুমতি দিলেন। তৎপরে তিনি তাঁহাদের প্রতিবেশী জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। আগালাসিয়ান্ নামে অভিহিত এই জাতি ৪০,০০০ হাজার পদাতিক ও ৩০০০ অশ্বারোহী সৈন্য একত্র করিয়াছে দেখিয়া আলেকজান্দার তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বিজয় লাভান্তে তাহাদের অধিকাংশকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিলেন। প্রাণরক্ষার জন্ত যাহারা পার্শ্ববর্তী নগর সমূহে পলায়ন করিয়াছিল তিনি তাহাদিগকে বন্দী করিয়া ক্রীতদাস করিলেন। অবশিষ্ট অধিবাসী এক স্থানে সমবেত হইয়াছিল; তাহাদের আশ্রয়স্থান এই বৃহৎ নগরটি অধিকার করিয়া তিনি ২০০০০ অধিবাসীকে বন্দী করিলেন। ভারতবাসীরা সঙ্কীর্ণ পথে প্রতিবন্ধক স্থাপিত করিয়া গৃহসমূহ হইতে অত্যন্ত ভয়ঙ্কররূপে যুদ্ধ করিয়াছিল তজ্জন্ত আলেকজান্দার এই যুদ্ধে বড় অল্প মাসিদোনীয়গণকে হারান নাই। তিনি ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নগরে অগ্নি সংযোগ করিয়া নগরের সহিত অধিকাংশ প্রতিরোধকারীকে দগ্ধ করিয়াছিলেন (২)। যাহারা আশ্রয়ের জন্ত দুর্গমধ্যে পলায়ন করিয়াছিল সেইরূপ হতাবশিষ্ট ৩০০০ ব্যক্তি তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিলে তিনি তাহাদিগকে দয়া প্রদর্শন করিলেন।

(২) কার্টিয়ান্স্‌ দ্রষ্টব্য।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়

নদী সঙ্গমে সমরপোতবাহিনীর বিপদ

তিনি বন্ধুবর্গের সহিত পুনরায় নদীপথে যাত্রা করিয়া, যে স্থানে সিন্ধু পূর্বোক্ত দুই নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে, তথায় উপস্থিত হইলেন। এই প্রবল জলশ্রোত গুলি ভীষণ গর্জন করিতে করিতে মিলিত হইয়াছে এবং ইহাদের সঙ্গমস্থলে বহু ভয়ঙ্কর জলাবর্ত উৎপন্ন হইয়াছে। কোন পোত আকৃষ্ট হইয়া জলাবর্তের কেন্দ্রে উপস্থিত হইলে নিশ্চয়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত। তন্নিম্ন শ্রোতের গতি এত দ্রুত ও প্রবল যে, নাবিকের সকল কৌশলই ব্যর্থ হইত। ইহার ফলে দুইটি সমরপোত নিমজ্জিত হইল এবং অপর পোতের মধ্যে অনেকগুলি চড়ায় লগ্ন হইয়া গেল। এক প্রচণ্ড তরঙ্গ আসিয়া নৌসেনাপতির পোতে লাগিল; এই দুর্ঘটনা নরপতির পক্ষে প্রায় মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছিল। মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া তিনি পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্বক নগ্নদেহে, যাহাতে প্রাণরক্ষার কিঞ্চিৎ সম্ভাবনা আছে তাহাই জড়াইয়া ধরিলেন। পোত উল্টাইয়া গেলে নরপতিকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া তাঁহার বন্ধুবর্গ পোতের পার্শ্বে সম্ভরণ করিতে করিতে যাইতেছিলেন। পোতের মধ্যে তখন অত্যন্ত বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত, নাবিকগণ শ্রোতের শক্তির সহিত যুঝিতেছিল এবং নদীও মানবের সকল নৈপুণ্য ও চেষ্টা ব্যর্থ করিতেছিল সুতরাং আলোকজান্দার অতিকণ্ঠে কূলের দিকে অগ্রসর হইয়া তথায় পোতগুলির সহিত নিক্ষিপ্ত হইলেন। এইরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে নিষ্কৃতি পাইয়া

একিলিসের স্ত্রায় নদীর সহিত যুদ্ধিয়া দারুণ বিপদ হইতে মুক্তি-
লাভের জন্ত তিনি দেবতাগণকে বলিপ্রদান করিলেন (১)।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়

সাইরাকোসাই ও মল্ল জাতির সমবায়—

জ্যোতিষীর পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া আলেক-

জান্দারের দুর্গ আক্রমণ

অতঃপর তিনি সাইরাকোসাই (১) ও মল্ল নামক দুইটি
সমরনিপুণ ও লোকবহুল জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তিনি
দেখিতে পাইলেন যে, অধিবাসীরা ৮০,০০০ পদাতিক ১০,০০০ অশ্বা-
রোহী ও ৭০০ রথ সংগ্রহ করিয়াছে। আলেকজান্দারের আগমনের
পূর্বে তাহারা পরস্পরের সহিত বিবাদে ব্যাপ্ত ছিল, কিন্তু তাহার
আগমনে তাহারা বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া বিবাহ বন্ধন দ্বারা পরস্পরের
সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছে (২)। প্রত্যেক জাতিই ১০,০০০

(১) ইহা আকিসাইন্ ও হাইডাস্পিসের সঙ্গমস্থলেই ঘটয়াছিল। আকিলিসের
বৃদ্ধ কাহিনী ইলিয়াদের একবিংশ খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

(১) অগ্নিড্রাকাই।

(২) ঐতিহাসিক থিলাওয়াল্ বলিয়াছেন যে এই দুই জাতির মধ্যে একটা ব্রাহ্মণ
ও অপরটা শূদ্র ছিল এবং এইজন্তই ইহাদের মধ্যে বিবাহ বন্ধন ছিল না। বিপদ
সম্মুখীন দেখিয়াই ইহারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল। আমরা থিলাওয়ালের
এই যুক্তি গ্রহণ করিতে পারি না।

নারী বিবাহের জ্ঞান দান ও গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু তাহারা সম্মিলিত সৈন্য লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করে নাই, কারণ সম্মিলিত সৈন্যদলের নেতৃত্ব লইয়া বিতর্ক হওয়ায় তাহারা পার্শ্ববর্তী নগর সমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আলেকজান্দারের পথে প্রথমে যে নগর পড়িল তাহার নিকটে আসিয়া অবরোধান্তে প্রথম আক্রমণে কিরূপে নগর অধিকার করিবেন, তিনি তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময়ে ডেমোফন নামক জনৈক জ্যোতিষী তাঁহার নিকটে আসিয়া নিবেদন করিল, “আমি কতকগুলি লক্ষণ দর্শনে বুঝিয়াছি যে, আপনি এই নগর অবরোধকালে সাংঘাতিকরূপে আহত হইবেন। সেইজন্য আমার পরামর্শ এই যে, আপনি এখন এই নগরকে অব্যাহতি দিয়া অপর দুর্গ কার্যে মনোনিবেশ করুন।” কিন্তু কার্যে উত্তেজনার সময়ে লোকের সাহস দমিত করায় আলেকজান্দার জ্যোতিষীকে অত্যন্ত তিরস্কার করিলেন। তদনন্তর তিনি অবরোধ পরিচালনের ব্যবস্থা করিয়া স্বয়ং নগরের পথে অগ্রসর হইলেন। প্রবলবেগে নগর আক্রমণ করিয়া স্বয়ং তাহা অধিকার করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু দ্বার ভগ্ন করিবার যন্ত্রগুলি আসিতে বিলম্ব হওয়ায় তিনি স্বয়ং পশ্চাতের দ্বার ভগ্ন করিয়া এই পথে তিনিই প্রথমে নগরে প্রবেশ করিলেন এবং বহু নগররক্ষককে বধ করায় অবশিষ্ট সকলে পলায়ন করিল। তিনি দুর্গ পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। ইতোমধ্যে মাসিদনীয়গণ প্রাচীরের নিকটে যুদ্ধ করিতেছিল। তজ্জন্ম তিনি দুর্গপ্রাকারে সোপান সংলগ্ন করিয়া মস্তকোপরি চর্ম রক্ষা পূর্বক এত তৎপরতার সহিত আরোহণ করিতে লাগিলেন যে তিনি শীঘ্রই শীর্ষদেশে উপস্থিত হইলেন। যে সকল বর্ষর তথায় প্রহরীরূপে স্থাপিত হইয়াছিল তাহারা তাঁহার

কার্যে আশ্চর্য্যবিত হইল। ভারতীয়গণ তাঁহার নিকট আসিয়া যুদ্ধ করিতে সাহসী না হইয়া দূর হইতে তাঁহার প্রতি বাণ ও বর্শা নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। নরপতি এইরূপ নিক্ষিপ্ত অস্ত্রে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ইতোমধ্যে মাসিদনীয়গণ প্রাচীরে দুইখানি সোপান সংলগ্ন করিয়া আরোহণ করিতেছিল। কিন্তু অত্যধিক লোকে এককালে আরোহণের চেষ্টা করায় সোপান দুইখানি ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং আরোহণকারীরাও ভূমিতে পতিত হইল।

একোশততম অধ্যায়

আলেকজান্দারের দুর্গ মধ্যে লক্ষ্য প্রদান, আত্মরক্ষা
এবং সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্তি—বন্ধুবর্গ কতৃক
তাঁহার উদ্ধার ও দুর্গাধিকার—বাক্টিয়ায়
গ্রীক ঔপনিবেশিকদিগের
বিদ্রোহ

নরপতি এইরূপে সকল প্রকার সহায়তা হীন হইয়া এমন আশ্চর্য্য দুঃসাহসের কার্য্য করিলেন যাহা উল্লিখিত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। কারণ যদি তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে অকৃতকার্য্য হইয়া দুর্গ-প্রাচীর হইতে পশ্চাদগমন করেন তাহা হইলে তাহা তাঁহার চিরাত্যস্ত যশোভাগ্যের অনুপযোগী হইবে। ইহাই বিবেচনা করিয়া তিনি সমস্ত্রাবস্থায় একাকীই দুর্গ মধ্যে লক্ষ্য প্রদান করিলেন। ভারতীয়গণ দ্বারা তাঁহাকে আক্রমণ করিলে, তিনিও অদম্য সাহসের সহিত তাহাদের আক্রমণ

প্রতিহত করিতে লাগিলেন। দক্ষিণ পার্শ্বে প্রাচীর সন্নিহিত এক বৃক্ষের দ্বারা এবং বাম পার্শ্বে প্রাচীর দ্বারা রক্ষিত থাকায় তিনি ভারতীয়গণকে দূরে রাখিতে সমর্থ হইলেন। যাহার দ্বারা বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপার সাধিত হইয়াছে তাঁহার গায় সাহস দেখাইতে স্থির সঙ্কল্প করিয়া এবং তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তকে তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা যশঃশালী অংশ করিবার আকাঙ্ক্ষায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার শিরস্ত্রাণ ও চর্ম্মে অসংখ্য আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। অবশেষে বৃক্ষের নিম্নদেশে বাণাহত হইয়া আঘাতের প্রাবল্য বশতঃ জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িলেন। যে ভারতীয় সৈন্য বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিল সে কোনরূপ বিপদের কথা না ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইল। সে পুনরায় আঘাত করিবার উপক্রম করিবামাত্র, আলেকজান্দার তাহার পঞ্জরে অসির আঘাত করিলেন এবং এই সাংঘাতিক আঘাতে বর্ষরের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটিল। তৎপরে নরপতি এক নিকটস্থ বৃক্ষশাখা অবলম্বনে দণ্ডায়মান হইয়া, যে কোন ভারতবাদী তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক তাহাকে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিলেন। ঠিক এই সঙ্কটকালে পিউকেষ্টাস নামক জনৈক হাইপাস্ফিষ্ট্ ভিন্ন সোপানের দ্বারা আরোহণ করিয়াছিল। সেই প্রথমে নরপতিকে চর্ম্মদ্বারা রক্ষা করিতে কৃতকার্য হইল। তাহার পশ্চাতে বহুলোক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। তাহাদের আগমনে বর্ষরগণ ভীত হইয়া পড়িল এবং আলেকজান্দারও রক্ষা পাইলেন। তৎপরে নগর আক্রমণ করা হইল এবং রাজা যে যন্ত্রণা পাইয়াছেন তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মাসিদনীয়গণ যেখানে যাহাকে পাইল তাহাকেই বধ করিতে লাগিল। তাহাতে নগর শবদেহে পূর্ণ হইয়া উঠিল। যখন বহুদিন যাবৎ আলেকজান্দার স্বীয় কৃতস্থানের চিকিৎসায় ব্যাপৃত ছিলেন তখন

বাক্টিয়া ও সগ্দিয়ানার গ্রীক ঔপনিবেশিকগণ, নরপতির আঘাত-জনিত মিথ্যা সংবাদ শ্রবণে মাসিদনীয়গণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইল। বর্সরগণের মধ্যে বাস করা বহুদিন হইতে এই ঔপনিবেশিকগণের কষ্টের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল, সেইজন্য তাহারা তিন সহস্র ব্যক্তি সমবেত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমনের জন্ত যাত্রা করিল। পথে তাহাদিগকে অসহ্য কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে ইহারা সকলেই মাসিদনীয়গণ কর্তৃক নিহত হইয়াছিল।

শততম অধ্যায়

আঘাত হইতে আলেকজান্দারের আরোগ্যলাভ—

কোরাগোস্ ও ডিওক্লিপসের দ্বন্দ্বযুদ্ধ-

ডিওক্লিপসের জয়লাভ

আলেকজান্দার আরোগ্যলাভ করিয়া দেবতাগণের পূজা করিলেন এবং বন্ধুবর্গকে বৃহৎভোজে আপ্যায়িত করিলেন। পান-ভোজন কালে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিল। নিমন্ত্রিত অতিথিগণের মধ্যে কোরাগোস্ (১) নামক জনৈক মাসিদনীয় ছিলেন। এই ব্যক্তি শারীরিক শক্তি ও সমরে অসংখ্য দুঃসাহসিক অবদানের জন্ত খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। এই ব্যক্তি মত্তাবস্থায় আত্মপ্লাঘা করিতে করিতে ডিওক্লিপস্ নামক জনৈক এথেন্সবাসীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। তিনি সাধারণ ক্রীড়াক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রতিপত্তিপূর্ণ জয়লাভের জন্ত

(১) কাটিরাস্ ইহাকে হোরোটাস্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বহুবার পুরস্কার ও জয়মুকুট লাভ করিয়াছিলেন। পানভোজনোৎসবে উপস্থিত অতিথিগণের স্বভাবতঃই এই যুদ্ধে আগ্রহ হইয়াছিল এবং ডিওক্লিপস্ যুদ্ধে সম্মত হইলে আলেকজান্দার ঘন্থের দিন স্থির করিয়াছিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে সহস্র সহস্র ব্যক্তি ঘন্থ-যুদ্ধ দেখিতে সমবেত হইল। কোরাগোসের স্বদেশবাসী মাসিদনীয়গণ ও স্বয়ং নরপতিও স্বদেশবাসীর সফলতার জন্ত আগ্রহ দেখাইতে যোগদান করিলেন। গ্রীকগণ সর্ববাদী সম্মতরূপে ডিওক্লিপসের সফলতা কামনা করিল। প্রতিঘন্থদয় ঘন্থক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। মাসিদনীয় মূল্যবান পরিচ্ছদে ভূষিত ছিলেন এবং এথেন্সবাসী সর্বদেহ তৈলম্রক্ষিত করিয়া মস্তকে লোম নিশ্চিত টুপি পরিধান করিয়াছিলেন। উভয়ের বলবান দেহ ও অতুলনীয় সাহস দেখিয়া দর্শকবৃন্দ বিস্মিত হইল এবং সকলেই বিবেচনা করিল ইহাদের যুদ্ধ দুই দেবতার মধ্যে যুদ্ধের সদৃশ হইবে। কারণ দর্শকবৃন্দ মাসিদনীয়ের উজ্জ্বল অস্ত্রশস্ত্র সুশোভিত বিশাল বপু দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে “মাস” (২) দেবের সহিত তুলিত করিল এবং ডিওক্লিপস্ তাঁহার প্রচণ্ড শক্তি, ঘন্থযুদ্ধে অভ্যাস ও অভ্যস্ত গদাধারণ হেতু হীরাক্লিসের (৩) স্থায় প্রতীয়মান হইলেন। যখন তাঁহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন মাসিদনীয় কিয়দূর হইতে ক্ষুদ্রবর্শা নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু তাঁহার প্রতিঘন্থী কিঞ্চিৎ সরিয়া লক্ষ্য ভ্রষ্ট করিলেন; কোরাগোস্ তাঁহার দীর্ঘ মাসিদনীয় বর্শা লইয়া লক্ষ্য করিলেন, তাঁহার প্রতিঘন্থী অত্যন্ত নিকটে আসিয়া গদাঘাতে বর্শা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মাসিদনীয় এইরূপে

(২) গ্রীসের পৌরাণিক যুদ্ধ-দেবতাহা কিউলিস্

(৩) হার্কিউলিস্।

দুইবার ব্যর্থমনোরথ হইয়া তরবারি ব্যবহার করিবার জ্ঞত তৃতীয়বার ঘুরিয়া আসিলেন, কিন্তু অসি নিক্ষেপনের উপক্রম করিবামাত্র, ডিওক্লিপস্ অপ্রত্যাশিত ভাবে লক্ষ্যপ্রদানে অগ্রসর হইয়া, যে হস্ত অসি নিক্ষেপন করিতেছিল তাহা বাম হস্তে ধরিয়া ফেলিলেন ও দক্ষিণ হস্তের দ্বারা ধাক্কা দিয়া কোরাগোস্কে স্থানচ্যুত এবং তাঁহার পদদ্বয় আটকাইয়া ভূমিতে পাতিত করিলেন। তৎপরে ডিওক্লিপস্ প্রতিদ্বন্দীর কণ্ঠদেশে পাদস্থাপনা পূর্বক গদা উত্তোলন করিয়া দর্শকবৃন্দের দিকে চাহিলেন।

একাধিকশততম অধ্যায়

ডিওক্লিপসের বিরুদ্ধে মাসিদনীয়গণের ষড়যন্ত্র ও তজ্জন্য তাঁহার আত্মহত্যা—তাঁহার আত্মহত্যায় আলেক-জান্দারের অনুশোচনা

সাহসের জন্য অপ্রত্যাশিতভাবে জয়লাভ করিয়াছেন বলিয়া জনসংঘ উচ্চৈঃস্বরে বিজিতার প্রশংসা করিয়া উঠিল এবং নরপতি তাঁহাকে তাহার প্রতিদ্বন্দীকে ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলেন। তৎপরে তিনি জনসংঘকে স্থান পরিত্যাগ করিতে বলিয়া মাসিদনীয়ের পরাভবে অত্যন্ত ম্রিয়মান হইয়া স্বীয় পট-মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। এখন ডিওক্লিপস্ পরাজিত শত্রুকে ছাড়িয়া বিজয়োল্লাসে দম্ভক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। এই বিজয়-লাভে সমস্ত গ্রীক সম্মানিত হইয়াছে এই জ্ঞত তাঁহার স্বদেশবাসী কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ কেশ-

বন্ধনী দ্বারা তাঁহার ললাট দেশ ভূষিত করিয়া দিল। কিন্তু ভাগ্য-দেবতা বিজেতাকে অধিক দিন এ জয়োল্লাস ভোগ করিতে দেয় নাই, কারণ ক্রমশঃ তিনি নরপতির স্নেহচ্যুত হইতে লাগিলেন এবং রাজসভায় আলেকজান্দারের যে সকল বন্ধু ও মাসিদোনীয় ছিলেন তাঁহারা সকলেই তাঁহার শ্রেষ্ঠতা ও প্রশংসায় এত ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহারা চক্রান্ত করিয়া রাজকীয় প্রধান ভাণ্ডারীকে একটা সোণার পেয়ালা তাঁহার উপাধানের নীচে লুকাইয়া রাখিতে রাজি করিল। পরবর্তী ভোজনোৎসবে যখন সুরা প্রদত্ত হইতেছিল, তখন তাঁহার নিকট পেয়ালা পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হইলে; ডিওক্লিপস লজ্জা ও অপমানে মর্ন্মাহত হইলেন। তিনি বেশ বুঝিলেন যে, মাসিদোনীয়গণ সমবেতভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে। তখন তিনি ভোজনোৎসব হইতে বিদায় লইয়া স্বীয় কক্ষে আগমন পূর্বক তাঁহার বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত হইয়াছে তাহা বিবৃত করিয়া আলেকজান্দারকে এক পত্র লিখিলেন। তিনি স্বীয় ভৃত্যগণকে এই পত্র রাজার হস্তে প্রদান করিবার উপদেশ দিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। অবিবেচনা পূর্বক ঘন যুদ্ধে আহ্বানে সম্মতি দিয়া তিনি এইরূপে অধিকতর মূর্খতার কার্য্য করিয়া আত্মহত্যা করিলেন। যঁহারা তাঁহার নিরুদ্ভিতার নিন্দা করিতেছিল তাঁহারা বিক্রপের স্বরে বলিতে লাগিল যে, “এইরূপ বিপুল শারীরিক শক্তির সহিত যৎকিঞ্চিৎ বুদ্ধি থাকা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে”। নরপতি পত্র পাঠ করিয়া তাঁহার মৃত্যুতে মর্ন্মাহত হইলেন এবং পরে তাঁহার ন্যায় গুণশালী লোকের মৃত্যুতে প্রায় হুঃখ করিতেন। তাঁহার জীবদ্দশায় নরপতি তাঁহাকে তেমন কোন বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত করেন নাই কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে যখন তাঁহার অভাব অনুভব

করিলেন তখন আর অনুশোচনার কোন ফল নাই। তাঁহার নিন্দাকারীদের নীচতার সহিত তুলনা করিয়া এই ব্যক্তির প্রকৃতির মহত্ব তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন (১)।

দ্বাদশশততম অধ্যায়

সম্বটাই, সোড্রাই ও মাসানয়দিগের বশ্যতা স্বীকার—

নদীতীরে আলেকজান্দার কর্তৃক আলেকজান্দ্রিয়া

নগর স্থাপন—মৌসিকানস্, পোর্টিকানস্ ও

সাম্বসের রাজ্যাধিকার ও সাম্বসের

পলায়ন

স্থলসৈন্তকে নদী পথের সহিত সমান্তরালভাবে অগ্রসর হইতে আদেশ করিয়া আলেকজান্দার নৌপথে স্বয়ং সমুদ্র যাত্রা করিলেন এবং সম্বটাই জাতির (১) রাজ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য পোত হইতে অবতরণ করিলেন। তাহারা সাহস ও সংখ্যায় ভারতীয় কোন জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলনা। তাহারা যে সকল নগরে বাস করিত তথায় প্রজাতন্ত্র প্রচলিত ছিল। আলেকজান্দার তাহাদিগকে আক্রমণার্থ আগমন করিতেছেন তাহারা ইহা শ্রবণ করিয়া ৬০,০০০ পদাতিক ৬০০০ অশ্বারোহী ও ৫০০ রথ সংগ্রহ করিল। কিন্তু পোতবাহিনী দৃষ্টিগোচর হইলে ইহার নূতন দৃশ্য

(১) এই ঘটনা সম্বন্ধে কার্টিয়াস্ স্রষ্টব্য। ইহা পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে।

(২) কার্টিয়াস্ স্রষ্টব্য।

ও অকস্মাৎ আলেকজান্দারের উপস্থিতিতে তাহারা ভীত হইয়া পড়িল। মাসিদনীয়গণ সম্বন্ধে জনশ্রুতিতে তাহারা পূর্বেই নিরুৎসাহিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহারা বৃদ্ধগণের পরামর্শে যুদ্ধ না করিয়া তাহাদের প্রধান প্রধান ৫০ জন নাগরিকগণের এক দৌত্য প্রেরণ করিল। কারণ তাহাদের বিশ্বাস হইয়াছিল যে এই দৌত্যবাহিনী সাদরে গৃহীত হইবে। নরপতি তাহাদের আগমনে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া তাহাদের সহিত সন্ধি করিতে উদ্যত হইলে অধিবাসীরা তাঁহাকে বহু মূল্যবান উপহার প্রদান করিয়া বীরজনোচিত সম্মান প্রদর্শন করিল। তৎপরে তিনি সোড্রাই ও মাসানয় (২) জাতির রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইলেন। ইহার নদীর উভয় তীরে বাস করিত। তিনি এখানেও আলেকজান্দ্রিয়া নামে নগর প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথার ১০,০০০ ব্যক্তির এক উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। অনন্তর তিনি মোসিকানসের রাজ্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ধৃত ও নিহত করিয়া তাঁহার প্রজাবর্গকে বশে আনয়ন করিলেন। তদনন্তর তিনি পোর্টিকানসের রাজ্য আক্রমণ করিয়া প্রথম আক্রমণেই দুইটি নগর অধিকার করিলেন এবং নগর দুইটি লুণ্ঠিত ও ভস্মসাৎ করিতে স্বীয় সৈন্যগণকে আদেশ দিলেন। পোর্টিকানস্ (৩) স্বীয় রাজ্যে আত্মরক্ষার উপযোগী স্থানে পলায়ন করিলেন কিন্তু এক যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হইলেন। আলেকজান্দার তাঁহার রাজ্যের সমস্ত নগর গুলি অধিকার করিয়া ভূমিসাৎ করিলেন। এইরূপ কঠোর ব্যবহারে চতুষ্পার্শ্ববর্তী জাতিগণের মধ্যে ভয়সঞ্চার হইল। তৎপরে তিনি সাষসের রাজ্য লুণ্ঠন করিলেন এবং তাঁহার অধিকাংশ নগর ধ্বংস

(২) অতিরিক্ত পাঠ্যকা গ্রন্থে।

(৩) আরিয়ান্ ইহাকে অল্লিকেনস্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আলেকজান্দারের হার্মাটেলিয়া নগরের আত্মরক্ষা ৩৭৫

করিয়া অশীতিসহস্রাধিক বর্ষরকে নিহত করিলেন। ব্রাহ্মণ জাতিও এইরূপ বিপদে পতিত হইয়াছিল কিন্তু হতাবশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিলে আলেকজান্দার সর্বাপেক্ষা দোষী ব্যক্তিবর্গকে দণ্ডিত করিয়া অবশিষ্ট সকলকে মুক্তি দিলেন। রাজা সাধুসিদ্ধি পাবে ত্রিশটি হস্তীসহ পলায়ন করিয়া বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন (৪)।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়

আলেকজান্দারের বিরুদ্ধে হার্মাটেলিয়া নগরের (১)

আত্মরক্ষা—ইহার অধিবাসী কতৃক টলেমীর

বিষাক্তবাণের আঘাতপ্রাপ্তি এবং আলেক-

জান্দারের স্বপ্নলব্ধ ঔষধপ্রয়োগে

আরোগ্য লাভ

“ব্রাক্মনদিগের”(২) রাজ্যের সীমান্তে দুর্গম অঞ্চলে হার্মাটেলিয়া নামে এক নগর ছিল। অধিবাসীরা স্বীয় সাহস ও অবস্থানের নির্বিঘ্নতা সম্বন্ধে গর্ভ করিত বলিয়া আলেকজান্দার কতিপয় লঘুবর্ষাবৃত সৈনিককে

(৪) সাধুসুদ্ধে কাটিয়াস্ সাবাস্ বলিয়াছেন। কেহ কেহ সিন্দিনাকে সেওয়ান্ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

(১) কানিংহাম্ ইহাকে ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণাবাদ বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে ইলি ও সেন্ট মার্টিন্ ইহাকে বেলা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

(২) ব্রাহ্মণ (১)।

তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়া উপদেশ দিলেন যে, তোমরা শত্রুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে থাকিবে এবং আক্রান্ত হইলেই পলায়নপর হইবে। ইহারা পরিখা আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলে ইহাদিগকে সংখ্যায় ৫০০ মাত্র দেখিয়া দুর্গবাসীরা তুচ্ছজ্ঞান করিল। ইহাদের বিরুদ্ধে নগর হইতে ৩০০০ সশস্ত্র সৈনিক নিষ্ক্রান্ত হইলে ইহারা ভীত হইবার ভাণ করিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। কিন্তু নরপতি কতিপয় অনুচরসহ পশ্চাদ্ধাবনকারী বর্করদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ভয়ানক যুদ্ধের পর কয়েকজনকে হত ও বন্দী করিলেন। নরপতির পক্ষে বড় অল্পলোকে সাংঘাতিক আঘাতপ্রাপ্ত হয় নাই কারণ বর্করগণ একপ্রকার মারাত্মক বিষের দ্বারা তাহাদের অস্ত্র ব্রক্ষিত করিয়াছিল এবং ইহার উপযোগিতায় আশ্রয় হইয়াই যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিল। এই উগ্রবীৰ্য্য বিষ একপ্রকার সর্প হইতে প্রস্তুত হয়। দেশীয়লোকে এগুলিকে শীকার ও বধ করিয়া উত্তপ্ত সূর্য্যকিরণে মাংস পচিয়া যাইবে বলিয়া সর্পের মৃতদেহ রৌদ্রে ফেলিয়া রাখে। পচন ক্রিয়া আরম্ভ হইলে সর্পদেহ হইতে বিন্দু বিন্দু করিয়া একপ্রকার রস পতিত হয় এবং ইহার সহিত সর্পদেহ হইতে বিষ নির্গত হয়। এই বিষাক্ত অস্ত্রে কেহ আহত হইলে, আহতস্থান প্রথমে অসাড় হইয়া উঠে, তৎপরে তীক্ষ্ণ বেদনা আরম্ভ হয় এবং সমস্ত দেহ কম্পিত হইতে থাকে। তৎপরে গাত্রের চর্ম্ম শীতল ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠে এবং পাকাশয় হইতে পিত্ত নির্গত হয়। অধিকন্তু ক্ষতস্থান হইতে কৃষ্ণবর্ণের পুতিগন্ধময় ফেন নির্গত হয়। এই অবস্থায় বিষ শরীরের মৰ্ম্মস্থলে বিস্তৃত হয় এবং আহতব্যক্তির যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু ঘটায়। মৃতরাং যাহারা অত্যন্ত আহত হইয়াছিল এবং যাহাদের সামান্য আঁচড় লাগিয়াছিল সকলেই সমান যন্ত্রণাভোগ করিতে লাগিল। যখন

আহতব্যক্তিগণের এইরূপ ভয়ঙ্কর মৃত্যু ঘটিতেছিল, তখন নরপতি অপরব্যক্তিগণের জন্ত দুঃখিত হন নাই কিন্তু টলেমীর জন্ত তিনি মনে মনে বড় আশঙ্কিত হইলেন। ইনি পরে রাজা হইয়াছিলেন এবং আলেকজান্দার ইঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। এই সঙ্কটকালে এক বিষয়জনক ঘটনা ঘটিল। টলেমীর সহিত এই ঘটনার সম্বন্ধ ছিল এবং কেহ কেহ তাঁহার নির্বিঘ্নতার জন্ত দেবগণের উদ্বেগই ইঁহার কারণ বলিয়া অনুমান করিল। তাঁহার সাহস ও অসাধারণ বদাগ্রতার জন্ত তিনি সকল সৈনিকেরই প্রিয় ছিলেন, তাই তিনি প্রয়োজনের সময়ে প্রার্থিত সাহায্য পাইলেন। আলেকজান্দার নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে এক সর্পকে একটি গাছ মুখে করিয়া থাকিতে দেখিলেন। এই গাছের প্রকৃতি, গুণ ও জন্মস্থানও তিনি বুঝিতে পারিলেন। তিনি জাগরণের পর অনুসন্ধান করিয়া গাছটি পাইলেন। তিনি ইঁহা চূর্ণ করিয়া ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলেন এবং টলেমীকে পান করা-ইলেন। তাহাতে টলেমী আরোগ্যলাভ করিলেন। এই গাছের অদ্ভুতগুণ প্রচারিত হইলে যে সকল রোগী ইঁহা প্রয়োগ করিল তাহারা সকলেই এইরূপে আরোগ্যলাভ করিল। তদনন্তর তিনি হার্ম্যাটেলিয়া-দিগের রাজধানী অবরোধ করিলেন। এই নগর অত্যন্ত বৃহৎ ও সুরক্ষিত। কিন্তু অধিবাসিগণ বশুতাসূচক সামগ্রীসহ বশুতা স্বীকার করিতে আসিলে তিনি প্রতিশোধস্বরূপ কোন দণ্ডপ্রদান না করিয়াই তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দিলেন।

চতুরধিকশততম অধ্যায়

আলেকজান্দারের সিন্ধুসঙ্গম পর্য্যন্ত নৌযাত্রা—তথা হইতে
নৌপথে তৌয়ালায় প্রত্যাগমন—পোতবাহিনীসহ
পারশ্বোপমাগর পর্য্যন্ত যাইবার জন্য
নিয়ার্কাসুকে আদেশপ্রদানান্তর আলেক-
জান্দারের গৃহাভিযুখে যাত্রা—ওরিটি-
য়ান্দের দেশলুণ্ঠন ও অন্য একটি-
আলেকজান্দ্রিয়া স্থাপন

তৎপরে তিনি বন্ধুবর্গসহ সমুদ্রের দিকে যাত্রা করিলেন এবং
তথায় দুইটী দ্বীপ দর্শন করিয়া ধুমধামে দেবগণের পূজা এবং
সমুদ্রের বক্ষে বহু সুরাপূর্ণ সুরবর্ণের পানপাত্র নিক্ষেপ করিলেন।
তদনন্তর তিনি টেথীস্ ও ওকিয়ানসের জন্ত বেদী নির্মাণ করিয়া
মনে করিলেন তাঁহার সঙ্কল্পিত অভিযান সম্পূর্ণ হইয়াছে। তৎপরে
তিনি তৌয়লা (১) নামক বিখ্যাত নগরে নৌপথে প্রত্যাবর্তন করিলেন।
এই নগরের রাজনৈতিক অনুষ্ঠান ঠিক স্পার্টাবাসিদিগের গায়; কারণ
এই সমাজে যুদ্ধের নেতৃত্ব বিভিন্নবংশের দুইজন পুরুষানুক্রমিক রাজার
হস্তে গুস্ত হয় এবং বৃদ্ধদের মন্ত্রণাসভাই অপ্রতিহত ক্ষমতার সহিত
সমস্ত রাজ্য শাসন করেন। আলেকজান্দার এক্ষণে জীর্ণতরীগুলি
দগ্ধ করিয়া অবশিষ্ট কার্গোপযোগী পোতগুলির ভার কয়েকজন বন্ধু
ও নিয়ার্কাসের হস্তে অর্পণ করিয়া উপদেশ দিলেন যে, 'তুমি

(১) পাটল।

সমুদ্রের উপকূল দিয়া অগ্রসর হইবে এবং পশ্চিমধ্যে সকল স্থান আবিষ্কার করিয়া ইউফ্রেটিস্ নদীমুখে আমার সহিত সম্মিলিত হইবে।” যাহারা তাঁহাকে প্রতিরোধ করিয়াছিল তাহাদিগকে পরাস্ত ও যাহারা বশ্যতাস্বীকারে অগ্রসর হইল তাহাদের বশ্যতা গ্রহণ করিয়া আলেকজান্দার বিস্তৃত প্রদেশ পরিভ্রমণ করিলেন। তিনি এইরূপে বিনাযুদ্ধে আর্বিটাই নামক জাতি ও কেডোসিয়া (২) নগরের অধিবাসিগণকে স্ববশে আনয়ন করিলেন। তৎপরে তিনি বিস্তৃত বারিহীন প্রদেশের (ইহার অধিকাংশই মরুভূমি) মধ্য দিয়া ওরিটিসের সীমান্ত প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তিনি এইস্থানে সৈন্যদলকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া টলেমীকে প্রথম বিভাগের ও লেওনেটস্কে দ্বিতীয় বিভাগের নেতৃত্ব প্রদান করিলেন। টলেমীকে সমুদ্রোপকূল ও লিওনেটস্কে অভ্যন্তর প্রদেশ লুণ্ঠন করিতে আদেশ দিলেন এবং আলেকজান্দার স্বয়ং তৃতীয় বিভাগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া পার্বত্য অঞ্চল ও তন্নিকটস্থ সমতলভূমি বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। যখন যুদ্ধের প্রচণ্ডতা দেশের সর্ব্বাংশে পরিব্যাপ্ত হইল তখন স্থানে স্থানে অগ্নিদাহ, লুণ্ঠন ও নর-হত্যার প্রাবল্য লক্ষিত হইল। সৈনিকেরা বহুপরিমাণে লুণ্ঠিতসামগ্রী সংগ্রহ করিল এবং তরবারির আঘাতে মৃত লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর মৃতদেহ পুঞ্জীভূত হইল। এই হতভাগ্য জাতিদের প্রতিবেশীরা তাহাদের ধ্বংশে ভীত হইয়া বশ্যতাস্বীকার করিল। আলেকজান্দারের সমুদ্রোপকূলে নগরস্থাপন করিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাত হইতে সুরক্ষিত কূল এবং নিকটেই নগরাপযোগী স্থান দেখিয়া আলেকজান্দ্রিয়া নামে এক নগর নির্মাণ করিলেন।

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায়

ওরিটিয়ান্দের সমাধির প্রথা—মৎস্যভুকদের বিবরণ—

কেডোসিয়ার মরুভূমিতে সৈন্যদলের কষ্ট ও ক্ষতি

—বিভিন্ন ক্ষত্রপ কর্তৃক সাহায্য প্রেরণ—

ওরিটিয়ান্দের লিওনেটসুকে আক্রমণ

আলেকজান্দার গোপনে গিরিসঙ্কটের পথে ওরিটিয়ান্দের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া শীঘ্রই সমস্ত রাজ্য অধিকার করিলেন। ওরিটিয়ান্দের সহিত ভারতবাসীর অন্ত্য বিঘ্নে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য থাকিলেও একটি বিভিন্ন প্রকারের প্রথা আছে। ইহা সম্পূর্ণ অবিদ্যমান। মৃতদেহের অস্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে। কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার আত্মীয়গণ উলঙ্গ হইয়া বর্শা হস্তে ঐ দেশ জাত “ওক” বৃক্ষের কুঞ্জ মধ্যে শবদেহ বহন করিয়া লইয়া যায় এবং যে সকল পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারে দেহ সজ্জিত থাকে তাহা উন্মোচন করিয়া শবদেহ বন্য জন্তুর ভক্ষ্যরূপে রাখিয়া যায়। মৃত ব্যক্তির পরিচ্ছদাদি আপনাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইয়া এক্ষণে নিম্ন জগতে অবস্থিত বীরের জন্য বলী প্রদান করে এবং তাহার গৃহস্থ ব্যক্তিদিগকে পান ভোজনে আপ্যায়িত করে।

আলেকজান্দার তৎপরে সমুদ্রোপকূলের পথে কেডোসিয়ার (১) দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি পথে এক অতিথিসেবা পরাশ্রয়

(১) গেডোসিয়া। এই সকল বিষয়ের জ্ঞান ‘সমসাময়িক ভারত’, তৃতীয় খণ্ড, দ্রষ্টব্য।

অত্যন্ত অসভ্য জাতির সাক্ষাৎ পাইলেন। এই দেশীয় লোকে জন্মদিবস হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত নখ কাটে না, সেগুলি বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কেশ বাড়াইয়া মস্তকে জটা বাঁধে। ইহাদের গাত্রের বর্ণ সূর্য্যোত্তাপদগ্ন এবং বস্ত্র জন্তুর চর্ম্মই ইহাদের পরিচ্ছদ। ইহারা সমুদ্রোৎক্ষিপ্ত তিমি মৎশের মাংসে জীবন ধারণ করে। প্রাচীর প্রস্তুত করিয়া এবং তিমি-পঞ্জরে ছাদ নির্মাণ করিয়া ইহারা বাসগৃহ প্রস্তুত করে। তিমি-পঞ্জর হইতে ১৮ হস্ত দীর্ঘ কড়িকাঠ পাওয়া যায়। ছাদের আবরণের জন্তু টালী ব্যবহার না করিয়া তাহারা মৎশের শক্ক ব্যবহার করে। এই অসভ্যদের দেশের মধ্য দিয়া যাইবার সময়ে আলেকজান্দার খাড়াভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন। ইহার পরবর্ত্তী রাজ্যে তাঁহার কষ্ট আরও বাড়িল; কারণ এই প্রদেশ মরুভূমি এবং জীবনধারণোপযোগী সর্ব্বপ্রকার খাদ্যবর্জিত, খাড়াভাবে বহুলোকের মৃত্যু হওয়ায়, সাহসী মাসিদোনীয়গণের হৃদয় দমিয়া গেল এবং আলেকজান্দারও বড় সাধারণভাবে শোকগ্রস্ত ও চিন্তাশ্রিত হইলেন না। তাঁহার যে সৈন্যদল মানবজাতিকে শৌর্য্য ও বীর্য্যে অতিক্রম করিয়াছে তাহারা যশোহীন হইয়া মরুভূমিতে খাড়াভাবে প্রাণত্যাগ করিবে—এ চিন্তা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইল। তিনি তজ্জন্তু তৎক্ষণাৎ পার্থিয়া, ডার্সিয়ানি, এরিয়া (২) ও মরুভূমির পার্শ্ববর্ত্তী অগ্ৰাণ্য দেশে দূত প্রেরণ করিলেন ও এই সকল দেশের শাসনকর্ত্তৃগণকে অনুরোধ করিলেন যে, তাঁহারা যেন উষ্ট্র ও অগ্ৰাণ্য ভারবাহী পশুর উপর খাণ্ড ও অগ্ৰাণ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য

(২) পারশ্ব-রাজ্যের অন্তর্গত ক্ষুদ্র প্রদেশ—মেশেদ হইতে হিরাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

বোঝাই দিয়া শীঘ্রগতি কার্শেনিয়ায় গিরিসঙ্কটে প্রেরণ করেন। এই দূতগণ প্রাদেশিক ক্ষত্রপগণের নিকট শীঘ্র উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট স্থানে প্রচুর খাণ্ডাদি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু এসকল সামগ্রী উপস্থিত হইবার পূর্বেই অভাবপূরণে অসামর্থ্য নিবন্ধ আলেকজান্দার বহু সৈন্য হারাইলেন; সুতরাং পরে যখন তিনি সসৈন্তে পথ চলিতেছিলেন তখন কতিপয় ওরিটিয়ান্, লিওনেটস্ কর্তৃক পরিচালিত সৈন্যদলকে আক্রমণ করিয়া বহু সৈনিককে নিহত করিলেও নির্বিঘ্নে স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিল (৩)।

ষড়্ধিক শততম অধ্যায়

মরুভূমি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আলেকজান্দার ও তাঁহার সৈন্যদলের আনন্দোৎসব—যে সকল কর্মচারী তাহাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছিল তাহাদের কৈফিয়ত তলব—সালমোসে আলেকজান্দারের সহিত নিয়ার্কাসের সাক্ষাৎ ও সমুদ্র-যাত্রার বিবরণ প্রদান

এইরূপ বহু কষ্টের পরে মরুভূমি উত্তীর্ণ হইয়া তিনি এক লোকালয়ে আসিলেন। এখানে সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যই পাওয়া যাইত। এই স্থানে অপচিত শক্তি পুনঃ প্রাপ্তির জন্ত তিনি সৈন্যদলকে

(৩) আরিয়ান্ 'ইণ্ডিকা'য় বলিয়াছেন যে লিওনেটস্ ওরিইটাইদিগকে এক প্রচণ্ড যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

বিশ্রামার্থ আদেশ দিলেন। তৎপরে সাধারণ সমারোহের ঞায় সৈনিক-গণকে সুসজ্জিত করিয়া সপ্তদিবসকাল অভিযান করিলেন এবং পানোন্নত সৈন্যদলের অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া সুরাপান করিতে করিতে তিনি ডায়নিসসের সম্মানার্থ এক উৎসব অনুষ্ঠান করিলেন। এই সকল কার্য শেষ হইলে তিনি জানিতে পারিলেন যে বহু উচ্চ কর্মচারী ক্ষমতার যথেষ্টাচার অপব্যবহার দ্বারা আইনের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন; তজ্জন্ত তিনি স্থির করিলেন যে, তাঁহারা ক্ষত্রপ ও সেনাপতির মধ্যে অনেককেই দণ্ড প্রদান করিতে হইবে। আইনের নিন্দিত অপব্যবহার জন্ত এই সকল প্রধান ব্যক্তির কলঙ্কের কথা সর্বজন বিদিত হইয়াছিল বলিয়া, ইহাদের মধ্যে যাঁহারা সৈন্যদলে উচ্চ সেনানীর কার্য করিতেন এবং যাঁহাদের বিবেক অত্যাচার ও অশাস্ত কৰ্ত্তব্য বিচ্যুতির জন্ত যাঁহাদিগকে দোষী করিত, তাঁহারা অত্যন্ত আশঙ্কিত হইলেন। যে সকল সেনানীর অধীনে বেতনভুক্ত সৈন্য ছিল তাঁহারা বিদ্রোহী হইলেন এবং যাঁহারা অর্থসঞ্চয় করিয়াছেন তাঁহারা পলায়ন করিলেন। নরপতি এই সংবাদ শ্রবণে এসিয়ার সমস্ত সেনানী ও ক্ষত্রপদিগকে লিখিলেন যে পত্রপাঠ মাত্র তাঁহারা সমস্ত বেতনভুক্ত সৈনিককে পদচ্যুত করিবেন। যখন আলেকজান্দার এই সময়ে সালমোস্ নামক সমুদ্রতীরস্থ নগরে অভিনয় দর্শনে ব্যাপ্ত ছিলেন, তখন যে সৈন্যদল সমুদ্রতীরের পার্শ্বে পার্শ্বে সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিল তাহাদের কর্মচারীরা বন্দরে অবতরণপূর্বক একেবারে রঙ্গালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। মাসিদনীয়গণ তাহাদের পুরাতন সঙ্গীগণকে পুনরায় আপনাদের মধ্যে দেখিয়া আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল এবং সমগ্র রঙ্গালয় আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইল। সমুদ্রযাত্রীরা বর্ণনা করিতে লাগিল,—কিরূপে

সমুদ্রে সমুদ্রবারির হ্রাসবৃদ্ধিরূপ আশ্চর্য্য প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটনা থাকে, ভাটা হইলে তীর সংলগ্ন বহু দ্বীপ অপ্রত্যাশিত ভাবে দৃষ্ট হয়, আবার জোয়ারের সময় এগুলি পুনরায় জলমগ্ন হয়, তীরের দিকে জোরে বাতাস প্রবাহিত হইতে থাকে এবং জলের উপরিভাগ শুভ্র ফেনে আচ্ছন্ন হয়। কিন্তু তাহাদের বিবরণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য অংশ এই যে, তাহারা বহু তিমি মৎস্য দেখিয়াছে—এগুলির আকারের কথা একেবারে অবিশ্বাস্য। তাহারা এই ভয়াবহ জন্তুকে অত্যন্ত ভয় করিত; এই জন্তুগুলি যে কোন মুহূর্ত্তে পোতসমেত তাহাদিগকে ধ্বংসপথে প্রেরণ করিতে পারে এই ভাবিয়া তাহারা প্রথমে জীবনের সকল আশাই পরিত্যাগ করিয়াছিল কিন্তু অবশেষে ভয় দূর করিয়া তাহারা যখন সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং অস্ত্রের ঝনঝনা ও তুরীধ্বনি সহকারে এই কোলাহল বৃদ্ধি করিয়া তুলিল, তখন জন্তুগুলি এই অদ্ভুত কোলাহলে ভীত হইয়া জলমধ্যে অন্তর্হিত হইল (১)।

সপ্তাধিক শততম অধ্যায়

ভারতীয় দার্শনিক কালানসের অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন—

দারিয়াসের কন্যার সহিত আলেকজান্দারের বিবাহ

নরপতি তাহাদের বিবরণ আশ্চর্য্য শ্রবণ করিয়া সামুদ্রিক অভিযানের নেতৃত্বকে ইউফ্রেটীস্ নদীর সঙ্গম পর্য্যন্ত আসিতে বলিলেন।

(১) 'সমসাময়িক ভারত', তৃতীয় খণ্ড ৩৪৫ব্যা।

তিনি স্বীয় সৈন্যদলের অগ্রণীরূপে বিস্তৃত প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া সৌসিয়ানার প্রান্তদেশে উপস্থিত হইলেন। ভারতীয় কালানস্ দর্শনে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন এবং আলেকজান্দারও তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। তিনি প্রায় এই সময়ে অত্যন্ত আশ্চর্য্য-রূপে প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনি ৭৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ব্যাধি কাহাকে বলে জানিতেন না। তিনি প্রকৃতি ও অদৃষ্টের নিকট পূর্ণমাত্রায় সুখ পাইয়াছেন সুতরাং তিনি ইহজীবন পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি এক্ষণে ব্যাধিপ্রপীড়িত হওয়ার জীবন তাঁহার নিকট দুর্কিষহ হইয়া উঠিল, এবং আলেকজান্দারকে অনুরোধ করিলেন “আমার জন্ম এক বৃহৎ চিতা প্রস্তুত করা হউক। আমি তাহাতে আরোহণ করিলে যেন আপনার ভৃত্যগণ তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দেয়।” আলেকজান্দার প্রথমতঃ তাঁহাকে এই সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিবার প্রয়াস পাইলেন কিন্তু তাঁহার সমস্ত প্রতিবাদ ব্যর্থ হইল দেখিয়া তাহার প্রার্থনায় সন্মত হইলেন। চিতাসজ্জার আদেশ প্রদত্ত হইলে, যখন চিতা প্রস্তুত হইল, তখন সমগ্র সৈন্যদল এই অসাধারণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার জন্ম সমবেত হইল; তৎপরে কালানস্ তাঁহার দর্শনের নিয়মানুসারে, অদম্য সাহসে চিতাশীর্ষে আসীন হইলে অগ্নিশিখা তাঁহার দেহ ভষ্মসাৎ করিল। কোন কোন দর্শক তাঁহার বাতুলতার জন্ম, কেহ বা তাঁহার কষ্ট সহিষ্ণুতার গর্বেের জন্ম তাঁহাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। আবার কেহ বা তাঁহার মনের তেজ ও মরণে তাচ্ছিল্য দেখিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। নরপতি এক বিরাট অস্ত্যোষ্টিক্রিয়ার দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া সৌসায় উপনীত হইলেন এবং তথায় দারিয়াসের জ্যেষ্ঠাকণ্ঠা ষ্টাটিরার পাণিগ্রহণ করিলেন।

প্লুটর্ক-লিখিত

আলেকজান্দার-জীবনী

অষ্টপঞ্চাশততম অধ্যায়

নিসায় আলেকজান্দার

নিসার সম্মুখবর্তী নদা গভীর বলিয়া যখন মাসিদোনীয়গণ নিসানগর আক্রমণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল, তখন আলেকজান্দার উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “হায় হতভাগ্য আমি! কেন আমি সম্ভরণ শিক্ষা করি নাই?” এই বলিয়া তিনি হাঁটিয়া নদীপার হইতে উত্তত হইলেন। তিনি নগরাক্রমণ হইতে কিঞ্চিৎ প্রত্যাবর্তন করিলে, অবরুদ্ধ নগরে দূতদল আত্মসমর্পণের প্রস্তাব লইয়া উপনীত হইল। তাহারা তাঁহাকে রণরক্ত রঞ্জিত ও ধূলিধূসরিত বর্ম্ম পরিধান দেখিয়া বিস্মিত হইল। একখানি আসন আনীত হইলে আলেকজান্দার দূতদলের মধ্যে অধিক বয়স্ক ব্যক্তিকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। এই ব্যক্তির নাম আকৌফিস্। ইনি অভ্যর্থনার শিষ্টাচার ও জাঁকজমক দেখিয়া এতই মোহিত হইলেন যে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার স্বদেশবাসীরা আপনার বন্ধুত্ব লাভের জন্ত কি করিবে?” আলেকজান্দার উত্তর করিলেন, “তাহারা আপনাকে তাহাদের শাসনকর্তা করিয়া একশত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে আমার নিকট প্রেরণ করিবে।” ইহাতে আকৌফিস্ হাস্য করিয়া কহিলেন, “হে রাজন্! আমার মনে হয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি না লইয়া আপনি নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে লইলে আমি সুন্দররূপে রাজ্যশাসন করিতে পারিব।”

উনষষ্টিতম অধ্যায়

আলেকজান্দার ও তাক্সিলিসের শিষ্টাচার বিনিময়—

আলেকজান্দার কর্তৃক কতিপয় ভারতীয়

দার্শনিকের পাশবন্ধনে হত্যা

কথিত আছে যে তাক্সিলিস্ মিশর সদৃশ বিস্তৃত রাজ্য শাসন করিতেন। এই রাজ্যে সুন্দর গোচরভূমি ছিল এবং এখানকার ভূমি অত্যন্ত উর্বর। তাক্সিলিস্ অত্যন্ত চতুর লোক ছিলেন; তিনি আলেকজান্দারকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “হে আলেকজান্দার, বুদ্ধিমান লোকে যে জল ও প্রয়োজনীয় খাদ্যের জন্ত বিবাদ ও যুদ্ধ করে, যদি তুমি তাহাই না লইতে আসিয়াছ, তবে আমরা পরস্পরের সহিত কেন যুদ্ধ করিব? আর অণু সামগ্রী সম্বন্ধে ধরিলে (তাহাকে অর্থই বল, আর সম্পত্তিই বল) আমি যদি তোমা অপেক্ষা ধনবান্ হই, তবে আমার যাহা আছে, তাহা তোমারই হস্তে দিতেছি। কিন্তু যদি আমি তোমা অপেক্ষা দরিদ্র হই, তবে তোমার দানশীলতার জন্ত ঋণী থাকিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না।” আলেকজান্দার তাঁহার বাক্যশ্রবণে আহলাদিত হইয়া এবং বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে দক্ষিণহস্ত অর্পণ করিয়া কহিলেন, “বন্ধুর গ্ৰায় পরস্পরের অভ্যর্থনায় বোধ হয় তুমি মনে করিয়াছ যে, বিনা ধন্দে আমাদের সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ইহা তোমার ভ্রম, কারণ সংকার্য্যে আমি শেষ পর্য্যন্ত তোমার সহিত প্রতিযোগিতা করিব এবং লক্ষ্য রাখিব যাহাতে তুমি সদাশয়তার আমাকে অতিক্রম করিতে না পার।” সেই জন্ত

আলেকজান্দার ও তাক্সিলিসের শিফাচার বিনিময় ৩৯১

আলেকজান্দার তাক্সিলিসের নিকট বহু উপহার পাইয়া ও প্রতিদানে অধিক উপহার প্রদান করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্যের উদ্দেশে সুরাপান করিলেন এবং তৎসঙ্গে তাঁহাকে সহস্র ট্যালেন্ট মুদ্রা প্রদান করিলেন। বর্ষরদের নিকট ইহাতে তাঁহার সম্মান বৃদ্ধি হইল বটে কিন্তু আলেকজান্দারের বন্ধুবর্গ বিরক্ত হইলেন। ভারতীয় বেতনভুক্ত সৈন্যদলে দেশের সর্বোৎকৃষ্ট সৈন্য ছিল। আলেকজান্দার যে নগর আক্রমণ করিতেন ইহারা দলে দলে সেই স্থানেই যাইয়া প্রাণপণে নগর রক্ষা করিত। ইহার জন্ত তাঁহার অত্যন্ত ক্ষতি হওয়ায় তিনি তাহাদের সহিত সন্ধি করিলেন। কিন্তু পরে তাহারা যখন প্রস্থান করিতেছিল তখন তিনি তাহাদিগকে পথে আক্রমণ করিয়া নিহত করিলেন। ইহাই তাঁহার সামরিক যশের প্রধান কলঙ্ক (১)—কারণ তিনি অত্র সময়ে রাজ্যে গায় সভ্যসমাজের সমরের নিয়ম পালন করিয়াছেন। দার্শনিকেরা বেতনভুক্ত সৈনিক অপেক্ষা তাঁহাকে অল্প কষ্ট দেয় নাই কারণ যে সকল রাজা আলেকজান্দারের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন তাহারা তাঁহাদিগের অত্যন্ত নিন্দা করিতে লাগিল এবং আলেকজান্দারের অধীন রাজ্যবর্গকে বিদ্রোহী হইবার জন্ত উত্তেজিত করিল। আলেকজান্দার তজ্জন্ত ইহাদের বহুলোককে পাশবন্ধনে হত্যা করিলেন (২)।

(১) এই ঘটনা মাসাগায় ঘটিয়াছিল।

(২) সিদ্ধপ্রদেশীয় ব্রাহ্মণ-হত্যার কথাই উল্লিখিত হইয়াছে।

ষষ্ঠিতম অধ্যায়

পোরসের সহিত যুদ্ধের বিবরণ (আলেকজান্দারের স্বীয়
বিবরণ)—পোরসের সহিত আলেকজান্দারের
সহৃদয় ব্যবহার

পোরসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কিরূপে পরিচালিত হইয়াছিল আলেকজান্দার স্বীয় পত্রে তাহার বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন,—
দুই শিবিরের মধ্য দিয়া হাইডাস্পিস নদী প্রবাহিত হইতেছিল এবং পোরস নদীর দিকে হস্তীগুলির মুখ রাখিয়া তাহাদিগকে সজ্জিত করিয়া নদীর পারাপারের পথ রক্ষা করিতেছিলেন। যাহাতে বর্ষেরা ক্রমশঃ নির্ভয়ে তাঁহার গমনাগমন দর্শন করে তজ্জন্তু আলেকজান্দার প্রত্যহ স্বীয় শিবিরে অত্যন্ত কোলাহল ও বিশৃঙ্খলতা করাইতেন। অবশেষে এক তমসাচ্ছন্ন ঝটিকাময়ী রজনীতে একদল পদাতিক ও নির্ঝাচিত অশ্বারোহী লইয়া শত্রুর নিকট হইতে বহুদূরে অগ্রসর হইয়া নদীপার হইয়া এক বৃহৎ দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে তিনি সসৈন্তে আশ্রয়হীন অবস্থায় ভয়ঙ্কর ঝটিকার মধ্যে পড়িলেন, মুষলধারে বারিবর্ষণ হইতে লাগিল এবং যদিও তাঁহার চক্ষের সম্মুখে বহুসৈনিক বজ্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিল তথাপি তিনি অগ্রসর হইয়া দ্বীপের অপর তীরে উপস্থিত হইলেন। বারিবর্ষণে হাইডাস্পিসে তখন বন্যা হইয়াছে, বেগবতী বারিধারা বিস্তৃত নব পথে ধাবমান হইয়াছে। নদীর এই নূতন গর্ভ পার হইবার সময়ে তলদেশ বন্ধুর ও পিচ্ছিল বলিয়া তিনি অতি কষ্টে পদ স্থির রাখিতে পারিলেন।

কথিত আছে যে, আলেকজান্দার এই স্থানেই বলিয়াছিলেন “হে এথেনীয়গণ! তোমাদের প্রশংসা অর্জন করিবার জন্ত আমি কিরূপ বিপদের মুখে অগ্রসর হই তাহা কি তোমরা জান?” অনিসিক্রিটসের মতে ইহা সত্য কিন্তু আলেকজান্দার স্বয়ং এইমাত্র বলেন যে, তিনি ও তাঁহার লোকে ভেলা ত্যাগ করিয়া সশস্ত্র দ্বিতীয় জনধারার মধ্যে আবক্ষ জলে নামিয়া পড়িলেন। উত্তীর্ণ হইয়া তিনি স্বয়ং পদাতিকদলের কুড়ি ষ্টাডিয়া অগ্রে গমন করিতে-
 ছিলেন। তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, শত্রু কেবল অশ্বারোহী লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি সহজেই তাহাদিগকে পরাভূত করিতে পারিবেন; কিন্তু যদি তাহারা সমগ্রবাহিনী লইয়া অগ্রসর হয় তবে যুদ্ধারম্ভের পূর্বে তিনি পদাতিকদল রণক্ষেত্রে লইয়া যাইতে পারিবেন। তাঁহার উভয় সিদ্ধান্তই ঠিক, কারণ তিনি শত্রুর একসহস্র অশ্বারোহী ও ষাইটখানি রথ দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন এবং ৪০০ অশ্বারোহীকে নিহত ও সমস্ত রথারোহীকে বন্দী করিলেন। পোরস এইরূপে বুঝিতে পারিলেন যে আলেকজান্দার নদী পার হইয়াছেন। মাসিদনীয়গণ বিপরীত কূল হইতে নদী পার হইয়া তাঁহার শিবির আক্রমণ করিতে পারে বলিয়া শিবির-রক্ষার্থ কতিপয় সৈনিক রাখিয়া পোরস সমগ্রবাহিনী লইয়া আলেকজান্দারের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। আলেকজান্দার শত্রুর সংখ্যাধিক্য ও হস্তীগুলির ভয়ে শত্রুকে সম্মুখে আক্রমণ না করিয়া স্বয়ং বামপার্শ্বে আক্রমণ করিলেন এবং কৈনস্কে দক্ষিণপার্শ্বে আক্রমণের আদেশ করিলেন। উভয় পার্শ্ব ভগ্ন হইলে শত্রুদল স্থানচ্যুত হইয়া যেখানে মধ্যভাগে হস্তীগুলি স্থাপিত ছিল তথায় সকলেই সমবেত হইল। যুদ্ধ একরূপ অদম্যভাবে চলিয়াছিল যে, অতি প্রত্যুষ হইতে ৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত

ভারতীয়গণ যুদ্ধ করিয়াছিল। তখন আর বাধাপ্রদানের চেষ্টা বিফল জানিয়া তাহারা প্রতিনিবৃত্ত হইল। যুদ্ধের এই বিবরণ স্বয়ং প্রধান অভিনেতৃকর্তৃক তাঁহার পত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত যে, পোরস্ দৈর্ঘ্যে ৪১০ হস্ত পরিমিত, এবং একজন সাধারণ অশ্বারোহীর সহিত তাহার অশ্বের যেরূপ অনুপাত, পোরস্ যে হস্তীর উপরে আক্রমণ ছিলেন তাহা তাঁহার বৃহত্তম হস্তী হইলেও তাঁহার বিশাল কায়ার সহিত এই হস্তীরও সেই অনুপাত। এই হস্তীর আশ্চর্য্য তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিল এবং সে তাহার রাজকীয় প্রভুর জ্ঞান যথেষ্ট যত্ন লইত। যতক্ষণ ইহার শক্তি ছিল ততক্ষণ সে তাহার প্রভুকে আক্রমণকারী হইতে রক্ষা করিয়াছে ও তাহাদিগকে প্রতিহত করিয়াছে কিন্তু যখন সে বৃদ্ধিত পারিল যে তাহার প্রভুর অস্ত্রঘাতে জর্জরিত হইয়া মূচ্ছিত হইবার উপক্রম হইয়াছে এবং পৃষ্ঠদেশ হইতে তাঁহার পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে, তখন সে ধীরে ধীরে জানুপাতিয়া বসিয়া প্রভুর দেহ হইতে বাণগুলি আন্তে আন্তে শুণ্ডদ্বারা তুলিয়া বাহির করিয়া ফেলিল। পোরস্ বন্দী হইলে আলেকজান্দার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনি কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করেন?” পোরস্ উত্তর করিলেন, “রাজার শ্রায়”। আর কিছু প্রার্থনীয় আছে কিনা, আলেকজান্দার পুনরায় তাহা জিজ্ঞাসা করিলে পোরস্ প্রত্যুত্তর দিলেন, “আমার সমস্ত প্রার্থনা, “রাজার শ্রায়” এই কথাই মধ্যেই নিহিত আছে।” তৎপরে আলেকজান্দার কেবল যে তাঁহাকে ক্ষত্রপ উপাধি দিয়া স্বরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহা নহে, যে সকল প্রদেশে প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রচলিত ছিল তাহার অধিবাসিগণকে পরাভূত করিয়া এক বৃহৎ প্রদেশও তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। এই

প্রদেশে ১৫টি জাতি, ৫০০০ বৃহৎ নগর ও অসংখ্য গ্রাম আছে। তিনি ইহার তিনগুণ বৃহৎ এক প্রদেশ জয় করিয়া তাহার জনৈক বন্ধু ফিলিপস্কে তথায় ক্ষত্রপ নিযুক্ত করিলেন (১)।

একষষ্ঠিতম অধ্যায়

বৌকেফেলাসের মৃত্যু ও তজ্জন্ম

আলেকজান্দারের শোক

পোরসের সহিত যুদ্ধের পরে (ঠিক অনতিবিলম্বেই নহে, কিয়ৎকাল অতীত হইলে) যুদ্ধে প্রাপ্ত আঘাতে বৌকেফেলাসের মৃত্যু হয়। এইরূপ বিবরণই প্রায় সকল ঐতিহাসিকই প্রদান করেন, কিন্তু অনিসিক্রিটস্ বলেন যে, বার্কিয়া ও অত্যধিক পরিশ্রম নিবন্ধন ত্রিশৎবর্ষে পদার্পণ করিলে তাহার মৃত্যু ঘটে। ইহার মৃত্যুতে আলেকজান্দার গভীর শোক পাইয়াছিলেন। বিশ্বস্ত বন্ধু ও সঙ্গীর মরণে যেরূপ হয়, আলেকজান্দার ইহাতেও সেইরূপ মন্থে ব্যথা পাইয়াছিলেন। তিনি তাহার সম্মানের জন্ম হাইডাম্পিস্ নদীতীরে এক নগর স্থাপন করিয়া “বৌকেফেলিয়া” বলিয়া তাহার নামকরণ করিলেন। ইহাও বিবৃত হইয়াছে যে, আলেকজান্দার পেরিটাস্ নামে একটি কুকুরকে পালন করিয়াছিলেন, এবং সে তাহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল; ইহার মৃত্যু ঘটিলে তিনি একটি নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া এই কুকুরের নামে তাহার নামকরণ করিয়াছিলেন। সোটিয়ন্ বলেন তিনি লেস্বস্ নগরের পোটার্মোনের নিকট ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

(১) দানবারী বলিয়াছেন যে এই বৃত্তান্ত অতিরঞ্জিত।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

গঙ্গাতীরে অগ্রসর হইতে সৈনিকদলের অস্বীকার—

আলেকজান্দারের প্রত্যাবর্তনের উপক্রমে বেদী

নির্মাণ—আন্দ্রোকোটসের অভিমত

পোরসের সহিত যুদ্ধে মাসিদনীয়গণের উৎসাহ এমন দমিয়া গেল যে, তাহারা ভারতবর্ষে আর অধিক অগ্রসর হইতে অনিচ্ছুক হইল। যখন তাহারা কেবলমাত্র ২০০০০ পদাতিক ও ২০০০ অশ্বারোহীর সৈন্যদলকে অতি কষ্টে পরাভূত করিয়াছে, তখন আলেকজান্দার গঙ্গা নদী (১) পার হইবার জন্য অনুরোধ করিলে তাহারা দৃঢ়ভাবে আলেকজান্দারের কথায় প্রতিবাদ করিল। তাহারা শুনিয়াছিল যে, এই নদীর বিস্তৃতি ৩২ ষ্টাডিয়া ও গভীরতা ২০০ গজ এবং ইহার অপর তীরে সশস্ত্র সৈনিক, অশ্ব ও হস্তী কর্তৃক সুরক্ষিত। গণ্ডারিডাই ও প্রাইসিয়াইদিগের রাজারা ৮০,০০০ অশ্বারোহী, ২০০,০০০ পদাতিক, ৮০০০ রথ ও ৬০০০ হস্তী লইয়া আলেকজান্দারের আগমনের প্রতীক্ষায় আছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। ইহা অতিরঞ্জিত নহে; কারণ কিয়ৎকাল পরে আন্দ্রোকোটস (২) সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সেলুকস্কে ৫০০ হস্তী উপহার দিয়া ৬,০০০,০০ সৈন্যসহ সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিলেন।

(১) প্লুটার্কের ন্যায় ইরিথ্রিয়ান সাগরের গ্রন্থকারও এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

(২) চন্দ্রগুপ্ত।

আলেকজান্দার প্রথমে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় পটমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া একাকী অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যাহারা তাঁহাকে গঙ্গাপার হইবার সঙ্কল্পচ্যুত করিয়াছে তিনি তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিতে পারেন না। তিনি বিবেচনা করিলেন পশ্চাদ্বর্তন ও পরাজয় স্বীকার উভয়ই গমান। কিন্তু অবশেষে তিনি বন্ধুবর্গের অনুরোধে ও পট্রাবাস দ্বারে ক্রন্দনকারী সৈন্যগণের মিনতিতে প্রণোদিত হইয়া ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্বক পশ্চাদ্বর্তন করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ দেশীয় লোকের মধ্যে স্বীয় যশ বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি অত্যাচার কৌশল উদ্ভাবন করিলেন; যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, তিনি সৈন্যের জন্ত অস্ত্র এবং অশ্বের জন্ত বস্ত্র ও মনুড়া অসাধারণ আকারের নির্মাণ করাইয়া দেশের মধ্যে যেখানে সেখানে রাখিয়াছিলেন। তিনি দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে বেদী নির্মাণ করিয়াছিলেন। এগুলিকে প্রাইসিয়াইদিগের রাজারা এখনও সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকে। তিনি নদী উত্তীর্ণ হইয়া গ্রীক প্রথায় তথায় বলি প্রদান করিলেন। আণ্ড্রোকোটুস্ তখন মাত্র যুবক ছিলেন-তিনি স্বয়ং আলেকজান্দারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি পরে বলিতেন যে, আলেকজান্দার অনায়াসে সমগ্র ভারতবর্ষ অধিকার করিতে পারিতেন কারণ রাজা দুর্নীতিপরায়ণ ও নীচকুলোদ্ভব বলিয়া প্রজারা তাঁহাকে ঘৃণা করিত (৩)।

(৩) একমাত্র প্লুটার্কই উল্লেখ করিয়াছেন যে আলেকজান্দারের সহিত চন্দ্রগুপ্তের সাক্ষাৎলাভ হইয়াছিল।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

আলেকজান্দারের স্রোতাভিমুখে নদীপথে যাত্রা ও

পথিমধ্যে কয়েকটি জাতির পরাভব—মাল্লয়-

দিগের রাজধানীতে তাঁহার সাজ্জাতিক

আঘাত প্রাপ্তি—আহতস্থান হইতে

বাণ নিক্ষেপন—তাঁহার

আরোগ্য লাভ

বহিঃসমুদ্র দেখিবার বাসনায় তথা হইতে অগ্রসর হইয়া আলেক-
জান্দার ভেলা ও ক্ষেপণীযুক্ত তরী নির্মাণের আদেশ দিলেন।
তৎপরে তিনি ধীরে ধীরে স্রোতাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।
কিন্তু এই নদীপথে যাত্রা আলস্যে বা বিনা যুদ্ধে নির্বাহিত হয়
নাই; কারণ তিনি মধ্যে মধ্যে তরী হইতে অবতরণ করিতেন এবং
ত রস্থ নগর আক্রমণ করিয়া নগরবাসীকে পরাস্ত করিতেন।
কিন্তু তিনি মাল্লয় জাতিদের মধ্যে প্রাণ হারাইতে বসিরাছিলেন।
এই মাল্লয়গণ ভারতীয়গণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমরপ্রিয় জাতি। তাহা-
দের নগর অবরোধ কালে শত্রুপক্ষের যোদ্ধৃদলকে অস্ত্রনিষ্ক্ষেপে
প্রাচীর হইতে তাড়াইয়া দিয়া তিনিই প্রথমে সোপান সংযোগে
প্রাচীর শীর্ষে উপস্থিত হইলেন। ঠিক সেই সময়ে সোপান ভগ্ন
হওয়ার তিনি প্রায় একাকী পরিত্যক্ত হইলেন এবং বর্কয়গণ দুর্গ
মধ্যে প্রাকার পাদমূলে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্ন হইতে তাঁহার প্রতি
অস্ত্র নিষ্ক্ষেপ করার তিনি পুনঃ পুনঃ আহত হইতে লাগিলেন।

তজ্জন্ম তিনি লক্ষ প্রদান করিয়া শত্রু মধ্যে পতিত হইলেন কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পদদ্বয়ের উপর দাঁড়াইতে পারিলেন। তাঁহার অস্ত্র-চালনা কালীন অস্ত্রের চাকচিক্য দেখিয়া বর্ষরগণ মনে করিল যে বিদ্যাদাম বা কোন অতিপ্রাকৃত জ্যোতিঃ তাঁহার দেহের চতুর্পার্শ্বে খেলিতেছে। তজ্জন্ম তাহারা পশ্চাৎদর্শী হইল কিন্তু দুই জন মাত্র অনুচর তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছে দেখিয়া তাহাদের মধ্যে অনেকে তাঁহার অত্যন্ত নিকটে আসিয়া বর্ষা ও তরবারিসহ আক্রমণ করিল। অপর একব্যক্তি দূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া এত জোরে একটি তীর নিক্ষেপ করিল (১) যে তাহা তাঁহার বক্ষস্থান ভেদ করিয়া বক্ষের অস্থিতে বিদ্ধ হইল। তিনি আহত হইয়া টলিতে টলিতে জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িলে বর্ষর নিষ্কাশিত তরবারি হস্তে তাঁহাকে বধ করিতে ধাবমান হইল। পিউকেষ্টাস্ ও লিয়েয়স্ (২) আলেকজান্দারকে রক্ষা করিবার জন্ম তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল; উভয়েই আহত হইল, এক জনের আঘাত সাংঘাতিক হইয়াছিল; পিউকেষ্টাস্ বাঁচিয়া থাকিয়া কিয়ৎপরিমাণে বাধা দিতে লাগিল এবং আলেকজান্দার ভারতবাসীকে 'স্বহস্তে বধ করিলেন। আলেকজান্দার বহুস্থানে আহত হইয়াছিলেন, অবশেষে গ্রীবদেশে গদাঘাতে আহত হইয়া অবলম্বনস্বরূপ প্রাচীর গাত্রে অবলম্বন দিয়া শত্রুর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। ইতিমধ্যে মাসিদোনীয়গণ আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া অজ্ঞানাবস্থায় পটমণ্ডপে লইয়া গেল। শিবিরের সর্বত্র

(১) ভারতীয়গণ যে তীর নিক্ষেপে অত্যন্ত পারদর্শী ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

(২) কাটিয়ান্ ইহাকে টিসিয়ান্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

জনশ্রুতি প্রচারিত হইল যে তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার অশুচিবর্গ বহুকণ্ঠে বাণের কাষ্ঠদণ্ড কর্তন করিয়া বক্ষস্ৰাণ উন্মোচন করিতে সমর্থ হইল। তৎপরে তাহাদিগকে তাঁহার পঞ্জরাস্থিতে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন বক্রশীর্ষ বাণের অগ্রভাগ নিষ্কাশন করিতে হইল। এই বাণের অগ্রভাগ ৩ অঙ্গুলি প্রশস্ত ও ৪ অঙ্গুলি দীর্ঘ। ইহা নিষ্কাশিত হইলে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া মৃত্যুর দ্বারের অতি নিকটে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অবশেষে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন। যখন তাঁহার আর কোন জীবনের আশঙ্কা ছিল না অথচ দুর্বল ছিলেন তখন যাহাতে তিনি স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারেন, তজ্জন্ম তাঁহাকে বহুদিবস ব্যাপিয়া সেইরূপ ভাবে জীবনযাপন করিতে হইত। এই সময়ে একদিন তিনি পটমণ্ডপের বহির্দেশে গোলমাল শুনিয়া জানিতে পারিলেন যে, মাসিদোনীয়গণ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্ম উৎসুক হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ গাত্রাবরণ পরিধান করিয়া তাহাদের নিকট বাহিরে আসিলেন। দেবতাগণকে বলিদান করিয়া তিনি পুনরায় অগ্রসর হইলেন এবং অগ্রসর হইবার পথে অনেক বহু বিস্তৃত প্রদেশ ও বৃহৎ নগর অধিকার করিলেন।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়

ভারতীয় যোগীদের সহিত আলেকজান্দারের সাক্ষাৎ

যে সকল যোগী সাক্ষস্কে (১) বিদ্রোহী হইতে উত্তেজিত করিয়াছিল এবং অন্তরূপে মাসিদোনীয়গণের বহু অনিষ্ট করিয়াছিল

(১) আরিয়ান্ ইহাকে সাধস্ বলিয়াছেন।

আলেকজান্দার তাহাদের মধ্যে ১০ জনকে ধরিয়া আনাইলেন। ইহারা সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদান করিবার কৌশলের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। আলেকজান্দার ইহাদের সমাধানের জন্য কয়েকটি কঠিন প্রশ্ন দিয়া বলিয়াছিলেন যে, “যে প্রথমে ঠিক উত্তর দিতে অসমর্থ হইবে তাহার প্রাণনাশ করিয়া অপর সকলকে ক্রমে ক্রমে বধ করিব।”

তিনি প্রথম ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাহাদিগকে তুমি সংখ্যায় অধিক বিবেচনা কর, জীবিত না মৃত?” তিনি উত্তর দিলেন, “জীবিত, কারণ মৃতেরা নাই।”

দ্বিতীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইল, “কোথায় বৃহত্তম প্রাণী জন্মে, সমুদ্রে না স্থলে?” সে উত্তর করিল, “স্থলে, কারণ সমুদ্র স্থলেরই অংশ।”

তৃতীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইল, “পশুর মধ্যে কে সর্বাধিক চতুর?” সে উত্তর দিল, “মানুষের সহিত এখনও তাহার পরিচয় নাই।”

চতুর্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইল, “তুমি কেন সাক্ষাস্কে বিদ্রোহী হইতে উত্তেজিত করিয়াছিলে?” সে উত্তর করিল, “কারণ আমি তাহাকে সসন্মানে জীবনধারণ বা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে বলিয়াছিলাম।”

পঞ্চম ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইল, “প্রথমে কি ছিল বলিয়া তোমার বিবেচনা হয়, দিন না রাত্রি?” সে বলিল, “দিন একদিন আগে হইয়াছিল।” প্রশ্নের এইরূপ সমাধানে আলেকজান্দার বিস্মিত হইলে সে বলিল, “অসম্ভব প্রশ্নের অসম্ভব উত্তর।”

তৎপরে আলেকজান্দার ষষ্ঠ ব্যক্তির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন, “মানুষ কেমন করিয়া প্রিয় হইতে পারে?” সে বলিল, “অত্যধিক ক্ষমতা থাকিলেও যদি সে সকলের ভয়োৎপাদন না করে।”

অবশিষ্ট তিনজনের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মানব কেমন করিয়া দেবতা হইতে পারে?” সে উত্তর করিল, “মানুষের পক্ষে যাহা অসাধ্য সেইরূপ কার্য্য করিয়া।”

অপর ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইল, “দুয়ের মধ্যে কে বলবান, জীবন না মৃত্যু?” সে বলিল, “জীবন, যেহেতু জীবন এত কষ্ট সহ করিতে পারে।”

সর্বশেষ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইল, “মানুষ কতদিন সম্মানে জীবন ধারণ করিতে পারে?” সে বলিল, “যতদিন জীবন অপেক্ষা মৃত্যু বাঞ্ছনীয় না হয়।”

তখন আলেকজান্দার বিচারকের দিকে ফিরিয়া তাঁহাকে তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, “প্রত্যেকেই অপর অপেক্ষা নিকৃষ্ট উত্তর দিয়াছে।” আলেকজান্দার বলিলেন, “তোমার যখন এইরূপ অভিমত তখন তোমাকেই প্রথমে বধ করা হইবে।” তিনি নিবেদন করিলেন, “হে রাজন্, অঙ্গীকার ভঙ্গ না করিলে, তাহা হইতে পারে না। কারণ তুমি বলিয়াছিলে যে, যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট উত্তর দিবে তাহাকেই প্রথমে বধ করা হইবে (২)।”

(২) ভারতীয় দার্শনিক সম্বন্ধে ‘সমসাময়িক ভারত’ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে ক্রষ্টব্য।

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতীয় যোগী কালানস্ ও দান্দামিসের সহিত
অনিসিক্রিটসের কথোপকথন—কালানসের
সহিত আলেকজান্দারের সাক্ষাৎ

তৎপরে আলেকজান্দার তাঁহাদিগকে উপহার প্রদান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ দিলেন, এবং যে সকল যোগী শাস্ত্রভাবে নির্জনে বাস করিতেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের নিকট অনিসিক্রিটস্কে পাঠাইয়া অনুরোধ করিলেন যেন তাঁহারা আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই অনিসিক্রিটস্ মানবদ্বেষী ডায়োজিনিসের মতাবলম্বী দার্শনিক ছিলেন। তিনি বলেন যে, ইহাদের মধ্যে কালানস্ নামক একব্যক্তি তাঁহাকে উদ্ধত ও অসভ্যভাবে পরিধেয় বস্ত্র উন্মোচনপূর্বক উলঙ্গ হইয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে বলিলেন; নতুবা তিনি জিয়াম্‌দেবের নিকট হইতে আসিলেও তাঁহার সহিত কথোপকথন করিবেন না। দান্দামিস্ তদপেক্ষা নম্রপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহাকে সক্রিটস্, পাইথাগোরাস্ ও ডায়োজিনিসের কথা বলা হইলে তিনি বলিলেন, তাঁহারা প্রতিভাবান্ লোক ছিলেন বলিয়া বোধ হয় কিন্তু তাঁহারা দেশের আইনের প্রতি অত্যধিক সম্মান বশতঃ আইনের ব্যবস্থা মত তাঁহাদের জীবন চালিত করিয়াছেন। কিন্তু অগ্র লেখকেরা বলেন যে, তিনি “আলেকজান্দার এতদূর কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন?” ইহার অতিরিক্ত কিছুই বলেন নাই। যাহা হউক তাক্সিলিস্ কালানস্কে আলেকজান্দারের সহিত সাক্ষাৎ

করিতে সম্মত করিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম “ফীনিস্” কিন্তু কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি “কালে” বলিয়া সম্বোধন করিতেন (গ্রীক “চাইরীন” কথার ভারতীয় প্রতিশব্দ, ইহার অর্থ “তোমার মঙ্গল হউক”) তজ্জন্ম গ্রীকগণ তাঁহাকে “কালানস্” আখ্যা দিয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি এই দার্শনিক আলেকজান্দারকে তাঁহার সাম্রাজ্যের নিদর্শন দেখাইয়া ছিলেন। তিনি একখণ্ড শুষ্ক ও সঙ্কুচিত চর্ম ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া তাহার প্রান্তে তাঁহার পদ স্থাপন করিলেন। এই চর্মখণ্ডের একস্থানে পদ পড়িবামাত্র, অপর সকল স্থান উঠিয়া পড়িল। তৎপরে তিনি ইহার চতুর্দিকে ভ্রমণ করিয়া দেখাইলেন যে, তিনি যে স্থানেই পদস্থাপন করুন না কেন এইরূপই ঘটিবে, তিনি অবশেষে মধ্যস্থলে পদস্থাপন করিলে সমগ্র চর্মখণ্ড ভূমির উপরে সমতলভাবে রহিল। এই নিদর্শনের উদ্দেশ্য আলেকজান্দারকে দেখান যে, তিনি সাম্রাজ্যের কেন্দ্র হইতে সমগ্র রাজ্য শাসন করিবেন, দূর প্রান্তে পরিভ্রমণ করিবেন না (১)।

(১) ‘সমসাময়িক ভারত’ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে দার্শনিকগণের বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়

আলেকজান্দারের স্কিলোস্টিস্ দ্বীপে গমন—তথা হইতে
নৌকাপথে সমুদ্র দর্শন—গৃহাভিমুখে যাত্রাকালে পথি-

মধ্যে তাঁহার সৈন্যদলের ক্লেশ ও ক্ষতি—

ক্ষত্রপগণ কর্তৃক সাহায্য প্রেরণ

আলেকজান্দারের নদীপথে সমুদ্রে গমন করিতে ৭ মাস লাগিয়াছিল। সমুদ্রে উপনীত হইয়া তিনি এক দ্বীপের দিকে যাত্রা করিলেন। তিনি এই দ্বীপের নাম রাখিলেন “স্কিলোস্টিস্” (১) কিন্তু ইহা সাধারণতঃ স্কিলোস্টিস্ নামে পরিচিত। এই স্থানে পোত হইতে অবতরণ করিয়া তিনি দেবগণের পূজা এবং নিকটস্থ সমুদ্র ও কুলের ভিতর যতদূর ঝাইতে পারেন তাহার প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিলেন। তৎপরে তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়া দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করিলেন, যেন কোন মানব তাঁহার অভিযানের সীমা কখনও অতিক্রম করিতে না পারে। তিনি ভারতবর্ষকে দক্ষিণ পার্শ্বে রাখিয়া সমুদ্রতীরের নিকট দিয়া তাঁহার পোতবাহিনীকে যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন, এবং নিরার্কাস্কে প্রধান অধ্যক্ষ ও অনিসিক্রিটস্কে প্রধান পথপ্রদর্শক নিযুক্ত করিলেন। তিনি স্বয়ং সসৈন্তে স্থলপথে ওরিটাইদিগের দেশের মধ্য দিয়া প্রত্যাবর্তনের

(১) আরিয়ান্ ইহাকে কিলোস্টিস্ বলিয়াছেন। 'সমসাময়িক ভারত, দ্বিতীয় খণ্ড
অষ্টম পৃষ্ঠা।

জ্ঞা যাত্রা করিলেন। এই দেশে তিনি খাড়াভাবে এত কষ্টে পড়িয়াছিলেন এবং এত সৈন্য হারাইলেন যে, যদিও তিনি ১২০,০০০ পদাতিক ও ১৫০০০ অশ্বরোহী লইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন তথাপি তিনি ভারতবর্ষ হইতে চতুর্থাংশ সৈন্য লইয়া ফিরিতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ! মারাত্মক ব্যাধি, জঘন্য খাড়া ও ভয়ানক রৌদ্রে বহুলোক প্রাণত্যাগ করিল। অধিকাংশ লোকে কেবল অনাহারে প্রাণ হারাইল, কারণ তাহাদের পথে আকর্ষিত প্রদেশে অত্যন্ত জ্বলন্ত অসভ্য লোকের বাস ছিল। ইহারা এক প্রকার ক্ষুদ্র ও নিকৃষ্ট জাতীয় মেঘ পালন করিত; এই শেষগুলি সামুদ্রিক মৎস্য আহার করিয়া জীবন ধারণ করিত এবং এই জ্ঞা তাহাদের মাংসে এক প্রকার তীব্র অসহ্য বিষাদ হইত। সেই জন্য তিনি অতি কষ্টে ষষ্টিদিবসে এই মরুভূমি অতিক্রম করিয়া গেড্রোসিয়ায় উপনীত হইলেন। এখানে সকল লোককে নিকটস্থ প্রদেশের রাজা ও ক্ষত্রপ কর্তৃক প্রেরিত প্রচুর খাদ্য দেওয়া হইল।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়

মরুভূমি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আলেকজান্দার ও

তৎসৈন্যের পান ভোজনোৎসবে যোগদান

শক্তি সঞ্চয়ের জ্ঞা সৈন্যগণকে কিয়দ্দিবস বিশ্রাম করিতে দিয়া তিনি তাহাদিগকে লইয়া ৭ দিবস ব্যাপিয়া কার্মেনিয়ার মধ্য দিয়া পানোৎসবের শোভাযাত্রা করিলেন। তিনি স্বয়ং অমুচরের সহিত

মরুভূমি হইতে নিজ্জাশু হইয়া ভোজনোৎসবে যোগদান ৪০৭

অষ্টাশ্ব-চালিত উচ্চ আয়তাকারের মঞ্চোপরি স্থাপিত মঞ্চে বসিয়া দিবারাত্র পান ভোজনে মত্ত হইলেন। এই শকটের পশ্চাতে অগ্ৰাণ্ণ বহু শকট ছিল। ইহার মধ্যে কতকগুলিতে লাল রঙ্গের যবনিকা ও কারুকার্য-খচিত চন্দ্রাতপ ছিল। অপর কতকগুলিতে সগুঃ সংগৃহীত হরিদ্বর্ণের বৃক্ষ শাখা খিলানের আকারে সাজান ছিল। এই সকল শকটে আলেকজান্দারের অপর বন্ধুবর্গ ও কর্মচারী মালাদানে শির শোভিত করিয়া সুরাপান করিতেছিলেন। কাহারও নিকট শিরজ্ঞান চর্ম বা বর্শা দৃষ্টি হয় নাই; কেবল সমস্ত পথে সৈনিকগণ বৃহৎ সুরাপাত্রে পেয়লা, শৃঙ্গ ও মৃৎপাত্র ডুবাইয়া কেহ কেহ পথ চলিতে চলিতে কেহ বা পথিপার্শ্বে উপবেশন করিয়া পরম্পরের স্বাস্থ্যের উদ্দেশে সুরাপান করিতেছিল। তাহারা যেখানে যাইতেছিল সেইখানেই বীণা ও বংশীরব এবং প্রফুল্ল নৃত্যগীতোন্মত্ত রমণীগণের স্বরলহরী উঠিতেছিল। এইরূপ বিশৃঙ্খলভাবে গমন কালে সৈনিকদল সুরাপানান্তে এরূপ অশ্লীল কোতুক করিতেছিল যেন স্বয়ং ডায়োনিসস্ তাহাদের আনন্দের শোভাযাত্রার দলে অবস্থান করিতেছেন। আলেকজান্দার গেডোসিয়ার রাজধানীতে উপনীত হইয়া সৈন্যদিগকে পুনর্বার বিশ্রামার্থ অবকাশ দিলেন এবং পানভোজনোৎসবে আপ্যায়িত করিলেন।

যাষ্টিন্

ছাদশখণ্ড

সপ্তম অধ্যায়

আলেকজান্দারের নিসা ও মেরস পর্বত দর্শন—রাণী

ক্লিওফিসের বশ্যতা ও আলেকজান্দার কর্তৃক

আয়র্গস্ গিরি অধিকার

তৎপরে আলেকজান্দার, সমুদ্র ও দূরতম প্রাচ্যদেশকে স্বরাজ্যের সীমান্ত করিবার জন্ত ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সৈন্যদলের সাজসজ্জা বাহাতে তাঁহার মহৎকার্যের অনুরূপ হয় তজ্জন্ত তিনি অশ্বের ভূষণ ও সৈনিকের অস্ত্রশস্ত্র রৌপ্যখচিত করিলেন। তাহাদের ঢালগুলি রৌপ্যখচিত ছিল বলিয়া তিনি তৎপরে তাঁহার সৈন্যদলকে “আর্জিরাস্পিড্‌স্” আখ্যা দিলেন। নিসানগরে উপনীত হইয়া তিনি দেখিলেন যে নগরবাসী তাঁহাকে কোনরূপ বাধা প্রদান করিল না। ফাদার বেকাস্ কর্তৃক এই নগর নিশ্চিত হইয়াছে বলিয়া ও তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তিনি নগরবাসীর জীবন-রক্ষার আদেশ দিলেন। ঐ দেবতার গায় সামরিক অভিযান করিতে পারিয়াছেন এমন কি তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন এই ভাবিয়া তিনি সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিলেন। তৎপরে তিনি পবিত্র গিরি দর্শন করিবার জন্ত সসৈন্তে অগ্রসর হইলেন। এই গিরি অমুকুল জল বায়ুর গুণে দ্রাক্ষা ও আইভি লতার মণ্ডিত হইয়াছে দেখিয়া মনে হয় যেন কৃষকদল সযত্নে ইহাকে সৌন্দর্যের আধার করিয়া তুলিয়াছে। সৈন্যদল পর্বতে উপনীত হইয়া বেকাস্ দেবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে

হঠাৎ ধর্মপ্রবৃত্তির আবেগে গর্জন করিতে করিতে চতুর্দিকে ধাবমান হইল। নরপতি বিস্মিত হইয়া বিবেচনা করিলেন যে, নগরবাসীর প্রাণদান করিয়া তিনি তাহাদের অপেক্ষা সৈন্যদলের অধিক উপকার করিয়াছেন। তিনি তথা হইতে দায়দালি পর্বত ও রাজ্ঞী ক্লিওফিসের রাজ্যে অগ্রসর হইলেন। রাজ্ঞী স্বীয় রাজ্য আলেকজান্দারকে সমর্পণ করিলেন এবং তাঁহাকে স্বীয় শয্যাসঙ্গী হইতে দিয়া স্বরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। যাহা স্বীয় সাহসে করিতে পারেন নাই তাহা রূপজমোহে সাধিত হইল। রাজ্ঞী এই মহবাসজাত পুত্রের নাম রাখিলেন আলেকজান্দার। ইনিই পরে এক ভারতীয় রাজ্যরূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজ্ঞী ক্লিওফিস্ সতীত্ব বিসর্জন দিয়াছিলেন বলিয়া ভারতবাসীকর্তৃক অসতীরাণী নামে অভিহিত হইলেন। যখন আলেকজান্দার ভারতবর্ষে পর্যটন করিয়া এক আশ্চর্য্য আকারের বন্ধুর পর্বতে উপস্থিত হইলেন তখন তিনি অবগত হইলেন যে, হাকুইলিস্ ভূমিকম্পের জন্ত এই পর্বত অধিকার করিতে বিরত হইয়াছিলেন। এই পর্বতে বহু লোক পলায়ন করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। হাকুইলিসের অবদানকেও অতিক্রম করিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তিনি যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ও বিপদের পরে গিরি অধিকারে সমর্থ হইলেন। তৎপরে ঐ অঞ্চলের সকল জাতি বশ্যতা স্বীকার করিল (১)।

(১) এই সকল ঘটনাই পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়

আলেকজান্দার কর্তৃক পোরসের পরাজয়—নিকাইয়া

ও বৌকেফেলা নগর নির্মাণ—আড্ৰেফটাই, গেষ্টিয়ানি,

প্রাসিডাই ও গঙ্গারিডাই জাতির পরাভব—

কুফাইতিস্ (বেয়াস্) পর্যন্ত অগ্রসর—সৈন্যদলের

আর অধিক অগ্রসরে অনিচ্ছায় প্রত্যাবর্তনে সম্মতি—

অগ্রসর হওয়ার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন

পোরস্ নামক জনৈক ভারতীয় রাজা আলেকজান্দারের সংবাদ পাইয়া যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইলেন। এই পোরস্ শারীরিক শক্তি ও বীরত্বের জন্ত বিখ্যাত ছিলেন। তদনুযায়ী যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তিনি মাসিদনীয়গণকে আক্রমণ করিবার জন্ত স্বীয় সৈন্যদলকে আদেশ দিলেন এবং মাসিদনীয়গণের রাজা যেন তাঁহার ব্যক্তিগত শত্রু এইরূপভাবে মাসিদনীয়গণের নিকট তাহাদের রাজাকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিতে বলিলেন। আলেকজান্দার অনতিবিলম্বে যুদ্ধে যোগদান করিলেন কিন্তু প্রথম আক্রমণে তাঁহার অশ্ব আহত হওয়ায় তিনি ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তাঁহার সহচরবর্গ তাঁহার সাহায্যার্থে দ্রুত আগমন করায় তিনি রক্ষা পাইলেন। পোরস্ও অসংখ্য আঘাত পাইয়া মুচ্ছিত হওয়ায় বন্দী হইলেন। তিনি এই পরাজয়ে এতই মর্মান্বিত হইলেন যে, তিনি বিজ্ঞতার নিকট প্রাণ পাইয়াও খাণ্ড গ্রহণ করিতে চাহিলেন না বা তাঁহার ক্ষতস্থান ধৌত করিতে

দিলেন না। এমন কি তাঁহাকে জীবনধারণ করিতে অনুরোধ করাও কঠিন হইয়া উঠিল। আলেকজান্দার তাঁহার বীরত্বের খাতিরে তাঁহাকে নিরাপদে স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি এইস্থানে দুইটি নগর স্থাপন করিলেন, একটির নাম নিকাইয়া, অপরটির নাম তাঁহার অশ্বের নামানুযায়ী বৌকেফেলা। তিনি তথা হইতে অগ্রসর হইয়া আড্রেষ্টাই, গেষ্টিয়ান্, প্রাইসিডাই ও গঙ্গারিডাইদের বহু সৈন্য সংহার পূর্বক এই সকল জাতিকে পরাজিত করিলেন। তিনি কুফাইতিস্ (১) নদীতীরে উপস্থিত হইলে (এইস্থানে শত্রুপক্ষ ২০০,০০০ পদাতিকসহ তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলেন) তাঁহার সৈন্যদল অসংখ্য যুদ্ধজয় ও অবিরত পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া এই সময়ের সমাপ্তি করিতে তাঁহাকে সাশ্রনয়নে মিনতি করিল। তাহারা তাঁহাকে জন্মভূমির কথা ও তথায় প্রত্যাগমনের কথা শ্রবণ করিতে অনুরোধ করিল। তাঁহার সৈনিকদলের যত বয়ঃক্রম হইয়াছে, যতটুকু আয়ু আছে তাহা সকলের গৃহে প্রত্যাগমনের পক্ষে যথেষ্ট নহে ইহাও শ্রবণ করিতে বলিল। কেহ কেহ তাহাদের গুরু কেশ দেখাইল, কেহ কেহ তাহাদের ক্ষত-চিহ্ন দেখাইল, অপরে তাহাদের জরাজীর্ণ ও ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখাইল। তাহারা বলিল তাহাদের গ্রাম আর কোন ব্যক্তি দুইজন রাজা ফিলিপ্ ও আলেকজান্দারের অধীনে অবিরত কাৰ্য্য করে নাই। তাহারা যে তাঁহার কাৰ্য্যের অনুমোদন করিতেছেন তাহা বার্কিক্য-জনিত অক্ষমতা নিবন্ধন, অনিচ্ছার জন্ত নহে ইহা বিবেচনা করিয়া তিনি যেন তাহাদের কঙ্কালসার দেহগুলি লইয়া গৃহে যাইতে আদেশ দেন যাহাতে তাহাদের দেহ পিতৃপুরুষের সহিত একস্থানে সমাহিত

(১) ইহা হাইফাসিস্ নদী।

হইতে পারে। যদি তিনি তাঁহার সৈন্যদলকে নিষ্কৃতি না দেন তথাপি তিনি আপনাকে যেন নিষ্কৃতি দেন; গুরুতর পরীক্ষায় ফেলিয়া ভাগ্য বিধাতার ধৈর্য্যচ্যুতি করা উচিত নহে। এই যুক্তিসঙ্গত কথাগুলি তাঁহার মনে লাগিল। তিনি যেন জয়ের চরমলক্ষ্যে উপনীত হইয়াছেন মনে করিয়া, এক অসাধারণ আয়তনের অত্যাৎকুষ্ট শিবির নির্মাণ করাইলেন। ইহাতে শত্রুদলও ইহার বিশালতা দর্শনে ত্রাসিত হইবে এবং ভবিষ্যৎশীঘ্রগণ তাঁহাকে বিশ্বয়ে পূজা করিবে। এই শিবির নির্মাণে সৈন্যদলের যেরূপ তৎপরতা দেখা গিয়াছিল সেরূপ আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই। ইহার নির্মাণকার্য সম্পন্ন হইলে তাহারা যেন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে জয়লাভে উৎফুল্ল হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিল।

নবম অধ্যায়

পঞ্জাবের নদীপথে আলেকজান্দারের সমুদ্রযাত্রা এবং
হিয়াকেন্সানী, সিলিয়াই, আশ্বি ও সিগাশ্বি জাতির
পরাজব—ইহাদের এক দুর্গ আক্রমণে তাঁহার
সাজ্জাতিক আঘাতপ্রাপ্তি

আলেকজান্দার তথা হইতে আকিসাইন্ নদীপথে (১) সমুদ্রযাত্রা করিলেন। তিনি পশ্চিমধ্যে হাকুইলিস্-স্থাপিত হিয়াকেন্সানী ও সিলিয়াই (২) নামক দুইটা জাতির বশুতা গ্রহণ করিলেন। আরও

(১) একুতগক্ষে ইহা হাইডাসূপিস্।

(২) সিলিয়াই—শিবি; আশ্বি—ময়, সিগাশ্বি—অশ্বিডি কাই।

কিয়দূর অগ্রসর হইয়া তিনি আষি ও সিগাষি নামক দুইটি জাতির রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। ইহারা ৩০,০০০ পদাতিক ও ৬০,০০০ অশারোহী লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। তিনি ইহাদিগকে পরাজিত করিয়া ইহাদের রাজধানী আক্রমণ করিলেন। তিনি প্রথমে প্রাচীরে আরোহণ করিয়া লক্ষ্য করিলেন যে, কোন রক্ষক নগরে নাই। তখন তিনি কোন অমুচর সঙ্গে না লইয়া প্রাচীরের পাদ-মূলে সমতল ভূমিতে লক্ষ্যপ্রদান করিলেন। তিনি একাকী রহিয়াছেন শত্রুপক্ষ ইহা লক্ষ্য করিয়া ভীমগর্জনে নগরের চতুর্দিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইল। যদি সম্ভব হয় তবে একব্যক্তির মরণে পৃথিবীর সমরের সমাপ্তি করিবে এবং বহু আক্রান্তজাতির প্রতিশোধ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবে, ইহাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। আলোকজ্ঞানীর অপ্রতিহত বেগে আত্মরক্ষা এবং একাকী সহস্র শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অগণ্য শত্রু, অবিরত অস্ত্রনিষ্ক্ষেপ ও ভয়ঙ্কর গর্জন কিছুতেই তাঁহাকে দমিত করিতে পারে নাই এবং তিনি একাকী হইলেও সহস্র সহস্র আক্রমণকারীকে আক্রমণ করিয়া পলায়নে বাধ্য করিলেন, ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য হইলেও সত্যঘটনা। যখন তিনি বুঝিলেন যে শত্রুর সংখ্যাধিক্য নিবন্ধন তিনি পরাস্ত হইতেছেন তখন তিনি প্রাচীর সন্নিহিত এক বৃক্ষের কাণ্ডে পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি বহুক্ষণ এইরূপে সঙ্কটাবস্থায় পতিত থাকিলে তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহার বিপদের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার সাহায্যার্থ প্রাচীর হইতে লক্ষ্যপ্রদান করিল। ইহার মধ্যে বহুলোকে তাঁহাকে রক্ষা করিতে যাইয়া নিহত হইল এবং যে পর্য্যন্ত প্রাচীর ভগ্ন করিয়া সৈন্যদল তাঁহার উদ্ধারার্থ প্রবেশ না করিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত ছিল। এই

যুদ্ধে আলেকজান্দারের বন্ধের নিম্নদেশে এক বাণ বিদ্ধ হয়। রক্তস্রাব নিবন্ধন তাঁহার মূর্ছার উপক্রম হইলেও তিনি জাশু পাতিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং যে ব্যক্তি তাঁহাকে বাণবিদ্ধ করিয়াছিল যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিহত করিলেন। বাণবিদ্ধ হইলে তাঁহার যেরূপ মূর্ছা হইয়াছিল, অস্ত্রপ্রয়োগের সময় তাঁহার তদপেক্ষা মারাত্মক মূর্ছা হইল।

দশম অধ্যায়

রাজা আশ্বিগেরসের (সাম্বস ?) নগরে আলেকজান্দারের
 আগমন—তথায় বিষাক্তবাণে টলেমীর আঘাতপ্রাপ্তি
 —আলেকজান্দারের স্বপ্নে প্রতিষেধক ঔষধ প্রাপ্তি
 —সিন্ধুসঙ্গমে বার্কো নগর প্রতিষ্ঠা—ভারতবর্ষ
 ত্যাগ করিয়া বাবিলনে প্রত্যাগমন

তাঁহার আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা অল্প ছিল কিন্তু অবশেষে তিনি সুস্থ হইয়া পলিপার্কনকে সৈন্যদলের অংশসহ বাবিলনে প্রেরণ করিলেন। কতিপয় সুনির্বাচিত বান্ধব সহ তিনি সমুদ্রোপকূল হইয়া অগ্রসর হইলেন। রাজা আশ্বিগেরসের (১) নগরের অধিবাসিবৃন্দ অবগত হইয়াছিল যে, আলেকজান্দারের দেহ অস্ত্র দ্বারা অভেদ্য। সেই জন্য তিনি সেই স্থানে উপস্থিত হইলে তাহার তীরগুলি বিষাক্ত

(১) সম্ভবতঃ অস্তি।

করিল। এই প্রকার মারাত্মক অস্ত্র দ্বারা তাহারা বহু শত্রুসৈন্য হত ও তাহাদিগকে প্রাচীরের উপর হইতে হইতে দূরীভূত করিল। আহতদের মধ্যে টলেমী অস্ত্রভুক্ত ছিলেন কিন্তু তিনি মরণোন্মুখ অবস্থায় একটি ওষধি সেবন করিয়া আরোগ্যলাভ করেন। নরপতি এই ওষধির কথা স্বপ্নে অবগত হইয়াছিলেন। সৈন্যদলের অধিকাংশ ব্যক্তি এই ওষধি সেবনেই রক্ষা পাইয়াছিল। আলেকজান্দার নগর অধিকার করিয়া সমুদ্রের পূজা করিয়া স্বদেশে নির্ঝিল্পে প্রত্যাবর্তনের জগু প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর তিনি সিন্ধুর মুখে উপনীত হইলেন। তৎপরে বিজেতা যেরূপ নিজ রথে নির্দিষ্ট পথে ভ্রমণ করেন, তিনিও তদ্রূপ নিজ সাম্রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশ নির্ধারণ করিলেন। বস্তুতঃ, তিনি পৃথিবীর সীমান্ত প্রদেশে উপনীত হইলে মরুভূমি ও অনতিক্রম্য সমুদ্র তাঁহার গতিরোধ করিয়াছিল। তাঁহার কার্যাবলীর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তিনি বার্ক (২) নামক নগর সংস্থাপন করিলেন। তিনি বহু বেদী নির্মাণ করিলেন এবং প্রত্যাবর্তন কালে একজন বন্ধুকে সমুদ্রোপকূলস্থ ভারতীয়গণের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। স্থলপথে গৃহে প্রত্যাগমনে ইচ্ছুক হইয়া এবং পশ্চিমমধ্যে মরুভূমি আছে অবগত হইয়া তিনি সুবিধাজনক স্থানে কুপ খনন করিলেন। এই সকল কুপে প্রচুর জল থাকায় তিনি বাবিলনে প্রত্যাগমন করিলেন।

(২) এই নগর নির্দিষ্ট হয় নাই।

পঞ্চদশ খণ্ড

চতুর্থ অধ্যায়

সেলুকস্ নিকেটরের ভারতবর্ষে প্রবেশ—

সান্দ্রাকোটসের সহিত সন্ধি

আলেকজান্দারের সেনাপতিগণের মধ্যে তাঁহার সাম্রাজ্য বিভক্ত হইবার পরে সেলুকস্ নিকেটর পূর্বাঞ্চলে অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব প্রথমে বাবিলন অধিকার করিয়া জয়োল্লাসে মৃত সৈন্য লইয়া বাকট্রিয়া অধিকার করিলেন। তিনি তৎপরে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে কণ্ঠদেশ মুক্ত করিয়া অধিবাসিগণ তাঁহার প্রতিনিধিগণকে বধ করিয়াছিল। সান্দ্রাকোটাস্ নামক অধিনায়কই এই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে জাতিকে বৈদেশিক অধীনতা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন তাঁহার বিজয়ান্তে অত্যাচার দ্বারা তাহাদিগকে সেই অধীনতা-শৃঙ্খলেই পুনর্বার পীড়ন করিতে লাগিলেন। তিনি নীচবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু রাজপদপ্রাপ্তিসূচক দৈব বাণীতে রাজসিংহাসনে আরোহণে প্ররোচিত হইয়াছিলেন। কারণ তাঁহার উদ্ধত ব্যবহারে নন্দকে (১) অপমানিত করিলে নন্দ তাঁহার বধের আজ্ঞা প্রদান করেন এবং চন্দ্রগুপ্ত পলায়ন করিয়া আশ্রয়লাভ করিলেন।

(১) 'Nandrus' বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

ক্লান্ত হইয়া নিদ্রিত হইলে, এক প্রকাণ্ডকায় সিংহ তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া জিহ্বা দ্বারা তাঁহার শরীরের ঘর্ষ অবলেহন করিতে লাগিল। তিনি জাগরিত হইলে সে নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। এই অত্যাশ্চর্য ঘটনাই তাঁহাকে রাজসিংহাসন লাভে প্রোৎসাহিত করিল এবং তিনি একদল দস্যু সংগ্রহ করিয়া ভারতীয়গণকে শাসনতন্ত্র বিনষ্ট করিতে প্ররোচিত করিলেন। তৎপরে তিনি আলেকজান্দার-নিয়োজিত শাসনকর্তৃগণকে আক্রমণার্থ উত্তত হইলে, এক প্রকাণ্ডকায় বৃহৎ হস্তী তাঁহার নিকটে উপনীত হইয়া পালিত হস্তীর গ্রাম তাঁহার সম্মুখে নতজানু হইয়া তাঁহাকে পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করাইয়া সৈন্যদলের পুরোভাগে ভীষণভাবে যুদ্ধ করিল। যে সময় সাল্লাকোটস্ এবম্প্রকারে তৎকালে রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময় সেলুকস্ তাঁহার ভবিষ্যৎ মহত্বের ভিত্তিস্থাপন করিতেছিলেন। তিনি সাল্লাকোটসের সহিত সন্ধি করিয়া এবং অগ্নাগ্ন প্রকারে পূর্বাঞ্চলের ব্যবস্থা করিয়া আর্টিগোনসের সহিত যুদ্ধার্থ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।



অতিরিক্ত পাদটীকা

(১) গাঙ্গারিদাই

গঙ্গার মুখ সমূহের নিকটস্থ ভূভাগেই এই জাতি বাস করিত এবং ইহাদিগকে দক্ষিণ বঙ্গবাসী বলা যাইতে পারে। প্লিনি বলিয়াছেন যে পার্থে বাসে'লিনে (বর্ধমান (?)) ইহাদের রাজধানী ছিল এবং ইহাদের রাজার ৬০,০০০ পদাতিক, ১০০০ অশ্ব, ও ৭০০ হস্তী ছিল। টলেমীও স্বীয় ভূগোলে এই জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। ভার্জিলও ইহাদের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মেগস্থেনিসের সময় গাঙ্গারিদাই জাতি চন্দ্রগুপ্তের অধীন ছিল। (ম্যাক্রিওল)

(২) প্রাসিয়াই

সংস্কৃত প্রাচ্য হইতে এই শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে। সরস্বতী নদীর পূর্বদিকে এই জাতি বাস করিত। মগধবাসিগণ এই নামে অভিহিত হইত। ষ্ট্রাবো, আরিয়ান, প্লিনি ইহাদিগকে Prasioi, Prasii, প্লুটার্ক Praisioi; দায়দরস্ Presioi, কার্টিয়ান্ Pharrasii এবং যাপ্টিন্ Praseides বলিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম্ এই শব্দ প্রাচ্য হইতে উদ্ভূত বলিয়া স্বীকার করেন না। তিনি বলেন পলাস শব্দ হইতে এই শব্দ হইয়াছে এবং মগধে অত্যধিক পলাস জন্মিত বলিয়াই মেগস্থেনিস প্রমুখ গ্রীকগণ মগধকে প্রাসিয়াই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (ম্যাক্রিওল)

(৩) কালানস্

কালানস্ তক্ষশিলার একজন যোগী। তিনি আলেকজান্ডারের সহিত ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যান ও সৌসায় চিতায় প্রাণ বিসর্জন

করেন। প্লুটার্ক বলেন যে তাঁহার প্রকৃত নাম ফিনিস্। কিন্তু গ্রীকগণ তাঁহাকে কালানস্ বলিয়া ডাকিত, কারণ তিনি লোককে অভিবাদন করিবার সময় “কল” শব্দ উচ্চারণ করিতেন। সংস্কৃত “কল্যাণ” শব্দের অর্থ মঙ্গল, সৌভাগ্য ইত্যাদি। চন্দ্রগুপ্ত, তাফিলিস্ ও পুরু রাজা ব্যতীত কালানসের বিষয়ই প্রাচীন লেখকগণ অধিক লিখিয়া গিয়াছেন। এই নিমিত্ত তাঁহার বিষয় ও আর একজন মন্দনস্ নামক ও কাহারও মতে দন্দমিস্ নামক একজন ভিন্ন প্রকৃতির যোগীর বিষয় যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে তাহার অনুবাদ করিলাম। আরিয়ান্ লিখিয়াছেন, কয়েকজন ভারতবর্ষীয় যোগী যখন তাঁহাদের অভ্যাসমত উন্মুক্ত প্রান্তরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের ধরিয়া আলেকজান্দারের সম্মুখে আনয়ন করা হইলে, তাঁহারা যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন সেই স্থানে পদাঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ঐরূপ করিবার উদ্দেশ্য কি জিজ্ঞাসা করা হইলে তাঁহারা বলিলেন, ‘হে আলেকজান্দার, আমরা যে-টুকু ভূমির উপর দাঁড়াইয়া থাকি প্রত্যেক মনুষ্যের সেই টুকুরই প্রয়োজন। কিন্তু, তুমি আমাদের গ্ৰায় একজন মনুষ্য হইয়াও সমস্ত পৃথিবীর শান্তি নষ্ট করিতেছ। তোমার গৃহ ছাড়িয়া এতদূর আসিয়া আপনাকে কষ্ট দিতেছ ও অপরকেও জ্বালাতন করিতেছ, কিন্তু যখন তোমার মৃত্যু হইবে তখন তোমার সমাধির নিমিত্ত যে-টুকু ভূমির প্রয়োজন সেই টুকুই তোমার অধিকারে থাকিবে। আলেকজান্দার তাহা শুনিয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের উপদেশ অনুযায়ী কার্য করিলেন না। তিনি তক্ষশিলার উপস্থিত হইয়া যখন ভারতীয় যোগীদের দেখিতে পাইলেন তখন তাঁহাদের একজনকে নিকটে রাখিবার তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা হইল। কারণ, তিনি তাঁহাদের সহিষ্ণুতার অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন। কিন্তু

তঁাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন, দন্দমিস; তিনি নিজেও যাইলেন না ও অশ্রান্ত সকলকেও যাইতে নিষেধ করিলেন। তিনি আলেকজান্দার জিয়ুসের পুত্র এই কথা শুনিয়া বলিলেন যে “তাহা হইলে তিনিও জিয়ুসের পুত্র ও আলেকজান্দারের কোন সামগ্রীর প্রতি তঁাহার কোন লোভ নাই। তঁাহার যাহা আছে, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট কিন্তু আলেকজান্দার ও তঁাহার সহচরগণ জলে ও স্থলে ভ্রমণ করিয়াও কিছু লাভবান হইলেন না ও তাহাদের ভ্রমণের কোন শেষও হইতেছে না। সুতরাং আলেকজান্দার যাহা দান করিতে পারেন তাহা লইতে তঁাহার কোন ইচ্ছা নাই। তঁাহার নিজের যাহা আছে তাহা হইতেও যদি কেহ কিছু লইয়া যায় তাহাতেও তঁাহার কোন ক্ষতি নাই, কারণ যতদিন তিনি বাঁচিবেন ভারতবর্ষই তঁাহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। ফলমূল ভক্ষণ করিয়া জীবন যাপন করিবেন ও মৃত্যু হইলে দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন।” সুতরাং আলেকজান্দার আর তঁাহাকে অনুরোধ করিলেন না। মেগস্থেনিস্ উল্লেখ করিয়াছেন যে, কালানস্ নামক এই স্থানের একজন যোগী আলেকজান্দারের সহিত গমন করিয়াছিলেন, তঁাহার আত্মসংযম ছিল না, এবং এই জন্যই অশ্রান্ত যোগিগণ তঁাহার উপর দোষারোপ করিতেন, কারণ তিনি নিজের ইষ্টদেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য একজন প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আমি এই সমস্ত লিখিয়াছি, কারণ আলেকজান্দারের ইতিহাসে কালানসের উল্লেখ অবশ্যস্তাবী। তিনি পারসিসে উপস্থিত হইলে তঁাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। রোগাতুর হইয়া জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা না থাকায় তিনি আলেকজান্দারকে বলিলেন যে তঁাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে, এবং এক্ষণে তঁাহার মতে জীবন বিসর্জন দেওয়াই কর্তব্য। কারণ কোন রোগের চিহ্ন প্রকাশিত

হইলে তাঁহাকে পূর্বের জীবন যাপনের প্রণালী পরিবর্তন করিতে হইবে। আলেকজান্দার বিশেষরূপে ও বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহার মতের প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তখন লাগসের পুত্র টলেমীকে কালানসের ইচ্ছানুসারে চিতা প্রস্তুত ও অগ্নি আয়োজন করিতে বলিলেন।

এরূপ কথিত আছে যে, অস্ত্রধারী ও গন্ধবহনকারী সৈন্তগণ শোভা-যাত্রা করিয়া তাঁহার সম্মুখ দিয়া গমন করিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে সুবর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র এবং রাজপরিচ্ছদ লওয়া হইয়াছিল এবং পদব্রজে গমনে অশক্ত হওয়ায় অশ্বও আনয়ন করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি অশ্বারোহণে অপারগ হওয়ায়, মাল্যশোভিতাবস্থায় তাঁহাকে ভারতীয় প্রথানুযায়ী শিবিকায় করিয়া ও ভারতীয় ভাষায় গান করিতে করিতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। ভারতীয়গণ বলে যে তিনি দেবস্তুতি ও তাঁহার স্বদেশীয় ব্যক্তিগণের প্রশংসাসূচক গান করিতেছিলেন। লিসিমাখস্ তাঁহার নিকট দর্শন শিক্ষা করাতে তিনি উল্লিখিত অশ্বটী তাঁহাকেই দান করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সমভি-বাহারী অগ্নি ব্যক্তিবর্গকে আলেকজান্দার দত্ত দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া-ছিলেন। আলেকজান্দার কালানসের সম্মানার্থ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের জন্ত এই সকল মূল্যবান দ্রব্যাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন। কালানস্ তাঁহার বন্ধু ছিলেন বলিয়া নরপতি এই দৃশ্য সচক্ষে দেখিতে অনিচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু যাহারা কালানস্কে অগ্নিমধ্যে দেখিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহা অবিচলিত ভাব দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। নিয়ার্কাস্ লিখিয়াছেন যে, চিতায় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবামাত্র তুরী-বাদকগণ আলেকজান্দারের আদেশানুযায়ী তুরীধ্বনি করিল এবং সৈন্তগণ যুদ্ধযাত্রার উপযোগী চীৎকার ধ্বনি করিল। হস্তিযুধও এই

সঙ্গে যোগদান করিল—যেন তাহারাও কালানসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিল।

কালানস্ চিতাভিমুখে গমন করিয়া তাঁহার অগ্ৰাণ্ণ সঙ্গিগণকে আলিঙ্গন করিলেও, আলেকজান্দারের নিকটবর্তী হইয়া আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না; কালানস্ বলিলেন যে তিনি বাবিলনে আলেকজান্দারের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। ঐ সময়ে এই মন্তব্যে কেহই কৰ্ণপাত করেন নাই কিন্তু পরে আলেকজান্দারের বাবিলনে মৃত্যু হইলে কালানসের এই উক্তি সকলে ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া মনে করিয়াছিল।

ষ্ট্রাবোও জার্মানোফারস্ নামক এক ভারতীয়ের দেহত্যাগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। (সমসাময়িক ভারত, প্রথম খণ্ড, ষ্ট্রাবো দ্রষ্টব্য।)

নিয়ার্কাস্

আলেকজান্দারের সহগামী ব্যক্তির মধ্যে নিয়ার্কাসকে অনেক কারণে সর্বপ্রধান স্থান দেওয়া যাইতে পারে। অনধিগম্য সমুদ্রে তিনি যে জলযাত্রার অধিনায়কত্ব করিয়াছিলেন তাহা তৎকালীন যুগের যে এক অভূতপূর্ব ঘটনা সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে তাঁহার অগ্ৰাণ্ণ সেনাপতিগণের মধ্যে যে অদমনীয় রাজ্যালিপ্সা ও সঙ্গে সঙ্গে রক্তপাত ঘটিয়াছিল, নিয়ার্কাস্ সে পাপে কলঙ্কিত হন নাই।

ফিলিপের রাজত্বকালে তিনি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং রাজপুত্র আলেকজান্দারের অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। নিয়ার্কাস্ আলেকজান্দারের অভিযানের সম্ভিষ্যাহারে এসিয়ায় গমন করিয়া তরাস্

পৰ্ব্বতের দক্ষিণস্থ জনপদের শাসনকর্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি পাঁচবৎসর এই পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। আলেকজান্দারের বাক্টিয়া পরিত্যাগ কালে ও ভারত আক্রমণের প্রারম্ভে তিনি নরপতির সহিত যোগদান করেন এবং হাইডাস্পিসের তীরে নির্মিত রণতরী বাহিনীর কর্তৃত্বে নিযুক্ত হন। নিয়ার্কাসের জলযাত্রা সমসাময়িক ভারতের তৃতীয় খণ্ডে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। নিয়ার্কাস আলেকজান্দার কর্তৃক যথোপযুক্তরূপে পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। আলেকজান্দারের মৃত্যু না ঘটিলে নিয়ার্কাস অণু একটা অভিযানে প্রেরিত হইতেন। নরপতির মৃত্যু ঘটিলে নিয়ার্কাস আলেকজান্দার-পুত্র হিরাক্লিসের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন এবং আন্টিগোনাসের অধীনে বাক্টিয়ার শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণে সম্মত হইয়াছিলেন। আন্টিগোনাস ইউমিনিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলে নিয়ার্কাস আন্টিগোনাসের সমভিব্যাহারী হইয়াছিলেন। ৩১৪ খৃষ্ট পূর্বাব্দে ডিমোটিয়সের সাহায্যার্থ আন্টিগোনাস কর্তৃক নিয়ার্কাস নিয়োজিত হইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছুই অবগত হওয়া যায় না।

নির্ঘণ্ট

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="text-align: center; width: 10%;">অ</td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr> <td>অকুস্থ</td> <td style="text-align: center;">...</td> <td style="text-align: right;">৪৭</td> </tr> <tr> <td>অক্সাস</td> <td style="text-align: center;">২০, ৪৪, ৪৬, ৪৯, ৬৩</td> <td></td> </tr> <tr> <td>অক্সিআর্টিস্</td> <td style="text-align: center;">...</td> <td style="text-align: right;">১২৩, ৩১৯</td> </tr> <tr> <td>অক্সিকানস্</td> <td style="text-align: center;">১২৫, ১২৬, ৩৭৪</td> <td></td> </tr> <tr> <td>অক্সিড্রাকাই</td> <td style="text-align: center;">১৩৬, ১৬৪, ১৬৯, ১৭০, ১৭৬, ১৮৩, ১৮৯, ১৯০, ২২৭, ৩৬৫</td> <td></td> </tr> <tr> <td>অক্সিয়াটীনা</td> <td style="text-align: center;">...</td> <td style="text-align: right;">৪৭, ১২৫</td> </tr> <tr> <td>অক্সিণী</td> <td style="text-align: center;">...</td> <td style="text-align: right;">১৩৪</td> </tr> <tr> <td>অগষ্টাস্</td> <td style="text-align: center;">১৩, ১৪, ১৬, ১৮</td> <td></td> </tr> <tr> <td>অর্জুনায়ন</td> <td style="text-align: center;">...</td> <td style="text-align: right;">২২৩</td> </tr> <tr> <td>অর্ডানিস</td> <td style="text-align: center;">...</td> <td style="text-align: right;">২২১</td> </tr> <tr> <td>‘অর্থশাস্ত্র’</td> <td style="text-align: center;">...</td> <td style="text-align: right;">২৩৩</td> </tr> <tr> <td>অনিসি</td> <td style="text-align: center;">...</td> <td style="text-align: right;">১০৭</td> </tr> <tr> <td>অনিসিক্রিটস্</td> <td style="text-align: center;">৯, ১৬১, ১২৪, ৩২৯, ৪০৩, ৪০৫</td> <td></td> </tr> <tr> <td>অভিসার</td> <td style="text-align: center;">...</td> <td style="text-align: right;">৮১, ১০০, ৩৫৩</td> </tr> <tr> <td>অভিসারিস্</td> <td style="text-align: center;">১১১, ১৩৩, ১৩৬, ১৫৩, ২৫২, ২৫৩, ২৫৯, ২৭২, ২৭৩, ৩৪৮</td> <td></td> </tr> <tr> <td>অর্ফিস্</td> <td style="text-align: center;">৬৬, ২৫০, ২৫২, ২৫৩, ৩৪৬, ৩৪৭</td> <td></td> </tr> <tr> <td>অধষ্ট</td> <td style="text-align: center;">...</td> <td style="text-align: right;">১২২</td> </tr> <tr> <td>অধি</td> <td style="text-align: center;">...</td> <td style="text-align: right;">৬৬, ১০০, ১১০</td> </tr> </table>		অ		অকুস্থ	...	৪৭	অক্সাস	২০, ৪৪, ৪৬, ৪৯, ৬৩		অক্সিআর্টিস্	...	১২৩, ৩১৯	অক্সিকানস্	১২৫, ১২৬, ৩৭৪		অক্সিড্রাকাই	১৩৬, ১৬৪, ১৬৯, ১৭০, ১৭৬, ১৮৩, ১৮৯, ১৯০, ২২৭, ৩৬৫		অক্সিয়াটীনা	...	৪৭, ১২৫	অক্সিণী	...	১৩৪	অগষ্টাস্	১৩, ১৪, ১৬, ১৮		অর্জুনায়ন	...	২২৩	অর্ডানিস	...	২২১	‘অর্থশাস্ত্র’	...	২৩৩	অনিসি	...	১০৭	অনিসিক্রিটস্	৯, ১৬১, ১২৪, ৩২৯, ৪০৩, ৪০৫		অভিসার	...	৮১, ১০০, ৩৫৩	অভিসারিস্	১১১, ১৩৩, ১৩৬, ১৫৩, ২৫২, ২৫৩, ২৫৯, ২৭২, ২৭৩, ৩৪৮		অর্ফিস্	৬৬, ২৫০, ২৫২, ২৫৩, ৩৪৬, ৩৪৭		অধষ্ট	...	১২২	অধি	...	৬৬, ১০০, ১১০	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="text-align: center; width: 10%;">অ</td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr> <td>অলিষ্টস</td> <td style="text-align: center;">...</td> <td style="text-align: right;">২</td> </tr> <tr> <td>অলিম্বিয়াস</td> <td style="text-align: center;">...</td> <td style="text-align: right;">৩১১</td> </tr> <tr> <td>অশ্বকজাতি</td> <td style="text-align: center;">...</td> <td style="text-align: right;">৬৮</td> </tr> <tr> <td>অশ্বজীৎ</td> <td style="text-align: center;">...</td> <td style="text-align: right;">৮৪</td> </tr> <tr> <td>অক্ষিনিস্</td> <td style="text-align: center;">...</td> <td style="text-align: right;">৫২</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">আ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>আইওনিয়া</td> <td style="text-align: center;">...</td> <td style="text-align: right;">২৭, ১৪৩</td> </tr> <tr> <td>আইভি</td> <td style="text-align: center;">...</td> <td style="text-align: right;">২৩৮, ২৩৯</td> </tr> <tr> <td>আকাডিরা</td> <td style="text-align: center;">...</td> <td style="text-align: right;">২৪০</td> </tr> <tr> <td>আকিলিস্</td> <td style="text-align: center;">...</td> <td style="text-align: right;">৩১০, ৩৬৫</td> </tr> <tr> <td>আর্কিলেয়স্</td> <td style="text-align: center;">...</td> <td style="text-align: right;">১০</td> </tr> <tr> <td>আকিসাইন্</td> <td style="text-align: center;">১০৫, ১৩৪, ১৩৫, ১৪৪, ১৫২, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৯, ১৮৭, ১৯১—৪, ২৩০, ২৯১—৪, ৩০৬, ৩১৭, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৫</td> <td></td> </tr> <tr> <td>আকোফিস্</td> <td style="text-align: center;">...</td> <td style="text-align: right;">২৫, ২৭, ৩৮৯</td> </tr> <tr> <td>আগাল্‌সই</td> <td style="text-align: center;">...</td> <td style="text-align: right;">১৬৭, ৩৬২</td> </tr> <tr> <td>আগালাসিয়ান</td> <td style="text-align: center;">...</td> <td style="text-align: right;">৩৬৩</td> </tr> <tr> <td>আগালেসিস্</td> <td style="text-align: center;">...</td> <td style="text-align: right;">২২৩</td> </tr> <tr> <td>আর্গস</td> <td style="text-align: center;">...</td> <td style="text-align: right;">১৪৬</td> </tr> <tr> <td>আগ্রিএনিয়ান</td> <td style="text-align: center;">১৬০, ১৭৬, ১৯৫, ১৯৯, ২০৮, ২৪৬, ২৬৩, ৩২০, ৩২১</td> <td></td> </tr> </table>		অ		অলিষ্টস	...	২	অলিম্বিয়াস	...	৩১১	অশ্বকজাতি	...	৬৮	অশ্বজীৎ	...	৮৪	অক্ষিনিস্	...	৫২		আ		আইওনিয়া	...	২৭, ১৪৩	আইভি	...	২৩৮, ২৩৯	আকাডিরা	...	২৪০	আকিলিস্	...	৩১০, ৩৬৫	আর্কিলেয়স্	...	১০	আকিসাইন্	১০৫, ১৩৪, ১৩৫, ১৪৪, ১৫২, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৯, ১৮৭, ১৯১—৪, ২৩০, ২৯১—৪, ৩০৬, ৩১৭, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৫		আকোফিস্	...	২৫, ২৭, ৩৮৯	আগাল্‌সই	...	১৬৭, ৩৬২	আগালাসিয়ান	...	৩৬৩	আগালেসিস্	...	২২৩	আর্গস	...	১৪৬	আগ্রিএনিয়ান	১৬০, ১৭৬, ১৯৫, ১৯৯, ২০৮, ২৪৬, ২৬৩, ৩২০, ৩২১	
	অ																																																																																																																		
অকুস্থ	...	৪৭																																																																																																																	
অক্সাস	২০, ৪৪, ৪৬, ৪৯, ৬৩																																																																																																																		
অক্সিআর্টিস্	...	১২৩, ৩১৯																																																																																																																	
অক্সিকানস্	১২৫, ১২৬, ৩৭৪																																																																																																																		
অক্সিড্রাকাই	১৩৬, ১৬৪, ১৬৯, ১৭০, ১৭৬, ১৮৩, ১৮৯, ১৯০, ২২৭, ৩৬৫																																																																																																																		
অক্সিয়াটীনা	...	৪৭, ১২৫																																																																																																																	
অক্সিণী	...	১৩৪																																																																																																																	
অগষ্টাস্	১৩, ১৪, ১৬, ১৮																																																																																																																		
অর্জুনায়ন	...	২২৩																																																																																																																	
অর্ডানিস	...	২২১																																																																																																																	
‘অর্থশাস্ত্র’	...	২৩৩																																																																																																																	
অনিসি	...	১০৭																																																																																																																	
অনিসিক্রিটস্	৯, ১৬১, ১২৪, ৩২৯, ৪০৩, ৪০৫																																																																																																																		
অভিসার	...	৮১, ১০০, ৩৫৩																																																																																																																	
অভিসারিস্	১১১, ১৩৩, ১৩৬, ১৫৩, ২৫২, ২৫৩, ২৫৯, ২৭২, ২৭৩, ৩৪৮																																																																																																																		
অর্ফিস্	৬৬, ২৫০, ২৫২, ২৫৩, ৩৪৬, ৩৪৭																																																																																																																		
অধষ্ট	...	১২২																																																																																																																	
অধি	...	৬৬, ১০০, ১১০																																																																																																																	
	অ																																																																																																																		
অলিষ্টস	...	২																																																																																																																	
অলিম্বিয়াস	...	৩১১																																																																																																																	
অশ্বকজাতি	...	৬৮																																																																																																																	
অশ্বজীৎ	...	৮৪																																																																																																																	
অক্ষিনিস্	...	৫২																																																																																																																	
	আ																																																																																																																		
আইওনিয়া	...	২৭, ১৪৩																																																																																																																	
আইভি	...	২৩৮, ২৩৯																																																																																																																	
আকাডিরা	...	২৪০																																																																																																																	
আকিলিস্	...	৩১০, ৩৬৫																																																																																																																	
আর্কিলেয়স্	...	১০																																																																																																																	
আকিসাইন্	১০৫, ১৩৪, ১৩৫, ১৪৪, ১৫২, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৯, ১৮৭, ১৯১—৪, ২৩০, ২৯১—৪, ৩০৬, ৩১৭, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৫																																																																																																																		
আকোফিস্	...	২৫, ২৭, ৩৮৯																																																																																																																	
আগাল্‌সই	...	১৬৭, ৩৬২																																																																																																																	
আগালাসিয়ান	...	৩৬৩																																																																																																																	
আগালেসিস্	...	২২৩																																																																																																																	
আর্গস	...	১৪৬																																																																																																																	
আগ্রিএনিয়ান	১৬০, ১৭৬, ১৯৫, ১৯৯, ২০৮, ২৪৬, ২৬৩, ৩২০, ৩২১																																																																																																																		

আর্জিরাস্ পাইডীস্ ...	২৩	আপলোফানিস্ ...	২০৮, ২২০
আর্জিরিয়াম ...	১৬	আফগানিস্থান ...	২০৯
আফিরা ...	২৮	আফ্রিকা ...	২৩১
আটক্ ...	৪, ৮৯	আফ্রিকিস্ ...	২৪৯, ৩৪৫
আর্টাবাজাস্ ...	৪১, ৪৪	আবাষ্টীনাই ...	১৯২
আর্টাজারাক্সীস্ ...	২১, ৪০	আব্রিয়াস ...	১৭৮, ১৮০, ৮৪১
আটালস্ ১৯, ৭১, ৮০, ১১৬, ১৯৮,	২৫৭	আর্বিটাই ...	৩৭৯
আর্টিমিসিয়া ...	১৮৪	আবট (সেনাপতি) ৬৫, ৬৬, ৮২, ৯৯	
আর্টিওকস্ ...	৮৮	আমন ...	১৬২, ২০৩
আর্টিগিনিস্ ...	১৯৮, ২৬২	আমিনটাস্ ...	১০, ৬৪
আর্টিগোনস্ ...	৫৬, ৫৭, ১২৩	আমেসিস্ ...	৮৩
আর্টিজিনিস্ ...	৫৬	আর্শ্বেল ...	১৯৭
আর্টিপেটর ...	২২, ৫৬, ৫৭	আর্শ্বেনিয়া ...	১০৪
আড়িয়া ...	৪১	আস্থলা ...	৮১
আড্রাস্‌সা ...	৪৪	আয়র্গস্ ৪৪, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৭, ৯৪,	
আণ্ডোকোটন ...	৩৯৬, ৩৯৭	১৪৬, ২৪৪, ২৪৯, ৩৪৩, ৩৬২	
আর্ভাকোয়ানা ...	৪২	আরবেলা ৩৫, ৩৬, ৩৭, ১৮৪,	
আথেনা ...	৬৫, ১৭৮	২৮৩	
আথেনোডোরাস ...	৩১২	আরলু হুদ ...	৪৬, ১০৫
আথেন্স ...	৩১৫	আরব ...	১৪৩, ১৪৫
আথ্রেষ্টাই ১৩৭, ৩৫৪, ৪১৪		আরাথোসয় ...	১৯৪, ১৯৮
আন্দাক ...	৭১	আরাথোসিয়া ...	২২০, ২৫৪
আনড্রাস্‌থিনস্ ...	১০	আরাথোটাই ...	১৯৮
আনাক্সারান্ ...	৫১	আরাবিস্ ...	২০৬, ২০৭
আনাক্সিমিনিস্ ...	১০	আরাবিটাই ...	২০৭
আনাবেসিস্ ...	১১, ১৩, ৫৯	আরিওবাজার্নেজ ...	৩৮
		আরিগেয়ন ...	৭২, ৭৫

আরিয়ান ১১, ১২, ১৪, ৩৬, ৪৩, ৪৪,	আসপেসিয়ান ...	৬৮, ৭৪	
৪৭, ৫১, ৫৪, ৫৫, ৫৯, ৬৪, ৭৭,	আস্পিন ...	৬৮	
৮১, ৮২, ৯৩, ৯৪, ১০৮, ১২৫,	আসাকিনস ...	৭৯	
১৪৫, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৯, ১৮৭,	আসাকেনস ...	২৪১	
১৯১—৪, ২০৯, ২১৪, ২২১, ২৩০,	আসাগেটীস ...	৮৪	
২৩৫, ২৩৭, ২৩৯, ২৪০—৩, ২৪৯,	আর্সাকিস ...	১৫৩	
২৬৫, ২৭২—৪, ২৯১—৪, ২৯৭—৯,	আম্পাট্টিস ...	৩৩৪, ৩৩৬	
৩০৮, ৩১৭—৯, ৩৫৭, ৩৭৪, ৩৮২	আর্হিডেয়স ...	৫৬	
আরিয়াসপিয়ান ...	৪৩	আলেকজান্দারের—	
আরিষ্টটল ...	৯, ১৮, ৫০	ভারতীয় অভিযান,	৩
আরিষ্টেবোলস ৯, ৪৪, ৫১, ১০৮, ১২০,		সিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া ভারত উপত্যকার	
১৩২, ১৮৪, ২০৪, ২০৯, ২১০,		পদার্পণ ...	৪
	২২২	অভিযানের ফল ...	৭, ৮
আরিষ্টোনাস ...	২২৩, ৩০২	সমসাময়িকদিগের তালিকা	৯,
আরোস ...	৩৩০		১০, ১১
আলুকিটাস ...	৭৯, ৮০, ১১৬	ভারতীয় অভিযানের পাঁচটি	
আলান ...	১২	বৃত্তান্ত ...	১১—১৭
আলেকজেন্দ্রিয়া ৩৩, ৪২, ৪৪, ৪৫,		জীবনী ...	১৮
৫১, ৫৫, ৬৪, ৬৫, ৯৫, ৩৭৪, ৩৭৯		পিতৃ সিংহাসন অধিকার	১৯
স্ত্রীর আলেকজান্দার বার্ণেস	৬৪	ক্রিটিয়াসের দ্বারা প্রাণরক্ষা	২৬
আলেকজান্দার ...	পরে স্রষ্টব্য	গাভিয়নগ্রহী বিচ্ছিন্ন করণ	২৮
আলেকজান্দ্রী ...	৩১৯	আফ্রিকা যুদ্ধে ক্রিটিয়াস কর্তৃক	
আলোর ...	১৯৪	প্রাণরক্ষা ...	২৮
আসস ...	১০	দারিয়াসের সহিত যুদ্ধ	৩০
আসকালন্দ-উচা ...	১৯৩	টারর দুর্গ অধিকার	৩১
আস্পিস ...	২২, ৩৮	মিশর যাত্রা ...	৩২
আস্টিস ...	৬৭	আলেকজান্দ্রিয়া নগরস্থাপন	৩২

আলেকজান্দারের—

দারিয়াসের কন্ডার সহিত বিবাহের	
প্রস্তাব ...	৩৪
দারিয়াসের সহিত যুদ্ধ	৩৫
পার্সিপোলিসে রাজপ্রাসাদ ধ্বংস	৩৮
দারিয়াসের মৃতদেহের সংস্কার	৪০
সাত্তিবাজানেসের বিদ্রোহ দমন	৪২
পার্সেনিয়ন ও ফিলোটাসকে মৃত্যু- দণ্ডে দণ্ডিত করণ	৪২
সাইরোপোলিস প্রভৃতি দুর্গ অধিকার ...	৪৫
রোক্সানাকে বিবাহ	৪৭
ক্লিটিয়াসকে মদোন্মত্ত অবস্থায় হত্যাকরা ...	৪৮, ৪৯
বাবিলনে মৃত্যু ...	৫৪
আস্পেসিয়ানদের সহিত যুদ্ধ	৬৮
মাসাগা অধিকার	৭৯
আয়র্নস্ অধিকার	৮৭
সিক্সনদের উপর সেতুনির্মাণ	১০৮
পোরসপুত্রের সহিত যুদ্ধ	১২১
হাইডাস্পিসের যুদ্ধ ও পোরসের পরাজয়	১২৪
মৌসাই পরাজয়	১৩২
সাজাল অধিকার	১৪০
সৈন্তগণের অগ্রসর হইতে অনিচ্ছা ও আলেকজান্দারের বন্ধুতা	১৪৩
প্রত্যাভর্তন	১৫২

আলেকজান্দারের—

সিক্সনদকে নীলনদ ভ্রম	১৫৭
মালয় নগর আক্রমণ	১৭৭
গুরুত্তর আঘাতপ্রাপ্তি	১৮০
সিক্স হইয়া মৌসিকানসের রাজ্যে গমন ...	১৯২
নৌবাহিনীর সমুদ্রে উপস্থিতি	২০২
বিপজ্জাল ...	২১৪
আলেকজান্দার ও পোরস্	২৫৩
আঘাতপ্রাপ্তি ...	২৯৯
গৃহাভিমুখে যাত্রা	৩২৯
আন্দ্রেষ্টাই ও কাথেয়াবাসিগণের পরাজয় ...	৩৫৪
হাইফানিসের নিকট বেদী ও অস্ত্রাশ্র স্মৃতিচিহ্ন নির্মাণ	৩৬০
মল্লজাতির দুর্গমধ্যে লক্ষ্যপ্রদান ও সাংঘাতিক আঘাতপ্রাপ্তি	৩৬৭
দারিয়াসের কন্ডার সহিত বিবাহ ...	৩৮৪
ই	
ইউডিমস্ ...	৫২, ২২০
ইউফ্রেটাস ২৯, ৩০, ৩৪, ৩৫, ১০৫, ১০৬, ১৪৫, ২০৩, ২৮১, ৩৩০	
ইউরিয়া ...	১৮৪
ইউমিনিস্ ৯, ১১, ৫৬, ৫৭, ১৪১, ২৭৫	
ইউরাস্গা ...	১১, ২৪০
কর্ণেল ইউল ...	১৯৭

ইউফুজাই	...	৬৮, ৬৯, ৭৭	উ	
ইউফাইন্	...	১৪৯	উইলসন	... ৬৫, ৬৬, ১৯৬
ইকুথিওফাগি	...	২১২, ২২৩	উত্তমাসা	... ৩
ইজিয়ান সাগর	...	২০	উদ্যানপুর	... ৯৩
ইজিয়ান	...	৩৩	উম্ম	... ৪
ইজিনা	...	১৮৪	এ	
ইটিসীয়ান	...	২০৬, ২১৭	এইজিপ্টস্	... ১০৭
ইণ্ডিকা	৩, ১২, ৭৭, ২০৮, ২৩২,	৩৮২	একবাটানা	৩৬, ৩৯, ৪৩, ৪৬, ৫৪
ইণ্ডিকোপ্রিউইস্টিস্		২৩২	এথ্রিয়ানিয়ান	... ১৬৯, ১৭১
ইষ্ট্রুস	...	১০৯	এন্টিওকস	... ৮
ইষ্টার নদী	...	১০১	এণ্টোনিয়াস পিয়াস	... ১২
ইথিওপিয়ান	...	১০২	এথিমানথাস্	... ২৩০
ইপ্সস্	...	৫৭	এথেন্স	... ৩৯, ১৩১
ইভিয়স	...	৯৮	এপিকটেটস্	... ১১
ইরাটস্‌থিনিস্	৯৮, ৯৯, ১০০, ১০৪,	১০৫, ২২৯	এমবোলিমা	... ৮৪, ২৪৯
ইরিজিয়স্	...	৪৩	এম্বিসারস্	৩৪৭, ৩৪৮, ৩৫৩
ইরিথ্রাস	...	২৩১	এরিক্স (আফ্রিকিস)	২৪৯, ২৫০
ইরিথ্রিয়ান সাগর	...	২২৯, ২৩১	এরিজিয়স	... ৪১
ইলিয়দ	...	৩৬৫	এলফিনষ্টোন	... ৯৪
ইলি	...	৩৭৫	ও	
ইলিয়ান	২৬, ১৭৮, ১৮১, ২৩১, ২৭৩		ওক্সিয়ান্	... ৩৮, ১৩১
ইলিরিয়া	২৩, ১৪৬, ৩১০		ওজীনেস্	... ৩৩৩
ইসস্	৩১, ৩৪, ৩৫, ১৮৪, ১৮৫		ওপিয়ান্	... ৬৪
ইস্ক্রীপিরাদ	...	১৮২	ওরা	৮০, ৮১, ৮৪, ২০৮, ২১৪, ২২৩
ইংলও	...	৭		

ওরিইটাই	২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ৩৩০, ৩৩৩	কানিংহাম	৬৫, ৬৬, ৮১, ৮২, ১৭২, ১৭৬, ১৯৩, ১৯৬, ২০৭, ২৪০, ২৭৪
ওষ্ট্যানিস্	... ৬৩	কাপাডোসিয়া	১১, ২৮, ৫৬, ১৪৩
ওসাদিয়ই	(পাদটীকা) ১৯২	কাফিরস্থান	... ৬৯
ওহিল্ল	... ৪, ৮৯	কামবাইসীস্	... ১০৩
ক		কার্মেনিয়া	৫১, ৫২, ১৯৮, ২০৯, ২২০, ২২১—৩, ৩৩৪, ৩৮২, ৪০৬
ককেসাস্	৬৩, ৬৪, ৯৪, ৯৫, ৯৯, ১০১, ১০৪—৬, ১১৩, ১৪৩, ২২৯	কালানস্	৫২, ৫৩, ৩৮৫, ৪০৩
কচ	... ২০৪	কালিস্‌হিনিস্	... ৯, ৫০, ৫১, ৬৪
কচোর	... ৩১৯	কালেসিয়া	... ২৯৩
কলম্বস	... ৩	কারাস	... ২৪৭
কসমস	... ২৩২	কাররীক্ষেত্র	... ১২৭
কলক	... ১৩২	কারিস্‌মানিস্	... ২২১
কুদিয়াস	... ১৩	কারিয়া	... ১০৬, ১৪৩
কাইসট্রুস	... ১০৬, ১০৭	কাসাল্লিয়া	... ৯
কার্বেডন	... ১৪৯	“কাম্পিয়ান গেট”	৪০, ৪১, ১৪৩
কাঠগলা	... ৭৬	কাম্পিয়ান সাগর	... ৪৭, ১০৫
কাটিয়াস (কুইটাস্‌ ক্রফাস)	১১, ১৩, ১৪, ১৭, ৩৬, ৪৭, ৬৬, ৭৭, ৭৯, ৯৩, ১২৫, ১২৭, ১২৯, ১৭৩, ১৭৬, ১৯০, ১৯২, ১৯৫, ১৯৬, ২০৮, ২২৯, ২৩১, ২৪২, ২৫৭, ২৬৫, ২৭৪, ২৯১, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৬, ৩০২	কাশ্মীর	... ১৩২
কাটানীস্	... ৬৩	ক্যাসাণ্ডার	... ৫৭
কাথিয়া	... ৫, ৩৫৪	ক্রাটেরস্	৪১, ৪৭, ৫০, ৫২, ৫৩, ৫৬, ৬৩, ৬৪, ৭১, ৭৪, ৭৫, ৮৪, ১১৫, ১১৬, ১২২, ১২৬, ১৩৫, ১৬০, ১৬৩—৫, ১৬৮, ১৬৯, ১৯৩—৫, ১৯৮, ১৯৯, ২২১, ২৩৬, ২৩৭, ২৫৭, ৩০৬, ৩১৭, ৩৩৩, ৩৬২
কার্বেজিয়া	... ১৪৯	ক্রিটেবেলস্	... ৩০৩, ৩০৪
		ক্রিটোডিমাস	... ১৮২

কিডনস্	...	২৮, ২৯	কোর্ট	...	৭৭
কিরোনিয়া	...	১৫, ১৬, ১৮	কোকীন্ নদী	৬৩, ৬৫, ৮৪, ৯৩	
কিলিয়ানী	...	২৭	কোফীস্	...	৬৫, ৬৮
কিল্লোটা	...	২০২	কোরা	...	৬৫
কিসিলস্	...	১০	কোরাগোস্	...	৩৬৯
কিসিয়া	...	১০৬	কোরিয়িনিস্	...	৬৩
ক্রিওকারেস্	...	২৫৪	কোরিষ্ট্	...	১৮৪
ক্রিওফিস	...	২৪১, ৪১২	কোস	...	১৮২
ক্রিটস বা ক্রিটিয়াম্	২৬, ২৮, ৪৮, ৪৯, ৬৬, ১৭১, ২৫৩		কে-হি-সর পর্বত		৯৪
ক্রিটার্কাস্	১০, ১৪, ১৬৫—৭, ৩০৩, ৩২০		খ		
ক্রিয়ান্ডার	...	২২১	খোইস্	...	৬৯, ৭০
কুনাল্লা	...	২১	খোরাসিয়ান	...	৪৭, ১০৪
কুনার	৬৯, ৭১, ৮১, ২৪০		খোরিইনেস্	...	৫০
কুশা	...	৬৫	গ		
কুফাইতিস	...	৪১৪	গঙ্গা	১০১, ১০২, ১০৫, ১০৭, ১৪৪, ২৩০, ২৭৯	
কুমান	...	৬৪	গাজারিডী	...	২৭৯
কুসাগর	...	২১৩	গর্জিয়াস্	...	৬৬, ১১৬
কেশ্টিক রাইন	...	১০৯	গাজা	...	৩২
কেডোসিয়া	...	৩৭৯, ৩৮০	গাকার	...	৬৭
কৈনস্	৪৯, ৭১, ৮০, ৮১, ১১২, ১১৭, ১২৩, ১২৪, ১২৭, ১৩৫, ১৪৮, ১৫০, ২৪১, ২৪৯, ২৬১; ২৬২, ২৮৭, ২৯০, ২৯১		গর্ডিয়স্	...	২৮
কৈইস্‌থ্‌স্	...	১০৬	গিবুরটিয়স্	...	১০৬
কৈকস্	...	১০৬, ১০৭	গেড্রোসিয়া	২০৮, ২০৯, ২১১, ২১২, ২১৪, ২১৭, ২২০, ২২১, ২২৩,	
কোকাল্লা	...	২০৮			৩৩৩

গোরিস্	...	৭১	জ	
গোগামেলা	...	৩৪, ১৮৪	জয়পুর	...
গোড়ৈয়ান্	...	৬৮	জাক্জার্তীস্	...
গোরি	...	৭৫	জাথ্ই	...
গ্যালিকবুছ	...	১৬	জাল্রামেস্ (চন্দ্রগুপ্ত)	...
গ্যালী	...	২০৫	জারাক্সীস্	...
গ্রাণিকস্	২৫, ১৮৩, ১৮৪	২৮৩	(পাদটীকা)	১৮৪
গ্রীস	১৮, ১৯, ২৬, ৩৭, ৩৯, ৪৬,	৫৬, ২৭১	জারাক্সিয়ান্	...
গ্রোট	...	৬, ৫১, ১২৬	জারিয়াস্পা	...
গ্নোসাই	...	১৩২	জারিয়াস্পিস্	...
গ্নোকানিকই	...	১৩২	জাষ্টিনাস্ ক্রুষ্টিনাস্	...
	ঘ		জুপিটার	...
ঘোরী	...	৭৫	জুলিয়াম্ সীজর	...
ঘোরেন দেশ	...	৭৫	জেনোকন	...
ঘোরেনস নদী	...	৭৫	জেলালাবাদ	...
	চ		ঝাং	...
চন্দ্রগুপ্ত	...	৪, ১৮	ঝীলায়	...
চন্দ্রভাগা	...	৮১	ট	
চারিকার	...	৪৪	টলেমী	৯, ১৪, ৪৩, ৪৯, ৫১, ৬৫, ৬৭,
চারেস্	...	৯, ৫১	৭০, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৮২, ৮৫,	
চার্দাদা	...	৬৭	১১৮, ১২০, ১২১, ১৩২, ১৩৩,	
চিড্রল	...	৬৮, ৬৯	১৪০, ১৫১, ১৬১, ১৬৮, ১৬৯,	
চিরিকট	...	৯৯	১৮১, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৭, ১৯৭,	
চেসনী	...	১২৬	২২২, ২২৩, ২২৯, ২৩০, ২৪০,	
চোরাস্পীস্	...	৭১, ৯৩, ২৪০	২৫৭, ২৫৮, ২৬১, ৩০৮, ৩২১,	
			৩২২, ৩৩০	

টানেস্	...	১৪৩
টাইগ্রীস্	৩৪, ৩৫, ৫২, ১০৫, ১৪০, ২০৩, ২২৩, ২২৪	
টায়ার	...	৩১, ৩৩, ৩৫
টিরিয়ান্	...	৮২, ৮৩
টরিস্	...	১৪৬
টিসিয়াস্	...	৩, ১০১, ৩১৭
টিম্বাগিনিস্	...	১৪, ৩০৩
টিম্বিয়াস্	...	৩০২
টিরিয়াম্পিস্	...	১৯৩, ৩১৯
টেরিওল্টীস্	...	৩১৯
টেলিফস্	...	২১৩
ট্রাজান	১৬, (পাদটীকা)	১৭৮
ট্রিবালী	...	৩১০
ট্রিবিলিয়া	...	১৪৬
ড		
ডলফিন্	...	২৩০
ডাইওগিনীস্	...	১০
ডাইওডটস্	...	১১, ৯৩, ৯৪,
ডাইওনিসস্	৯৫, ৯৬, ১০০, ১৪৬, ১৬৩, ১৯০, ২২২	
ডাইওনিসোপোলিস্	...	৯০
ডিওস্কিপাস্	...	৩১৫, ৩১৬
ডিমফোন	...	২৯৮
ডিম্বিনিস্	...	১৯
ডিমাকস্	...	১০
ডিমাকাই	...	২৪

ডেমেট্রিয়স্	৪৩, ৫৭, ৮০, ১১৭, ১৭৫,	১৮৫
ড্রুসেন	...	৬৬
ড্রানগাই	(পাদটীকা)	১৯৮
ড্রান্সিয়ান্	...	১৯৪
ড্রান্জিয়ানা	...	৫২
ডিটা	...	৮৮

ত

তক্ষশিলা	৩৬, ৫২, ৬৩, ১১০, ১১১	
তাক্কিলিস্	৬৬, ৬৭, ১০০, ১১১, ১১২, ১২৯, ১৩৩, ২২০, ২৫২, ২৬৫, ২৬৭, ২৯১	
তারস্	২৭, ৬৪, ১০৪, ১০৫	
তিরিয়াম্পিস্	...	৬৫, ১৩৪
তুলান্বা	(পাদটীকা)	১৭৩
তৈমুর	...	৪৫
তোরন্	...	১১৯, ১২৩
ত্রিসিয়াস্	...	২১৩

থ

থিবস্	১৯, ৮২, ৮৩, ৯৪, ১৪৬	
থিল'ওয়াল্	২২, ৫৪, (পাদটীকা)	১৭৬, ৩১৪
থেস্	...	২৩, ৫৬, ২৯১
থেসালি	...	৬৩
থোরাস্	...	২১২, ২২০
থ্রিয়াস্	...	২২২

পলিস্পার্কন	... ৫৬, ১৬৮, ২৪৪	পারাপামিসডাই	, ২২, ১২৩,
পম্পিয়াস্ ট্রোগাস্	... ১৭, ১৮		২১৮, ৩১৯
পসাইডন	... ২০৩	পারাং	... ৬৭
প্রফথেসিয়া	... ৪২, ৪৩	প্যারেটোনিয়ান্	... ৩৩
প্রমিথিয়াস্	... ৯৯	প্যারৈটাকাই	... ৫০, ৬৩
পাইথন	... ১২৪	পারোপানিসস্	... ৪৪, ৫১, ৬৪
পাঁজকোরা নদী	... ৭৫, ৭৭	প্যালেষ্টাইন	... ৩২
পাটল	১২৮, ১২৯, ২০০, ২০৪, ২০৬, ৩২৩	পালিবোথ্রা	... ৮৩
পাটলিপুত্র	... ৮৩	পার্সিপোলিস	৩৮, ৫২, ১৪৫
পাট্রোক্লিস্	... ৭, ১০	পার্সিস্	৫২, ১৪৩, ২২৩, ৩৩০
পাগিনি	৭৭, ১৬৯, ২২৩	প্রাসিয়াই	২৭৯, ৩৫৮, ৩৯৬
পার্শিয়া	১৩৪, ২২১, ৩৮১	পিইথন	... ২২৩
পার্শিয়ান্	... ১০৪	পিউকেলাইটীস	... ৬৭, ৮৪
পার্দিকাস্	৪২, ৫৬, ৬৬, ৬৭, ৮৪, ৮৯, ১১৭, ১১৮, ১৩৭, ১৭১, ১৭২, ১৭৭, ১৮৩, ১৯২, ২২৩, ২৩৬, ২৬০, ২৬১, ২৭৫	পিউকেস্টাস্	৫৬, ১৭৮, ১৮০, ১৮১, ১৮৪, ১৮৫, ২২৩, ৩৬৮, ৩৯৯
পাকালোগিয়া	... ২৮	পিউসেষ্টাস	... ৩০১, ৩০২
প্যাকালুগেনিয়া	... ৫৬, ১৪০	পিওনিয়া	... ২৩
পার্মিনিয়ন	২৯, ৩১, ৩৫, ৩৬, ৪০, ৪২	পিথন	৫৬, ১৬৯, ১৭৩, ১৭৫, ১৯৭, ১৯৯, ২০৪, ৩২০
প্যাম্ফিলিয়া	২৭, ৫৬, ১০৪, ১৪৩	পিনারস্	... ২৯
পার্মেনিও	... ৩৪	পিলোপানিসস	... ১৪৬
পারস্ত	৬, ১৯, ২৬, ২৭, ৫৬	পিম্‌থ্রামা	১৩৬, ১৩৭, ২৭৪
পারস্তোপসাগর	... ১২, ২২৪	পিনি	১৫৩, ১৭০, ২১০, ২৩২, ২৭৩, ২৭৭, ৩০৪, ৩১৮
“পারসীক গেট”	... ৩৮	প্রীতি	... ১২৫, ৩১৯
পারসীস্	... ১০৩	প্‌টার্ক	৪, ৬, ১১, ১৫, ৫৫, ৭৯, ১২৫, ১৪৫, ১৫৩, ১৭৯, ২০২, ২৩৫, ২৪২, ২৯৮
পারাপামিসস্	৬৪, ১০১, ১০৪		

পুকলাবতী ।	...	৬৭, ২৪০	ফিলেস্ট্রেটস	৯৪, ১৫৩, ২১২, ২৩৮
পেশোয়ার	...	৬৭		২৭১
পেলুসিয়াম	...	৩২	ফিলোটাস	...
পেরিটাস্	...	৩৯৫	ফুরা	...
পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সাগর			ফ্রোটোফার্নিস	...
		১৫, ৬৫, ২০০, ৩১৭		১৩৪
পোর্টিকানস	১৯৫, ৩১৯, ৩২০, ৩৭৪		ব	
পোরস	৫, ১৫, ১০০, ১১১—৭,		বক্সাস্	...
	১১৯—২২, ১২৫—৭, ১২৯, ১৩০,		বসাতী	...
	১৩৩, ১৩৬, ১৪১, ২৫৯—৬৭,		বসফরস্	...
	২৫২—৪, ২৭১, ২৭২, ২৭৯, ২৮২,		বাইটন	...
	২৯৯, ৩৪৭—৫১, ৩৯২, ৪১৩		বাকট্রা	৪৪, ৪৭, ৫০, ৫১, ৬৩ ৬৪,
পোরস্ (দ্বিতীয়)	...	১৬০, ৩৫৪		১৪৮
পোলেমোফ্রেটাস্	...	১১২, ১৪৮	বাকট্রিয়া	২০, ৩৯, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৮,
প্রোক্রেস্	...	৬৭		৬৪, ৬৫, ১০৪, ১১৭, ১৪৩, ১৬১
পৌরা	...	২১৪		১৯৩, ২৮৩, ৩১২, ৩১৩
	ফ		ব্রাক্‌মন্	...
ফাউচার	...	৪, ৭৬	ব্যাকাস	৯৪, ৯৮ ১৭০ ২৩৬, ২৩৮,
ফার্গাবেজস্	...	৩৪		২৩৯, ২৮৫, ২৯৬, ৩১৮, ৩৩৪, ৪১১
ফ্রাটোফার্নিস্	...	২২১, ৩৩৩	বাজারিয়া	...
ফিগিয়ান	২৭৮, ২৭৯, ৩৫৭		বাজিরা	৮০, ৮১, ৮৪, ২৪১
ফিনিসিয়া	৩১, ১৪৩, ২১০		বাজোর	...
ফ্রিজিয়া	২৭, ২৮, ৫৬, ১৪৩		বাজিণ্টেস্	...
ফিলিপ (দ্বিতীয়)	১৮, ১৯, ৪৮,		বানবেরী	...
	১১১, ৩০৪, ৩১১, ৩২১		বাবলা	...
ফিলিপ্সস্	৮৪, ১৩৪, ১৬১, ১৬৪,		বাবর	...
	১৬৮, ১৯০, ১৯৩, ২২১, ৩৯৫		বাবিলন	৩৪, ৩৬, ৩৭, ৫৪, ৫৬, ১৪৩
			বামিয়ান্	...
				৪৪, ৬৪

বার	...	১৭০		
ব্যালিষ্টাই	...	২৪		
ব্যালাক্রাস	...	২৪৮		
বাসনাবাদ	...	১২৯	শুন সোয়ার্জ	...
বাসিনী	...	৫৩	ভার্জিল	...
বাসেনটীস	...	৪২	ভারতবর্ষ	৩, ৫, ৬, ১০, ১২, ৪৩, ৪৭, ৫০, ১০১, ১০৬—৮, ১২৪, ১২৭, ২০৬, ২২৯, ২৩০
ব্রাক্কাবাদ (ব্রাক্কা)	১২৬, ১২৭		ভিনসেন্ট স্মিথ	৪, ৭, ৬৪, ৬৫, ৬৭, ৬৯, ৭৪, ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৮২, ৯৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৭০, ১৭৩, ১৯১, ১৯২, ২০৯, ২১৪, ২৪৯, ২৫২
বিগুন ব্রড (স্তার)		৮২	ভিক্টু	...
বিতস্তা	...	৮১, ১১০	ভিরা	...
বিধীনিয়া	...	১১	ভেস্পেসিয়ান	...
বিন্দুসার	...	১০	ভৌগেলাস	...
বিদাস্পিস্	...	১১০		
বিলো (ডাক্তার)	...	৭৭		
বীরা	...	২৪১		
বেগ্রাম	...	৬৬		
বেটন	...	১০		
বেভারিজ	...	৬		
বেরো	...	৮২		
বেলাস	...	৩৬		
বেলা	...	১৯৭	মরকন্দ	৪৫, ৪৬, ৪৮, ৪৯
বেসস্	...	৩৯, ৪০, ৪৪—৬	মর্দান	...
বোথারা	...	৪৬, ৪৮	মর্দিয়ান জাতি	...
ব্রোসিয়স	...	৯৮	মশু	...
বৌকেফালাস্	১২০, ১৩১, ১৫৩, ২৬৫, ২৯১, ৩৬১, ৩৯৫, ৪১৪		মটোগমারী	...
বৌমদস্	...	১৮৪	মল্লজাতি	২৯৮, ৩১৪, ৩৬৫
			মশক	...
			মশকাবতী নদী	...
			মসা নগর	...

মক্ষিস্	২৫০	মার্শাল (মার জন)	১১০
মহাবন	৮২	মাসিদন ১১, ১৭—৮, ২৬, ৪৭, ৫৬,	
মাইওটীক হুদ	১০৫	৬৩, ২৭১, ৩০৬	
মাইকেলী	১০৪	মিউলিনাস্, (ইউমিনিস্)	২৪৫
মাইটলীন	৯	মিডিয়া	৫৬, ৬৩, ১০৪, ১৪৩
মাইডাস	২৮	মিথানকোট	৩১৯
মার্কাস্ ওরিলিয়স	১২	মিথি ডেটীস	২৮
ম্যাক্রিওল	৭, ৬৩, ৬৪, ৬৬,	মিনার্ভা	২৪৯
৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭৭, ৮২, ৯৩, ৯৪		মিলেটন্	২৭
১৬৩, ১৭২, ১৯১, ১৯২, ১৯৫,		মিলিয়াগর	১১৬, ১৯৮
১৯৮, ২০৫, ২০৮, ২১৪, ২৪০—১,		মিশর	৯, ৩১, ৩২, ৫৫, ৫৭, ৮২, ৯৫,
২৪৬, ২৯৩		১০১, ১০৬, ১৪৩, ১৯৮, ৩২২	
মালখন	৭৬	মীড্‌স্	১০৩, ১৪৩
মার্কিয়ান	৪৭	মীডা	৩১০
মাটাকানাই	৭৬	মুইসিকানি	৩১৯, ৩২০
মার্টিন (সেট)	৭৩, ১৩২, ১৬৩, ১৯৩,	মুলতান	৩০৬
২০৪, ২৯৩		মুষ্কজাতি	৩১৯
মারকো	৯৩	মেগস্থেনিস্	৩, ৯—১১, ১৭, ১০৪—৫,
মালই	১৬৪, ১৬৭, ১৬৮	১৯১, ২৭২	
মালয়	৫, ১৬৯, ১৭০, ১৭১,	মেনেলস্	১০৭
১৮৩		মেমন	২৫, ২৬
মালই	১৩৬, ১৯৮	মেমনন্	২৯১, ৩৩৩
মাল্লিজাতি	২২৫	মেশ্‌ফিস্	৩৩, ৫৫
মাসখাইন	৭৭	মেরস	৯৩, ৯৬, ৯৮
মাসাগা	৭৬, ৮৪, ৯৩, ২৪১,	মেরিওটীস্	৩২
৩৪১, ৩৪৩		মেরোস	১২৯, ১৩০, ২৩৮
ম্যাসাজেটাই	৪৮	মেলকাট	৮৩
মাসানয়	৩৭৪	মেলিয়ার	৬৬

মেসোপোটেমিয়া	১৪৩, ২৮১	লাইফিয়া	২৭
মৈয়ানক্রম ...	১০৬, ১০৭	লাইবার	২৮
মোয়েরীস ...	৩২৩	লাগস্ ...	৯, ৪৩, ৭০
মোকিস্ ...	৩৪৬	লারিসা ...	১০
মোলস পর্বত ...	৯৪	লাসবেলা ...	২০৯
মোসিকানস্ ...	১২৪, ১২৬—৮	লাসেন ...	৬৪, ৬৬
	য	লাসেস্ ...	৩১৮
যমুনা ...	২৩০	লিওনেটাস ৭০, ৭৩, ১৭৮, ১৮০—১,	
যাত্রাকর্তা ...	৪১	১৮৪, ২০০, ২০৫, ২০৮, ২২৩,	
যাটিন ৭৭, ৯৩, ১২৫, ২৪০		২৬২, ৩০২, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩৩,	
	র	৩৭৯, ৩৮২	
রাওলপিণ্ডি ...	১১০	লিওনাইডাস ...	১৮
রাঘাই ...	৪০	লিডিয়া ...	৯৪, ১৪৩
রাণীঘাট ...	৮২	লিম্বেষস ...	৩৯৯
রামবাগ ...	২০৭	লিয়েয়স্ ...	৯৮
রামপুর ...	২১৪	লিসিমােসস্ ১৮, ৫৬, ৫৭, ১১৮,	
রাশ্বাকিয়া ...	২০৭		২২৩
রাসপর্বতমালা ...	২৮	লিসিয়া ...	৫৬, ১৪৩
রেনেল ...	৭৭	লুমনি ...	২০৯
রোয়ানা ...	৪৭, ১৯৩	লেনেসস্ ...	৯৮
রোডস্ ...	২৫, ১৮৫	লেভাণ্ট ...	২০
রোম ...	১২, ১৬	লোহিত সাগর ...	২২৯
	ল		শ
লগাই ৭৫, ৮১, ১০৬		শতক্র ...	১৭০, ১৯১
		শশীপুত্র ...	৮৮
		শাশ্ব ...	১৯৬
		শিব ...	৮৩

শিবই	...	৩৬২	সাইরোপোলিস	...	৪৫
শূদ্রক	২৯৫, ২৯৮	৩১৪	সাইলিসিয়া	২৮, ২৯, ১০৪, ২৮১,	২৮৩
	ষ		সাইরাকোসাই	...	৩৬৫
ষ্টাট্রা	...	৩৮৫	সাক্রাল	১৩৬, ১৩৭, ১৪০, ১৪১,	২৭৪
ষ্টাথ্‌মি	...	১০	সাত্তিবাজ্জানেস	...	৪১—৩
ষ্টীন	...	৮১	সাল্লাকোটস	...	৪, ১০৬
ষ্ট্রাবো	৮, ৯, ৪৪, ৬৩, ৬৮, ৬৯, ৭৭,		সাদ্দিস্	...	২৭
	৯৩, ১৩৩, ১৭০, ১৭৬, ১৯৪, ১৯৫,		সামস্	...	১০৪
	১৯৮, ২০৯, ২১২, ২১৪, ২৩১, ২৩৪,		সাবার্কি	...	১৯২, ৩১৮
	২৩৫, ২৭২, ২৭৩, ২৭৬, ২৭৭,		সাম্বস	...	১৯৬, ৩২০
		২৯৮	সাক্সস্	...	৪০০
ষ্ট্রাসানর	...	২২১	সাম্বট্টই	...	১৯২
	স		সামাস্কাস	...	২৪৪
সগডিয়ানা	...	৪৪, ১৯৮	সারজিয়া	...	১৯৮
সগদিয়া	৪৫, ১১৭, ২৮৩		সালমোস	...	৩৮৩
সগদই	...	১৯৪	সালামিস্	...	১৮৪
সট্রিয়স্	...	৬৭	স্পাইটামিনিস্	...	৪৪—৬,
সঞ্জয়	...	৬৭			৪৮—৯
সম্বট্টাই	...	৩৭৩	স্পাইটাকীস্	...	১২৮
সমুদ্রগুপ্ত	...	১৭০, ২৯৩	স্পাটা	...	১৯
সাইনোসিকালী	...	২৪	সিডন	...	৩২
সাইথ্রাস্	...	৩২	সিড্রেসী	...	১৭০
সাইরাস দি গ্রেট	...	২০, ২১	সিতালকীস্	...	২২১
সাইরাস	২১, ৪৩, ৪৫, ১০৩, ২০৯		সিথিয়া	৪৫, ১০৩, ১১৭, ২৬০, ২৮৩,	২৮৬, ৩১০, ৩১৩
	২১৪, ২১৫		সিন্দিমানা	...	১৯৬

সিন্ধু	৪, ৫, ১২, ২০, ৪৩, ৬৬, ৬৮, ৮৪, ৮৭, ৮৮, ৯৩, ৯৪, ১০০—৫, ১১০, ১৪৪, ১৬২, ১৯২, ১৯৮, ২০০, ২০৯, ২২৪, ২২৯, ২৫০, ৩১৭, ৩৪৩	সোটর	১৮৫	
সিনাক্স	...	২৫৬	সোপিত্বিস্	১৬০, ২৭৬—৮, ৩৫৫, ৩৫৬,
সিবাটিয়াস্	...	২২০, ৩৩৪	সোরকোট	... ১৬৮
সিরাজ	...	৩৮	সোয়াট	৬৭, ৬৯, ৭৫, ৭৭, ৯৯
সিরাকোসাই	...	১৭০	সোনা	... ৮৩
সিরিয়া	২৯, ৩১, ৫৭, ১৪৩		সোসা	... ৩৩০, ৩৮৫
সিরিয়ান গেট	...	২৯	সোসিয়ানা	... ৫৬, ১৪৩
সিল্ভিয়ান্ লেভি	...	২৭৪	সোস	... ৪১
সিলিকোটাস	...	৮৮	সোসিয়া	... ৪১
সিসিকটেস্	...	১৩৪		
সিসিরো	...	১৪, ২৬৮	হ	
সিসিনি	...	১২, ১৬	হণ্টার (স্মর উইলিয়ম)	১০৭
সিমোদকাষ্টাস্	...	২৪৯	হাইডান্ পিস্	৫, ১০০—২, ১০৫, ১১০—২, ১১৩, ১১৫, ১২১, ১২৫—৭, ১৩২, ১৪৪, ১৬০, ১৬২—৫, ১৬৮—৯, ১৯১, ১৯৮, ২৫২, ২৫৪, ২৭২, ২৮১, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ৩৬২, ৩৯২
স্কিলোসটীস্	...	২০২	হাইড্রাণ্টীস	১০১, ১০৫, ১৩৫—৬, ১৪৪, ১৫২, ১৬৮, ১৬৯, ১৭২—৩, ১৮৭, ১৯১, ২৭৪, ৩০৬
স্পিথিডেটীস্	...	২৮	হাইড্রাকাই	... ১৭০
সুখচৈনপুর	...	১৩১	হাইড্রাবাদ	... ১০১, ১৯৬
সুরাট	...	৯৪	হাইফানিস্	... ৩৫৭
সুসা	৩৭, ৩৮, ৫২, ৫৩, ২২৩		হাইপাস্ পিষ্টস্	২৩, ৬৮, ৭১, ১১৮—৯, ১৩৭, ১৩৯, ১৬০, ১৬৯, ১৭৯, ১৮৮, ২০৬, ২০৮
সেড্রোসিয়া	...	৩৩০		
সেনেকা	...	২৪২, ২৬৮		
সেপ্টিমিয়াস্ সিভিরাস	...	১৩		
সেমিরামিস্	২০৯, ২১৪, ২১৫, ৩১১			
সেলুকাস	৫৬, ৫৭, ১১৮, ১১৯, ১২৩			
সোডাই	...	৩৭৪		

হাইফাসিন্	০৫, ১৪২, ১৪৪, ১৪৫, ১৫২, ১৯১, ২৭৪, ২৭৮	হিরকানিরা	৪১, ১৫৫, ১৩৪, ১৪৩, ১৪৫, ২২১
হার্কিউলিস	৮২—৪, ৮৮, ৯৮—৯, ১৪৬, ১৬২, ২৩৬, ২৪৪, ২৬০, ২৮৫, ২৯২, ২৯৬, ৩৪৩, ৩৬২, ৪১২	হিফাসিয়ই	...
হাজেম্	...	হিফেস্টীয়ন্	৫২, ৫৪, ৬৬, ৬৭, ৮৪, ৮৯, ১০০, ১১৭, ১৩৫—৬, ১৫২, ১৬০, ১৬৩—৫, ১৬৮, ১৮৭, ১৯৯, ২০০, ২০৪, ২০৬—৭, ২০৯, ২২৩, ২৩৬, ২৫০, ২৫২, ২৬১, ২৭৮, ৩৩০, ৩৫৪, ৩৫৭
হাডিগ্রান	...	হিরাওটীস	...
হানিবল	...	হিরাক্ন্	...
হার্পালাস	...	হিসটাস্পিস্	...
হামবল্ড	...	ছপিয়ান	...
হার্মোলাওস	...	হেগেলোকোস্	...
হার্মস্ নবী	...	হেকেটেয়স্	...
হার্মোটেলিয়া	...	হেরোডটস্	...
হার্মালস	...	হেলেন	...
হারাপা	...	হেলসপন্ট	...
হালিকারণস্	...	হিউয়েন সিয়াং	...
হাসান আল	...	হিকাটমপাইলস্	...
হিউয়েন সিয়াং	...	হিগিমন	...
হিকাটমপাইলস্	...	হিন্দুকুশ	...
হিগিমন	...		
হিন্দুকুশ	...		

চিত্র-সূচী

মানচিত্র

	পৃষ্ঠা
(১) আলেকজান্দার কর্তৃক-জাতি সমূহের রাজ্য	৬৪
(২) আলেকজান্দারের অভিযানকালীন উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ ও নিকটবর্তী প্রদেশ সমূহ ...	৩৩৬

বহুবর্ণের চিত্র

(১) বৌকেফালাসের মৃত্যুতে আলেকজান্দারের শোক (পঞ্চাদশ শতাব্দীতে লিখিত ফরাসী পুঁথি হইতে)	মুখপত্র
(২) পার্সিপোলিসে আলেকজান্দার ...	৩৮
(৩) আলেকজান্দারের মৃত্যু ...	৫৬

একবর্ণের চিত্র

(১) পারশ্বের জনৈক রাজা (প্রাচীন পারসীক বস্ম পরিহিত) ...	৩৩
(২) ইসসের যুদ্ধ ...	৪১
(৩) তক্ষশিলার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ...	১২৮
(৪) ভারতীয় তীরন্দাজ, গ্রীক রণতরী, আলেকজান্দারের রৌপ্যমুদ্রা, হাইডাস্টিসের যুদ্ধের স্মারক পদক	২৫৭
(৫) আলেকজান্দার ...	১৯৩

বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেলের

পত্র ।

আপনার প্রেরিত কয়খণ্ড “সমসাময়িক ভারত” পাইয়া
বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি । পুস্তকগুলি যে বঙ্গসাহিত্য-সমাজে
সাদরে গৃহীত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই । ইতি

কারমাইকেল ।

